مبرة الآل والأصحاب

ইসলামী চেতনা বিকাশ বিষয়ক সিরিজ (৭)

তাঁরা
নিষ্কলঙ্ক

কতিপয় সাহাবীর ব্যাপারে উত্থাপিত সংশয়
নিরসনকল্পে একটি শিকড় সন্ধানী গবেষণা

(প্রথম খণ্ড)

প্রণয়নেঃ
সায়েদ সুবহী কাত্তুম
গবেষক, মুবাররাহর শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র

ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ রুহুল আমিন

২৩৯,৩ কাত্তুম, সায়েদ সুবহী
উলাইকা মুবাররাউন: বাহাস তাছিলী ফী নাকদিস শুবহাত আল-মুসারাহ হাওলা বা'দিস সাহাবা/
সায়েদ সুবহী কাত্তুম, ১ম প্রকাশ, কুয়েত: মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব, ২০০৮
পৃষ্ঠা-২৬৪; ২৪সেমি- (কাদায়া আত্তাওইয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ;৭)
ISBN: 978-99906-674-0-0

১. খুলাফায়ে রাশিদুন ২. সাহাবা ও তাবেঈন ৩. মুহাজিরিন-আনসার
ক. শিরনাম খ. সিরিজ

নিবন্ধন সংখ্যা: ১২০/২০০৮
ISBN: 978-99906-674-0-0

গ্রন্থস্বত্ব ‘মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব’ কর্তৃক সংরক্ষিত
তাদের জন্য ব্যতীত যারা মূল আলোচনায় কোন প্রকার পরিবর্তন
না করার শর্তে গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিলি করতে চায় ।

প্রথম সংস্করণ
১৪৩০ হি/ ২০০৯ খৃঃ
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব

ফোন: ২২৫৫২৩৪০-২২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২২৫৬০৩৪৬
পোস্ট বক্স # ১২৪২১, আল-শামীয়াহ, পোস্ট কোড # ৭১৬৫৫
কুয়েত
e-mail: almabarrh@gmail.com
www.almabarrah.net

ব্যাংক হিসাব নং: কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ 201020109723

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ০৯

গ্রন্থকারের ভূমিকা ১১

সামুরা ইব্‌ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু ১৯

মহান সাহাবী সামুরা ইব্‌ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনী ২১

সামুরা ইব্‌ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে উত্থাপিত সংশয়সমূহ..... ২৬

ভূমিকা ২৬

প্রথম অনুচ্ছেদঃ আচরণগত সংশয় ২৭

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সামুরার আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ২৭

সামুরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে ছিলেন ২৭

খ. অন্যান্য মানুষের সাথে সামুরার আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ৩০

সামুরা অনেক মানুষকে হত্যা করেছিলেন ৩০

গ. নিজের সাথে তাঁর অচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ৪০

প্রথম সংশয় : সামুরা খুবই শক্ত কথা বলতেন ৪০

দ্বিতীয় সংশয় : সামুরা মদ বিক্রি করেছিলেন..... ৪১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ অন্যান্য সংশয় ৪২

প্রথম সংশয়ঃ ইমাম আবু হানীফা সামুরার মতামত বা ফিকহ গ্রহণ করতেন না..... ৪৩

দ্বিতীয় সংশয় : সামুরা জাহান্নামের অধিবাসী ৪৬

সমাপনী ৫১

নুমান ইব্‌ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু ৫৩

মহান সাহাবী নুমান ইব্‌ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনী ৫৫

নুমান ইব্‌ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে উত্থাপিত সংশয়সমূহ..... ৬১

ভূমিকা ৬১

প্রথম সংশয় : নুমান আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সংঘাত উস্কিয়ে দিতেন..... ৬২

দ্বিতীয় সংশয় : নুমান আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন ৬৭

তৃতীয় সংশয় : নুমানকে যেখানে দায়িত্ব দেয়া হত, সেখানে তিনি জুলমের রাজত্ব কায়েম করতেন ৭১

চতুর্থ সংশয় : নুমান তাঁর বংশ আনসারদের বিরোধিতা ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে ত্যাগ করে মুআবিয়ার পক্ষাবলম্বন করেন ৮০

পঞ্চম সংশয় : সামুরা আইনুত তামার এলাকায় আক্রমণ করেন যেখানে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সেনা ছাউনি ছিল..... ৮৫

ষষ্ঠ সংশয় : নুমান নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে বহুরূপী ছিলেন ৮৮

সপ্তম সংশয় : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুমানকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন। ৯১

সমাপনী ৯৩

আল্লাহর তরবারী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ৯৫

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনী ৯৭

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে উত্থাপিত সংশয়সমূহ..... ১১৪

প্রথম সংশয় : বনী জাযীমার সাথে তাঁর ঘটনা ১১৪

দ্বিতীয় সংশয় : মালিক ইব্ন নুঅইরার সাথে খালিদ (রা)-এর ঘটনা, তাকে হত্যা ও তার স্ত্রীকে বিবাহ ১৩৬

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যাকাত প্রদান না করার বিধান ১৩৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে মালিক ইবন নুঅইরার অবস্থান ১৪১

অতিরিক্ত সংযোজনীসমূহ..... ১৪৩

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ মালিক ইব্ন নুঅইরা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার কারণ..... ১৪৬

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ মালিক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর ধর্মত্যাগ করেছিলেন কি না? ... ১৫০

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ খালিদ (রা) কেন মালিককে হত্যা করেছিলেন? এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ ১৫৪

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ মালিক ইব্ন নুঅইরার স্ত্রীর ব্যাপারে খালিদ (রা)-এর অবস্থান..... ১৭৫

সপ্তম অধ্যায়ঃ খালিদ (রা) হত্যা ও বিবাহ সম্পর্কে যা করেছিল তার বিধান ১৭৮

তৃতীয় সংশয়ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) আলী (রা)-এর সাথে বিদ্বেষপোষণ করতেন ১৮৮

চতুর্থ সংশয়ঃ খালিদ (রা) সায়াদ ইব্ন উবাদা (রা)কে হত্যা করেন ২০৩

পঞ্চম সংশয়ঃ উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুমার মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ ২১৭

ষষ্ঠ সংশয়ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ও মাদক ২৩৩

সপ্তম সংশয়ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে কোষমুক্ত আল্লাহর তরবারী হিসেবে নামকরণ..... ২৪০

উপসংহার ২৫৩

তথ্যসূত্র ২৫৫

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি দয়া পরবশ হয়ে আমাদেরকে ইসলামে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম সব নবীদের শ্রেষ্ঠ, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যাকে আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীর রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর।

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবী শব্দের অর্থ সঙ্গী বা সাথী। তবে ইসলামী পরিভাষায় এটি এক বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। সাহাবীদের সংজ্ঞা আমাদের সকলেরই জানা আছে। সাহাবীগণকে আল্লাহর রাসূলের সাথী বলা হয়েছে। যেমন মহান সাহাবী আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুর প্রসংগ তুলে আল্লাহ বলেন:

إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ

"যখন তিনি তার সাথীকে বলেছিলেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"[১]
একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সাহাবীগণের সাথী হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

"তোমাদের সাথী পাগল নন।"[২]

সাহাবীগণ এমন একদল মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যাঁদের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। আন্তরিকতা, ত্যাগ ও কুরবানীর অপার মহিমায় তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়। তাঁরা আনুগত্যের যে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন বিশ্ববাসী তাতে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ দলে দলে ইসলামগ্রহণ করে। একের পর এক তাঁরা জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। রোমান সভ্যতার মসনাদে আরবীয় ঘোড়ার খুরের ধুলা উড়িয়েছিলেন। পারস্যের রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত করেছিলেন আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে। নির্যাতিত, নিপিড়িত মানুষ আরবী ঘোড়ার হ্রেষার অপেক্ষায় থাকত ও মহান প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ জানাত, "হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদেরকে জুলুমের এই জনপদ থেকে বের করে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ও অভিভাবক পাঠাও।" মুসলিম সিংহ-শার্দুল দ্বিগবিজয়ী বীররাই ছিল সেই সাহায্যকারী, সেই অভিভাবক। এসব অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, আবু মুসা আশয়ারী, আবু উবাইদা, নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুম প্রমুখ।

আহলে বাইত, সাহাবী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মের নিজেদের মধ্যকার ভালবাসা, সৌহাদ্য, প্রেম ও আন্তরিকতা ইসলাম বিরোধী শক্তির চক্ষুশুল হয়ে দাড়ায়। এ জন্য তারা অত্যন্ত কৌশলে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর ও তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির সাধনায় ব্রত হয়। যাতে তারা তাদের গৌরবোজ্জল ইতিহাস ভুলে দ্বীনকে গতানুগতিক ইবাদাতের বিষয়ে পরিণত করে। এরই পদক্ষেপ স্বরূপ তারা প্রথমেই আহলে বাইত ও অন্যান্য সাহাবীর মধ্যে শত্রুতা ও

[১]. সূরা আত্ তাওবা: ৪০।
[২]. সূরা আত তাকবীর: ২৪।

রেষারেষির কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করে। যার চক্করে পড়ে মুসলমানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়। অথচ আল্লাহ পরস্পর শত্রুতা ও ঝসড়া-ফাসাদ থেকে নিষেধ করেছেন:

وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ

"তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।"[১]

আসহাবে রাসূল এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বা শত্রুতার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ইসলাম বিরোধী প্রাচ্যবিদরা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কল্পকাহিনী তৈরি করে তাঁদের একজনকে অন্যজনের শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। বিশেষ করে তারা ঐসব সাহাবীর ব্যাপারে বেশি বেশি অভিযোগ ও সংশয় সৃষ্টি করেন ইসলাম সম্প্রসারণে যাদের অবদান বেশি। এ গ্রন্থে পাঠক জানতে পারবেন ইসলাম বিদ্বেষীরা কিভাবে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁদের নৈতিকতা ও দ্বীনদারিতা সর্ম্পকে সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য তাদের টার্গেট সব সাহাবী নয়। বিশেষ বিশেষ কয়েকজন। যাদের একজন হলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু। যিনি ছিলেন আল্লাহর তরবারী যা কাফিরদের জন্য সর্বদা কোষমুক্ত থাকত। এ দ্বিগবিজয়ী বীর রোমান ও পারস্যের বিশাল বিশাল বাহিনীর বিপক্ষে অল্পসংখ্যক শাহাদতপিয়াসী সৈন্য নিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। রোম ও পারস্যের রাজপ্রাসাদে কালিমার পতাকা উড়িয়েছিলেন। এ কারণে এসব মহান বীর ইসলাম বিদ্বেষীদের বিভিন্ন সংশয় ও অপবাদের শিকার হয়েছেন।

এ গ্রন্থটিতে সাহাবীগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন সংশয়, অপবাদ ও সন্দেহ নিরসন করার জন্য তথ্য নির্ভর ও বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সাহাবীগণ এসব অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং তারা ছিলেন নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

এ গ্রন্থটি অনেক তথ্যবহুল ও স্ববিস্তার। এ জন্য শব্দচয়ন, অনুবাদ ও গ্রন্থনার ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে যেতে পারে। প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি এত অল্প সময়ে অনুবাদ সম্ভব হত না, যদি আমার সহধর্মিনী রোমানা জামান এ বিষয়ে সর্বক্ষণিক সহযোগিতা না করত। একমাত্র মহান আল্লাহই তার প্রতিদান দেয়ার মালিক।

মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের আমলগুলো একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করার তাওফীক দান করেন এবং ইসলাম বিরোধীদের নগ্নথাবা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন..... আমীন॥

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী
মুহাম্মদ রুহুল আমিন
১১৯০, পূর্ব মনিপুর, ঢাকা-১২১৬।

[১]. সূরা আল-আনফাল: ৪৬।

গ্রন্থকারের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করি। তাঁর কাছে সাহায্য চাই, ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের অন্তরের খারাপী ও কর্মের ত্রুটি থেকে তাঁর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই আর তিনি যাকে গোমরাহ করেন তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমন ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; এবং বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।”[২]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।”[৩]

---

[১]. সূরা আলে-ইমরান: ১০২।
[২]. সূরা আন্ নিসা: ১।
[৩]. সূরা আল আহযাব: (৭০-৭১)

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর অপার অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুভসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী, তাঁরই নির্দেশে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও প্রদীপ্ত আলোকবর্তীকা হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর আনুগত্যের ও তাঁর জীবনাদর্শ বা সুন্নাতের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এই পবিত্র মিশন মুমিনদের জন্য মহান আল্লাহর এক বিরাট নিআমত। আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।"[১]

অতএব তার জন্যই তৃপ্তি ও আনন্দ যাকে আল্লাহ মুহাম্মদের (যার উপর আসমান ও জমিন যতদিন অবশিষ্ট থাকবে ততদিন আমার প্রভুর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হবে) পতাকাতলে একজন সৈনিক হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

যা আমার সম্মান মর্যাদা ও অহংকার বৃদ্ধি করেছে
অথচ আমি আমার পায়ে চলছিলাম বিস্তীর্ণ ভূমি
আমি প্রবেশ করেছি তোমার "হে আমার বান্দা" এ বাণীর আওতায়
আর বানিয়েছে আহমদকে আমার নবী।

হে একত্ববাদী! ততক্ষণ এই নিয়ামত পরিপূর্ণ হবে না, এই মর্যাদার পূর্ণতা আসবে না, যতক্ষণ আপনি আপনার নীতিমালায় বিশ্বাসে, আচরণে, চরিত্রে ও সমস্ত কাজে পূর্ববর্তী পূণ্যবান ও হিদায়াত প্রাপ্তদের (যাঁদের শীর্ষে রয়েছেন সাহাবীগণ) অনুসরণকারী না হবেন।

তাঁদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে প্রশংসা করেছেন, তাঁদের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের উপর সন্তুষ্টির ঘোষণা প্রদান করেছেন এবং তাঁদের জন্য শুভ পরিণামের ওয়াদা করেছেন। মহান মালিকের সন্তুষ্টির পর কি তাঁদেরকে কোন অনিষ্ট গ্রাস করতে পারে? উত্তম প্রশংসায় প্রশংসিত করার পর কি কোন ত্রুটি তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে, তাঁদের জন্য শুভপরিণাম ও মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির ওয়াদা করার পর খারাপ কিছু তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারে? কখনই নয়।

আল্লাহর সন্তুষ্টি কি তাদের জন্য অনিষ্ট থেকে রক্ষা ও ভীতি থেকে নিরাপত্তা হিসেবে যথেষ্ট নয়, অবশ্যই আল্লাহর শপথ! এর মধ্যেই রয়েছে পর্যাপ্ততা ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা।

মহান আল্লাহ বলেন:

[১]. সূরা আলে ইমরান: ১৬৪।

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।"[১]

তিনি আরও বলেন:

مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩

"মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।[২]

তাঁরা এমন এক মানব শ্রেণী যুগ পরিক্রমায়, মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসের কোথাও তাঁদের দৃষ্টান্ত মেলে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীগণ প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন

[১]. সূরা আত্ তাওবা: ১০০।
[২]. সূরা আল ফাতহ: ২৯।

করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহভীতি, পরহেজগারিতার সর্বোচ্চ চূড়া, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত, ইলম ও আমলে জ্বলন্তপ্রদীপ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে সিংহ শার্দুল।

ইমাম ইব্ন কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ বলেন, কোন মাধ্যম ছাড়া দ্বীন গ্রহণ (অর্থাৎ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে) সাহাবীগণের সৌভাগ্যে। যারা অগ্রগামিতার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, চাওয়া পাওয়ার উপর কর্তৃত্ব করেছিলেন। তাঁদের পর এই উম্মতের অন্য কারও তাদের মর্যাদার সাথে মিলনের আশা অবান্তর, শুধুমাত্র তাদের ব্যতীত যারা তাঁদের সরল সঠিক পথ অবলম্বল করেছেন, তাঁদের অনুসৃত ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুকরণ করেছেন। তাদের ন্যায়সঙ্গত পথের বিরোধিতা করে যারা ডানে বামে, এদিকে ওদিকে যাবে তারা সত্যচ্যুত হয়ে ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতায় বিপথগামী হবে। এমন কোন ভাল স্বভাব কি রয়েছে যা তাঁরা অর্জন করেননি এমন কোন উত্তম পরিকল্পনা কি রয়েছে যার উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল না?

আল্লাহর কসম! তাঁরা জীবনের ঝর্ণা থেকেই সুস্বাদু ও বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা কাউকে জবরদস্তিমূলক আহ্বান করেননি। তাঁরা মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন কুরআন ও ঈমানের সাথে তাঁদের নায্যতার মাধ্যমে। আর তরবারী ও অস্ত্রের জিহাদের মাধ্যমে জয় করেছিলেন জনপদ।[১]

হ্যাঁ, তাঁরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী যাদের কাছে এই দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের তুলনায় নিজেদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, জীবন, রক্ত, খুবই তুচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছিল। পিছনে সবকিছু ফেলে তারা খুশীমনে, স্বেচ্ছায় প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন এমন দেশের উদ্দেশ্যে যেখানে তাদের কোন আশ্রয়স্থল, পরিচিত জন, আত্মীয় বা ভালবাসার পাত্র ছিল না। আর এভাবেই আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেন ও তাঁর বাক্যকে উচ্চ করেন।

এ কথা (যা আমরা তাঁদের সম্পর্কে বললাম) তাদের এই স্বভাব, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, তাঁদের এই ত্যাগ-কুরবানী, সংগ্রাম সাধনার পরও তাঁদেরকে কিভাবে বিভিন্ন নিকৃষ্ট ও খারাপ স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা যায়?

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এটি বড় জুলুম এবং মহাঅন্যায় ও পাপ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! যদি কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যায় করে তবুও তাঁদের একজনের নেক আমলের এক বা অর্ধ মুঠ পর্যন্তও পৌঁছাতে পারবে না।[২]

ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তির অবস্থানকে যারা ক্ষুন্ন করে তাদের এ কাজের প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞা কি এ হাদীসে বর্ণিত হয়নি? অবশ্যই হয়েছে।

---

[১]. ইলামুল মু'কিঈন: ১/৫-৬।

[২]. মুসলিম, কিতাব ফাদাঈলুস সাহাবা, বাবু তাহরীমু সাব্বুস সাহাবা, হাদীস-২৫৪০; বুখারী, বাবু ফাদাইলুস সাহাবা, বাবু কাওলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাও কুনতু মুত্তাখিজান খলিলান, হাদীস নং- ৩৪৭০।

এ কারণে আমাদের পূর্ববর্তী আলিম তথা সালফে সালেহীনের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ব্যাপারে আপত্তি দূরকরণ ও তাঁদের পক্ষে প্রতিরোধ বড় নৈকট্যপূর্ণ কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইকে খারাপভাবে উপস্থাপন প্রতিহত করে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার থেকে জাহান্নাম প্রতিহত করবেন।"[১]

ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তি থেকে এ আপত্তি দূর করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা তাঁদের পক্ষ হয়ে ঐ গুলো প্রতিহত করব ও তাদের নির্দোষিতা প্রকাশ করব এই যুক্তিতে যে, তাঁরা এর মুখাপেক্ষী। কখনই নয়। কেননা তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পবিত্র।

তবে কোন জিনিস আমাদেরকে এই সব সুউচ্চ তারকা, অনড় পর্বত, মহান সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কথা বলা থেকে বিরত রাখতে পারল না?

হ্যাঁ, এ এক বাস্তবতা যা প্রকাশ করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের বিষয়ে উত্থাপিত অপবাদ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস মূলত আমাদের নিজেদের জন্য। আমরা সাধারণত আমাদের অনুভূতিতে যা পাপ, তার ক্ষুদ্র পরিমাণ পাপ প্রকাশিত হওয়া থেকে দূরে থাকতে চাই। অথচ আমাদের পূর্বসূরী ও প্রবীণদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত থাকার অভিযোগ শোনার পরেও চুপ থাকব? দ্বীনের অতন্দ্রপ্রহরী ও বিশ্ববাসীর কাছে রিসালাত বহনকারীদের বিরুদ্ধে এমন আক্রমণের জবাবে নিরব থাকা কি উচিত?

প্রিয় পাঠক ! এই বিষয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ খুবই স্পর্শকাতর। পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করা তাঁদের সঠিক বুঝ দিয়ে সিক্ত হওয়া ছাড়া এপথ ভয়াবহ পিচ্ছিল। তাঁদের পদ্ধতিতে রক্ষা ও নিবারণ রয়েছে।

হে সত্যের অন্বেষী! হে প্রকৃত তত্ত্ব উৎঘাটনে আগ্রহী! আমরা এই গ্রন্থে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি সে সম্পর্কে আপনি যদি দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। তবে সাহাবীগণের বিষয়ে দৃষ্টিদান ও কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ইমাম যাহবী (রহ.)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে:

তাঁদের জন্য অগ্রগামিতা, তাঁদের নিজেদের মধ্যে অপ্রীতিকর যা ঘটেছিল তার জন্য ক্ষমা সাব্যস্ত হয়েছে জীবন্ত জিহাদ ও নিস্কলুষ ইবাদাতের মাধ্যমে। তাঁদের কারও ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অধিকার আমরা রাখি না। তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতির দাবি করতে পারি না।[২]

আমরা এই গ্রন্থের নাম দিয়েছি "তারা নিষ্কলঙ্ক"। গ্রন্থটি কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে উত্থাপিত সংশয়ের নিরসনকল্পে শিকড় সন্ধানী গবেষণা। আমরা এ দাবি করছি না যে, গ্রন্থটি সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বরং আমরা সাধ্যমতে চেষ্টা করেছি আরোপিত অভিযোগগুলো একত্রিত করে বিস্তারিতভাবে আলোচনান্তে তা নিরসন করতে।

এ গবেষণায় আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছি:

---

[১]. তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ বাবু জাব্বু আন আরদিল মুসলিম, হাদীস নং-১৯৩১।

[২]. সীরু আলামুন নুবালা: ১০/১৩।

১. যাকে নিয়ে গবেষণা নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র থেকে সেই সম্মানিত সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছি ।

২. সংশয় ও তার প্রমাণ উল্লেখ এবং তা প্রত্যাখ্যান ।

৩. নিম্নোক্ত পদ্ধতির আলোকে সে সংশয় নিরসন ।

ক. বর্ণনার সনদ উল্লেখ, সম্ভব হলে বর্ণনার শুদ্ধ ও দুর্বল দিক বিশ্লেষণ করা । সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের বাণী দ্বারা তা প্রতিষ্ঠা করা ।

খ. মতন বা মূল বর্ণনার দিকে দৃষ্টিপাত ও ঐতিহাসিকভাবে তা নিরসনের প্রচেষ্টা ।

গ. কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা এবং তাদের মধ্যকার বৈপরিত্য তুলে ধরা যাতে তা অগ্রাহ্য হয় ।

৪. এই গ্রন্থের প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে একটি সমাপনী উল্লেখ ।

গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের মধ্যকার ৩ জন বিশেষ ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে অনেক সংশয় ও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাঁদেরকে অর্ন্তভুক্ত করেছে । তাঁরা হলেন :

১. সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু ।

২. নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু

৩. খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু

আমরা মহান আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর মাধ্যমে কিয়ামতে ভালকাজের পাল্লার ওজন বাড়িয়ে দেন, একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ হাদীসটি আমার মধ্যে বাস্তবায়ন করেন "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষক্রটি প্রদর্শনকে প্রতিহত করবে ....." তিনি যেন আমাকে তাঁর প্রিয় বন্ধুর কাতারে তাঁর পূণ্যবান সাথী ও পবিত্র পরিবারের সাথে হাশর করান, নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাকারী ।

রাসূল, তাঁর পরিবার, তাঁর সাথীদের প্রতি
আমার পক্ষ থেকে উষ্ণ ভালবাসা মিশ্রিত সালাম
তাঁরা ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশ অতএব তাঁদের মর্যাদা জানো
তাঁদের হিদাআত অনুযায়ী যাকে তাওফীক দেয়া হয়েছে সে চলে
সাহাবীদের ব্যাপারে আহমদের অসীআত মেনে চল
তাঁদের জন্য নিন্দুক ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে প্রতিহত কর
আমার এ উপস্থাপনা তাদের উপস্থাপন করার জন্য ও কুরবানী
নিশ্চয় তাঁরা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ শীতল সাদা মেঘ
আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন, তাঁদের সম্মান নির্ধারণ করেছেন
দ্বীনের কারণে তাদের উচ্চ স্থানে অবস্থান করিয়েছেন ।
তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অহী নাযিলের দৃশ্য এমনকি তাঁরা ছিলেন তার
উত্তম রক্ষাকারী নাস্তিক ঘৃণাকারী থেকে

তাঁরা তাদের জীবন বাজী রেখেছেন সম্পদ বিলিয়াছেন
ইসলামের সাহায্যার্থে কোন প্রকার ইতস্ততা ছাড়া
সাহাবাদের পায়ের ধুলা ধ্বংসের ক্ষেত্রে
মহামূল্যবান উচ্চ দূরতমের ললাটের চেয়ে
তাঁরা ছিলেন ঝর্ণাসাদৃশ্য তা ধ্বংসের জন্য স্পর্শ করা
সুর্মার কাঠি দিয়ে চোখের রক্ত ঝরানো
তাদের ছাড়া যারা প্রত্যক্ষ করেছে সবকিছু
বরং যারা উত্তম ইবাদাতে তাদের অনুকরণ করবে
প্রতিটি সাহাবী ছিলেন ন্যায় পরায়ণ, নেই
নিন্দুকের তিরস্কার করে তাদের উপস্থাপনের কিছু
ভুলে গেছ কি ইলাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন
তাওবাহে শাহাদাতে অতএব এ সাক্ষ্য দাও
সাহাবীদের ভালবাসা আমাদের জীবন বিধানে ওয়াজিব
আহমদের সময়ে শ্রেষ্ঠ জাতি
তাঁদের ত্রুটিগুলোর ব্যাপারে আমরা চুপ থাকব ও গণনা করব তাকে
নেকী হিসেবে মুজতাহিদের জন্য যা এসেছে মুসনাদে
আমরা তাঁদের সম্মানকে হেফাজত করব ও তাঁদেরকে বেষ্টিত করব
আমাদের প্রশংসার আবর্তে প্রতিটি সমাবেশে
হাদীসের বর্ণনায় এসেছে শুদ্ধভাবে
'আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর' আহমদের অসীআত
তাঁদের ভালবাসার মাধ্যমে রাসূলের ভালবাসা বাস্তবায়ন হয়
তাঁদের নিন্দা থেকে সতর্ক হও ও তা থেকে বিরত থাক
তাঁদের জন্য দুআ ও তাঁদের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার
তাঁদের পদ্ধতি অনুসরণ করা ঈর্ষান্বিত হয়ে
মুহাম্মদের সাথীদের ভালবাসার নিন্দাকারী
কিয়ামতের দিন তোমার দুহাত ধ্বংস হবে ও লুকাবে
আল্লাহ তাঁর জান্নাতে তাঁদের সাথে আমাদের একত্রিত করুন
প্রভূর নিকট স্থায়ী আসলে
ইলাহ সালাত পাঠাক রাসূল তাঁর পরিবার
তাঁর সাথী ও প্রতিটি হিদাআতপ্রাপ্ত বান্দার উপর॥

এ পরিসরে আমি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা পেশ করছি মুবারবাতুল আল ওয়াল আসহাব কর্তৃপক্ষকে যারা আমাকে ও অন্যান্য সম্মানিত ভাইকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আহলে বাইত ও সাহাবীগণের উত্তরাধিকার প্রচার ও তাঁদেরকে যে গভীর সম্পর্ক একত্রিত করেছিল তা প্রকাশে সাহায্যকারী গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা যা কিছুর মুখাপেক্ষী হয়েছি তার আঞ্জাম দিয়েছেন ।

কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করছি ও উত্তম প্রশংসা পেশ করছি আমার সম্মানিত শিক্ষক আবু উমর মুহাম্মদ সালেম আল খদরকে যিনি মূল্যবান নির্দেশনা ও নসিহাত প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসিতদের অর্ন্তভুক্ত করে এবং তাঁকে তার সবুজ জান্নাতে অবস্থান করান, নিশ্চয় তিনি উত্তম যাঞ্চা গ্রহণকারী।

একইভাবে কৃতজ্ঞতা নিবন্ধ করছি বিচক্ষণ বন্ধু, প্রিয়ভাই আলী তামীমীকে তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা ও অন্যান্য নির্দেশনার জন্য। মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকে উচ্চ করুন, তাঁর উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করুন এবং তাঁর থেকে সমস্ত আনিষ্ট ও খারাপি দূর করুন।

তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ যারা এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে পাঠ, টাইপ, গ্রুফ সংশোধনসহ বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন। একমাত্র আল্লাহই তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে প্রতিদান দিতে পারেন।

হে আল্লাহ! এই গ্রন্থে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা তোমার পক্ষ থেকে, তোমার কোন শরীক নেই। যদি কোন ভুল ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে আমার নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে। এসব থেকে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাথী সকলের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থী
আবু মুআজ
সায়েদ সাবহী কাওুম।

সাম্মুরা ইব্ন জুনদুব

রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু

আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে ইসলাম থেকে যা
অপসরণ করিয়েছেন তা অনেক বড় ।

সম্মানিত সাহাবী সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে বিশেষ একটি স্বাদ রয়েছে। তাঁদের স্মরণে মজলিস পবিত্র হয়। তাদের আলোচনায় অন্তর আনন্দিত হয়, হৃদয় আন্দোলিত হয়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হয়, দুঃশ্চিন্তা মুছে যায়, চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রশান্তি পায়, উৎসুক ব্যক্তি আনন্দে বিহবল হয় ও প্রেমিক ব্যক্তি উৎফুল্ল হয়।

তাঁরা উত্তম আদর্শ ও অনুকরণীয়।

তাঁরা নেতৃত্ব ও নেতৃস্থানীয়।

তাঁরা আলিম ও ফকীহ্।

তাঁরা তাকওয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ।

তাঁরা ইমাম ও উম্মতের নেতা।

তাঁরা ..... তাঁরা..... তাঁরা.....

তাঁদের সম্মান, মর্যাদা, গৌরব খ্যাতি ও উচ্চ অবস্থানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সম্মুখে বসেছেন। আমার পিতা মাতা উৎসর্গ হোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য।

ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তি যাঁদের আলোচনা দিক-দিগন্তের সর্বত্র মুখরিত হয় তাঁদের অন্যতম.....

আমাদের সম্মানিত সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহু।

যিনি অগ্রগামী বিজয় নায়ক।

যিনি কৈশোরের সূচনা থেকে দুঃসাহসী জিহাদ পাগল।

যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনাকারী ও সংরক্ষণশারী।

যিনি বিদআতীদের শত্রু, যাদের প্রধান, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সর্বাধিক গোমরাহ ছিল খারেজী হারুরীরা।

যিনি মুসলিম উম্মাহের বন্ধু ও স্নেহশীল।

যিনি ছিলেন সুরক্ষিত দূর্গ, প্রবৃত্তির অনুসারীদের দৃষ্টিতে সুদৃঢ়, অধিকতর সুরক্ষিত।

তিনি হলেন, **আবু সাঈদ সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু।**

তাঁর নামঃ

তিনি ছিলেন, সামুরা ইব্ন জুনদুব ইব্ন হিলাল ইব্ন হারীজ ইব্ন মুররাহ ইব্ন হাযন ইব্ন আমর ইব্ন জাবের ইব্ন জিররিয়াসাতইন আল-ফাযারী, তিনি আনসারী পরিবারে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।

তাঁর কুনিয়তঃ

বলা হয় আব্দুর রহমান[১] বলা হয় আবু সাঈদ[২] বলা হয়েছে। আবু সোলাইমান (ইব্ন হাজর এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩] এছাড়া বর্ণিত আছে আবু আব্দুল্লাহ আবু মুহাম্মদ।

তাঁর বেড়ে ওঠাঃ

আমাদের এ সম্মানিত সাহাবী আনসার গৃহে বেড়ে ওঠেন। আমরা সকলেই জানি আনসার কারা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁদের মর্যাদা কেমন ছিল। অতএব এটা আশ্চর্য কিছু নয় যে, তাঁদের ঘরে বেড়ে উঠা শিশুর বৈশিষ্ট্য তাদের পবিত্র চরিত্র, মহান আচরণ ও উচ্চ স্বভাবেরই হবে।

ইব্ন আব্দুল বার তাঁর সনদে বলেন, সামুরা ইব্ন জুনদুবের পিতা তার সন্তান সামুরাকে শিশু অবস্থায় তাঁর মায়ের কোলে রেখে মারা যান। তিনি ছিলেন সুন্দরী নারী, তিনি মদীনায় আগমন করলে অনেকেই তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তিনি তাদের উত্তরে বলতেন, তিনি এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করবেন যিনি তার পুত্র সামুরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণপোষণের দায়িত্বগ্রহণ করবেন। তখন এক আনসারী ব্যক্তি ঐ শর্তের উপর তাকে বিবাহ করেন। ফলত তাঁরা আনসার গৃহে একত্রে বসবাস করেন।[৪]

মহান আল্লাহ সামুরা ও তাঁর মা থেকে সব ধরণের কল্যাণই আশা করেছিলেন। বিধায় তিনি মদীনায় আগমন করেন এবং আনসারী ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র তাঁর সাথেই বসবাস করেন এবং তাঁদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠেন। সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর মায়ের এ পছন্দের কারণে তিনি সম্মানিত ও নিআমতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু শৈশব থেকেই ছিলেন জিহাদ পাগল :

জিহাদ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠা অথবা যুদ্ধ ছাড়া সত্যের জয় কি সম্ভব?

মহাবিশ্ব পরিচালনায় সত্য-মিথ্যার সংঘাত মহান আল্লাহর এক অমোঘ বিধান। সত্য এমন এক শক্তির মুখাপেক্ষী যা তাকে অন্য থেকে প্রতিরোধ, সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। এ কারণেই জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া ও মুসলমানদের সম্মানের উৎস। তাই এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট বড় সব সাহাবীকেই জিহাদের প্রেরণা ও তার জন্য প্রস্তুতির অনুরাগে উজ্জীবিত করতেন। ফলত সাহাবীগণ সেভাবেই গড়ে উঠেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবছর আনসার বালকদেরকে পরীক্ষা করতেন তাঁরা জিহাদের উপযুক্ত হল কি না। তাঁর নিকট একটি বালক আগমন করলেন, তিনি তাঁকে যুদ্ধে প্রেরণের অর্থাৎ জিহাদের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিলেন। এরপর তাঁর সম্মুখে সামুরা নিজেকে উপস্থাপন করলেন কিন্তু তিনি তাঁকে ফিরায়ে দিলেন। তখন সামুর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঐ

---

১. ইব্ন আব্দুল বার একে প্রনিধানযোগ্য বলেছেন, আল-ইস্তিআব: ১/১৯৭।
২. ইব্ন আসীর একে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলেছেন, উসদুল গাবাহ: ১/৪৭৮।
৩. আল-ইসাবা: ৩/১৭৮।
৪. আল-ইস্তিআব: ১/১৯৭।

বালককে অনুমতি দিলেন এবং আমাকে ফিরায়ে দিলেন, অথচ আমি তার সাথে কুস্তি করলে বিজয়ী হব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁর সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হও। অতঃপর আমি মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হই এবং তার উপর বিজয়ী হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যুদ্ধে প্রেরণের অনুমতি দিলেন।[১] বলা হয়, তিনি তাঁকে উহুদ যুদ্ধের সময় অনুমতি দেন ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২]

লক্ষ্য করুন শৈশব থেকেই সামুরার অন্তর কিভাবে জিহাদের প্রতি উদগ্রীব ছিল। কেন হবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি তাদেরকে লালনপালন করতেন ও নির্দেশনা প্রদান করতেন। সাথে সাথে তিনি সাহাবীগণের সন্তানদেরকে এভাবে জিহাদী অনুপ্রেরণায় বেড়ে তোলার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। যাতে এমন এক প্রজন্ম গড়ে ওঠে যারা পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদান করবে, ইসলামের কল্যাণ গোটা মানবতার কাছে পৌঁছে দেবে, যারা অন্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে কিন্তু অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

অতঃপর এ অবস্থাকে আমাদের বর্তমান সময়ের সাথে তুলনা করুন। এ সময়ের প্রজন্ম কিসের অনুপ্রেরণায় বেড়ে উঠেছে? তবেই আপনি সন্দেহাতীতভাবে শত্রুদের সামনে আমাদের পরাজয় ও দুর্বলতার কারণ জানতে পারবেন।

সামুরা দক্ষ হাফেজঃ

মহান আল্লাহ সামুরাকে এক আশ্চর্য মুখস্তশক্তি ও অনন্য প্রতিভা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সামুরা সে মুখস্তশক্তি ও প্রতিভার উত্তম ব্যবহারও করেছিলেন। যেসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি তাদের অন্যতম।

ইব্ন আব্দুল বার বলেন, সামুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি হাদীস মুখস্তকারীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।[৩]

আব্দুল্লাহ ইব্ন বারীদাহ সুমারাহ ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে বালক ছিলাম, আমি তার থেকে হাদীস মুখস্ত করতাম। কিন্তু সেখানে পূর্ণবয়স্ক যারা বয়সে আমার বড় এমন সাহাবী উপস্থিত থাকতেন বিধায় আমি কথা বলতে ইতস্তত করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক মহিলার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম যে মহিলা প্রসূতি অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলার মাঝ বরাবর দাড়িয়ে জানাযা পড়ান।[৪]

---

১. আল-ইস্তিআব: ১/১৯৮; আল-ইসাবা: ৩/১৭৮।
২. উসদুল গাবাহ: ২/৫১৩।
৩. আল-ইস্তিআব ১/১৯৭।
৪. বুখারী, কিতাবুল হায়েয, বাবুস সালাত আলান নুফাসা ওয়া সুন্নাতিহা, হাদীস নং- ৩৩২; মুসলিম, কিতবুল জানায়েয, বাবু আইনা ইয়াকুমুল ইমামু মিনাল মাইয়েত, হাদীস নং- (৯৬৪-৮৮)।

হাসান বসরী বলেন, সামুরা ইব্ন জুনদুব ও ইমরান ইব্ন হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমা পরস্পর আলোচনা করছিলেন। সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনা করে বললেন, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুটি সাকতাহ (বিরতি) মুখস্ত করেছেন। প্রথম সাকতাহ তাকবীরের সময় এবং দ্বিতীয় সাকতাহ (غير المغضوب عليهم و لا الضالين) থেকে আলাদা হওয়ার পর। অতএব সামুরা সেভাবেই মুখস্ত করেছেন। কিন্তু ইমরান ইব্ন হুসাইন তা অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাঁরা বিষয়টি নিয়ে উবাই ইব্ন কাব রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পত্র লেখেন। তিনি উত্তরে তাদেরকে লেখেন, সামুরা ঠিক মতই মুখস্ত করেছেন।[১]

হ্যাঁ এটাই ইলম যা অন্যের সাথে শিষ্টাচার বজায় রাখার, তাঁদের উপর অগ্রগামী না হওয়ার ও তাঁদের অগ্রাগামিতার স্বীকৃতি প্রদানের শিক্ষা দেয়।

তাঁর গুণাবলী ও বেদআতপন্থীদের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা ঃ

সামুরা ইব্ন জুনদুবের মদীনায় বেড়ে ওঠা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি দ্বীন গ্রহণ ও তাঁকে অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশে উজ্জ্বল প্রভাব ফেলেছিল।

এই মহান বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সুন্নাতে রাসূল ও এর অধিকারীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং বিদআত ও বিদআতপন্থীদের উপর তাঁর ঘৃণার মাধ্যমে। তিনি মুসলমানদের জন্য ছিলেন দয়ার্দ্র এবং বিদআতপন্থী, অপরাধী ও পথভ্রষ্টদের জন্য ছিলেন খুবই কঠোর। তিনি ছিলেন আল্লাহর বাণীর বাস্তব নমুনা: **"তারা কাফিরদের উপর কঠোর ও নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল"**। এ বিষয়ে আমরা আলিমগণের বিভিন্ন বাণী শ্রবণ করব:

ইব্ন আব্দুল বার বলেন, তিনি বসরায় বসবাস করতেন। যিয়াদ তাঁকে ৬ মাসের জন্য সেখানকার ও ৬ মাসের জন্য কুফার শাসক মনোনীত করেন। যিয়াদের ইন্তিকালের পর তাকে বসরার শাসক মনোনীত করা হয়।[২] অতঃপর মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে এক বছর বা অনুরূপ সময় বহাল রাখেন এরপর অপসরণ করেন। **তিনি হারুরীয়্যাহদের উপর খুবই কঠোর ছিলেন। তাদের কাউকে তার কাছে আনা হলেই তাকে হত্যা করতেন, কিন্তু তাকে কিছু বলা হয়নি। তিনি বলতেন, আমার এ হত্যা আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা। তারা মুসলমানদেরকে কাফেরে পরিণত করেছে, রক্তপাত করেছে। অতএব হারুরী এবং তাদের মাযহাবের নিকটতমরা তাঁর উপর বিভিন্ন অপবাদ দিত ও তাকে নিন্দা করত।**

ইব্ন সীরীন, হাসান বসরীসহ বাসরার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রশংসা করতেন ও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতেন।

ইব্ন সীরীন বলেন, সন্তানদের উদ্দেশ্যে সামুরার অসীয়াত (রিসালাহ সামুরা)-এর মধ্যে অনেক জ্ঞান লুকায়িত আছে।[৩]

---

[১]. আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুস সাকতাতা ইনদাল ইফতিতাহ, হাদীস নং-৭৭৯; তিবরানী: ৮/১৪৬, হাদীস নং-৩১০; হাকেম, কিতাবুল ইমামাতে ওয়া সালাতিল জামাআতে, হাদীস নং-৭৮০।

[২]. মূল বর্ণনা এভাবেই রয়েছে। সম্ভবত এর মধ্যে কোন বাক্য পড়ে যেতেও পারে।

[৩]. আল ইস্তিআব: ১/১৯৭; উসদুল গাবাহ: ২/৫১৩।

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি যতদূর জানি সামুরা মহান আমানতদার, হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদি ছিলেন, ইসলাম ও তার অধিকারীদের ভালবাসতেন।[১]

মুতরাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমরান ইব্ন হুসাইনকে বলা হল, অন্য বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি ইমরান ইব্ন হুসাইনের নিকট বলল, সামুরা মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে ইসলাম থেকে যা অপসরণ করিয়েছেন তা অনেক বড়।[২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অবশ্যই তাঁর মাধ্যমে ইসলাম থেকে যা অপসারিত হয়েছে তা অনেক উত্তম।[৩]

তাঁর ইন্তিকাল ও এর কারণঃ

৫৮ হিজরীতে বসরা নগরীতে মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল। তিনি গরম পানি ভর্তি ডেকের মধ্যে পড়ে যান। তিনি ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত ছিলেন বিধায় উক্ত ডেকের উপর বসে ধনুষ্টংকারের[৪] চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। তিনি ঐ ডেকের মধ্যে পড়ে যান এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর এ মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়। তিনি আবু হুরায়রা ও অন্য একজন সাহাবী একত্রে ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যকার সর্বশেষ ব্যক্তি আগুনে পতিত হবে।[৫]

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেন, তোমাদের উচিৎ সন্তানদের উদ্দেশ্যে সামুরার রিসালাহ পাঠ করা। কেননা সেখানে অনেক জ্ঞান রয়েছে। আমরা বললাম, হে আবু বকর! সামুরা, তাঁর কর্ম ও এর মধ্যে যা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদেরকে জানান। তিনি বললেন, সামুরা কঠিন ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত ছিলেন। কোন ভাবেই তিনি তা প্রতিরোধ করতে পারছিলেন না। ফলে তিনি একটি বিরাট ডেক এনে তাতে পানি ভর্তি করে নিচে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন এবং তিনি ডেকের উপর বসার স্থান তৈরী করলেন। আগুনের ধোঁয়া তাঁর কাছে পৌঁছালে রোগের উপশম হত। এভাবে থাকা অবস্থায় তিনি নিচে পড়ে যান। এ কারণে ধারণা করা হয় ঐ হাদিসটি তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে।[৬]

বলা হয়, তিনি মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতের শেষ দিকে ৫৯ হিজরীতে অথবা ৬০ হিজরীর প্রথম দিকে কুফায়, অন্য বর্ণনা মতে বসরায় ইন্তিকাল করেন। এ বিষয়ে অসংখ্যক বর্ণনা এসেছে।[৭]

---

১. আল-ইস্তিআব: ১/১৯৭।
২. ইমাম আহমদ, ইলাল: ৩/২৪৩; বুখারী, তারিখুস সাগীর: ১/১০৭।
৩. আল-ইলাল: ৩/২৭৭।
৪. প্রচণ্ড ঠাণ্ডাজনিত কারণে ধনুষ্ঠংকার (Tetanus) হয়ে থাকে, তাজুল উরুস: ৮/১৩৬।
৫. আল-ইস্তিআব: ১/১৯৭।
৬. তারীখে দামিশক: ৭/৩৬।
৭. তাহজিবুল কামাল: ৪/৪৩৯; তাঁর জীবনী দেখুন: তবাকাতে ইব্ন সায়াদ: ৬/৩৮০ ও ৭/২৬; তবাকাতে খলীফা: ৪২৩; আল-মাহবার: ২৯৫; তারীখে কাবীর: ৪/১৭৬; তারীখে সাগীর: ১/১০৬-১০৭; আল-জারহ ওয়াত তাদীল: ৪/১৫৪; মাশাহিরে উলামায়ে আমসার: ২২৩; আল ইস্তিআব: ১/১৯৭; উসদুল গাবাহ: ২/৫১৩১; তাহজিবুল কামাল: ৪/৪৩৯; তারীখুল ইসলাম: ২/২৩১; আল-ইবর: ১/৬৫; সীরু আলামুন নুবালা: ৩১৮৩; আল ইসাবা: ৩/১৭৮; শাজারাতুজ জাহাব: ১/৬৫।

সম্মানিত সাহাবী সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে উত্থাপিত সংশয়সমূহ

*** ভূমিকা:-**

মহান সাহাবী সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে উত্থাপিত সংশয়সমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা একে দুটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করব:-

প্রথম অনুচ্ছেদ: চরিত্রগত সংশয়, এটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করবে:

ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ।

খ) মানুষের সাথে তাঁর আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ।

গ) নিজের প্রতি তাঁর আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বিচ্ছিন্ন সংশয়, এটি পূর্বোক্ত সংশয়সমূহের ফলাফল ও উপসংহার স্বরূপ ।

আমরা এসব সংশয় নিরসনে সবটুকু শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করব, যাতে পাঠকগণ অবহিত হতে পারেন যে, এসব সংশয়ের কোন ভিত্তি নেই বা বাস্তবতার সাথে এর সামান্যতম কোন সম্পর্কও নেই ।

মহান আল্লাহই একাজে তাওফীক, সাহায্য ও পূর্ণতা প্রদানের একমাত্র মালিক, তিনি আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম প্রতিপালনকারী ।

অতএব চলুন সংশয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি ।

প্রথম অনুচ্ছেদ: চরিত্রগত সংশয়

ক- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সামুরার আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ।
এ প্রসংগে একটি সংশয় রয়েছে:

সামুরা রাসূলুল্লাহ সালল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়া সালল্লামের বিরোধিতা করেছিলেন

সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টিকারীরা প্রমাণ পেশ করেন যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সোলাইমান ইব্ন দাউদ আল আতকী, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু ইয়াইনার মুক্ত গোলাম ওয়াসেল, তিনি বলেন, আমি আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আলীকে সামুরা ইব্ন জুনদুব সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি, এক আনসারীর প্রাচীরের মধ্যে সামুরার একটি খেজুর বাগান ছিল, তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিবারও ছিল । তিনি বলেন, সামুরা তাঁর খেজুরের বাগানে প্রবেশ করতেন যা ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দিত এমনকি এটি তাঁর জন্য দুর্ভোগ হয়ে দাঁড়ায় । তিনি সামুরাকে ঐ অংশটুকু বিক্রয় করতে বললে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, অতঃপর তিনি তাঁর থেকে উক্ত ভূমি বদলী করার আবেদন জানান, কিন্তু তাও তিনি নাকচ করে দেন । অগত্যা ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে ঘটনা খুলে বলেন । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামুরাকে জমিটি বিক্রয় করে দিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাতেও অসম্মতি প্রকাশ করেন । এরপর তিনি তা বদলী করার প্রস্তাব দিলে তাও নাকচ করে দেন । অতঃপর তিনি বললেন, তবে তা তাকে দান করে দাও এর বিনিময়ে তুমি এই এই পাবে অর্থাৎ দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন । কিন্তু তিনি তাতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি অনিষ্টকারী এবং আনসারী ব্যক্তিকে বললেন, **যাও ও তার খেজুর গাছ উপড়ে ফেল** ।[১]

শায়খ আলবানী (রহ.) এই হাদীস বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেন, হাদীসটি **দুর্বল** ।

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ আবু জাফর বাকের ও সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যকার বর্ণনাসূত্রের **কর্তন বা বিচ্ছিন্নতা** ।

হাফিজ ইব্ন হাজর ইমাম বাকেরের জীবনী বর্ণনা করতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন, তার জন্ম সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে ।অতঃপর তিনি অগ্রাধিকার প্রদান করে বলেন, তা ৫৬ হি: থেকে ৬০ হিজরীর মধ্যে ।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেছেন ৫৮ হিজরী থেকে ৬০ হিজরীর মধ্যে । (সঠিকভাবে তাঁর মৃত্যুসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলিমগণের মতপার্থক্যের ভিত্তিতে

---

[১]. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আকদিয়্যাহ,বাবুন ফীল কাদা, ২/৩৩৯, হাদীস নং-৩৬৩৬; সুনানে বায়হাকী: ৬/১৫৭, হাদীস নং ১১৬৬৩ ।

এটিই বলা যায়) । যা থেকে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয় আবু জাফর সরাসরি সামুরা থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন না । কেননা আবশ্যকীয়ভাবে আবু জাফরের জন্ম ৫৬ হিজরীর পূর্বে নয় আর সামুরার মৃত্যু ৬০ হিজরীর পরে নয় । যদি এই সাল ধরা হয় তবে সামুরার ইন্তিকালের সময় আবু জাফরের বয়স ৪ বছর । অতএব তিনি কিভাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করবেন?

এ কারণে **হাফিজ ইব্ন হাজর** বলেন, বলা হয়েছে, সাহাবী বলতে যাঁদেরকে বুঝায় তাঁদের মধ্য থেকে ইব্ন আব্বাস, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর ইব্ন আবু তালিব ছাড়া অন্য কারও থেকে মুহাম্মদ অর্থাৎ আবু জাফর বাকেরের বর্ণনা "মুরসাল" হিসেবে গণ্য ।[১]

"আওনুল মা'বুদ" গ্রন্থকার মানজারী থেকে সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর এই হাদীস বিশ্লেষণের উপর তাঁর মন্তব্য বর্ণনা করেছেন, বাকের কর্তৃক সামুরা থেকে হাদীস শোনার বিষয়টি বিতর্কিত । তাঁর জন্ম ও সামুরার মৃত্যু সাল সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে প্রমাণিত হয় তাঁর থেকে বাকেরের হাদীস শ্রবণ অসম্ভব । এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর থেকে শ্রবণ করা সম্ভব নয়, আল্লাহই ভাল জানেন ।[২]

এটি প্রথম কথা

দ্বিতীয় কথা হল, যদি হাদীসের বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত হয়ও তবে তা ফিক্হী বিধানের বিপরীত । সামুরার এ ধারণা ছিল, নিজের খেজুর বাগানে যে কোন সময় প্রবেশের অধিকার তাঁর রয়েছে । তিনি খেজুর বাগান বিক্রয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন । কেননা এটি তাঁর অধিকারভুক্ত অন্য কেউ তা বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারে না । এটিই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জানালেন যে তোমার এই কাজে আনসারীর ক্ষতি হচ্ছে যার কোন অধিকার তোমার নেই হে সামুরা!

এটিই হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য যদি এটি সহীহ হয়, এর চেয়ে বেশি কিছু হাদীসটি ধারণ করে না ।

অতঃপর এটিও বলা যায় যে, সামুরা এ ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী অকাট্য নির্দেশ স্বরূপ নয় বরং তা সুপারিশ স্বরূপ । আর তিনি সে সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য নয় । যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হাদীসে বারীরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর পূর্বের স্বামী মুগাইয়াসের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, না, বরং আমি সুপারিশ করছি । তখন তিনি বললেন, তার কাছে আমার আর প্রয়োজন নেই ।[৩]

আলিমগণের নিকট স্বীকৃত যে, শাসকের সুপারিশ বিবাদ মিমাংসা ও ক্ষতি দূর করার জন্য, এটি বাধ্যতামূলক নির্দেশ নয় । যদি কেউ তা অমান্য করে তবে তাকে তিরস্কারও করা যাবে না বা তার উপর রাগান্বিত হওয়া যাবে না, তাই সুপারিশকারীর মর্যাদা যত বেশিই হোক ।[৪] সামুরা রাদি আল্লাহু

---

[১]. তাহজীবুত তাহজীব: ৯/৩১২ ।
[২]. আওনুল মাবুদ: ১০/৪৭ ।
[৩]. বুখারী, কিতাবুত তালাক, বাবু শাফাআতুন নাবী ফী যাওজে বারীরাহ, হাদীস নং-৫২৮৩ ।
[৪]. ফাতহুল বারী: ৯/৪১৪ ।

আনহু এটাই ধারণা করেছিলেন, নতুবা তিনি তিরস্কার ও নিন্দার মুখমুখী হতেন, যদি এখানে ক্ষতিকারক কিছু থাকত। এ কারণে সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু যখন অবগত হলেন যে তাঁর এ কর্মকাণ্ডে আনসারী সাহাবীর ক্ষতি হচ্ছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারীকে তাঁর খেজুর গাছ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন, তখন সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের কোন বিরোধিতা করেননি, বরং চুপ ছিলেন, আর এটিই মুমিনের পদ্ধতি।

কেউ কেউ এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু আনসারীর বাড়ীতে হঠাৎ হঠাৎ প্রবেশ করতেন তার পরিবারকে দেখার জন্য এটি এক চরম মিথ্যা ও অপবাদ। তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

খ) মানুষের সাথে তাঁর আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয়,
এখানে একটি সংশয় রয়েছে

সামুরা অনেক মানুষ হত্যা করেছিলেন

নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো এটি প্রমাণ করেঃ-

ক) তাবারী হিজরী ৫ম সনের ঘটনাপ্রবাহে মুহাম্মদ ইব্ন সালীম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, সামুরা কি কাউকে হত্যা করেছিল? তিনি বললেন, **সামুরা কত জনকে হত্যা করেছিল তাদের কি গণনা করা সম্ভব?** তাঁকে যিয়াদ বসরার শাসক নিযুক্ত করেন ও কুফায় আসেন। তখন তিনি **আট হাজার** মানুষ হত্যা করেন!! যিয়াদ তাকে বললেন, তুমি কি এ আংশকা কর না যে, কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছ? তিনি বললেন, আমি যদি তাদের মত কাউকে হত্যা না করি তবে কিসের ভয় করব? অথবা তিনি যেমন বলেছিলেন।[১]

খ) আবু সাওয়ার আদয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সামুরা আমার গোত্রের সাতচল্লিশ ব্যক্তিকে একদিনে হত্যা করে যারা কুরআন সংকলন করেছিলেন![২]

গ) আউফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সামুরা মদীনা থেকে বের হয়ে যখন বনী আসাদ গোত্রের কাছে এলেন তখন কতিপয় লোক বের হলেন। ঘোড়ার বহরের অগ্রভাগ আকস্মিক এসে পড়ায় গোত্রের একজন তার কবলে পড়ে। তারা তাকে সন্দেহ করে তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর বহর চলতে থাকে ও এক পর্যায়ে সামুরা আগমন করেন। তখন ঐ ব্যক্তি তার রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, তিনি বললেন, তার কী হয়েছে? তাঁকে বলা হল, আমীরের বহরের অগ্রভাগ তাকে হত্যা করেছে। তিনি বললেন, **যখন শুনবে আমরা বহরে আরোহণ করেছি তখন আমাদের বর্শার ফলার ভয় কর।**[৩]

ঘ) তারিখে তাবারীতে আরও উল্লেখ আছে, মুসলিম আল-আজলী বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক ব্যক্তি সামুরার কাছে আগমন করে তার সম্পদের যাকাত আদায় করল, **অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আগমন করে তার ঘাড়ে আঘাত করে যাতে তার মাথা থেকে দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।** এমনকি তার মস্তক মসজিদে থাকে এবং দেহ বাইরে চলে যায়। এমন সময় আবু বকরাহ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন, **"ঐ ব্যক্তি সফল হয়েছে যে পবিত্রতা অর্জন করেছে, তাঁর প্রভুর নাম স্মরণ করেছে ও নামায আদায় করেছে।"** সামুরাকে প্রবল শৈত্য রোগে (ধনুষ্টংকার) আক্রমণ করে এবং নিকৃষ্টভাবে মৃত্যুবরণ করে। তিনি বলেন, আমি তাকে প্রত্যক্ষ করেছি, তিনি অনেক মানুষের মধ্যে আগমন করলেন এবং একজনকে বললেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলল, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি হারুরীদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতঃপর তিনি

---

১. তারীখে তাবায়ী: ৫/২৩৬।
২. পূর্বোক্ত, ৫/২৩৭।
৩. পূর্বোক্ত: ৫/২৩৭।

তার দিকে আগমন করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এভাবে তিনি বিশোর্ধ মানুষকে হত্যা করেন।[১]

সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি সম্পৃক্ত বিভিন্ন বর্ণনার সারসংক্ষেপ এই যে, তিনি রক্ত পিপাসু ও খুনে আসক্ত ছিলেন। ছোট, বড় কাউকে হত্যা করতে দ্বিধা করতেন না, এটিই সংশয়ের মূলকথা।

দুভাবে আমরা এ সংশয়ের উত্তর প্রদান করবঃ

১. প্রতিটি বর্ণনার স্ব স্ব পরিসরের উপর **বিস্তারিত উত্তর**।

২. সংশয়টির উপর পূর্ণাঙ্গভাবে **সামগ্রিক উত্তর**।

প্রতিটি বর্ণনার উপর বিস্তারিত উত্তর ক্ষেত্রে আমরা বলব ঃ

ক) প্রথম বর্ণনাঃ

মুহাম্মদ ইব্ন সালীম বলেন, আমি আনাস ইব্ন সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, সামুরা ইব্ন জুনদুব কি কাউকে হত্যা করেছিল ?.....

আমরা বলব,

১- এই বর্ণনাটি **তাবারী** তার ইতিহাস গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উমর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইসহাক ইব্ন ইদরীস আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন সালীম থেকে বর্ণনা করেন.....

এই বর্ণনাসূত্রে বর্ণনাকারী ইসহাক ইব্ন ইদরীসের অবস্থার কারণে **জাল না হলেও জালের কাছাকাছি**। প্রকৃতপক্ষে (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) তিনি ছিলেন, আসওয়ারী বসরী আবু ইয়াকুব তার থেকে তাবারীর ওস্তাদ উমর ইব্ন শাবহ এই সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইব্ন হাজর বলেন, ইব্ন মাদাঈনী তাকে পরিত্যাগ করেছেন, আবু যারআহ বলেন, দুর্বল।

বুখারী বলেন, মানুষ তাকে পরিত্যাগ করেছে।

দারু কুতনী বলেন, হাদীসের মুনকার বর্ণনাকারী।

ইব্ন মুঈন বলেন, মিথ্যাবাদী, জাল হাদীস রচয়িতা।

আবু হাতিম বলেন, হাদীসের দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইব্ন হাব্বান বলেন, সে হাদীস চুরি করত।

মুহাম্মদ ইব্ন আল মুছান্না বলেন, ভিত্তিহীন বর্ণনাকারী।

নাসায়ী বলেন, আমার দৃষ্টিভঙ্গি সে মাতরুক (পরিত্যক্ত)।

---

[১]. তারীখে তাবারী: ৫/২৯২।

ইব্ন আদী বলেন, তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। সে দুর্বলের অধিক নিকটবর্তী।[১]

মুহাম্মদ ইব্ন সালীম যার থেকে ইসহাক ইব্ন ইদরীস বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।[২]

২- যদি বর্ণনাটি শুদ্ধ হয়ও তবে সেক্ষেত্রে বলব, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি নির্দোষ কাউকে হত্যা করেননি। বরং তিনি যাদেরকে হত্যা করেছেন তাদের হত্যা করার অধিকার তার ছিল। এর বর্ণনা সামগ্রিক উত্তরে আলোচিত হবে।

৩- আমাদের ধারণা মতে (আল্লাহই ভাল জানেন) বর্ণনায় উল্লেখিত সংখ্যা অনেক বেশি করে দেখানো হয়েছে।

খ) দ্বিতীয় বর্ণনাঃ

আবু সাওয়ার আদয়ী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সামুরা আমার গোত্রের .....

১- এই বর্ণনাটি **তাবারী** তার ইতিহাসে বর্ণনা করে বলেন, উমর আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, মুসা ইব্ন কায়েস আমাদের কাছে আশআস হাদ্দানী থেকে তিনি আবু সিওয়ার আদয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই বর্ণনা পরম্পরার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এর সনদ **উত্তম** অর্থাৎ এটি **গ্রহণযোগ্য**। যাকে বলা যায় জ্ঞানগত আমানত। আমরা আলহামদুলিল্লাহ দলীল প্রমাণ পেলে তার উপর নির্ভর করি, নিজেদের পক্ষ থেকে কারও উপর মিথ্যার অপবাদ দেই না বা প্রকৃত বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাই না **এটা প্রথম কথা।**

২- হাদীস শাস্ত্রের শিল্প অনুযায়ী বর্ণনাটি গৃহীত হয়ে থাকলে সামুরার এ কাজের উত্তর কি?

আমরা বলব, এর জবাব সামগ্রিক উত্তরে আসবে প্রতিটি বর্ণনার স্বতন্ত্র আলোচনা শেষে। যা থেকে পাঠক জানতে পারবেন, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু যাদেরকে হত্যা করেছেন তাঁরা আসলেই হত্যার উপযুক্ত ছিল।

গ) তৃতীয় বর্ণনাঃ

আউফ থেকে বর্ণিত, সামুরা মদীনা থেকে আগমন করেন.....

এই বর্ণনাটি **তাবারী** তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করে বলেন, উমর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্ন মুহাম্মদ আমার কাছে জাফর আস্‌সাদফী থেকে তিনি আউফ থেকে বর্ণনা করেছেন।

উত্তর ঃ

১। এই বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে **দুর্বল,** এর কারণ:

---

[১]. লিসানুল মিযান: ২/৪১; তিরমিজী ৯৯৮; দ্রষ্টব্য: ইমাম বুখারীর তারীখে কাবীর: ১/৩২৮; তারীখে সাগীর: ২/৩১৮; জারহ ওয়া তাদিল: ২/২১৩; আল কামিল ফীদ দুআফা: ১/৩৩৩; দুআফা আল আকীলী: ১/১০০; মিযানুল ইতিদাল: ১/১৮৪।

[২]. এই বর্ণনাটিকে তারীখে তাবারীর সহীহ ও দুর্বল বর্ণনা বিশ্লেষণকারী দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন: ৯/৬৯।

ক) ইরসাল এই বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত আউফ ছিলেন আউফ ইব্ন আবু জামিলা আরাবী। তার জন্ম সনের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই তার পক্ষে সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে সরাসরি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইব্ন হাব্বান আউফের জন্ম সন সম্পর্কে বলেন, তার জন্ম হয়েছিল ৫৯ হিজরীতে।[১] আর আমরা ইতিপূর্বে অবগত হয়েছি সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর মৃত্যু হয়েছে ৫৮-৬০ হিজরীর মধ্যে। অতএব অন্য কোন বর্ণনাকারীর মধ্যস্ততা ছাড়া আউফ সামুরা থেকে বর্ণনা করতে পারেন না। সেই মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী সনদ থেকে পতিত হয়েছে। মহান আল্লাহই এই বর্ণনার অধিকারী সম্পর্কে অধিকজ্ঞাত রয়েছেন। এই কারণটি উক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত হওয়া থেকে বের করে দেয়।

খ) জাফর সাদফীর যিনি আউফ থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ তার কোন জীবনী আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি।

গ) বর্ণনার এক সূত্র আলী ইব্ন মুহাম্মদ। তিনি হলেন, ইব্ন আব্দুল্লাহ আবু সাইফ আবুল হাসান মাদঈনী ইখবারী। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। অনেকে তার প্রশংসা করেছেন। যেমন **যাহাবী,** তিনি বলেন, যথার্থ সংরক্ষণকারী, সত্যবাদী.....তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ, আরবের ইতিহাস ও বংশবিদ্যা জানার ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী তার কাছে যা বর্ণনা করতেন তার সত্যায়নকারী।

তার বিশ্বস্ততা ইব্ন মুঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে।[২]

তার ব্যাপারে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, যেমন **ইব্ন আদী** বলেন, তিনি হাদীসে শক্তিশালী নন।[৩] **ইব্ন জাওযী** তাকে তাঁর কিতাবুদ দুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৪]

একারণে তারিখে তাবারীর সহীহ ও দুর্বল বর্ণনা বিশ্লেষণকারী **আল বারযানজী** এ বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন।[৫]

২- দ্বীনের প্রশ্নের বাইরে মানুষের সাধারণ বিবেক কি এটা সমর্থন করে যে, একজন সাহাবী সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হবে, তাকে নিন্দা করা হবে এবং এ জাতীয় বর্ণনা ও সনদের মাধ্যমে সাধারণ ও বিশেষক্ষেত্রে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা কর্তন করা হবে।

সাহাবীগণের সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য প্রদান করতে হলে সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নীতি হচ্ছে, বর্ণনাটি শুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের হতে হবে। অতএব এ জাতীয় বর্ণনা বা সনদের ভিত্তিতে আমরা পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহে এই প্রজন্মের উদ্দেশ্যে যে প্রশংসা এসেছে তার বিন্দুমাত্র কর্তন করতে পারি না বা বাদ দিতে পারি না।

---

১. আস্ সুকাত, ইব্ন হাব্বান: ৭/২৯৬।
২. সীরু আলামুন নুবালা: ১০/৪০০।
৩. আল কামিল ফীদ দুআফা: ৫/২১৩।
৪. আদদআফা ওয়াল মাতরুকীন: ২/১৯৯।
৫. দাইফু তারিখিল তাবারী: ৯/৭০।

এটি কোন প্রকার ন্যায়পরায়ণতা নয়।

অতঃপর বলা যায় কোন কোন সময় এই সাহাবী থেকে ঐ সব মানুষ অথবা অন্যান্যদেও ক্ষেত্রে যদি এ জাতীয় আচরণ তথা শক্ত কথা, রূঢ় ব্যবহার ইত্যাদি প্রকাশ পেয়ে থাকে সেটা পেতে পারে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে সে বর্ণনাটি আসবে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা, তাও আবার বিকৃত পদ্ধতিতে, ঠাণ্ডা মাথায় এবং তা একজন সম্মানিত সাহাবীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে এসব দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে? নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় জুলম। এ বর্ণনার ভিত্তিতে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তা হল, যে এটি বর্ণনা করেছে তার কুউদ্দেশ্য ও খারাপ ইচ্ছা। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে পরিত্রাণ চাই।

ঘ) চতুর্থ বর্ণনা ঃ

মুসলিম আল আজলী বলেন, আমি একদা মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম এক ব্যক্তি সামুরার কাছে এসে তার সম্পদের যাকাত.....।

আমরা বলবঃ

১. তাবারী এই বর্ণনাটি তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, উমর আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, মুসা ইব্ন ইসমাঈল আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, সোলাইমান ইব্ন মুসলিম আল-আজমী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি..... এই কাহিনীর বর্ণনা পরম্পরায় দৃষ্টিপাত করলে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাই:

ক. সোলাইমান ইব্ন মুসলিম আল আজলী তিনি ছিলেন আবুল মাআলা খিযায়ী, **আকিলী** বলেন, আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে সে অজ্ঞাত। সোলাইমান তাইমী থেকে বর্ণিত, তিনি নাফে থেকে বর্ণনা করেন, তার হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।[১]

ইব্ন আদী বলেন, এই সোলাইমান ইব্ন মুসলিম অল্প কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে মূলত অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। পূর্ববর্তী কোন আলিমকে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে দেখিনি। তবে আমি তার সম্পর্কে কিছু বলা ভাল মনে করছি। তার বর্ণনার তুলনায় তার হাদীসগুলো অনসুরণযোগ্য নয়।[২]

ইব্ন হাব্বান বলেন, সোলাইমান ইব্ন মুসলিম এমন এক শায়খ যিনি সোলাইমান আত্ তায়মী থেকে বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীস নয়। বিশেষজ্ঞদের পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করে ছাড়া তার বর্ণিত হাদীস বর্ণনা বৈধ নয়।[৩]

ইব্ন আবু হাতিম তার নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার ব্যাপারে জারহ ওয়া তাদীল উল্লেখ করেননি।[৪]

খ) মুসলিম আল-আজলীঃ ইব্ন আবু হাতেম তার নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার জারহ ও তাদীল উল্লেখ করেননি।[৫] অতএব উপরোক্ত বিভিন্ন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এ বর্ণনার সনদ শুদ্ধ নয় এবং এ দ্বারা কোন প্রমাণ সাব্যস্ত হবে না।

---

১. আল-আকীলী, দুআফা: ২/১৩৯।
২. আল-কামিল ফীদ্ দুআফা: ৩/২৮৭।
৩. আল-মাজরুহীন: ১/৩৩২।
৪. আল-জারহ ওয়া তাদীল: ৪/১৪২।
৫. প্রাগুপ্ত: ৮/২০০।

২- সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু যিনি রাসূলুল্লাাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী তাঁর সম্পর্কে কিভাবে এ ধারণা পোষণ করা যায় যে, তিনি একজন মুসলিমকে হত্যা করবেন, শুধু মুসলিম নয় বরং যিনি কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর যাকাত আদায় করেছেন এবং তাকে নামাযরত অবস্থায় হত্যা করা হয়? এর মাধ্যমে কি সামুরার ক্ষেত্রে অপরাধের চরম মাত্রা ও রক্ত পিপাসা প্রমাণ করা হয়েছে? নাকি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ব্যাপারে **হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার** প্রমাণ?

আমরা বলব,

এ জাতীয় বর্ণনা যদি ঐসব মানুষের প্রতি সম্পৃক্ত করা হত যারা মানুষ হত্যাকারী হিসাবে পরিচিত যেমন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ প্রমূখ। তবুও বর্ণনার শুদ্ধতা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হত। অতএব কিভাবে এ জাতীয় অপরাধের বর্ণনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবীর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়?

মহান আল্লাহ আমাদের বিবেককে সংরক্ষণ করুন।

৩- সাহাবীগণের ব্যাপারে আমাদের মৌলিক নীতি হল, তারা তাকওয়া আল্লাহভীতি, আল্লাহর সীমানা রক্ষা ইত্যাদিতে অনঢ় ছিলেন। যদি তাঁদের কারও ব্যাপারে এর বিপরীত কোন বর্ণনা আসে তবে প্রথমে সে বর্ণনার সনদ বা বর্ণনাপরম্পরার দিকে লক্ষ্য করতে হবে। যদি বর্ণনাপরম্পরা শুদ্ধ না হয় আলহামদুলিল্লাহ। যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা শুদ্ধ হয় তবে মতন বা মূল ভাষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যদি তা সাহাবীগণের সাধারণ অবস্থা তথা তাকওয়া, আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ভয় ইত্যাদির বিপরীত হয় তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ নীতিমালার আলোকে উক্ত বর্ণনার মূলভাষ্যের দিকে দৃষ্টিদানকারী অবশ্যই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবে এ বর্ণনা বাতিল ও অশুদ্ধ। কেননা তাতে বর্ণিত হয়েছে, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু এমন সব মানুষকেও হত্যা করতেন যারা দুই শাহাদত উচ্চারণ করতেন এবং নিজেদেরকে খারিজী হওয়া থেকে মুক্ত ঘোষণা করতেন। এ এমন এক গর্হিত কাজ যা থেকে সাধারণ একজন মুসলমানকেও আমরা পবিত্র রাখতে চাই। আর তা কিভাবে একজন সম্মানিত সাহাবীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁর সাথে জিহাদ করেছেন, তাঁর থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন?[১]

এটি কখনই সত্য হতে পারে না। সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ এটাই আমাদের বিশ্বাস।

এছাড়া বর্ণনাটি সামুরা যে জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন তার বিপরীত। কেননা তার জীবনীকার সম্মানিত আলিমগণ বলেছেন, তিনি খারেজীদের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। তাঁর কাছে তাদের কাউকে আনা হলেই তিনি তাকে হত্যা করতেন ঐ সব মানুষও হত্যা করতেন যারা

[১]. তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ১২৩টির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য- আসমাউস্ সাহাবা আর রুআত ওয়া মা লি কুল্লি ওয়াহিদিন মিনাল আদাদ, পৃষ্ঠা-৬১।

নিজেদেরকে খারেজী ও তাদের মতাদর্শ থেকে মুক্ত ঘোষণা করতেন। এটি এক চরম বৈপরীত্য যা বর্ণনাটির শুদ্ধতাকে কর্তন করে।

৪- যিয়াদ ইব্ন আবিহির কুফায় গমন কালের যে সময়টিতে সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু বসরার আমীর ছিলেন তখন মানুষ খুবই আন্দোলিত ছিল, সময়টি ফেতনার যুগ ছিল। অতএব সে সময়ে একজন অপরজনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাথে সাথে বিপক্ষদলের বিভৎস আকৃতি তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন বর্ণনা ও কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করা মামুলী বিষয়। একারণে ঐ সময়ের কোন বর্ণনা বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ না করাই আবশ্যক। অন্যথায় ইচ্ছামত যে যা বলেছে তাই গ্রহণ করতে হবে।

সামগ্রিক উত্তরঃ

পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে আগত সংশয়ের **সামগ্রিক উত্তর** প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সাহায্য করবে:

প্রথমতঃ

সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু যাদেরকে হত্যা করেছিলেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু সিওয়ার আদয়ীর বর্ণনায় যার সনদ গ্রহণযোগ্য অথবা অন্যান্য বর্ণনায়ও যা এসেছে, সেগুলোর অবস্থা আমরা বর্ণনা করেছি। বর্ণনায় উল্লেখিত নিহত খারেজীদের সংখ্যার ব্যাপারে আপত্তি সহকারে (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) এর দলীল:

ক. যারা সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনী আলোচনা করেছেন যেমন **ইব্ন আব্দুল বার, ইব্ন আমীর, ইব্ন হাজর, যাহাবী প্রমূখ** তারা সকলেই একমত যে, সামুরা খারেজীদের উপর প্রচণ্ড কঠোর ছিলেন। এ বিষয়ে তারা তাদের গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, **সামুরা খারেজীদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন**, তাদের কাউকে তার কাছে আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করতেন অথচ তাকে বলতেন না বরং বলতেন, আকাশের নিচে এ হত্যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হত্যা। তারা মুসলমানদেরকে কাফের বানায় ও রক্তপাত করে। অতঃপর তারা তাঁর জীবনীতে খারেজীদের উপর এত কঠোর হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, হারুরী এবং মাযহাবগত দিক থেকে তাদের নিকটতমরা তাঁর উপর বিভিন্ন অপবাদ দিত ও তাঁকে নিন্দা করত।[১]

ইমাম জাহাবী বলেন, তিনি অর্থাৎ সামুরা খারেজীদের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন, তাদের অনেককেই তিনি হত্যা করেছেন।[২]

এসব বর্ণনা জানার পর নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হল, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু কাদেরকে হত্যা করেছিলেন, যদি তার হাতে নিহতের সংখ্যা যা ঐসব বর্ণনায় এসেছে তাই ধরেই নেই।

---

[১]. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন আল-ইস্তিআব, ১/১৯৭; উসদুল গাবাহ, ২/৫১৩; আল ইসাবা, ৩/১৭৮।

[২]. সীরু আলামুন নুবালা: ৩/১৮৬।

আরো স্পষ্ট হয় যে, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে অন্য যে সব বর্ণনা এসেছে তাতে খারেজীদেরকে ভাল মানুষ, মাজলুম বা নির্যাতিত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু বিরাট সংখ্যক মানুষকে বিনা অপরাধে হত্যা করেন মর্মে বর্ণিত বর্ণনাগুলোতে ইচ্ছাপূর্বক নিহতদের ত্রুটিগুলো গোপন করা হয়েছে বা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

খ) ইতিহাস গ্রন্থে আগত বর্ণনার ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব নিহত ব্যক্তি খারেজীই ছিল। সেসব বর্ণনা প্রমাণ কওে যে, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর সময়কাল বিশেষত বসরায় শাসনামলে সেখানে খারেজী আন্দোলনের প্রভাব বেশি ছিল। যে কারণে সামুরা ও যিয়াদকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হয়েছিল।

ঐ সব ঐতিহাসিক বর্ণনার মধ্যে রয়েছে:

১. ইব্ন আসীর ৫০ হিজরী সনের ঘটনা প্রবাহ বসরায় কারীব আযদী ও যুহাব তাঈ এর আত্মপ্রকাশ ও তার প্রভাব বর্ণনার পর বলেন, যিয়াদ খারেজীদের ব্যাপারে কঠোর হন ও তাদেরকে হত্যা করেন এবং সামুরাকেও একই কাজ করার নির্দেশ দেন। ফলত তিনি অনেক মানুষ হত্যা করেন।[১]

২. তাবারী তার ইতিহাসে কারীব আযদী ও যুহাফ তাঈ এর প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনান্তে বলেন, যুহাইর আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ওয়াহাব আমাদের নিকট বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন কারীব ও যুহাফের ঘটনার পর যিয়াদ হারুরীদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে যান ও তাদেরকে হত্যা করেন এবং সামুরাকে অনুরূপ নির্দেশ দেন। কেননা তিনি তার বসরার প্রতিনিধি ছিলেন অতঃপর তিনি যখন কুফায় চলে যান তখন সামুরা অনেক মানুষ হত্যা করেন।[২]

৩. ইয়াকুবী তার ইতিহাসে কারীব ও যুহাফের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে বলেন, কারীব ও যুহাফ এই দুই খারেজী বসরায় আত্মপ্রকাশ করে খারেজীদের মধ্যে। তারা শর্ত প্রদর্শন করে এবং তাদের মধ্যকার অনেক মানুষ হত্যা করে। অতঃপর মসজিদের দিকে আগমন করে এবং সেখানে অনেক মানুষ হত্যা করে। সর্বশেষ তারা জনবসতি তথা বিভিন্ন গোত্রে এসেও একই আচরণ করে।[৩]

৪.ইব্ন হাজর খারেজী সংক্রান্ত হাদীস ব্যাখ্যা করতে যেয়ে কখন তাদের প্রকাশ ঘটে, কখন তারা লুকায়িত ছিল এসব বিষয় বর্ণনা করে বলেন, তারা অর্থাৎ **খারেজীরা** আলী রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলে লুকায়িত ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইব্ন মুলজেমও ছিল, যে ফজরের নামাযের সময় আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা করে। অতঃপর যখন হাসান ও মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় তখন তাদের একদল প্রকাশিত হয়। সিরিয়ার সেনাবাহিনী নাজিলাহ নামক স্থানে আক্রমণ করে। এরপর তারা যিয়াদ ও তার পুত্র উবায়দুল্লাহর ইরাক শাসনামলে অর্থাৎ মুয়াবিয়া ও ইয়াযিদের খিলাফাতামলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। যিয়াদ ও তার

[১]. আল-কামিল ফিত তারীখ: ৩/৪০৪-৪০৫।
[২]. তাবারী: ৫/২৩৮।
[৩]. তারীখে ইয়াকুবী: ২/২৩২।

পুত্র তাদের মধ্যকার বিরাট সংখ্যক মানুষ হত্যা করে। তাদেরকে হত্যা, দীর্ঘ কারাবাস ইত্যাদির মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়।[১]

এসব মন্তব্যের ব্যাপারে নিরপেক্ষ পাঠক হিসাবে আপনার মতামত কি?

যদি বলা হয়, ধরে নিলাম তারা খারেজী, তাই বলে কি তাদের হত্যা করা বৈধ? তারা কি মুসলমান নয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবঃ

১। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারেজীদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যদি তাদেরকে পেতেন তবে নিজেই হত্যা করতেন। **বুখারী ও মুসলিম** আলী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **শেষ যামানায় এমন এক জাতির আবির্ভাব হবে যারা বয়সে হবে তরুণ, চিন্তা ভাবনায় হবে স্থুল বুদ্ধির অধিকারী, মুখে উত্তম নীতিবাক্য আওড়াবে তবে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালীকে অতিক্রম করবে না। অতএব তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাবে হত্যা করবে। কেননা যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য রয়েছে পুরস্কার।**[২]

তাদের হত্যার নির্দেশ ও হত্যা করলে পুরস্কারের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি। জ্ঞাতব্য যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে হত্যা করতে বলেছেন তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও আচরণ বর্ণনা করেছেন, যা দেখলে তাদের হত্যা করাতো দূরের কথা তাদের সম্পর্কে গালি দিতেও একজন মুসলিমের বিবেকে বাধা দেয়। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন এই উম্মতের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠী বের হবে যারা তাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাজকে তুচ্ছ মনে করবে, তারা এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে যে, তাদের কণ্ঠনালী বা গলা থেকে বের হবে না।"[৩]

এ জাতীয় অনেক বড় বড় গুণ এবং অশুদ্ধ বুঝ ও ভুল অনুধাবনের ভিত্তিতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ।

প্রিয় পাঠক! আপনি হয়তো বিষয়টি অনুবাধন করতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারেজীদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যে, তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে তার সাথে আবু সিওয়ার বর্ণিত সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদের গুণাবলী তারা **কুরআন সংকলন** করেছিল এ দুয়ের মধ্যেকার সামঞ্জস্যতা অন্তরকে আশ্বস্ত করে যে, ঐ সব নিহত ব্যক্তি খারেজীই ছিল। বিধায় হাদীসের আলোকে সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে তারা হত্যার যোগ্য ছিল।

---

[১]. ফাতহুল বারী, শরহ সহীহ বুখারী: ১২/৩৪৫।

[২]. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতুন, নবুয়াত ফীল ইসলাম, হাদীস-৩৬১১; মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহরীদ আলা কওলিল খাওয়ারেজ, হাদীস-১০৬৬।

[৩]. বুখারী, কিতাবুল ইসতিতাবাতুল মুরতিদিন, বাবু কাওলুল খাওয়ারেজ, হাদীস নং-৬৯৩১; মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু জিকরুল খাওয়ারিজ, হাদীস নং-১০৪৬।

২- হাসান ও হুসাইনের পিতা আমীরুল মুমিনীন আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুম খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের অনেককে হত্যা করেছিলেন। এমনকি তিনি তাদের হত্যার নির্দেশ সম্বলিত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী যা সামান্যপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। আলী রাদি আল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে খোঁজ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন এভাবে, এমন একটি কাল মানুষ যার দুপেশীর একটি মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে।[১] অতঃপর যখন ঐ ব্যক্তিকে পেয়ে যান তখন আল্লাহর উদ্দ্যেশে শুকরিয়া নামায আদায় করেন।[২] যেহেতু তিনি জানতেন তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ণিত হয়েছে আলী রাদি আল্লাহু আনহু এক হাজার খারেজী হত্যা করেন।

প্রশ্ন: তাদের হত্যা করা কি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য হালাল ও সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য হারাম ছিল? খারেজীদের হত্যা করা কি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সম্মানের অংশ আর অন্যদের যেমন সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য কি দূষণীয় অপরাধ ?

যদি খারিজীদের হত্যা করা আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কৃতিত্ব হয় তবে তা সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর জন্যও সম্মানের বিষয়। পক্ষান্তরে যদি তা সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য দূষণীয় হয় তবে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর জন্যও তা দূষণীয় আল্লাহ তাদের দুজনকেই এ থেকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয়ত:

সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু এমন অনেককে হত্যা করেছেন, যারা হত্যার যোগ্য ছিলেন না, একথা যদি প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ হয় তবে আমাদের উত্তর:

তিনি ঐসব হত্যার ব্যাপারে তাবিল তথা বিশ্লেষণ করেছিলেন, তিনি এই ধারণা করেছিলেন যে, তারাও খারেজী। একে বলা হয় সাহাবীগণের উত্তম ধারণার অংশ। প্রতিটি মুসলিমের মৌলিক বিশ্বাস এমন হবে যে, তাদের অন্তর সাহাবীগণের ভালবাসায় পূর্ণ থাকবে, তারা তাঁদের যথার্থ সম্মান প্রদান করবেন। কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা উত্তমভাবেই গ্রহণ করবে। এ পবিত্র দলটির প্রতি ঘৃণা ও অন্তরে বিদ্বেষপোষণ, মুখে সেসব আওড়ানো ও তা লিখে কাগজ কালো করবে না। যাতে ঐগুলো কিয়ামতের দিন তাদের সাক্ষী হয়ে যায়। নিশ্চয় যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাদের সাথে শত্রুতাপোষণ করে, তাঁদের থেকে মুক্ত থাকতে চায় তার হিসাব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি এমন ন্যায়বিচারক যিনি অণু পরিমাণ জুলুম করেন না। যারা ঐ সব তাকওয়াবান, পূণ্যবানদের বিষয়ে ঝগড়া করে আল্লাহর নির্দেশে তাদের জন্য নিকৃষ্ট সংবাদ ও নিকৃষ্ট অবাস্থল।

অতএব হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার রহমত বর্ষণ কর।

---

[১]. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতুন নবুওয়াত, হাদীস নং-৩৪১৩; মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু জিকরুল খাওয়ারিজ, হাদীস নং-১০৬৪।

[২]. মুসনাদ আহমদ, ১/১০৭, হাদীস নং-৮৪৮।

গ) নিজের প্রতি সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর আচরণ সংশ্লিষ্ট সংশয় ।

এ অংশ দুটি সংশয় অর্ন্তভুক্ত করে ।

প্রথম সংশয়ঃ-

সামুরা রাদি আলল্লাহু আনহু শক্ত কথা বলতেন

তাবারী বর্ণনা করেন, মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু যিয়াদের পর সামুরাকে ৬ মাসের জন্য বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । অতঃপর তাঁকে অপসারণ করেন । তখন সামুরা বলেন, মুআবিয়াকে আল্লাহ লানত দিক । আল্লাহর শপথ! আমি মুআবিয়াকে যতটকু আনুগত্য করেছি ততটুকু যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম তবে তিনি কখনই আমাকে আযাব দিতেন না ।

এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় সামুরা আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে মুআবিয়ার আনুগত্যকে বড় করে দেখেছিলেন । যা মূলত মহান আল্লাহর সাথে কুফরীর শামিল । এ জাতীয় কথা শুধুমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব যার অন্তর ঈমান থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়ার ধ্বংসশীল সম্পদ ও এর অস্থায়ী চাকচিক্যের সাথে সংযুক্ত হয়েছে ।

এর উত্তরঃ

১ । এ বর্ণনাটি **তাবারী** তার ইতিহাসে বর্ণনা করে বলেন, উমর বলেন, জাফর ইবন সোলাইমান আদ দাবরীর ব্যাপারে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু যিয়াদের পর.... ।[১]

এ বর্ণনার সনদের ব্যাপারে মন্তব্য: উমর ইবন সাবাহ ও জাফর ইব্ন সোলায়মানের মধ্যকার **বিচ্ছিন্নতা** । এমনকি তিনি আমার কাছে পৌঁছেছে, শব্দ ব্যবহার করেছেন । মহান আল্লাহই উভয়ের মধ্যকার পতিত ব্যক্তির সম্পর্কে ভাল জানেন । অতঃপর এই বর্ণনার বর্ণনাকারী **জাফর ইব্ন সোলাইমান** তাবে তাবেঈগণের মধ্যকার মধ্যস্তরের ।[২] অতএব মুআবিয়া সামুরা থেকে বর্ণনা করা তার জন্য অসম্ভব । এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনাটি **দুর্বল** ।

একারণে **ইমাম ইব্ন কাসীর (রহ.)** সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন, এটি তার থেকে সহীহ নয় ।[৩]

২ । সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ ধারণা করা যায় না যে, এ জাতীয় অবাঞ্ছিত কথা তাঁর থেকে প্রকাশ পাবে যা কুফরীর পর্যায়ের । নাউজুবিল্লাহ, তিনি কখনোই আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুকে বেশি আনুগত্য করতে পারেন না ।

হে আল্লাহ! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীগণের থেকে এ জাতীয় অপরাধ প্রকাশ পাওয়া থেকে তোমার কাছে মুক্ত ঘোষণা করছি ।

---

[১]. তারীখে তাবারী: ৫/২৯১ ।

[২]. দ্রষ্টব্য- তাকরীবুত তাহযীব: ১/১৪০ ।

[৩]. আল বিদাআহ ওয়ান নিহায়াহ: ৮/৬৮ ।

দ্বিতীয় সংশয়ঃ-

সামুরা মদ বিক্রয় করেন

ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহুর নিকট এ খবর পৌঁছায় যে, অমুকে মদ বিক্রয় করেছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ অমুককে অভিশাপ দিন। সে কি জানে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন কারণ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন, কিন্তু তারা তা জ্বালিয়ে অতঃপর বিক্রি করত।[১]

ইমাম **মুসলিমের** বর্ণনায় মদ বিক্রয়কারীর নাম স্পষ্টভাবে এসেছে তিনি হলেন, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু।[২]

এর উত্তরে আমরা বলবঃ

সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মদ বিক্রয়ের পদ্ধতি নিয়ে আলিমগণ চারটি মতামতের উপর মত পার্থক্য করেছেন। **ইব্ন হাজর (রহ.)** তা বর্ণনা করেছেন।

১. সামুরা আহলে কিতাব থেকে জিযিয়্যাহর মূল্য বাবদ মদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তাদের কাছেই তা পুনরায় বিক্রয় করেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে এটি বৈধ।

ইব্ন জাওযী ইব্ন নাসের থেকে এ বর্ণনা করেছেন এবং এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর উচিৎ ছিল আহলে কিতাবের কাউকে তা বিক্রয়ের প্রতিনিধি বানানো। তবেই তিনি নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতেন না এবং পরবর্তীতে তাদের থেকে এর মূল্য নিয়ে নিতেন। কেননা তিনি হারাম গ্রহণ করেননি।

২. **খাত্তাবী** বলেন, যে মদ তৈরি করে তার কাছে রস বিক্রয় করা বৈধ। কোন কোন অঞ্চলে আসীর বা রসকেও মদ নামে অভিহিত করা হয়। একইভাবে আঙ্গুরকেও মদ নামে অভিহিত করা হয় কেননা তা মদের কাঁচামাল হিসেবে গণ্য।

খাত্তাবী আরও বলেন, সামুরার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা করা যাবে না যে, মদ হারাম হওয়ার পর তিনি তা বিক্রয় করেছেন বরং তিনি রস বিক্রি করেছেন।

৩. তা ছিল মদের মিশ্রণ। এ কারণে তিনি তা বিক্রয় করেন। উমর রাদি আল্লাহু আনহুর বিশ্বাস ছিল এটিও বৈধ নয় অধিকাংশ আলিমেরও একই মত। কিন্তু সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর বিশ্বাস ছিল এটি বৈধ।

৪. **ইসমাঈলী** তার আল মাদখালে বর্ণনা করেন, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু মদের নিষেধাজ্ঞা অবগত ছিলেন কিন্তু তার ক্রয় বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা অবগত ছিলেন না। এ কারণে উমর রাদি আল্লাহু আনহু কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে তাকে শুধুমাত্র তিরস্কার করেছেন। এ চারটি মতই ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে।

হাফেজ ইব্ন হাজর বলেন, এটাই তাঁর সম্পর্কে ধারণা।[৩]

---

[১]. বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাবু লা ইজাবু শাহমুল মাইতাতা ওয়ালা ইবায়ু ওয়া দাককাহু, ৪/৫০৩, হাদীস নং-২২২৩।

[২]. মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত, বাবু তাহরীমু বাইয়িল খামার ওয়াল মাইতাতা ওয়াল খিনযির ওয়াল আসনাম, ১১/৭, হাদীস নং-১৫৮২।

[৩]. ফাতহুল বারী: ৪/৫০৪।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: অন্যান্য সংশয়

এই পরিচ্ছেদে পূর্বে উল্লেখিত সংশয়সমূহের ফলাফল ও উপসংহার স্বরূপ দুটি সংশয় অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্মানিত সাহাবী সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হয় তারই ফলশ্রুতিতে তাঁর উপর অনেক অন্যায় বিধান ও পঙ্কিল নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়।

তাঁর ব্যাপারে এ বিধান আরোপ করা হয় যে, তাঁর মতামত বা তাঁর ফিকহ গ্রহণ করার অযোগ্য এবং এ বিধানকে ইমাম আবু হানীফার প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়।

তাঁর জীবনাচরণের ফলাফল স্বরূপ তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় (আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য এ থেকে পানাহ চাই)।

প্রিয় পাঠক! এ সব সন্দেহের বাস্তবতা, এর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে অভিযোগগুলো অতঃপর এর উত্তর উপস্থাপন করব। সর্বশেষ ন্যায় বিচারক হিসেবে রায় দেওয়ার দায়িত্ব আপনার উপর ছেড়ে দিব।

প্রথম সংশয়ঃ-

ইমাম আবু হানীফা সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর মতামত ও ফিক্‌হ গ্রহণ করতেন না

শারানী তার মীযান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবু মতি আল বালখী বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফাকে বললাম, ধরুন আপনি কোন এক বিষয়ে একটি মত পোষণ করেন এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু ভিন্ন মত পোষণ করেন, তবে কি আপনি আপনার মত পরিত্যাগ করে তাঁর মত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, যদি আপনি কোন বিষয়ে একটি মত পোষণ করেন এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহু অন্য একটি মত পোষণ করেন তবে কি আপনার মত পরিত্যাগ করে তাঁর মত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ । একইভাবে আমি উসমান, আলী রাদি আল্লাহু আনহুমার জন্য এবং **আবু হুরায়রা, আনাস ইব্‌ন মালিক ও সামুরা ইব্‌ন জুনদুব** ব্যতীত সমস্ত সাহাবীর উদ্দেশ্যে আমার মত পরিত্যাগ করব ।[১]

এর উত্তরে আমরা বলবঃ

১. শারানী এ উদ্ধৃতি ইমাম আবু জাফর শিযামারী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম আবু জাফর শিযামারী ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত তার বর্ণনা পরম্পরাসহ বর্ণনা করেন,.....কিন্তু শারানী আমাদেরকে জানাননি বর্ণনা পরম্পরার ব্যক্তিবর্গ কারা? তবেই আমরা বর্ণনার শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম ।

২. শারানী উদ্বৃতি 'যে ব্যক্তি বলে ইমাম আবু হানীফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উপর কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিতেন তাঁর উক্তি দুর্বল' শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।

যারা ইমাম আবু হানীফার উপর এ অভিযোগ পেশ করতেন যে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করতেন না এবং তাঁর উপর কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিতেন শারানী উদ্ধৃতিটি তাদের প্রতিহত করার জন্য উল্লেখ করেছেন । তিনি এ সংক্রান্ত অনেক বর্ণনাকে ভিত্তিহীন প্রমাণিত করেছেন যার মধ্যে এ উদ্ধিতিটিও রয়েছে যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা বড় বড় সাহাবী যেমন আবু বকর, উসমান আলী রাদি আল্লাহু আনহু এর মতের বিপরীতে নিজের মত পরিত্যাগ করতেন ।

৩. শারানী এ উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করার সাথে সাথে ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক আবু হুরাইরা, আনাস, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুমের মতামত গ্রহণ না করার কারণ বর্ণনা করেছেন (ইমাম আবু হানীফার উদ্ধিতিটি শুদ্ধ হওয়া পরিপ্রেক্ষিতে) অতঃপর তিনি বলেন, কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত এটি তাঁদের জ্ঞানের স্বল্পতার, ইজতিহাদ ও উপলব্ধির অনুশীলন না করার কারণে তবে এটি তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রভাব ফেলে না ।[২]

---

[১]. আশ শাবানী, আল-মীযানঃ ১/২২৫ ।

[২]. আল-মীযানঃ ১/২২৫ ।

আমরা যদি এ জাতীয় উক্তি অর্থাৎ আবু হুরাইরা আনাস, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু অর্ন্তদৃষ্টি ও উপলব্ধি ক্ষমতা কম ছিল ধরে নেই তবে তা শুধুমাত্র এ উদ্ধৃতি অনুধাবনের জন্য। অতএব, ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক উক্ত সাহাবীগণের মতামত গ্রহণ না করাতে তাদের ন্যায়পরায়ণতার কোন কমতি হয় না।

৪. এ বিষয়টি হানাফী মাযহাবে নতুন কিছু নয়। কেননা তারা সাহাবীগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন প্রথমত যাঁরা ফিকহ ও ইজতিহাদী শক্তিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, দ্বিতীয়ত যাঁরা ন্যায়পরায়ণতা, হাদীস মুখস্তকরণ ও সংরক্ষণে প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু ফিকহের ক্ষেত্রে ততটা প্রসিদ্ধ ছিলেন না। প্রথম প্রকারের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদুন, যায়িদ ইব্ন সাবিত, মুয়ায ইব্ন জাবাল, আবু মুসা আশআরী, আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহুম ও সাহাবীগণের মধ্যকার ফিকহের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ অন্যান্য সাহাবী। তাঁদের বর্ণনাসমূহ দলিল ও এমন আবশ্যক জ্ঞান যা নিজস্ব মতামতের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং যার উপর আমল করা আবশ্যক। তাই উক্ত বর্ণনা কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক অথবা কিয়াস বিরোধী হোক। যদি তা কিয়াস বিরোধী হয় তবে কিয়াস পরিত্যক্ত হবে এবং উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আমল করা হবে।

ন্যায়পরায়ণতা, হাদীস মুখস্তকরণ ও সংরক্ষণে প্রসিদ্ধ হিসেবে পরিচিত সাহাবী যেমন আবু হুরাইরা, আনাস রাদি আল্লাহু আনহু ও অন্যান্য যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে প্রসিদ্ধ .....আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহুর ন্যায়পরায়ণতা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দীর্ঘ সাহচর্যের ব্যাপারে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না..... একইভাবে তাঁর উত্তম মুখস্তকরণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারেও .....এতদ্ব্যতীত সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীগণের পক্ষ থেকে কিয়াসের মাধ্যমে তাঁর কিছু বর্ণনার বিরোধিতা প্রসিদ্ধ রয়েছে..... এ পরিসরে সালফে সালেহীন থেকে তাঁর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কিয়াস বর্ণিত হয়েছে তাঁর উপর আমল করা হবে। আর যা কিয়াসের বিরোধী সে ক্ষেত্রে যদি উম্মতের আলিমগণ উক্ত বর্ণনা গ্রহণ করে তবে সে অনুযায়ী আমল করা হবে নতুবা বিশুদ্ধ কিয়াসকেই তার বর্ণনার উপর প্রধান্য পাবে। এক্ষেত্রে কেউ কেউ ধারণা করতে পারেন যে, আমরা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছি আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে পানাহ চাই। অতএব তিনি ন্যায়পরায়ণতা, মুখস্তকরণ ও সংরক্ষণে অগ্রগণ্য ছিলেন যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

এরপরও আমাদের পূর্ববর্তী সাথীরা এ জাতীয় বর্ণনাকে সম্মান করতেন, তাঁদের বর্ণনার উপর নির্ভর করতেন। ইমাম মুহাম্মদ দেখিয়েছেন যে, ইমাম আবু হানীফা মাসিক রক্তস্রাবের পরিমাণের বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক রাদি আল্লাহু আনহুর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন। আর আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহুর মর্যাদা তাঁর মর্যাদার উপরে। অতএব, আমরা অবগত হলাম যে, উপরিউক্ত কারণে রায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জরুরী অবস্থাতে ছাড়া তাদের বর্ণনা পরিত্যাগ করতেন না।[১]

[১]. উসূলে সারখসী: ১/৩৩৯-৩৪২।

অতএব এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কতিপয় সাহাবীর বর্ণনা ফিকহের ক্ষেত্রে গ্রহণ না করা তাঁদের ন্যায় পরায়ণতা, আমানতদারী ও দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটির কারণে (নাউযুবিল্লাহ) নয়। বরং হানাফী আলিমগণের দৃষ্টিতে বিষয়টি তাঁদের ফিকহী পারদর্শিতা ও ইজতিহাদী যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণেই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। অতএব, এসব সাহাবী ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত। তাঁদের ব্যাপারে শুধুমাত্র তারাই অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আমাদের প্রিয় সাহাবী সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে উপরোক্ত সব কথাই প্রযোজ্য।

৫. মৌলিকভাবে অভিযোগ উত্থাপনকারী এই বর্ণনার মাধ্যমে তার পক্ষে কোন প্রমাণ পায়নি। কেননা বর্ণনাটিতে যা স্পষ্ট হয়েছে তা মুসলমানদের আকীদার সাথে সামঞ্জস্য। আর তা হল, আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী রাদি আল্লাহু আনহু এর অবস্থান। এ বিষয়টি উক্ত ইমামদের মস্তিস্কে গেঁথে গিয়েছিল যা পর্যালোচনার কোন অবকাশ রাখে না। আবু মুতিই আল বালখী ইমাম হানীফাকে যখন প্রশ্ন করেন তখন তিনি প্রশ্নেই প্রথমে আবু বকর অতঃপর উমর রাদি আল্লাহু আনহুর নাম উল্লেখ করেন তাঁদের জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যেন এটাই আবু হানীফার (রহ.)-এর দৃষ্টিতে মর্যাদা, জ্ঞান এমনকি খিলাফাতের বিবেচনায় খুলাফায়ে রাশেদুনের ক্রমধারা ।

দ্বিতীয় সংশয়:-

সামুরা জাহান্নামের অধিবাসী

বালাজুরীর আনসাব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, **আমার সাহাবীদের সর্বশেষ মৃত ব্যক্তি আগুনে পতিত হবে**। সর্বশেষে দুজন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন, সামুরা ইব্ন জুনদুব আল ফাযারী বসরায় এবং আবু মাহজুরাহ মক্কায়। হিজায থেকে কেউ আগমন করলে সামুরা তার কাছে আবু মাহজুবার খবর নিতেন অন্য দিকে বসরা থেকে কেউ মক্কায় গেলে আবু মাহজুরা তার কাছে সামুরার খবর নিতেন। অবশেষে আবু মাহজুরা দুজনের মধ্যে প্রথমে অর্থাৎ সামুরার আগে ইন্তিকাল করেন।[১]

এ উক্তি থেকে কেউ কেউ বুঝেছেন যে, সামুরা দোযখের আধিবাসী। এই হাদীসের কারণে তারা আনন্দে ছুটাছুটি করে।

এর উত্তর:

প্রথমত: সনদ সম্পর্কে কথা :

ইমাম যাহাবী তার সীরু আলামুন নুবালা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২] হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমি ধারাবাহিকভাবে তা বর্ণনা করছি।

ক- মুআজ ইব্ন মুআজ, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শুবা আমাদেরকে আবু মুসলিমা থেকে, তিনি আবু নুদরা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক গৃহে অনেক সাহাবীবেষ্টিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **তোমাদের সর্বশেষে মৃত ব্যক্তি আগুনে পতিত হবে।** তাঁদের মধ্যে সামুরা ইব্ন জুনদুব ছিলেন। আবু নুদরা বলেন, সামুরাই সর্বশেষ ইন্তিকাল করেন।[৩]

ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীসটি **খুবই গরীব** তাছাড়া আবু হুরায়রা থেকে আবু নুদরার হাদীস শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। এর আরও প্রমাণ রয়েছে।

অতএব প্রথম বর্ণনাটি শুদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী আরও যেসব সম্পূরক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তা হল:

খ- তিনি বলেন, ইসমাঈল ইব্ন হাকীম ইউনূস থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আনাস ইব্ন হাকীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মদীনায় যাতায়াত করতাম, একদা আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুর সাক্ষাত পেলাম। তিনি কোন কথা না বলেই সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। যখন আমি তাঁর জীবিত থাকার সংবাদ দিলাম তখন তিনি আনন্দিত হলেন এবং বললেন, এক গৃহে আমরা দশজন ছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সকলের

---

১. আনসাবুল আশরাফ: ২/১৮৪।

২. সীরু আলামুন নুবালা: ৩/১৮৪-১৮৫।

৩. বায়হাকী,দালাঈলুন নাবুওয়াত: ৭/৩৪৭; তিনি বলেন, আবু নুদরা ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। আবু হুরায়রা থেকে তার হাদীস শ্রবণ করা সাব্যস্ত হয়নি। তাহাবী, মুশকিলুল আছার,২২/৪৮০।

চেহারার দিকে তাকালেন অতঃপর বললেন, **"তোমাদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত ব্যক্তি আগুনে পতিত হবে"**। আমাদের সে দশজনের আট জনই মারা গেছেন। এজন্য আমার কাছে মরণের চেয়ে অন্য কিছু প্রিয় নেই।[১]

শাইখ শুআইব বলেন, হাদীসটি **সহীহ নয়**। ইসমাইল ইব্ন হাকীম সে যিয়াদের সাথী খুযায়ী, ইব্ন আবু হাতিম, (২/১৬৫) তার জীবনী লিখেছেন কিন্তু তার জারহ ওয়া তাদীল নিয়ে কিছু বলেননি। আনাস ইব্ন হাকীম সেও অজ্ঞাত।

আমরা বলব, এই আনাস ইব্ন হাকীমকে ইব্ন মাদাইনী তার আল মাজহুলীন গ্রন্থে হাসানের শিক্ষকদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। ইব্নুল কাত্তান বলেন, সে অজ্ঞাত।[২] ইব্ন হাজর বলেন, মাসতুর (আবৃত)।[৩]

অতএব এ বর্ণনাটিও **শুদ্ধ নয়**।

অতঃপর **যাহাবী** বলেন,

গ- হাম্মদ ইব্ন সালমা আলী ইব্ন জুদআন থেকে, তিনি আউস ইব্ন খালিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু মাহজুরার কাছে গেলে তিনি সামুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি সে ও আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুম এক ঘরে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন এবং বললেন, **"তোমাদের মধ্যকার সর্বশেষ মৃত ব্যক্তি আগুনে পতিত হবে"** আবু হুরায়রা মারা গিয়েছেন। অতঃপর আবু মাহজুরা মারা যান।[৪]

শায়খ শুয়াইব বলেন, বর্ণনাটি **সহীহ নয়**। আলী ইব্ন জুদআন ছিলেন ইব্ন যাইদ ইব্ন জুদআন তিনি **দুর্বল** বর্ণনাকারী। আউস ইব্ন খালিদ ইব্ন আবু আউস অজ্ঞাত।

বুখারী আউস ইব্ন খালিদের ব্যাপারে বলেন, সামগ্রিকভাবে তিনি সামুরা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা মুরসাল তাঁর সনদের ব্যাপারে কথা রয়েছে। কেননা আউস থেকে আলী ইব্ন যাইদ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেনি। আর এ আলীর ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

আযদী বলেন, হাদীসের মুনকার বর্ণনাকারী।

ইবনুল কাত্তান বলেন, আউসের অবস্থা অজ্ঞাত। আবু হুরায়রা থেকে তার তিনটি বর্ণনা রয়েছে যা মুনকার।[৫] **হাফিজ ইব্ন হাজর** বলেন, অজ্ঞাত।[৬]

---

[১]. বায়হাকী, আদদালাঈল, ৭/৩৪৮।

[২]. তাহজীবুত তাহজীব, ১/৩২৮।

[৩]. তাকরীবুত্ তাহকীব, ১/১১০।

[৪]. মুসনাদে ইব্ন আবু শায়বা: ১/৮৩৮; বায়হাকী, আদ দালাঈল: ৭/৩৪৯; তহাভী, মুশকিলুল আছার: ১৪/২১৪; আত্ তাবরানী, কাবীর: ৭/১৭৭; আওসাত: ৬/২০৮; আবু নাঈম, দালাঈলুন নবুওয়াত: ২/৯৭; হায়ছামী, আল-মুজমা: ৮/২৪৫।

[৫]. তাহজীবুত তাহজীব, ১/৩২৪।

[৬]. তাকরীবুত তাহজীব, ১/১১২।

অতঃপর **যাহাবী** বলেন,

ঘ) মুআম্মার ইব্ন তাউস ও অন্যান্য থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রা, সামুরা ইব্ন জুনদুব ও অন্য একজনকে বলেন, **তোমাদের মধ্যকার সর্বশেষ মৃত ব্যক্তি আগুনে পতিত হবে**। তৃতীয় ব্যক্তিটি তাঁদের দুজনের (আবু হুরায়রা ও সামুরার) পূর্বে মারা যায়। যদি কেউ আবু হুরায়রাকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলতে চাইত সে বলত সামুরা মারা গেছেন। তবে তিনি খুবই বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়তেন। অবশেষে তিনি সামুরার পূর্বে ইন্তিকাল করেন।[১]

স্পষ্টতই হাদীসটি **শুদ্ধ নয়** ইব্ন তাউস ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার বর্ণনাকারীদের বিচ্ছিন্নতার কারণে ।

* আমরা বলব, হাদীসটি আবু আমীনের মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, **তাহাভীর** মুশকিলাতুল আছার, ১৪/২১৪; **দাওলাবীর** আল-কুনাওয়াল আসমা, ৩/২৬; **হারিছ ইব্ন আবু উসামার** মুসনাদে, ২/৮৮০।

এই আবু আমীনকে উল্লেখ করেছেন **ইব্ন আবু হাতিম** কিন্তু তার জারহ ওয়া তাদীল বর্ণনা করেননি।[২]

ইব্ন মুঈন বলেন, আমি আমার পিতা আমিনকে এই হাদীসে ছাড়া শুনিনি।[৩]

হাদিসটি শারীক সূত্রে আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ থেকে তিনি হাজর থেকে তিনি আবু মাহজুরা থেকে বর্ণনা করেছেন যা ইমাম **তাহাভীর** মুশকিলুল আছার গ্রন্থে (২৪/২১৫) বর্ণিত হয়েছে অথবা আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যেমন আদ **দাওলাবীর** আল কুনী ওয়াল আসমা গ্রন্থে (৪/৩৬৫) উল্লেখিত হয়েছে।

আমরা বলব, এই হাজরের কোন জীবনী রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

অতএব, পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল সকল বর্ণনাই দূষণীয় এবং অশুদ্ধ।

দ্বিতীয়ত মতনের দিক থেকে হাদীসটি দুটি কারণে প্রত্যাখ্যাত **(মুনকার হাদীস)**

১। অসামঞ্জস্যতা: এক বর্ণনায় দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দশজন সাহাবীর সামনে হাদীসটি ইরশাদ করেছেন। কোন বর্ণনায় দেখা যায় সাত জনের সামনে আবার কখনও দেখা যায় তিন জনের সামনে। কোন বর্ণনায় তৃতীয় ব্যক্তির নাম আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস, আবার কোন বর্ণনায় আবু মাহজুরা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জাতীয় অসামঞ্জস্যতা বর্ণনাসূত্র শক্তিশালী হওয়ার বিপরীত। বিশেষ করে, যদি এ অসামঞ্জস্যতা অজ্ঞাত ও পরিচয়বিহীন অথবা পরিবর্তন-পরিবর্ধনে সিদ্ধহস্ত হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হয়। এর প্রমাণ জারহ ও তাদীলের গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. বায়হাকী, দালাঈলুন নবুওয়াত: ৯/৩৫০।
২. আজ জারহ ওয়াত তাদীল: ১/৩৩৫।
৩. লিসানুল মীযান: ৯/১৮।

২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রে দয়া তথা রহমতকে সহজাত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর বিজ্ঞানময় কুরআনে তাঁকে রউফুর রাহীম (স্নেহশীল দয়াময়) নাম রেখেছেন। তিনি কিভাবে তাঁর তিনজন সাহাবীকে এই হাদীসের মাধ্যমে সারাটা জীবন আতংকে রাখলেন? অথচ তিনি ইসলামের শত্রু মুনাফিকদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। বরং তা তাঁর গোয়েন্দা প্রধান হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামানের কাছে গোপন অবস্থায় রেখেছিলেন। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির দোষত্রুটি প্রকাশ করার ইচ্ছা করতেন তবে সামষ্টিক শব্দ ব্যবহার করে বলতেন এসব লোকজনের কী হল যে, তারা এই এই করছে..।[১]

পক্ষান্তরে হাদীসটি সব বর্ণনাসূত্র একত্রিত হয়ে যদি শুদ্ধের কাছাকাছি যায় তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হল:

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী তোমাদের মধ্যকার সর্বশেষ মৃত আগুনে পতিত হবে" এর দ্বারা জাহান্নামে যাওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আগুনে পতিত হয়ে মারা যাওয়া অর্থাৎ দুনিয়ার আগুন।

ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আবু নুদরার হাদীসটি উল্লেখ পূর্বক বলেন, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলেন, তিনি আগুণে পতিত হন এবং সেখানেই মরা যান।[২]

ইমাম তাহাবী তোমাদের সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী আগুনে পতিত হবে হাদীসটি নিজসূত্রে বর্ণনা করে বলেন, অতএব আমরা অবগত হলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে আগুন শব্দ দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছেন তা দুনিয়ার আগুন। আখিরাতের আগুন তথা জাহান্নাম নয়। সুতরাং এ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তা সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর এক অনন্য মর্যাদা যা তিনি আখিরাতে অর্জন করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে সামুরার উদ্দেশ্যে এ রূপক বর্ণনাটি ঠিক তেমন, যেমনটি তাঁর স্ত্রীগণের ব্যাপারে ছিল, "তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার সাথে সেই মিলিত হবে যার হাত সবচেয়ে লম্বা"। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ কার হাত কতটুকু লম্বা তা দেখার জন্য দেয়ালে পরিমাপ করতাম। অতঃপর যয়নাব বিনত জাহাশ ইন্তিকাল করলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট-খাট। তবে তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে ছিলেন দীর্ঘহস্ত। এজন্য আমরা অবগত হলাম, কল্যাণের পথে আমাদের মধ্যে তাঁর হাতই লম্বা ছিল। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পরেই এটি প্রকাশিত হয়। একইভাবে সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারটিও তাঁর ইন্তিকালের পর মানুষের জন্য তা স্পষ্ট হয়েছে।[৩]

৩- সামুরা রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের কারণ বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি আরও নিশ্চিত হওয়া যায়।

---

[১]. মুসতাফদা মিন তারফীক আহলিল হাদীস, পৃষ্ঠা-৫।
[২]. তারীখে সাগীর: ১/১৩৩।
[৩]. বায়ান মুশকিলুল আছার: ১৪/২১৬।

ক) ইব্ন আব্দুল বার উল্লেখ করেছেন, তিনি গরম পানি ভর্তি বড় ডেকের মধ্যে পড়ে যান। যার উপর বসে তিনি ধনুষ্টঙ্কারের উপশমের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। একদা তিনি ঐ ডেকের মধ্যে পড়ে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্ন আব্দুল বার এ বিষয়ের উপর মন্তব্য করে বলেন, এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর সত্যতা, যা তিনি আবু হুরায়রা সামুরা ও তৃতীয় একজনকে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যকার সর্বশেষ মৃত আগুনে পতিত হবে"।[১]

খ) ইমাম যাহাবী তাঁর মৃত্যুর অন্য একটি কারণ উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, সামুরা কাঠ দিয়ে ধুপ জ্বালাতে যেয়ে নিজের গায়ে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হন।[২]

যাহাবী বিশ্লেষণ করে বলেন, এ বর্ণনাটি যদি শুদ্ধ হয়, তবে এটিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর উদ্দেশ্য অর্থাৎ আগুন বলতে দুনিয়ার আগুন।[৩]

তিনি তারীখুল ইসলামে আরও বলেন, এই বর্ণনা যদি শুদ্ধ হয় তবে ইনশাল্লাহ এটিই হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী "তোমাদের সর্বশেষ মৃত আগুনে পতিত হবে" এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আগুনে পতিত হওয়াটি মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট সত্তাগত নয়।[৪]

গ) বাগভী তার মুজামুস সাহাবা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন শায়বান, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন জারীর ইব্ন হাযেম, তিনি বলেন, আমি আবু ইয়াযিদকে বলতে শুনেছি, সামুরা রাদি আল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রোগটি ছিল শরীর হিম হয়ে যাওয়া। এর জন্য সামনে-পিছনে, ডানে-বামে চারিদিকে একটি করে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়। অথচ তাতেও তাঁর রোগের উপশম হচ্ছিল না। তখন তিনি বারবার বলছিলেন, আমার অন্তরে লুকায়িত রোগ তা আমি কী করব? এ অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫]

বর্ণনাটি **ইব্ন সায়াদ** তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ওয়াহাব ইব্ন জারীর ইব্ন হাযেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু ইয়াযিদ মাদানী থেকে বর্ণনা করেছেন।[৬]

অতএব উপসংহারে দাড়াল-

১- বর্ণনাটি শুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২- যদি শুদ্ধ হয়ও তবে হাদীসটির উদ্দেশ্য হবে, আগুনে পতিত হয়ে ইন্তিকাল করা, অর্থাৎ আগুন তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। আখিরাতে আগুনে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

---

[১]. আল-ইস্তিআব: ১/১৯৮।
[২]. সীরু আলামুন নুবালা: ৩/১৮৫।
[৩]. সীরু আলামুন নুবালা: ৩/১৮৫-১৮৬।
[৪]. তারীখুল ইসলাম: ২/২৩৪।
[৫]. মুজামুস সাহাবা: ৩/২০৯।
[৬]. তাবাকাতে ইব্ন সায়াদ: ৭/৫০।

সমাপনীঃ-

সম্মানিত সাহাবী সামুরা ইব্ন জুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কিত বিভিন্ন সংশয় নিয়ে পথ চলার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। যদিও আমরা তাঁর সম্পর্কিত সব সংশয় এখানে উল্লেখ করিনি।

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অন্যান্য অভিযোগগুলো একই ধরণের। এর থেকে আলাদা কিছু নয়। এসব সংশয় যা আমরা উল্লেখ করছি এবং যা উল্লেখ করেনি তা নিরপেক্ষ এবং প্রবঞ্চনা, গোড়ামী, কট্টর প্রবৃত্তির চাহিদামুক্ত গবেষণার সামনে টিকে থাকতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি বিষয়ই প্রমাণিত হয় তা হল তাঁদের কেন্দ্রিক যে মিথ্যা, অসত্য ও ভিত্তিহীন কথা প্রচলিত হয়েছে তা থেকে ঐ সব পবিত্র ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। আর এ জাতীয় বর্ণনার উদ্দেশ্য তাঁদের সম্মানহানী, তাঁদের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরী।

এ এক দিক, অন্য দিক থেকে যারা এ জাতীয় সংশয় উল্লেখ করেছে তাদের কুইচ্ছা ও অনিষ্টকর উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন বর্ণনাসমূহ সমালোচনার নীতিমালা প্রয়োগ থেকে দূরে থাকা, ন্যায়ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি থেকে বিমূখতা, ইসলামের ধারক ও বাহকদের মধ্যে তো বটে এমনকি বিশ্বাসের দিক থেকে যারা তাদের বিরোধী তাদের ক্ষেত্রেও তারা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু সত্য-মিথ্যার মধ্যে সংঘাতের যে আল্লাহর নীতি তা অবশিষ্ট থাকবেই। ইসলামের শত্রুরা বর্তমান থাকবেই। মহান আল্লাহ যা খুশি তাই নির্ধারণ করেন, যা ইচ্ছা তাই ফয়সালা করেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

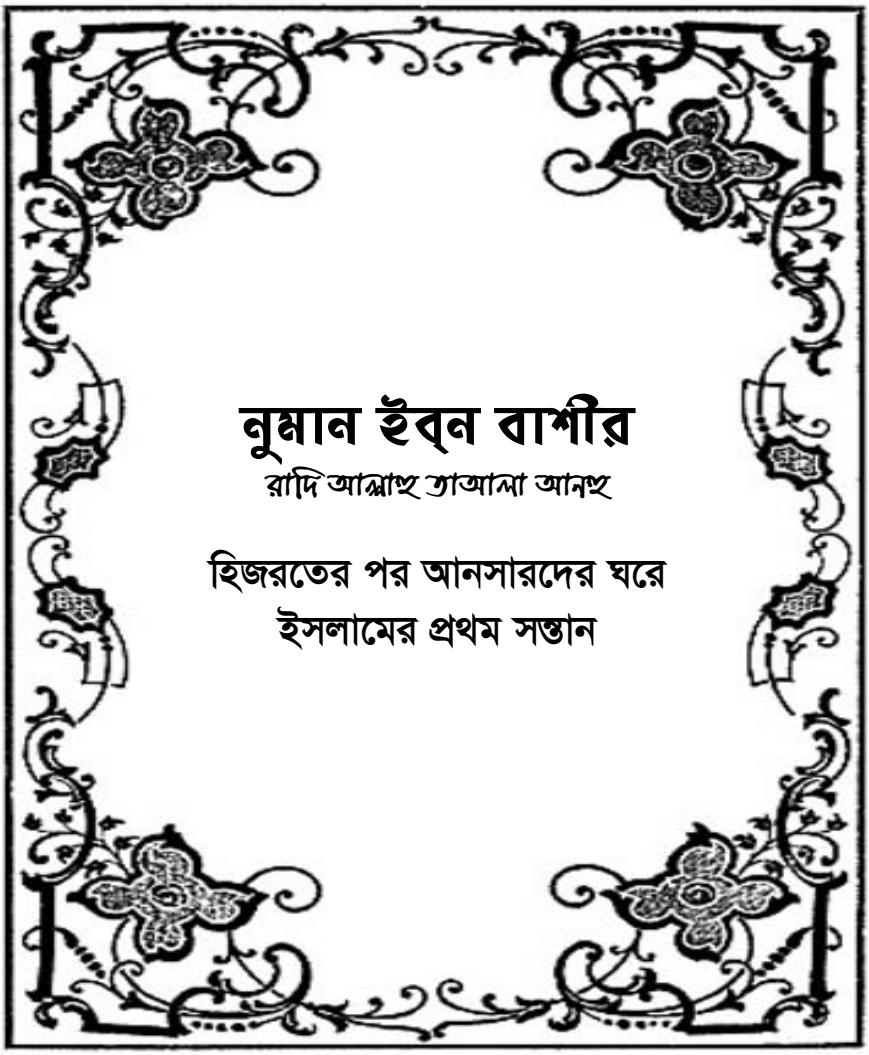

নুমান ইব্‌ন বাশীর

রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু

হিজরতের পর আনসারদের ঘরে
ইসলামের প্রথম সন্তান

নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনী

মহান আল্লাহ যিনি সর্বাধিক সত্যবাদি তিনি তাঁর অবতীর্ণ কিতাবে আনসারদের প্রসঙ্গে বলেন:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٩

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"[১]

মানবতার নেতা আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: **"আনসারদের ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন, আর আনসারদের ঘৃণা করা নিফাকের চিহ্ন।"**[২]

হ্যাঁ..... তাঁদের এ উচ্চ মর্যাদা, এ সম্মান কেন হবে না, অথচ তাঁরা ইসলাম ও ইসলামের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য, সহযোগিতা, ত্যাগ, জান ও মালের কুরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

এ কারণে উমর ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। (এখানের ভাষ্য আলী রাদি আল্লাহু আনহুর), যখন আনসারদের মর্যাদা উল্লেখ করা হত তখন তিনি বলতেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুমিন ছাড়া তাঁদেরকে কেউ ভালবাসে না, মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদেরকে ঘৃণা করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে গোটা আরবের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণের অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তিনি তাদের থেকে তাঁর আহবানের কোন সাড়া পাননি। কিন্তু আনসাররা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, দ্বীনকে সাহায্য করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁরা আমাদেরকে নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা করেছেন, আমাদের বিষয়ে নিজেরা লটারী পর্যন্ত করেছেন নিজেদের জান ও মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎসর্গ করেছেন।[৩]

---

[১]. সুরা আল-হাশর: ৯।

[২]. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু আলামাতুল ঈমান হুব্বুল আনসার, ১/৭৮; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুদ দলীল আলা আন্না হুব্বুল আনসার মিনাল ঈমান, ২/৫৫।

[৩]. ইব্ন ফারা, নুযহাতুল আনসার ফী ফাদাঈলিল আনসার, পৃষ্ঠা-২২৭।

তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী। অতএব তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীগণ **মুমিন** ও ঘৃণাকারীরা **মুনাফিক** হবে না কেন?

এ কারণে আনসারদের আলোচনার মধ্যে আলাদা একটি স্বাদ রয়েছে। আর তা বিষের প্রতিষেধক খাঁটি মধুর স্বাদ।

এ পরিসরে ঐসব সম্মানিত ব্যক্তি যাদের প্রতি ভালবাসা, তাঁদের থেকে কষ্টদায়ক বিষয় অপসারণ এবং তাদের সম্মান, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও অগণিত কৃতিত্ব প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি তাঁদেরই একজনের আলোচনা উপস্থাপিত হবে।

নিশ্চয় তিনি.....

- পবিত্র ভূমিতে প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাতের পর আনসারদের ঘরে ইসলামের প্রথম সন্তান।

- যাঁর পিতা-মাতা, মামা সকলেই ছিলেন সাহাবী, কতই না সম্মানিত বংশ!

- যিনি শিশুবেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাহনীকের (শিশুর মুখে খেজুর চিবিয়ে দেয়া) সম্মানার্জন করেছিলেন, কী সৌভাগ্য তাঁর!

- মহান আল্লাহ তাঁকে মুখস্ত ও বিচক্ষণতার শক্তি দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি উপস্থিত বাকপটুতা, অধিক মুখস্তশক্তি ও প্রচণ্ড অনুধাবন শক্তিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

- যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বড় অংকের হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার অধিকাংশই আহকাম সংক্রান্ত হাদীস।

- যিনি ছিলেন বদান্য, দানশীল, অধিকদাতা।

- যিনি বিভিন্ন উচ্চ পদমর্যাদায় আসীন হন, তিনি কুফা ও হেমসের আমীর ছিলেন।

আর তিনি হলেন, নুমান ইব্ন বাশীর আল-আনসারী রাদি আল্লাহু আনহু।

তাঁর নাম ও বংশঃ

তিনি ছিলেন, নুমান ইব্ন বাশীর ইব্ন সায়াদ ইব্ন সা'লাবা আনসারী, বনী কাব ইব্ন হারেস ইব্ন খাযরাজ।

তাঁর মাতা উমরাহ বিন্ত রাওয়াহা, যিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার বোন ছিলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের আট বৎসর মতান্তরে ছয় বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মতটি অধিকতর শুদ্ধ। কেননা অধিকাংশের মতে তিনি ও আব্দুল্লাহ ইব্ন

যুবাইর ২য় হিজরীর রবিউস সানী মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরাতের চব্বিশ মাসের মাথায় জন্মগ্রহণ করেন।[১]

তিনিই হিজরাতের পর আনসারদের ঘরে প্রথম সন্তান। তিনি আবু আব্দুল্লাহ উপনামে ভূষিত।[২] তাঁর জন্মের পর তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর মুখে খেজুর চিবিয়ে দেন ও সুসংবাদ দেন যে, তিনি প্রশংসিত জীবনযাপন করবেন, শহীদ হবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

তাঁর পিতা বাশীর ইব্ন সায়াদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরযুদ্ধে অংশ নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনিই সর্বপ্রথম আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু এক পবিত্র পরিবেশে বড় হয়েছিলেন যা তাঁর জীবনে বড় ধরণের প্রভাব ফেলেছিল। প্রিয় পাঠক! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার ধারণা কী যিনি তাওহীদ ও ঈমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছেন, যাঁর পিতা-মাতা উভয়েই সম্মানিত সাহাবী?!

তাঁর মর্যাদা:

নুমান রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন ছোট বেলায়। তবে সে সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলতেন তিনি তা অনুধাবন করতে পারতেন। তাঁকে অদম্য মেধা, বুঝশক্তি ও বিচক্ষণতা দেয়া হয়েছিল, এজন্য তিনি উপস্থিত বাকপটুতা, অধিক মুখস্তশক্তি, প্রচণ্ড অনুধাবনের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন যা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীরা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশই আহকাম সংক্রান্ত। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল, তবে এগুলোর মধ্যে তাঁর বর্ণিত হাদীস সীমিত নয়:

- কোন কিছু প্রদানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান করা।[৩]

- "হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট" এ হাদীসটি। আলিমগণের মতে এটির উপর ইসলামী আইনের ভিত্তি স্থাপিত।[৪]

---

[১]. আল-ইস্তিআব: ১/৪৭১; তাবাকাত ইব্ন সায়াদ: ৬/৫৩।

[২]. উসদুল গাবাহ: ৫/২৯২।

[৩]. বুখারী, কিতাবুল হিবা, বাবুল হিবা লিল্ আওলাদ, হাদীস নং-২৫৮৬; মুসলিম, কিতাবুল ফারায়েজ, বাবু কারাহিয়্যাতি তাফদীলি বাদুল আওলাদ ফীল হিবা, হাদীস নং-১৬২৩।

[৪]. বুখারী কিতাবুল ঈমান, বাবু মান ইসতাবরাআ মিন দ্বীনীহি, হাদীস নং-৫২; মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, বাবু আখজুল হালাল ওয়া তরকুস্ শুবহাত, হাদীস নং-১৫৯৯।

নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর উচ্চ মর্যাদার কারণে খলীফাগণের নিকট তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁকে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে কুফার আমীর নিযুক্ত করেন। এরপর ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়া তাঁকে হেমসের আমীর নিযুক্ত করেন।

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর নুমান রাদি আল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতের উপর বাইয়াত হওয়ার আহ্বান জানালে হেমসবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান।

তিনি নবী পরিবারের সদস্যগণকে মদীনায় প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন এবং ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়াকে তাদের প্রতি সদয় হওয়ার অনুরোধ করেন। ফলে ইয়াযিদ তাদের প্রতি কোমল ও দয়াপরবশ হন এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।[১]

তাঁর গুণাবলিঃ

মহান প্রতিপালক নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুকে উত্তম আচরণ ও মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। যা তাঁর উত্তম স্বভাব, খোদাভীতির প্রতি নিদের্শনা প্রদান করে।

তিনি ছিলেন দাতা, বদান্য ও দানশীল, কমোল হৃদয় ও নরম প্রবৃত্তির অধিকারী, সুবক্তা, হৃদয়স্পর্শী নসিহতকারী, কল্যাণ, নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দতার প্রেমিক, ফিতনা-ফাসাদ, দলাদলী, বিশৃঙ্খলা, বিভক্তি অপছন্দকারী।

বর্ণিত আছে, আশা হামদান একদা নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর দরবারে গেলে তিনি বললেন, কী জিনিস তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে হে আবু মিসবাহ? তিনি বললেন, আমি এসেছি যাতে তুমি আমার সাথে ভাল ব্যবহার কর, আমার আত্মীয়তা রক্ষা কর ও আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কর। বর্ণনাকারী বলেন, নুমান মাথা নিচু করে থাকলেন এরপর মাথা উঁচু করে বললেন, আল্লাহর শপথ! কিছুই নেই। অতঃপর বললেন, ওহ! মনে হল তাঁর কিছু একটা স্মরণ হয়েছে। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। তখন তাদের রাজকোষে বিশ হাজার দিনার ছিল এবং বললেন, হে হেমসবাসী! তোমাদের কাছে তোমাদের এক চাচাত ভাই কুরআন ও সম্মানের দেশ থেকে আগমন করেছেন। যিনি তোমাদেরকে পিছনের আরহী করার অনুরোধ করছে (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের জন্য সাহায্য চাচ্ছেন) এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? তারা বলল, আল্লাহ আমাদের আমীরের কল্যাণ করুন। আপনি তাঁর বিষয়ে ফয়সালা করুন। তখন তিনি বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দিলেন। তারা বলল, আমরা তাঁর ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা প্রত্যেকে তার জন্য দুই দিনার করে বায়তুলমালে জমা দিব। এভাবে তাঁর জন্য চল্লিশ হাজার দিনার জমা পড়ল, তিনি তা গ্রহণ করলেন অতঃপর আবৃত্তি করলেন:

[১]. তারীখে তাবারী: ৫/৪৬২; আল-কামিল ফীত্ তারীখ: ৩/৫৩৮।

প্রয়োজনগুলো জড়সড় হতে দেখিনি
নুমানের কাছে ছাড়া যাকে আমি ইব্ন বাশীর ডাকি
যখন তিনি শুধুমাত্র মুখে বললেন
যা জনগণের কাছে প্রবঞ্চনার রাশি হল না।
আমি নুমানের কৃতজ্ঞ না হয়ে কিভাবে অকৃতজ্ঞ হব
যে কৃতজ্ঞতার পোষণ করে না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।[১]

তিনি সুবক্তা ছিলেন। সাম্মাক ইব্ন হারব থেকে বর্ণিত, মুআবিয়া নুমান ইব্ন বাশীরকে কুফার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। আল্লাহর শপথ! আমি দুনিয়াবাসীর যতজনকে বাগ্মী দেখেছি তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক উত্তম বক্তা।[২]

তাঁর ওয়াজ ও নসিহাতের মধ্যে রয়েছে, "মুসিবতের সময় খারাপ কাজ করাই প্রকৃত ধ্বংস।"[৩]

তিনি আরও বলতেন, শয়তানের কিছু ফাঁদ ও জাল রয়েছে। তার ফাঁদ হল, আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে ঔদ্ধত্য, আল্লাহর দান নিয়ে অহমিকা, আল্লাহর বান্দাদের উপর অহংকার ও আল্লাহর সত্তা নয় এমন বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।[৪]

তাঁর ওফাত:

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর আমলে কুফার এবং ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়ার আমলে হেমসের শাসনকর্তা ছিলেন। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর নুমান আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইয়ের বাইয়াত গ্রহণের আহবান জানান। অতঃপর যখন মারওয়ান ইব্ন হাকামের জন্য খিলাফাত সাব্যস্ত হয়ে যায় তখন নুমান হেমস থেকে পলায়ন করেন। মারওয়ানের সহযোগীরা তার পিছু নেয় এবং তাঁকে হত্যা করে।

বলা হয়েছে, তাঁকে হত্যা করে খালিদ ইব্ন খুল্লী আল-কিলায়ী আল-মাযনী। যেখানে তাঁকে হত্যা করা হয় ঐ গ্রামটির নাম বাইরাইন, কেউ কেউ বলেন, সালমিয়াহ। এটি ছিল ৬৪ হিজরীর ঘটনা, কেউ কেউ বলেন ৬৫ হিজরী।

তাঁর মৃত্যুতে তাঁর মেয়ে হামীদা বিলাপ করেন এই বলে:

আফসোস মুযাইনা গোত্র ও তার সন্তানের জন্য — তোমাকে হত্যার জন্য তারাই যথেষ্ট।
বনী উমাইয়ার সকলেই — তাঁদের মধ্যে আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

---

১. তারীখু দামিশক: ৬৫/৯৫।
২. তাবাকাত ইব্ন সায়াদ: ৬/৫৪; দ্র: তারীখে দামিশ্ক: ৬৫/৯৫।
৩. তারীখে দামিশক: ৬৫/৯৬; দ্র: আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ: ৮/২৪৫।
৪. তারীখে দামিশক: ৬৫/৯৫; দ্রষ্টব্য: তাহজীবুল কামাল: ১০/৩০৬।

তোমার হত্যার সংবাদ এল এক রোগাক্রান্ত কুকুরওয়ালার মারফত ।
তারা তার মস্তক নিয়ে খেলা করছে যাদের চারিপাশে ঘুরঘুর করছে বিরোধীরা ।
তাদের একবার কাঁদা উচিৎ তাদের কাঁদা উচিৎ উচ্চস্বরে ।
তোমার জন্য কাদা উচিৎ সাতগুণ আর্তনাদ করে করে ।[১]

তাঁর থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন । তার মধ্যে হামীদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ ও তাঁর ছেলে মুহাম্মদ প্রমুখ ।[২]

[১]. তারীখে দামিশক: ৬৫/৮৯

[২]. তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য: তাবাকাতে ইব্ন সায়াদ: ৬/৩৮৭; আল-ইস্তিআব: ১/৪৭১; উসদুল গাবাহ: ৫/২৯২; আল-ইসবাহ: পৃ. ১৩২৮; তাহজীবুল কামাল: ১০/৩০৬; তারীখুল ইসলাম: ৩/৪১; তারীখে দামিশক: ৬৫/৮৬ ইত্যাদি ।

তাঁর ব্যাপারে উত্থাপিত সংশয়সমূহ

*** ভূমিকা:**

সম্মানিত সাহাবী নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সংশয়সমূহের উপর দৃষ্টিদানকারী দেখতে পাবেন, এসব সংশয় একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আর তা হল, আলী রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর পরবর্তীতে আহলে বাইতের যেসব সদস্য ছিলেন তাঁদের সাথে তাঁর শত্রুতা। যার ফলশ্রুতিতে এই শত্রুতা তা হল, নুমান রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মু'আবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর দলে মিলিত হওয়া, তাঁর ও তাঁর পুত্র ইয়াযিদের শাসনামলে উচ্চ পদে অধিষ্ট থাকা, আলী ইব্ন আবু তালিবের অনুসারীদের হত্যা ও তাদের উপর আক্রমণ।

এ বিষয়টি এমন নিখুঁত ও বাস্তব হয়ে গেছে যে, কেউ কেউ মনে করেন এটি পর্যালোচনা বা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আর তা হল, সব সাহাবীই আহলে বাইতের শত্রু ছিলেন, তাঁরা সর্বদা তাঁদের কষ্ট প্রদান, বিপদে ফেলানোর প্রচেষ্টায় রত থাকতেন, তাদের ক্ষতিসাধনে ব্রত হতেন এবং তাঁদের থেকে উপকার পেতে শ্রম সাধনা করতেন।

আল্লাহর শপথ! এ এক বড় মিথ্যা এবং উত্তম প্রজন্ম আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণের উপর অপবাদ। প্রতিটি জ্ঞানবান ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে অবগত যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কাউকে একনিষ্ঠভাবে ভালবাসে তবে সে তার প্রিয় ব্যক্তি যা যা ভালবাসে নিজেও তাই ভালবাসবে যাতে সে তার নিকটতম হতে পারে। কেননা তাতে ঐ ব্যক্তির সন্তুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দতা বিদ্যমান।

সাহাবীগণের নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাহলে কিভাবে এটি যুক্তিসম্মত হতে পারে যে, তাঁর পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য সেই সাহাবীগণ সবচেয়ে বড় শত্রু হবেন?!!!

এ এমন এক বৈপরিত্য বিবেক, যুক্তি বা ইতিহাস যাকে গ্রাহ্য করে না।

এ বিষয়ে আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, তাতে আমরা আমাদের মূল বিষয় তথা নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সংশয় থেকে দূরে সরে যাব।

আশাকরি সম্মানিত পাঠক তার ধৈর্য ও সময়ের কিছুটা আমাদেরকে দান করবেন, যাতে আমরা এই মহান সাহাবীর ব্যাপারে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং এই সাহাবীসহ অন্যান্য সাহাবীর ব্যাপারে কিভাবে বিকৃতি, মিথ্যা, প্রতারণার প্রচলন করা হয়েছে তা দেখাতে পারি।

আমরা ঐ সত্তার সাহায্য প্রার্থনা করছি যিনি ঐ ব্যক্তিকে অপদস্থ করেন না যে তাঁর আশ্রয়ে আশ্রয় নেয়।

প্রথম সংশয়ঃ-

নুমান আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সংঘাত উস্কিয়ে দেন

নুমান ইবন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু সেই ব্যক্তি যিনি উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর জামা মদীনা থেকে বহন করে সিরিয়ায় নিয়ে যান। অতঃপর মু'আবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু সিরিয়াবাসীকে উত্তেজিত করার জন্য মিম্বরে উঠে উক্ত জামা প্রদর্শন করেন।[১]

ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে উল্লেখিত হয়েছে, উম্মে হাবিবা রাদি আল্লাহু আনহা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর রক্তমাখা জামা নুমান ইব্ন বাশীরের মাধ্যমে তাঁর ভাই মু'আবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করেন।[২]

এ থেকে উদ্দেশ্য নুমান রাদি আল্লাহু আনহু আমীরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে শরীক ছিলেন।

উত্তরঃ-

১. নিঃসন্দেহে ইলমী আমানতদারিতার দাবি হল কোন বিষয়ে আলোচনা করতে হলে উদ্ধৃতির সম্পূর্ণ অংশ উপস্থাপন করতে হবে। পাঠকের উদ্দেশ্যে নিজের ইচ্ছামত পূর্বাপর আলোচনা বাদ দিয়ে লেজকাটা আকৃতিতে উপস্থাপন করা যাবে না। কেননা এ অবস্থা নিরপেক্ষ তথা ভারসাম্যপূর্ণ অন্তরে প্রভাব ফেলে এবং বাস্তব অবস্থার যথাযথ প্রতিফলন হয় না।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি এ জাতীয় একটি দৃষ্টান্ত। উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যা পরবর্তী পরিস্থিতির বর্ণনা সম্বলিত এ আলোচনায় পাঠক শুধুমাত্র এ উদ্ধৃতিটি পড়লে সন্দেহাতীতভাবে একটি ফলাফল বের করবে এবং যার উপর প্রতিটি জ্ঞানবান ব্যক্তিই একমত হবেন। আর তা হল, নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু তাদেরই একজন যারা আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যখন নিরপেক্ষ ও কট্টরতা বিবর্জিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা অধ্যয়ন করবেন তখন দেখবেন প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত।

যে পাঠক আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যার ইতিহাস পুরাপুরি অধ্যয়ন করবেন তিনি এমন কিছু বিষয় পাবেন যা শরীরকে শিহরিত করে, চোখে পানির ধারা প্রবাহিত করে ও বিবেককে হতবিহ্বল করে দেয়। অতএব এ বিষয়টি এত সহজ ও সাধারণ একটি বিষয় নয় যে, আমীরুল মুমিনীন নিহত হলেন সাথে সাথে সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। বরং ঘটনাটির সাথে অনেক

---

[১]. দ্রষ্টব্য: মুরতাজা আসকারী, আহাদীসে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা: পৃষ্ঠা- ৩০৯; ইব্ন সাব্বাগ, আল-ফুসুল আল-মুহিম্মা ফী মারিফাতিল আইম্মা: ৩৫৩; রায়শাহরি, মাওসুয়াতুল ইমাম আলী, পৃষ্ঠা-৫৯; সাঈদ আয়ূব, মাআলিমুল ফিতান, পৃষ্ঠা-৪৬২; বাহ্হারুল আনওয়ার: ৩২/৮।

[২]. আল বিদাআহ ওয়ান্ নিহায়াহ: ৭/২২৮; তারীখে তাবারী: ৪/৫৬২; মারওয়াজুজ জাহাব: ২/৩৫৫; তার থেকে তাসতারী নিজের কামুসে বর্ণনা করেছেন: ১০/৩৭৪।

আবেগ, অনুভূতি, সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ, হত্যার পূর্ব থেকে একগুয়ে মতামত, ফেতনা ছড়ানো ইত্যাদি জড়িত।

নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যা ঘটেছে তা অনেক বড়। যা ছোট-বড় সকল সাহাবীকে তা কষ্ট দিয়েছে। অনেকেই তাকে বেদনা ক্লিষ্ট করেছে। বিশেষত: নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষ যাদের মধ্যে তাকওয়া ও খোদাভীতির কোন লক্ষণ দেখা যায়নি তাদের আচরণ। এমনকি যারা স্পর্ধা দেখিয়ে ও অপরাধ সাধনের মাধ্যমে জান্নাতের শুভসংবাদপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই মেয়ের জামাতাকে হত্যার মত জঘন্য কাজ করেছিল তারও এ প্ররোচনায় শরীক হয়েছিল।

তাছাড়া যে কাজটি সাহাবীগণের উপর আরও কষ্টকর হয়ে দেখা দিয়েছিল যে কারণে তা হল, উসমান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর হত্যাকারীদের নিবৃত্ত করতে সাহাবীগণকে নিষেধ করেছিলেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ যেন নিহত না হন সে ব্যাপারে তাঁদেরকে দৃঢ় করেছিলেন। এ প্রসংগে অসংখ্য স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।[১]

নুমান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে এসে তার প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার আবেদন ও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু উসমান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদের সে আবেদন নাকচ করে দেন। এর পিছনে যে কারণ ছিল, তাহল তিনি চাননি তাঁর কারণে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ুক।[২]

আমাদের মতে, যারা এ পদ্ধতিতে সে সময়ের ঘটনা প্রবাহ অধ্যয়ন করবেন অতঃপর উপরে বর্ণিত কথাগুলো পড়বেন তারা নুমান ইব্ন বাশীরের সে সময়ের ভূমিকায় বিস্মৃত হবেন না। কেননা তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁরা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর রক্তের বিনিময় তথা তার কিসাস প্রত্যাশা করেছিলেন। বরং এ বিষয়ে সে সময়ে সাহাবীগণ ঐকমত্য হয়েছিলেন যাঁদের শিরনামে ছিলেন আমীরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহু।[৩]

কিন্তু উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ ও তার কিসাস বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদের কারণ ছিল। কেননা উসমান রাদি আল্লাহু আনহু নিজেই বিষয়টি নিয়ে কোন কিছু না করার নির্দেশনা প্রদান করার মাধ্যমে সমস্ত সাহাবীর নিকট নিস্পত্তি করে গিয়েছিলেন।

এ কারণে এই গুরুতর বিষয়ে সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে তাই তালহা, যুবাইর, উম্মুল মুমিনিন আয়িশা, মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য সম্মানিত সাহাবীর দৃষ্টিভঙ্গি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হয়ে দাড়িয়েছিল। অর্থাৎ তাঁদের একেক জনের দৃষ্টিভঙ্গি একেক রকম হয়েছিল। আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করবেন।

---

[১]. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য: আল-আওয়াসেম ওয়াল কাওয়াসেম, পৃ. ১৪০-১৪১।

[২]. তারীখে দামিশক: ৪১/২৮৬।

[৩]. তারীখ তাবারী: ১/৪৩৭।

অতএব নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু সে সময়ে যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা শুধুমাত্র উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের আন্দোলনে তার অংশগ্রহণের আশায় ছিল। বিধায় তিনি উক্ত ভূমিকা রেখেছিলেন।

২. এই বর্ণনাটি **ইমাম তাবারী** তার ইতিহাসে বর্ণনা করে বলেন, সাবরী আমার কাছে এই মর্মে লেখেন যে, শুয়াইব সাইফ থেকে তিনি মুহাম্মদ ও তালহা থেকে .... বর্ণনা করেন:

প্রিয় পাঠক! আপনার খিদমাতে বর্ণনাটির ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করছি:

ক. শুয়াইব: তিনি ইব্ন ইবরাহীম কুফী:

ইব্ন হাজার বলেন: তার থেকে সাইফের বর্ণনা বিষয়ে ধ্রুমজাল বিদ্যমান রয়েছে।[১]

ইব্ন আদী বলেন, এই শুয়াইব ইব্ন ইবরাহীম থেকে কিছু হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। কিন্ত সে এ বিষয়ে পরিচিত নয়, তার বর্ণিত হাদীস ও বর্ণনার সংখ্যা বেশি নয়। তার মধ্যে অনেক রয়েছে মুনকার, কেননা তার বর্ণনার মধ্যে এমনও রয়েছে যা সাল্ফ সালেহীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।[২]

খ. সাইফ: তার নাম ইব্ন আমর আদ্ দাব্বী।

তার সম্পর্কে **আবু হাতেম** বলেন, তার হাদীস মাতরুক, তার বর্ণনা ওয়াকিদীর বর্ণনার মত।[৩]

ইব্ন মুঈন বলেন, সে দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইব্ন আদী বলেন, সাইফ ইব্ন উমরের উল্লেখিত বর্ণনা ছাড়া আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে। তার কিছু হাদীস খুবই বিখ্যাত, তবে সাধারণত দুর্বল যা গ্রহণযোগ্য নয়। তার বর্ণনা এমন দুর্বল যা সত্যের কাছাকাছি।[৪]

নাসাঈ ও দারুকুতনী বলেন, দুর্বল।

ইবনে হাব্বান বলেন, শুদ্ধ বর্ণনা সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্বল বর্ণনা করেছেন।

দার কুতনী বলেন, মাতরুক বর্ণনাকারী।

হাকেম বলেন, সে নাস্তিকতায় অভিযুক্ত।[৫]

যাহাবী বলেন: পরিচিত বর্ণনাকারী।[৬]

---

১. লিসানুল মীযান: ৪/২৪৭, জীবনী-৩৭৯৭।
২. আল-কামিল ফীদ্ দুআফা: ৪/৪, জীবনী-৮৮৫।
৩. আল-জারাহ ওয়াত তাদীল: ৪/২৭৮, জীবনী-১১৯৮।
৪. আল-কামিল ফীদ্ দুআফা: ৩/৪৩৫, জীবনী-৮৫১।
৫. তাহজীবুত্ তাহজীব: ৪/২৫৯; জীবনী নং- ৫১৭।
৬. মীযানুল ইতিদাল: ২/১৯৭, জীবনী নং- ৩৯৮৯।

গ. তালহা: তিনি ছিলেন, ইব্ন আলাম হানফী, আবু হায়সাম কুফী, যিনি শাআবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু হাতিম বলেন, শায়খ ছিলেন।[১]

বুখারী তারীখুল কাবীর গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার সম্পর্কে কোন জারহ ওয়া তাদীল উল্লেখ করেননি।[২]

ঘ. মুহাম্মদ: তিনি মূলত ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আওয়াদ ইব্ন নুঅইরা। তার কোন জীবনী পাওয়া যায়নি।

এই হল উক্ত বর্ণনার বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের অবস্থা। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, তাদের বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় না।

যদি বলা হয় সাইফ ইব্ন উমর ইতিহাসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য যেমনটি বলেছেন **জাহাবী ও ইব্ন হাজর,** কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি মাতরুক।

তার জবাব:-

সাইফ অনেক অজ্ঞাত ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, একইভাবে অনেক অজ্ঞাত ব্যক্তি তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিই তার বর্ণনায় বড় সন্দেহের বিষয়, তাই তা ইতিহাসের বর্ণনা হলেও।

জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, সাহাবীগণের ইতিহাস ও তাদের মধ্যে যে ফিতনা সংঘটিত হয়েছে তা এ জাতীয় বিকৃত সনদ সম্বলিত বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা অসম্ভব। বরং সনদ অবশ্যই উচ্চ পর্যায়ের সহীহ হতে হবে। **এটি প্রথম কথা।**

দ্বিতীয়ত যারা নিজেদেরকে আহলে বাইত ও সাহাবীগণের প্রেমিক প্রমাণের জন্য এ জাতীয় বর্ণনা উল্লেখ করেন তাদেরকে আমরা দেখতে পাই, তারা এ সংক্রান্ত অন্যান্য ইতিহাসভিত্তিক বর্ণনা থেকে মুক্ত হয়ে যায় যদি সেসব বর্ণনা তাদের দল বা বিশ্বাসের বিরোধী হয়!!

উদাহরণ স্বরূপ:

আমীনী তার "আল-গাদীর" গ্রন্থে, হারমযানের হত্যার কারণে উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা করা থেকে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর বিরত থাকা সংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এটি তারীখে তাবারীতেও এসেছে।[৩]

---

[১]. আল জর্হ ওয়াত্ তাদীল, ৪/৪৮২, জীবনী-২১১২।
[২]. তারীখে কাবীর: ৪/৩৪৯; জীবনী-৩০৯৩।
[৩]. তারীখে তাবারী: ৪/২৩৯।

অতঃপর আমিনী মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন, এর সনদে **শুয়াইব ইব্ন ইবরাহীম কুফী** রয়েছেন যিনি **অজ্ঞাত বর্ণনাকারী**। ইব্ন আদী বলেন, পরিচিত নয়, জাহাবী বলেন, বর্ণনাটি তার থেকে সাইফ লিখেছেন, এ সম্পর্কে অজ্ঞতা বর্তমান।

এ বর্ণনার সূত্রে **সাইফ ইব্ন উমর তামীমী রয়েছে যিনি জাল, মাতরুক ও সাকিত হাদীসের বর্ণনাকারী.....**।[১]

একইভাবে রিশহারীর 'মাওসুআতে ইমাম আলী' গ্রন্থে ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন।[২]

তাছাড়া **জাফর সুবহানীর** "আল-আদওয়া" গ্রন্থে।[৩]

এসব গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করলে সম্মানিত পাঠক দেখতে পাবেন, অভিযুক্ত বর্ণনাকারী তারাই যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে।

উপসংহারঃ স্বাধীন বিবেক ও জ্ঞানের মানদণ্ডে কি এটি সমর্থনযোগ্য যে, একই পথে একই বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত দুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে যেটি তাদের পক্ষের সেটি তারা বিশ্বাস করবে যে, বর্ণনাটি উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধ ও গৃহীত আর যেটি তাদের বিপক্ষের সেটি প্রত্যাখ্যান করবে ও সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ পেশ করবে?

৩. নূরুদ্দীন তাসতারী তার 'ইহকাকুল হক' গ্রন্থে[৪] উল্লেখ করেছেন, সিরিয়ায় মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর নিকট উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর রক্তমাখা জামা বহন করে নিয়ে যান মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও নাঈলা বিন্ত ফারাফাসাহ, যিনি উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর স্ত্রী ছিলেন। এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনার বিপরীত! প্রকৃতপক্ষে কে তাঁর জামা বহন করে নিয়ে যান?!

অতএব এ পরিসরে বর্ণনার বৈপরিত্য ও তা সাব্যস্ত না হওয়াই প্রমাণিত হল।

---

[১]. আল-গাদীর: ৮/১৪০।
[২]. মাওসুআতে ইমাম আলী ফীল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ওয়াত তারীখ: ৩/২৯২-২৯৪।
[৩]. আল-আদওয়া: ৭৩।
[৪]. ইহকাকুল হক: ২৬১।

দ্বিতীয় সংশয়ঃ-

নুমান আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন

এ সংশয়ের আলোকে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণকারী ও শত্রুতাবশত তার থেকে ভিন্নপথ অবলম্বনকারী ।

আল-মাজলিসী বলেন, নুমান ইব্ন বাশীর আনসারী তাঁর (আলী) থেকে ভিন্নমত অবলম্বনকারী এবং ইয়াযিদ নিযুক্ত শাসকদের একজন ছিলেন ।[১]

আল-আমিনী বলেন, নুমান ইব্ন বাশীর তার সময়ের শাসকের অন্তর্গত থেকে খারিজ ছিলেন এবং বিদ্রোহী একটি দলের সাথী হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ।[২]

ইব্ন আবু হাদীদ বলেন, নুমান ইব্ন বাশীর তাঁর অর্থাৎ আলী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে ভিন্নপথ ও শত্রুতা অবলম্বনকারী ছিলেন। তিনি মুআবিয়ার সাথে মিলে রক্তপাতে নিমগ্ন হন ও তার পুত্র ইয়াযিদের শাসকদের অন্যতম ছিলেন এবং সে অবস্থায় নিহত হন ।[৩] ইত্যাদি বর্ণনা ।

উত্তর :

১. নিঃসন্দেহে সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত ফিতনা ও হত্যাকাণ্ড এক দুঃখজনক বিষয় এবং কেউ এমনটি প্রত্যাশাও করেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ এটি নির্ধারণ করেছিলেন। অতএব আমরা বলতে পারি, সাহাবীগণের মধ্যে যা ঘটেছে সে বিষয়ে মুসলমানদের আকীদা হল, তাঁদের মধ্যকার বিষয় নিয়ে তারা চুপ থাকবেন। সাথে সাথে এ বিশ্বাসও রাখবেন তাঁরা সকলেই মর্যাদার অধিকারী। অগ্রগামী, তাকওয়াবান, তাপস যদিও ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের একজনের মর্যাদা অন্যজনের চেয়ে বেশিও হতে পারে। অতঃপর তাঁদের বিষয় আল্লাহর উপর সমর্পণ করবে। **এটি প্রথম কথা।**

২. সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে কোন অবস্থাতেই তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও খারাপ সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। এর প্রমাণ-

(ক) **ইব্ন আবু শায়বা** ও তাঁর সূত্রে **বায়হাকী** আবুল বাখতারী থেকে বর্ণনা করেন, আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে উস্ট্রের যুদ্ধে তাঁর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কি মুশরিক ছিলেন? তিনি বললেন, তারাতো শিরক থেকেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁকে বলা হল, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা অল্প পরিমাণেই আল্লাহকে স্মরণ করে, তাকে বলা হল, তাহলে তারা কারা? তিনি বললেন, **তাঁরা আমাদেরই ভাই কিন্তু তারা আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে**।[৪]

এই হাদীসটির বর্ণনাসূত্রে কোন **দুর্বল** বর্ণনাকারী থাকলেও তার অর্থ অকাট্য। কেননা আমীরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহু এ জাতীয় আরও কিছু অবস্থান গ্রহণ করেন। যেমন-

---

[১]. বাহহারুল আনওয়ার: ৩৪/২৮৯।
[২]. আল-গাদীর: ৯/২৬৪, ৩৭৫।
[৩]. শরাহ নাহজুল বালগাহ: ৪/৪৬।
[৪]. আল-মুসনাফ: ২১/৩৬৮, হাদীস নং-৩৮৯১৮; সুনানে বায়হাকী: ৮/১৮২।

- **মারুযী** তার 'তাজীমে কাদরুস সালাহ' গ্রন্থে নিজ সূত্রে **ইমাম বাকের** রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী রাদি আল্লাহু আনহু উষ্ট্রের যুদ্ধ বা সিফ্ফীন যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তিকে ভাষার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এমন বল না, তারা এমন দল যারা মনে করছে আমরা তাদের উপর বাড়াবাড়ি করছি আর আমরা ধারণা করছি তারা আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করছে।

আবু জাফরকে বলা হল, তাদের থেকে কিছু অস্ত্র নিয়ে নেয়া হয়েছে, তখন তিনি বললেন, ওগুলো আমাদের কোন কাজে আসবে না।[১]

- তার সনদে মাহকুল থেকে বর্ণিত, আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথীরা তাঁকে মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর দলের যারা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, **তাঁরা মুমিন**।[২] এছাড়া অন্যান্য হাদীস।

- আলী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে আহলুন্ নাহার খারিজীদের ব্যাপারেও একই উত্তর বর্ণিত হয়েছে।[৩] সন্দেহ নেই উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রতিপক্ষ আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে আহলুন নাহার থেকে সম্মানিত ও প্রিয় ছিলেন। অতএব এসব বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সাথে যুদ্ধ করা স্বত্ত্বেও উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রতিপক্ষকে তাঁর ভাই মনে করতেন। জ্ঞাতব্য যে, ভ্রাতৃত্বের জন্য ভালবাসা আবশ্যক।

খ. যখন উষ্ট্রের যুদ্ধ সমাপ্ত হয় তখন আলী রাদি আল্লাহু আনহু নিহতদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহর লাশ দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে বসলেন তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ধূলা মুছে দিয়ে বললেন, আবু মুহাম্মদ! আমার কাছে কষ্টকর যে আমি আপনাকে আকাশের তারকার নিচে জমিনের উপর এভাবে পতিত দেখছি। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে আমার সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে আমি অভিযোগ পেশ করব।[৪] অতঃপর তালহা রাদি আল্লাহু আনহুর উপর সহানুভূতি প্রকাশ করে আলী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, হায় আফসোস আমি যদি এই দিনের বিশ বছর আগে মারা যেতাম।[৫]

এছাড়াও অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় সাহাবীগণের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই অপর ভাইয়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অতএব যুদ্ধ তাদের মধ্যকার বিদ্বেষ ও শত্রুতার নির্দেশক নয়।

পক্ষান্তরে যারা আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তারা সবাই তাঁর প্রতিপক্ষ বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী বা শত্রু নয়। এমনটি শর্তও নয়।

---

[১]. তা'জীমু কাদরুস সালাহ: ২/৫৪৪, হাদীস নং-৫৯৪।
[২]. পূর্বোক্ত: ২/৫৪৫, হাদীস নং- ৫৯৫।
[৩]. আল-মুসান্নাফ: ২১/৪৬০, হাদীস নং- ৩৯০৯৭।
[৪]. তারীখে দামিশক: ২৭/৮১।
[৫]. তাবরানী তালহা ইব্ন মাসরাফ থেকে তার মু'জামুল কাবীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: ১/১১৩, হাদীস নং-২০২।

অতএব, সাহাবাগণের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল তাতে পতিত উভয় পক্ষই এ ধারণা করেছিলেন যে, তারা সত্যের পক্ষে রয়েছেন।

এ কারণে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুকে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতিপক্ষ ও তাদের সেনাবাহিনীর কাতারে পাওয়ায় কোন অবস্থাতেই আলী রাদি আল্লাহু আনহুর উপর তার শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না। বরং নুমান রাদি আল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। যেমন-

বর্ণিত হয়েছে, আম্মার ইব্ন ইয়াসীর রাদি আল্লাহু আনহু নিহত হলে নুমান রাদি আল্লাহু আনহু ফিরে আসেন এবং বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা লাত ও উয্যার ইবাদাত করতাম আর আম্মার আল্লাহর ইবাদাত করতেন। তাকে মক্কার মুশরিকরা উত্তপ্ত মরুভূমিতে রোদে পুড়িয়ে ও অন্যান্যভাবে শাস্তি দিত। তিনি আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করতেন ও এর উপর ধৈর্যধারণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "হে ইয়াসীর পরিবার! ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই তোমাদের স্থান জান্নাত।" তখন তাকে বলা হল, আম্মার মানুষকে জান্নাতের দিকে আহবান করত অথচ তারা তাকে দোযখের দিকে আহ্বান করত।[১]

নুমান রাদি আল্লাহু আনহু যিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি আম্মার ইব্ন ইয়াসীর রাদি আল্লাহু আনহুর মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করছেন অথচ আম্মার আলী রাদি আল্লাহু আনহুর পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। অতএব নুমান রাদি আল্লাহু আনহুকে সত্য কথা ও তার প্রতিপক্ষের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সুতরাং এ ঘটনা যদি কোন কিছু নির্দেশ প্রদান করে তা ঐটিই যা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, যুদ্ধের অর্থ শত্রুতা ও বিদ্বেষ নয়। নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে আম্মার রাদি আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে এ মন্তব্য মূলত আলী রাদি আল্লাহু আনহুরই পক্ষে।

৩. নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, **আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহুকে উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে শুনলেন, 'আমি জানি আলী আপনার কাছে আমার পিতা ও আমার থেকে অধিক প্রিয়।' একথা তিনি দুইবার অথবা তিনবার বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে আয়িশা রাদি আল্লাহু আনহাকে ধমকের সূরে বললেন, হে অমুকের মেয়ে! আমি শুনলাম তোমার আওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে উঠেছে।**[২]

হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, নুমান রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতেন। যদি তিনি তাঁর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী হতেন যেমনটি কেউ কেউ ধারণা

[১]. হামীদ নাকঈ, খুলুসাহ আবকাততুল আনোয়ার: ৩/৪২; দারজাত আর রাফীয়াহ: ২৮০।

[২]. নাসাঈ, খাসাইসে আলী, হাদীস নং-১০৮; বায্যার ৫/২২, হাদীস নং-৩২৭৫; হায়সামী, আল-মাজমা: ৯/১২৬; ইব্ন হাজর ফাতহুল বারী-৭/৩০।

করে, তবে তিনি এসব হাদীস গোপন করতেন এবং তা বর্ণনা করতেন না। যেহেতু তিনি সেগুলো বর্ণনা ও প্রচার করেছেন সেহেতু তা তাদের মধ্যকার বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবর্তমানতার নির্দেশনাই দেয়। কেননা এটি যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে, বিদ্বেষপোষণকারী যার সাথে বিদ্বেষভাব রাখে তার সম্মান মর্যাদা প্রচার করবে বরং সে তার কুৎসাই প্রচার করে যেমন কবি বলেছেন-

সন্তুষ্টির চোখ ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন হয়ে যায়
অসন্তোষের চোখ শুধু দোষ-ত্রুটি দিয়েই শুরু করে।

হাফেজ্ ইব্ন হাজর বলেন, নুমান আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে মুআবিয়ার পক্ষে ছিলেন তবুও তা তাঁকে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মর্যাদা বর্ণনা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।[১]

৪. এ প্রসংগে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি আহলে বাইতকে সম্মান ও ভালবাসার খাতিরে তাদের খিদমাত করার চেষ্টা করতেন। যার অবস্থা এমন হয় তিনি কখনই তৎকালীন আহলে বাইতের মহান ব্যক্তি তথা আমীরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্বেষভাব ও শত্রুতাপোষণ করতে পারেন না। তিনি যদি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতেন তবে তিনি অবশ্যই তার সন্তানদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষপোষণ করতেন। কেননা তাঁরাও তাঁদের পিতার অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

যেহেতু নুমান আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তানদের সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন সেহেতু এ থেকে প্রমাণিত হয় তিনি তাঁদের পিতার সাথে বিদ্বেষপোষণ করতেন না।
তৃতীয় সংশয় আলোচনার ক্ষেত্রে এসব বর্ণনার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সমাপ্তিঃ

এই সংশয়ে আরও একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় যা তাসতারী তার কামসুর রিজাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি সম্পৃক্ত একটি আরবী কবিতা যাতে বলা হয়েছেঃ

দূর থেকে খিলাফতের প্রত্যাশা ভুল পথে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল আবু তুরাব
মুআবিয়া ছিল ইমাম আর তুমি ছিলে তার পক্ষ থেকে এক পার্শ্বে বিছিন্ন মরিচীকা।[২]

উত্তরঃ

এটি নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে একটি মিথ্যা কবিতা। যা **ইব্ন আবু হাদীদ**[৩] ও **জাহেয**[৪] কোন প্রকার সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয় এসব বর্ণনার উদ্দেশ্য আহলে বাইত বিশেষত: আলী রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করে উপস্থাপন করার মাধ্যমে মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা রচনা করা।

---

১. ফাতহুল বারী: ৭/৩০।
২. কামুসুর রিজাল: ১০/৩৭৪।
৩. শরহ নাহজুল বালাগাহ: ১৩/১৪৫
৪. উসমানিয়্যাহ, পৃষ্ঠা- ৩০০।

তৃতীয় সংশয়ঃ-

নুমান (রা.) তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের ক্ষেত্রে জুলম প্রতিষ্ঠা করেন

নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু ইয়াযিদের এবং তার পূর্বে মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর থেকে ভিন্নপথ অবলম্বন করেন বিধায় মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর সময়ে কুফার শাসক নিয়োগ দেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এবং ইয়াযিদের রাজত্বের কিছু সময় তিনি সেখানে দায়িত্ব পালন করেন অতঃপর তাকে হেমসে বদলী করেন। তাছাড়া তিনি সিরিয়ার বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন... ইত্যাদি।[১]

এর অর্থ দাঁড়ায় নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু উক্ত শাসকদের শাসনকাজে রাজী ছিলেন এবং তাদের সিদ্ধান্তে সম্মত ছিলেন।

এর উত্তরঃ

বলা যায়, নুমান ইব্ন বাশীর মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর পুত্র ইয়াযিদের সময়ে কিছু রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ট হন। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁকে যে নির্দেশ দেয়া হত তার সাথে তিনি একমত হতেন। বরং তিনি তাঁর প্রতি প্রেরিত নির্দেশসমূহ তিনি দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা ও আল্লাহর প্রতি তাঁর ভয়ের ভিত্তিতে বিচার করেই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন। এ কারণেই আমরা দেখি তাঁকে দুর্বল, খারাপ মতামতের অধিকারী ইত্যাদি বিশেষণ প্রদান করা হয়েছে এমনকি তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসরণও করা হয়েছে। কারণ তিনি ঐসব নির্দেশের এতটুকু কাজে পরিণত করতেন যতটুকুকে তিনি সত্য হিসেবে বিশ্বাস করতেন এবং মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের অংশ বানিয়েছেন।

সম্ভবত নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর অনুসৃত পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান থেকে প্রমাণিত হয়। বিশেষত মুসলিম ইব্ন আকীল ইব্ন আবু তালিব এবং হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমা ও তাঁদের পরিবারের ব্যাপারে তার অবস্থান থেকে।

প্রত্যেকের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

---

১. ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ হিসেবে ঐতিহাসিকগণ এসব বর্ণনা ইতিহাস গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। যারা ইতিহাস রচনা করেন তাদের জন্য এসব ঘটনা উল্লেখ করা ও পরিত্যাগ না করা আবশ্যক। কিন্তু তারা কেউ একে উক্ত মহান সাহাবীর ব্যাপারে সন্দেহের দৃষ্টিতে বা অভিযোগের সূরে বর্ণনা করেননি। কিন্তু অন্তর দোষে দুষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে এ জাতীয় কতিপয় বর্ণনা সংকলন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে। অতএব সেসব কথা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, তারীখে তাবারী: ৫/৩৩৮, ৩৪৭, ৩৫২।

প্রথম অবস্থানঃ-

* মুসলিম ইব্ন আকীল রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান

ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে যখন মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন ও তাঁর পুত্র ইয়াযিদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তখন ইয়াযিদ চারজন ব্যক্তি থেকে তার শাসনের বশ্যতা স্বীকারের ইচ্ছা পোষণ করেন। তারা হলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুম। আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর ও হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমা শেষ পর্যন্ত মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান এবং তার বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরা মক্কায় অবস্থান গ্রহণ করলে সে সময় কুফাবাসী (আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে কুফাবাসী কারা?) হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে বারবার পত্র প্রেরণ করতে থাকে যে, আপনি আমাদের এখানে আসুন আমরা আপনার হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করব। এমনকি বর্ণিত হয়েছে, তিনি একদিনে **ছয়শত** পর্যন্ত চিঠি পান।[১] কিন্তু হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু নিজে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ও ঘনিষ্টজন মুসলিম ইব্ন আকীলকে প্রেরণ করেন যেন তিনি কুফা থেকে খবর সংগ্রহ করে। যদি বিষয় তদ্রুপ হয় যেমনটি চিঠি পত্রে লেখা হয়েছে তবে তিনি তাদের কাছে গমন করবেন। মুসলিম ইব্ন আকীল কুফায় পৌঁছান। তখনই কুফাবাসী তাঁর পাশে জড় হতে শুরু করে ও তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে। সেই সময় নুমান ইব্ন বাশীর কুফায় মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু নিযুক্ত আমীর ছিলেন এবং ইয়াযিদ তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। কিন্তু নুমান রাদি আল্লাহু আনহু **উদ্ভূত পরিস্থিতি অবগত হওয়া সত্ত্বেও ঘটনার ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেন ও তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।** অতঃপর যখন ঘটনা ব্যাপৃত হতে থাকে তখন নুমান ইব্ন বাশীর কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে ফিতনা ফাসাদের ভয়াবহতা ও এর ফলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, অতঃপর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ফেতনা-ফাসাদ ও মতানৈক্যের প্রতি ধাবিত হয়ো না। কেননা তাতে মানবতা বিপর্যস্ত হয়, রক্ত প্রবাহিত হয় ও সম্পদ নষ্ট হয়। যে আমার সাথে যুদ্ধ করবে না আমি তার সাথে যুদ্ধ করব না, আমি তার উপর চড়াও হব না যে আমার উপর চড়াও হবে না। তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আমি জাগ্রত করব না, তোমাদের ব্যাপারে আমি নাক গলাবো না, কোন অভিযোগ-অনুযোগ, ধারণা বা অপবাদ আরোপ করব না। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের পৃষ্ঠদেশ আমার দিকে এগিয়ে দাও, তোমাদের বাইয়াত ভঙ্গ কর, তোমাদের নেতার বিরোধিতা কর তবে ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই আমি অবশ্যই আমার হাতে প্রতিষ্ঠিত তরবারীর মাধ্যমে তোমাদেরকে আঘাত করব, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার সাহায্যকারী নাও হয়। তবে আমি আশাকরি তোমাদের মধ্যে সত্যান্বষীর সংখ্যা মিথ্যার অনুসারীর চেয়ে অনেক বেশি।[২]

---

[১]. ইব্ন তা'উস, আল্ লুহুফ ফী কাতলিত্ তুফুফ: ২৪।

[২]. এই ভাষণ ইয়াযিদের কাছে চিঠি পাঠানোর পূর্বে প্রদান করেন। আল-মুফীদ, আল-ইরশাদ: ২/৪১।

তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন সাঈদ আল-খাদরামী দাড়িয়ে বললেন, যে পরিস্থিতি আপনি দেখছেন তাতে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার ছাড়া এর কোন সমাধান হবে না। আর আপনি আপনার ও আপনার শত্রুদের মধ্যকার বিষয়ে যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তা **দুর্বলদের অবস্থান** মাত্র।

নুমান রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, **আল্লাহর অবাধ্যতায় শক্তিশালী হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর আনুগত্যে দুর্বল হওয়া আমার নিকট অনেক প্রিয়**। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন।

এরপর আব্দুল্লাহ খাদরামী, উমর ইব্ন সায়াদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ও উমরাহ ইবন উকবাহ ইয়াযিদের কাছে পত্র লেখন: মুসলিম ইব্ন আকীল কুফায় আগমন করেছে এবং হুসাইন ইব্ন আলীর পক্ষে বায়াত গ্রহণ করছে। অতএব আপনার যদি কুফা নগরীর প্রয়োজন থাকে তবে একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে এখানে প্রেরণ করুন যিনি আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন এবং আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে আপনার মতই কাজ করবেন।[১] কেননা নুমান ইব্ন বাশীর একজন **দুর্বল ব্যক্তি অথবা অন্যের কারণে দুর্বল হচ্ছে**।[২]

যখন পত্রটি ইয়াযীদের কাছে পৌঁছায় তখন ইয়াযীদ মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর আজাদকৃত দাস আরজুনের সঙ্গে পরামর্শ করেন যে, হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু কুফার দিকে যাওয়ার মনস্থ করছেন এবং মুসলিম ইব্ন আকীল বর্তমান কুফায় অবস্থান নিয়ে তার পক্ষে বাইয়াত প্রদান করছেন। আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, নুমান একজন দুর্বল এবং তার পদক্ষেপও দুর্বল। তখন সারজুন পরামর্শ দিলেন **কুফা থেকে নুমানকে অপসরণ** করে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদকে সেখানের শাসক নিযুক্ত করুন।[৩]

এ বর্ণনা থেকে যা সাব্যস্ত হয়:

১. নুমান ইবন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু তার চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না। তবে যা ঘটছিল প্রথম পর্যায়ে তা থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছিলেন। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তনয়ার পুত্র যাকে তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন। তাঁর ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সম্ভবত তিনি তা থেকে ফিরে আসবেন কুফাবাসীর ষড়যন্ত্র অবগত হওয়ার পর।

২. পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে নুমান ইবন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু হিকমত অবলম্বন করেন। তিনি প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেন ও তাদেরকে নসীহত করেন। অতঃপর ফিতনার প্রভাব ও

---

১. একথা এই প্রমাণই বহন করে যে, নুমান রাদি আল্লাহু আনহু ইয়াযীদের পক্ষ থেকে যা আদিষ্ট হতেন তার সবকিছুই বাস্তবায়ন করতেন না।

২. কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলিম ইব্ন আকীলের ব্যাপারে এ পত্রটি নুমান ইব্ন বাশীর লিখেন কিন্তু এটি একটি স্পষ্ট মিথ্যা। দ্রষ্টব্য ইব্ন সাব্বাগ, আল ফুযুল, আল মুহিম্মাহ, পৃষ্ঠা- ১৮২; আরবালী, কাশফুল গুম্মাহ: ২/২৫৩।

৩. তারীখে তাবারী: ৫/৩৩৮; রওজাতুল ওয়ায়েজিন: ১৭৩; ইব্ন শহর, মানাকিব আহলে বাইত: ৩/২৪২; বাহুহারুল আনোয়ার: ৪৪/৩৩৬।

পরবর্তীতে এর কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় বর্ণনা করেন এবং যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করবে তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন।

৩. যদি নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু ক্ষমতালিপ্সু হতেন এবং এর কারণে দ্বীনকে বিসর্জন দিতেন তবে প্রথমেই মুসলিম ইব্ন আকীলের ব্যাপার জানিয়ে ইয়াযীদকে পত্র লিখতেন বরং এ ব্যাপারে তার অবস্থান ছিল ভিন্ন। যেহেতু তাঁর হাতে ক্ষমতা ছিল সেহেতু তিনি পারতেন ঐ দলটিকে সমূলে বিনাশ করতে। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ তিনি তাদেরই একজন যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষালয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি এ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যে, দুনিয়ার মর্যাদা যাই হোক না কেন তার প্রতি আগ্রহ অনুচিত। বরং তাঁর পদমর্যাদা আহলে বাইতের সাথে সংঘর্ষে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছিল আর সবকিছুই ছিল তাঁদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম সম্মানবোধের কারণে।

৪. আব্দুল্লাহ খাদরামীর প্রশ্নের উত্তরে নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর কথা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর আনুগত্য তাঁর কাছে সবকিছুর চেয়ে অগ্রগণ্য। এমনকি যদি তা তাকে অন্যের দৃষ্টিতে দুর্বল ও অসহায় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে তবুও।

৫. নুমান ইবন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু দুর্বল ছিলেন না। কিন্তু তিনি সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও ধর্মভীরু যিনি শান্তি ভালবাসতেন এবং ফিতনা-ফাসাদ ও দলাদলি অপছন্দ করতেন।

৬. নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর দৃঢ় অবস্থানে কুফার মসনদ থেকে তার অপসরণের ও তার পরিবর্তে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের আরোহণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি যদি তাদের মত হতেন যারা দুনিয়ার ক্ষমতার মোহে দ্বীনকে বিক্রি করে দেয় তবে তাঁর প্রতি যে নির্দেশ আসত সন্তুষ্টচিত্তে তার আনুগত্য করতেন এবং নিজের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা রক্ষার্থে তা বাস্তবায়ন করতেন। কিন্তু এটি তার চারিত্রিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল না।[১]

[১]. কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে নুমান ইবন বাশীর বলেন, রাসূল তনয়ার পুত্র আমার কাছে বাহদাল কন্যার পুত্রের চেয়ে অর্থাৎ ইয়াযীদ ইব্ন মুয়াবিয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই খবর ইয়াযীদের কাছে পৌঁছালে তাঁকে কুফার মসনদ থেকে অপসরণ করে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদকে অধিষ্ঠিত করেন। দ্রষ্টব্য : কাজী নুমান, শরহ আল-আখবার; ৩/১৪৭।

দ্বিতীয় অবস্থান:-

হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারের ব্যাপারে নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান

আহলে বাইতের ব্যাপারে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান থেকে তাঁদের প্রতি ভালবাসা, সম্মানবোধ ও তাঁদের মর্যাদার স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যা বর্তমানের বহুল প্রচারিত নীতি **'মুআবিয়া ও তার পরিবারের প্রতি তোমার ভালবাসার অর্থ আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ, আর তাদের সাথে তোমার আঁতাত অর্থ আহলে বাইতের সাথে যুদ্ধ'** এ নীতি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। সমস্ত সাহাবীর উপর এ এক মারাত্মক মিথ্যা।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা দুটি ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগে হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ও অন্যভাগে তাঁর পরিবারের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান।

১. হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান:

নুমান রাদি আল্লাহু আনহু হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান অন্যান্য মুসলমানের মতই। তিনি অন্তরের গহীনকোণে এ আশা পোষণ করতেন যে, নিজের জীবন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ তাঁর জন্য উৎসর্গ করবেন। তবে হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর ভালবাসা বিশেষ ধরণের ছিল। যে কারণে তাকে জটিল পরিস্থিতির মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল এবং বিভিন্ন প্রকার কায়, ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। নিম্নে এই ভালবাসার মুক্তাখচিত প্রমাণ উপস্থাপন করা হল:

ক. ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে উল্লেখিত হয়েছে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ যখন হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পক্ষে বাইয়াত গ্রহণের কারণে মুসলিম ইব্ন আকীলের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য কুফায় আগমন করেন এবং হঠাৎ প্রাসাদে এসে পড়েন। তখন নুমান রাদি আল্লাহু আনহু একদল মানুষের সাথে অবস্থান করছিলেন যারা তাঁর পাশে এ ধারণা করে জড় হয়েছিল যে, হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু আগমন করেছেন। কেননা উবায়দুল্লাহর মুখ ঢাকা ছিল। তখন নুমান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন ও দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর যখন উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ তাঁর ঘরে পৌঁছে দরজার কড়া নাড়ালেন, তখন নুমান রাদি আল্লাহু আনহু হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু এসেছেন মনে করে বের হলেন এবং বললেন: **আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। আপনি সরে যান, আল্লাহর শপথ! আমি আমার আমানত আপনার হাতে অর্পণকারী নই। আর আপনার সাথে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছাও আমার নেই।** সে সময় উবায়দুল্লাহ শুধু এতটুকু বলেছিল দরজা খুলুন, যদি না খোলেন, তবে আপনার রাত দীর্ঘ হবে ..... অতঃপর তিনি দরজা খুললেন।[১]

[১]. আল-মুফিদ, আল-ইরশাদ: ২/৪৩; বাহহারুল আনওয়ার: ৪৪/৩৪১; বাহরানী, আল-আওয়ালিম, পৃষ্ঠা- ১৯০; তারীখে তাবারী: ৫/৩৫৯–৩৬০।

এ থেকে যা সাব্যস্ত হয়:

১. নুমান রাদি আল্লাহু আনহু হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর আগমন সম্পর্কে জানতে এ কারণে নিজের ও ঘনিষ্টজনের থেকে ফিতনা এড়ানোর জন্য নিজ গৃহে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করেন।

২. নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে মুখামুখী না হওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। এ কারণে তার অন্তরের কথাটি হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু মনে করে উবায়দুল্লাহর সামনে প্রকাশ করে বলেন, **"আল্লাহর শপথ! আপনার সাথে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।"** যদি তিনি রাজ্য শাসন, শাসকের চাটুকারিতা ও তাদের আনুকুল্যের ব্যাপারে উৎসাহী হতেন, তবে সরাসরি এভাবে বলতেন না।

৩. নুমান ইবন বাশীরের অন্তরে যদি হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি এ অকৃত্রিম ভালবাসা ও উচ্চ অবস্থান না থাকত তবে তিনি নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। প্রথমত তার রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও দ্বিতীয়ত বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রতিরোধে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে এ গোনাহ ও অপরাধ থেকে রক্ষা করেছেন।

(খ) ইমাম তাবরানী তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু হিরায় তাঁর ভূ-খন্ডের উদ্দেশ্যে বের হন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর নুমান ইব্ন বাশীর খচ্চরের পিঠে সওয়ারী অবস্থায় আমাদের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি **আরোহী থেকে নেমে খচ্চরটি হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর নিকটবর্তী করলেন এবং বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! আরোহণ করুন।** তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে নুমান বিভিন্নভাবে শপথ করে তার চেষ্টা অব্যাহত রাখে যাতে হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু পশুতে আরোহণ করার ব্যাপারে তার অনুগত হয়। তিনি বললেন, আপনি কসম করাতে আমার অপছন্দটা হাল্কা হয়ে গেছে। আমি আপনার পশুর বক্ষে আরোহন করব এবং আমি আপনাকে পশ্চাতে আরোহণ করাবো। অথচ আমি ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, **মানুষ তার পশুর বক্ষে আরোহণ, বিছানার ও তার নিজ ঘরে নামাজ আদায়ের বেশি হকদার,** শুধুমাত্র ইমাম ব্যতীত যার কাছে মানুষ জড় হয়। তখন নুমান রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন। আমি আমার পিতা বাশীরকেও অনুরূপ বলতে শুনেছি যেমনটি ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তবে যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে" অতঃপর হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহু জিনের উপর বসলেন এবং আনসারী তার পিছনে আরোহণ করলেন।[১]

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা কি শুদ্ধ হবে যে, আহলে বাইতের সাথে তার শত্রুতা ছিল? এবং তিনি তাঁদের থেকে প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় থাকতেন?

---

[১]. তিবরানী, মুজামুল কাবীর: ২২/৪১৪; হায়সামী, মাজমাউস যাওয়ায়েদ: ৮/১০৮; মারআশী, শরহ এহকাকুল হক: ২৭/১৯৬।

উক্ত উদ্ধৃতি পাঠের পর এ প্রশ্নের আলাদা উত্তর পাওয়ার জন্য কোন ধরনের চেষ্টা পরিশ্রমের বা মস্তিষ্কের পেরেশানির প্রয়োজন হয় না। অতএব এ প্রশ্নের উত্তর সম্মানিত পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম।

২. হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের ব্যাপারে নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান

হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি তাঁর ভালবাসা, সম্মানবোধ, তাদের উচ্চ মর্যাদা ও অবস্থানের স্বীকৃতি প্রদান থেকে ভিন্ন নয়। এর প্রমাণ স্বরূপ পাঠকের উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি উদ্বৃতি বর্ণনা করব।

(ক) ইতিহাসের তথ্যগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াযিদ নুমান ইব্ন বাশীরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে বলেন, এই মহিলাগুলো (হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবার) মদীনায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা কর..... তাঁদের সাথে সার্বক্ষণিক তার মতই অবস্থান করবে যে নুমানকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে এবং তাকে নির্দেশনা দিয়েছে (অর্থাৎ ইয়াযিদ তার প্রতিনিধিকে দিয়েছে) তিনি তাঁদের নিয়ে রাতে চলাচল করতেন, তাঁদের সামনেই থাকতেন এবং একপলক পরিমাণ সময় আড়াল হতেন না। যখন তাঁরা বিরতির জন্য অবস্থান নিতেন তখন তিনি তাঁদের যাবতীয় ক্লেশ দূর করতেন। তিনি এবং তার সাথীরা সার্বক্ষণিক তাঁদের পাশেই নিরাপত্তা প্রহরীর মতই অবস্থান নিতেন। তাঁদের সাথে এমনভাবে লেগে থাকতেন যে, দলবদ্ধ থাকলেও মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত কাজ যেমন-ওজু করা, প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি সময়েও তাদের সঙ্গ দিতে লজ্জাবোধ করেননি। তিনি পুরা রাস্তায় তেমন ছিলেন যেমনটি ইয়াযিদ তাকে নির্দেশ দিয়েছিল এবং মদীনায় প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের সাথেই ছিলেন।[১]

কোন কোন বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, ফাতিমা বিন্ত আলী তাঁর বোন যয়নাবকে বললেন, এই ব্যক্তির সৎ সাহচর্যের কারণে তার প্রতিদান প্রদান করা আমাদের উপর আবশ্যক হয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার কাছে কি এমন কিছু রয়েছে যা দিয়ে আমরা তার প্রতিদান দিতে পারি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার কাছে তাঁকে দেওয়ার মত কিছুই নেই শুধুমাত্র আমাদের গহনা ব্যতীত। অতঃপর আমি আমার চুড়ি ও বাজুবন্ধ অথবা আমার বোনের চুড়ি ও বাজুবন্ধ তাঁর কাছে প্রেরণ করলাম এবং তা অল্প হওয়ায় আমরা আমাদের অপারগতা স্বীকার করে বললাম, আপনি আমাদের সাথে যে সদাচরণ করেছেন তার সামান্য প্রতিদান এটি।

তখন তিনি বললেন, আমি যা করেছি তা যদি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করতাম তবে এতে আমি সন্তুষ্ট হতাম না। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি ঐ কাজ করেছি শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং রাসূলুল্লাহর সাথে আপনাদের নৈকট্যতার কারণে।[২]

---

[১]. রওদাতুল ওয়ায়েজিন, পৃষ্ঠা- ১৯২; আল ইরশাদ: ২/১২২; বাহ্হারুল আনওয়ার: ৪৫/১৪৫; তারীখে তাবারী: ৫/৪৬২; আল-কামিল ফীত্ তারীখ: ৩/৫৩৮।

[২]. বাহ্হারুল আনওয়ার: ৪৫/১৪৬; তারীখে তাবারী: ৫/৪৬২; আল-কামিল ফীত তারীখ: ৩/৫৩৯।

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টভাবে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয় প্রতীয়মান হয় । কিছু কিছু তথ্যসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের সাহচর্যের জন্য যে প্রতিনিধি বাছাই করা হয় তিনি ছিলেন সৎ বিশ্বস্ত ।[১] এ থেকে যা প্রমাণিত হয় তা হল, নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর ভীতি ও তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ।

এরপরেও কি বলার অবকাশ আছে যে, নুমান তাদের মধ্যে একজন যারা হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে বিদ্বেষপোষণ করত, তাঁদের কষ্ট, ক্লেশ প্রদান করত ও তাঁদের ক্ষতিসাধনে ব্রত হত? এ এক মহা অপবাদ । হে আল্লাহ আপনার পবিত্রতা ।

(খ) হিরার অধিবাসীদের ব্যাপারে নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থানঃ

হিরার ঘটনাটি হিজরী ৬৩ সনে ঘটে । এর কারণ ছিল, মদীনাবাসী ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়ার বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় । আনসাররা আব্দুল্লাহ ইব্ন হানজালাহকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেন, যিনি ছিলেন নুমান ইব্ন বাশীরের বৈপিত্রীয় ভাই । অন্যদিকে মুহাজিরগণ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুতীঈ আল-আদয়ীকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে । তাঁদের প্রতি ইয়াযিদ মুসলিম ইব্ন উকবাহ আল-মাররীর নেতৃত্বে বিশাল এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন । তারা তাদের পরাজিত করে মদীনা দখল করে এবং ইব্ন হানজালাহসহ অনেক আনসারকে হত্যা করে ।[২]

এই অমানবিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য নুমান রাদি আল্লাহু আনহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করতে সক্ষম হননি । **ইব্ন আসাকির** বলেন, নুমান ইবন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু ইয়াযিদকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে প্রেরণ করুন আমি আপনার জন্য যথেষ্ট । কিন্তু ইয়াযিদ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর সরলতা, মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহ সম্পর্কে জানতেন । নুমান তাকে বলেন, **হে আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার পরিবার ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনসারদের ব্যাপারে আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ করাই** ।"[৩]

হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুর পরিবার পরিজন মদীনায় বসবাস করতেন । মদীনার প্রতিষ্ঠাতার উপর দরুদ ও সালাম ।

ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, যুদ্ধ অনুষ্ঠিত না হওয়া ও রক্তপাত না করার জন্য নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর অদম্য স্পৃহা এবং ইয়াযিদের কাছে আল্লাহর উপর শপথ দেয়া যাতে তিনি মদীনাবাসীর উপর কমল হন যাদের মধ্যে আহলে বাইতও ছিলেন ।

---

[১]. তারীখে তাবারী: ৫/৪৬২); বাহহারুল আনওয়ার: ৪৫/১৪৬; আবু মাখনাফ, মাকতালে হুসাইন, পৃষ্ঠা- ২১৪ ।
[২]. ফাতহুল বারী: ৮/৫৭৬ ।
[৩]. তারীখে দামিশক: ২৬/৩৩৩ ।

– নুমান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদের রক্তের ফোটা বের হওয়ার বা ব্যাপক দৃষ্টিতে সাহাবীগণের রক্তপাত বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। বিধায় বিষয়টি নিয়ে ইয়াযিদের সাথে আলাপ করতে তাড়িত হয়েছিলেন এবং তার কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তিনি তাকে মদীনার বিষয়টি সমাধান করার জন্য তাকে সেখানে প্রেরণ করেন। এর মধ্যে সাহাবী ও নবী পরিবারের মধ্যকার ভালবাসার সম্পর্কের উত্তম দলীল রয়েছে। আর তাঁরা সকলেই একই পতাকা তলে ছিলেন।

এরপরেও কি বলা যায়, নুমান তাদেরই একজন যারা আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতাপোষণ করতেন?

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে সংক্ষেপে বলা যায়, নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু আহলে বাইতের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁদের ব্যাপারে শাসকদের নীতি যদি তার আকীদা বিশ্বাস ও আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী হত তবে তিনি তা প্রয়োগ করতেন না। এ কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং দুনিয়ার এক পদমর্যাদা থেকে তাঁকে অপসরণ করা হয়। তারপরেও তিনি এ নিয়ে চিন্তিত হননি এই ভেবে যে, তিনি সৃষ্টির আনুগত্যের উপর স্রষ্টার আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সন্তুষ্ট করেছেন।

চতুর্থ সংশয়ঃ-

নুমান ইব্ন বাশীর তার গোত্র আনসারদের বিরোধিতা করে মুআবিয়ার সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং আলীকে (রা) পরিত্যাগ করেছিলেন

'ওয়াকেয়া সিফফীন' নামক পুস্তকে এসেছে, তারা দুজন (নুমান ইব্ন বাশীর ও মাসলামাহ ইব্ন মুখাল্লাদ) ছাড়া মুআবিয়ার পক্ষে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। অতঃপর মুআবিয়া নুমান থেকে চাইলেন তিনি যেন কায়েসের কাছে যান তাকে ভর্ৎসনা করেন ও আপোষ চান। নুমান বের হন এবং দুই কাতারের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বলেন, হে কায়েস! (তিনি ছিলেন সায়াদ ইব্ন উবাদাহর পুত্র) আমি নুমান ইব্ন বাশীর! কায়েস বললেন, হ্যাঁ নুমান, বলুন আমার কাছে কী প্রয়োজন? নুমান বললেন, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির খুশি অনুযায়ী তোমাদেরকে আহ্বান করেছে সেই তোমাদের সাথে ইনসাফ করেছে। তোমরা আনসাররা কি জান না তোমরা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুকে তাঁর গৃহে হত্যার দিন তাকে অপদস্থ করে অন্যায় করেছ। উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন তার সাথীদেরকে হত্যা করেছে, সিফফীন যুদ্ধের দিন সিরিয়াবাসীর সাথে তোমাদের খেয়াল-খুশি মোতাবেক যা ইচ্ছা করেছ। তোমরা উসমানকে অপদস্থ করেছ এর সাথে আলীকেও যদি অপদস্থ করতে তবে একটির বিনিময়ে অন্যটি হত। কিন্তু তোমরা সত্যকে অপদস্থ করেছ ও বাতিলকে সাহায্য করেছ। অতঃপর মানুষের মত থাকতে সন্তুষ্ট হওনি। এমনকি তোমরা যুদ্ধে জড়িয়েছ এবং অমঙ্গলের দিকে আহবান করেছ। কিন্তু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য কিছুই করতে পারনি। শুধুমাত্র তার উপর বিপদ চাপিয়ে দিয়েছ এবং তার জন্য বিজয় এনে দেয়ার ওয়াদা করেছ। অথচ যুদ্ধ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান ছিল। অতএব বাকি ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

কায়েস হেসে উঠলেন এবং বললেন, নুমান আমি এ বিষয়ে তোমার স্পর্ধা দেখেছি। যে নিজেকে ধোঁকা দিয়েছে সে তার অপর ভাইকে নসীহত করতে পারে না। আল্লাহর শপথ! তুমি প্রতারক, পথ ভ্রষ্টকারী ও পথভ্রষ্ট। তুমি উসমানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছ। যদি এ বিষয়ের ইতিহাস তোমার যথেষ্ট জানা হয়ে থাকে তবুও আমার থেকে একটি কথা গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি উসমানকে হত্যা করেছে তুমি তার চেয়ে ভাল নও এবং যে তাঁকে অপদস্থ করেছে সে তোমার চেয়ে অনেক ভাল। উষ্ট্রের যুদ্ধে আমরা আনুগত্য ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। যদি গোটা আরবও মুআবিয়ার পাশে সমবেত হয় তবুও আনসাররা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমার কথা আমরা অন্য মানুষের মত নই। আমরা এই যুদ্ধে তেমনই অবস্থা গ্রহণ করেছিলাম যেভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করতাম। তরবারি থেকে আমাদের মুখমণ্ডল এবং তীর থেকে আমাদের গলা বাঁচিয়ে রাখতাম। এমনকি এভাবেই সত্যের জয় হয় এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় যদিও বিরুদ্ধবাদীরা তা অপছন্দ করত। অথচ হে নুমান! মুআবিয়ার সাথে ভারসাম্যহীন ব্যক্তি অথবা বেদুইন অথবা প্রতারিত ইয়ামিনী ছাড়া কাউকে দেখছো? অতঃপর আবারও চেয়ে দেখো মুআবিয়ার সাথে তুমি ও তোমার এক ক্ষুদ্র সাথী ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছো? আল্লাহর শপথ! তোমরা দু'জন বদর যুদ্ধ, বাইআতে আকাবা বা উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নও। তোমাদের ক্ষেত্রে ইসলামের

অগ্রগামিতা সাব্যস্ত হয়নি, তোমাদেও উদ্দেশ্যে কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণও হয়নি। আমার জীবনের শপথ! তুমি যদি আমাদের উপর দাঙ্গা-হাঙ্গাম সৃষ্টি কর তবে তোমার পিতাও ইতিপূর্বে আমাদের সঙ্গে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল।[১]

এর উত্তরঃ

প্রথমঃ সনদ বা বর্ণনাসূত্র।

১. নসর ইব্ন মাযাহেম এই ঘটনাটি তার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন উমর ইব্ন সাদ তিনি বলেন....[২]

অন্য যারা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যেমন- **আল-মাজলিসী, আল আমিনী** প্রমুখ তারা সকলেই নসর থেকে তা বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে (ওয়াকিয়া সিফফীন) বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, উমর ইবন সাদ সূত্রে বর্ণনা প্রসঙ্গে নসর ইব্ন মাযাহেম কোন কোন স্থানে উমর ইব্ন সাদের শিক্ষক থেকে[৩] কোন কোন স্থানে উমর ইবন সাদ তার সূত্রে[৪] আবার কোথাও সরাসরি উমর ইব্ন সাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যেমন- বক্ষমান বর্ণনাটি।

সে যাই হোক এ বর্ণনার সনদ সম্পর্কে আলিমগণ কী বলেন আমরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করব। অতঃপর বিজ্ঞ পাঠকের কাছে এ বর্ণনার শুদ্ধতা বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করব।

(ক) নসর ইব্ন মাযাহেমঃ তিনি এ গ্রন্থের প্রণেতা ও কুফার অধিবাসী।

ইব্ন হাজর বলেন, তারা তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

আকিলী বলেন তার বর্ণিত হাদীসে জটিলতা ও প্রচুর ভুল রয়েছে।

আবু খায়সামা বলেন, সে মিথ্যাবাদী ছিল।

আবু হাতেম বলেন, সত্যবিচ্যুত ও পরিত্যাজ্য হাদীস বর্ণনাকারী।

দারকুতনী বলেন, দুর্বল বর্ণনাকারী।[৫]

(খ) উমর ইব্ন সাদঃ তিনি ছিলেন ইব্ন আবু সায়েদ আসাদী।

ইব্ন হাজর বলেন, তিনি আমাশ থেকে বর্ণনা করেছেন..... বিদ্বেষপরায়ণ।

আবু হাতেম বলেন, তার হাদীস পরিত্যাক্ত।[৬]

---

১. নসর ইব্ন মাযাহেম, ওয়াকিয়া, সিফফীন: ৪৪৮–৪৪৯; বাহহারুল আনোয়ার: ৩২/৫১৭; আল-আমিনী, আল গাদীর: ২/৮১।
২. পৃষ্ঠা-৪৪২।
৩. যেমন- পৃষ্ঠা ৩, ৩০৬, ৩৭৩।
৪. যেমন- ৪৩৯।
৫. লিসানুন মীযান: ৮/২৬৭, জীবনী নম্বর- ৮১২৭।
৬. লিসানুল মীযান: ৬/১০৫, জীবনী- ৫৬২৬; মীযানুল এতেদাল: ৩/১৯৩, জীবনী- ৬৫৬৬; আল জরহ্ ওয়াত তাদীল: ৬/১১২, জীবনী- ৫৯৫।

অতএব সনদ থেকে প্রকাশমান হয় যে, উক্ত দুজন বর্ণনাকারীর এ অবস্থার কারণে **বর্ণনাটি জাল বর্ণনার কাছাকাছি**।

তাছাড়া উমর ইব্ন সাদ নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করে থাকেন বিধায় বর্ণনা সূত্র **বিচ্ছিন্ন**। আর যদি তার শিক্ষকদের থেকে বর্ণনা করে থাকেন তবে কার থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেননি বিধায় বর্ণনাকারীদের অবস্থা আমরা অবগত নই।

সবকিছুর আলোকে, এ জাতীয় সনদ দ্বারা কোন প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না এবং একে কখনই প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

(২) এই বর্ণনা দুর্বল ও বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে আরও প্রমাণ হল, নসর ইবন মাযাহেম একাই এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, অন্য যারাই এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন সকলেই তার সূত্রে, আর এই বর্ণনার বর্ণনাকারীদের অবস্থা আমরা অবগত হলাম।

দ্বিতীয়তঃ মতন বা (মূল বর্ণনা)

(১) বর্ণনার মূল অংশে এমন বাক্য রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণনাটি বাতিল ও রচিত যেমন-

(ক) কায়েস ইব্ন সায়াদের উক্তি **"যে উসমানকে হত্যা করেছে তুমি তার চেয়ে উত্তম নও। যে তাকে অপদস্থ করেছে সে তোমার চেয়ে ভাল।"**

সকলেরই জানা রয়েছে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, নিম্নশ্রেণীর, ইতর, বর্বর কিছু মানুষ। নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু কি তাদের চেয়ে ভাল নন? তিনি তো ঐ ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সম্মানিত সাহাবীর সাথে কি ঐসব নিকৃষ্ট, পাপাচারী, মুর্খদের তুলনা হতে পারে? কায়েস ইব্ন সায়াদের মধ্যে কি এমন বিদ্বেষ পরায়ণতা প্রবেশ করেছিল যে, তিনি এ দাবি করবেন নুমান এবং ঐসব অপরাধী সমান বরং তাঁর চেয়ে ওরা ভাল?

অতএব এভাবে আমরা এ থেকে কায়েস ও নুমান রাদি আল্লাহু আনহুকে পবিত্র রাখতে পারি। এটি **প্রথম কথা**।

দ্বিতীয়ত কে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুকে অপদস্থ করেছিল ও কারা নুমান রাদি আল্লাহু আনহু থেকে উত্তম?

যিনি উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত বর্ণনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে পড়বেন তিনি দেখতে পাবেন যে, সাহাবীগণ উসমান রাদি আল্লাহু আনহুকে প্রতিরক্ষার জন্য কত উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রতিরক্ষার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের শীর্ষে রয়েছেন, আলী ইব্ন আবু তালিব, তাঁর ছেলে হাসান, ইব্ন যুবাইর, নুমান, আবু হুরায়রা প্রমুখ। এই যখন অবস্থা তখন কি একথা বলা যায় যে, উসমান রাদি আল্লাহু আনহু অপদস্থ হয়েছিলেন?

না, আল্লাহর শপথ! তিনি কখনই অপদস্থ হবেন না।

অতঃপর তাদের একেকজন স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব কথা বুঝেছেন, তাদের একজন এই ঘটনার বিশ্লেষণ করতে যেয়ে মন্তব্য করে বলেন-

"এভাবেই দেখতে পাবেন কিভাবে বদর যুদ্ধ ও বাইয়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যা ও মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর একমত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে কাফির ফাতওয়া দিয়েছিলেন।[১]

উক্ত লেখক অন্যত্র বলেন, **"এ থেকে বুঝা যায় উসমানকে হত্যা ও তার হত্যার বৈধতা দিয়ে ফাতওয়া প্রদান করেন একদল সাহাবী। যাদের অগ্রভাগে ছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উত্তম সাহাবীগণ।"**[২]

কায়েস ইব্ন সায়াদের থেকে কি এ জাতীয় মন্তব্য প্রকাশ পেতে পারে যা উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে ও যাতে তাঁর হত্যাকারীদের প্রশংসা করা হয় এবং তাঁকে অপদস্থকারীদের ওজর প্রদর্শন করা হয়?

বরং এর চেয়ে আরও দুর্বোধ্য হল, এ বাক্য এমন এক প্রমাণে পরিণত হয়েছে যা থেকে কেউ কেউ উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যার উপর সাহাবীগণের ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ পেশ করে।

হে আল্লাহ! আমরা কায়েস ও সমস্ত সাহাবীর এ জাতীয় মিথ্যা ও অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করছি।

(খ) কায়েস ইব্ন সায়াদের বাণী **"আনুগত্যের শপথ ভঙ্গের কারণে আমরা উস্ট্রের যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম।"**

প্রকাশ্যমান যে, উস্ট্রের যুদ্ধের বিরোধীপক্ষ আলী রাদি আল্লাহু আনহুর আনুগত্যের শপথভঙ্গ করেনি। বরং তারা তাঁর সাথে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর রক্তের বদলা গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ করেছিল। তাহলে কায়েস কিভাবে বললেন, বাইয়াত ভঙ্গের কারণে যুদ্ধ হয়েছিল?

যদি বাইয়াত ভঙ্গের অন্য কোন উদ্দেশ্য থেকে থাকে তবে আমরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চাই যাতে বাক্যটি আমাদের বোধগম্য হয়।

(গ) কায়েস ইব্ন সায়াদের উক্তি **"যদি তুমি আমাদের বিষয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি কর তবে তোমার পিতা ইতিপূর্বে আমাদের উপর দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল।"**

নুমানের পিতা -বাশীর ইব্ন সায়াদ- এর দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টির দ্বারা যা উদ্দেশ্য তাও এক মিথ্যা অপবাদ, বর্ণিত আছে, সাকীফা দিবসে তিনি সায়াদ ইব্ন উবাদাহর নেতৃত্ব নষ্ট করার জন্য আবু বকরের হাতে প্রথম আনসারী সাহাবী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। যেহেতু বাশীর ইব্ন সায়াদ

[১]. ড. জাওয়াদ জাফর, শরহ কাসিদাহ্ রাঈয়াহ, পৃ. ৩৬৫।
[২]. ড. জাওয়াদ জাফর, মাহাকামুতল খুলাফা ওয়া আতবায়ুহুম, ২২৩।

আনসারীদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, আনসাররা সকলেই সায়াদ ইব্ন উবাদহর (এই ঘটনায় বর্ণিত কায়েসের পিতা) নেতৃত্ব গ্রহণ ও তাঁর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন কিন্তু বাশীর তা নষ্ট করে দেন। তার নেতৃত্ব ধ্বংস করার চেষ্টা করেন এবং এ বিষয়ে কথা বলেন। অতঃপর বাশীর আবু বকরের হাতে বাইয়াত নিলেন তাঁর প্রতি ভালবাসার দাবীতে নয় বরং সায়াদ ইব্ন উবাদাহ থেকে নেতৃত্বকে দূরে সরানোর জন্য! এরপর আনসাররা আবু বকরের বাইয়াত গ্রহণের জন্য ঝাপিয়ে পড়ে এবং সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে পরিত্যাগ করে।[১]

এ ঘটনা ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে কোন প্রকার সনদ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দাড়ায় নুমানের পিতা কায়েসের পিতার সাথে সাকীফার দিনে যা করেছিল তা ভুলে যাননি ফলে তিনি নুমান থেকে তার প্রতিশোধ নিতে চান।

সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের দ্বীন, তাকওয়া, তাপস্য সম্পর্কে অবহিত কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি এর সঙ্গে একমত হবেন?

এর অর্থ এও দাঁড়ায় যে, কায়েস আলী রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতকে স্বীকার করেন না। যেহেতু তিনি মনে করেন প্রথম থেকেই খিলাফত তার পিতার অধিকার। আর এটাই তার বিদ্বেষের কারণ ছিল। অতএব সাহাবীগণের ব্যাপারে যারা এমন মিথ্যা বর্ণনার আশ্রয় নেন এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কী?

সাকীফার ঘটনায় সায়াদ ইব্ন উবাদাহ ও বাশীর ইব্ন আযাদের মধ্যকার শত্রুতার যে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিছক মিথ্যা ও সাহাবীগণের উপর অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

(২) প্রতিপক্ষের জন্য এই ঘটনা উল্লেখ না করাই উত্তম ছিল। কেননা এতে এমন কিছু বর্ণনা বিধৃত হয়েছে যা সাহাবী সংক্রান্ত তাদের নীতিমালা ও আকীদা বিশ্বাসের বিপরীত। কায়েস এখানে মুহাজির, আনসার ও তাঁদের উত্তম অনুসারীদের প্রশংসা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাঁরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হয়ে যুদ্ধ করেছেন। এসব প্রশংসা কায়েস করেছেন সিফফীন যুদ্ধের সৈন্যদের বিষয়ে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের অনেক বৎসর পরের ঘটনা সম্পর্কে। অতএব এ বিষয়টি প্রতিপক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত। কেননা তারা বিশ্বাস করে, হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত সব সাহাবীই রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর ধর্মত্যাগ করেছিলেন।

সুতরাং বিরুদ্ধবাদী এই প্রশংসার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন তা কি প্রমাণিত হয়? নাকি তিনি এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান করবেন, যেভাবে তিনি অন্যের ক্ষেত্রে করেছেন?

হে আল্লাহ! তোমার হিদাআত ও সৎপথ দান কর।

---

[১]. তাবরাসী, আল-ইহতিজাজ: ১/১৭৮; বাহহারুল আনওয়ার: ২৮/১৮২; শরহ্ নাহজুল বালাগাহ: ৬/৭০৬।

পঞ্চম সংশয়:-

আইনুত্ তামার[১] এলাকায় নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর আক্রমণ যেখানে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সশস্ত্র বাহিনী ছিল

এ ঘটনাটি **তাবারী** তার ইতিহাস গ্রন্থে[২] সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন এবং **সাকাফী** তার আল-গারাত[৩] এর মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যার সার সংক্ষেপ:

মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহু নুমান ইব্ন বাশীর ও আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুকে উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের তার কাছে প্রদানের আবেদনসহ আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করেন। যাতে যুদ্ধের আগুন নিভে যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর ইচ্ছা ছিল নুমান ইব্ন বাশীর ও আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর দরবার থেকে তাঁর কাছে ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁরা মুআবিয়াকে পরিত্যাগ করে এবং আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করে। কেননা মুআবিয়া জানতেন আলী কখনই হত্যাকারীদের তার হাতে অর্পণ করবে না। তারা দুজন তাঁর কাছে আগমন করে এবং হত্যাকারীদের অর্পন ও সন্ধি নিয়ে আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সাথে আলাপ করেন। অতঃপর নুমান রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সাথে কথা বলেন। আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদেরকে জবাবে জানান, হাতে গোনা কয়েক জন ব্যতীত আনসারদের সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন। নুমান তুমি কি সেই কয়েক জনের অন্তর্ভুক্ত হবে? নুমান রাদি আল্লাহু আনহু ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং জানালেন তিনি তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকতে চান। এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা। অতঃপর আবু হুরাইয়া মুআবিয়ার সঙ্গে সিরিয়ায় মিলিত হন এবং তাঁকে সব খবর খুলে বলেন। নুমান রাদি আল্লাহু আনহু কয়েক মাস অবস্থান করে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছ থেকে পলায়ন করেন। তিনি যখন আইনুত্ তামার এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তাকে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর ঐ এলাকার শাসক মালিক ইব্ন কা'ব আল আরজাবি গ্রেফতার করেন। তিনি তাঁকে কারারুদ্ধ করার ও তার ব্যাপার জানিয়ে আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে চিঠি লেখার ইচ্ছাপোষণ করেন। তখন তিনি এ কাজ না করার অনুনয়-বিনয় করেন। অতঃপর কারযাহ ইব্ন কাব আনসারীর সুপারিশক্রমে মালিক তাকে ছেড়ে দেন। তখন নুমান অতিদ্রুত মুআবিয়ার কাছে চলে যান এবং যা যা ঘটেছে সব খুলে বলেন। ঘটনা শুনে মুআবিয়া ইরাকের অধিবাসীদের ভয় দেখানোর জন্য ফুরাত তীরে একটি বাহিনী প্রেরণ করার ইচ্ছা পোষণ করলে নুমান এ কাজের জন্য নিজেকে বাছাই করেন। মুআবিয়া তাকে দুই হাজার লোকের একটি বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাকে অসীআত করেন, লোকালয় বা মানবগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ না করার। শুধুমাত্র সশস্ত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন আচরণ করার ও দ্রুত

---

[১]. আইনুত্ তামার কুফার পশ্চিমে আনবারের নিকটবর্তী একটি শহর। এর নিকটে শাফাসা নামে একটি স্থান রয়েছে যেখান থেকে সারা দেশের খেজুর ও আঙ্গুর সংগ্রহ করা হয়। এ স্থানে এগুলো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং স্থলপথে রপ্তানী করা হয়। দ্রষ্টব্য: ইয়াকুত আল-হামুয়ী: মুজামুল বুলদান, ৪/১৭৬।

[২]. তারীখে তাবারী: ৫/১৩৩।

[৩]. দ্রষ্টব্য: উক্ত গ্রন্থের, ২/৪৪৫–৪৫৯।

ফিরে আসার। নুমান অগ্রসর হতে থাকেন এমনকি তিনি আইনুত্ তামারের নিকটবর্তী হন তখন মালিক ইব্ন কাব আল-আবহাবীর সাথে আনুমানিক ১০০ জন সৈন্য ছিল, এজন্য তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেন। একইভাবে তিনি ফুরাত উপত্যকায় যাকাত উত্তোলনের জন্য আলী রাদি আল্লাহু আনহুর নিযুক্ত কর্মচারী মেখনাফের কাছে সাহায্য চান। তিনি তাকে পঞ্চাশ জন ঘোড় সওয়ারী দিয়ে সাহায্য করেন। অবশেষে আইনুত তামারে তারা একত্রিত হয়। নুমান মালিকের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। নুমান ও তার সৈন্যরা যখন মিখনাফের সৈন্য দেখলেন তখন ভাবলেন তাদের পিছনে অনেক বড় সেনাবাহিনী রয়েছে ফলে তারা একত্রিত হলেন। অতঃপর তারা যুদ্ধে লিপ্ত হলেন ও তাদের মধ্যে এক রাত যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত হল। তারা যখন বুঝলেন বিজয় মালিকেরই হতে যাচ্ছে তখন তারা বিরত হলেন, নুমানও বিরত হলেন, মালিকের অল্প কয়েকজন সাথী নিহত হন।[১]

এর উত্তরঃ

১. ঘটনাটি **সাব্যস্ত হয় না**, কেননা **তাবারীর** সনদে অজ্ঞাত কিছু লোক রয়েছে। তিনি বলেন, আমর ইব্ন হাস্সান থেকে তিনি বনী ফাযারার শিক্ষক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মুআবিয়া ..... ।

সাকাফী তার আল-গারাত গ্রন্থে বলেন, নুমান ইব্ন বাশীরের আইনুত্ তামারে আক্রমণ ও মালিক ইব্ন কাব আল-আরহাবী; মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন সাবিত থেকে বর্ণিত, নুমান ইব্ন বাশীর ..... এই মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফকে **হাফিজ ইব্ন হাজর** তার আত্তাকরীব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইউসুফ মুহাম্মদ ইব্ন সাবিতের জীবনী বর্ণনায় তিনি বলেন, মাকবুল (গৃহীত)।[২]

আল গারাত গ্রন্থের বিশ্লেষক হুসাইনী বলেন, দৃশ্যত বর্ণনাটি **মুরসাল**।[৩]

২. এর চেয়ে আরও অনেক মারাত্মক ঘটনা সাহাবীগণের মধ্য ঘটেছে যেমন- উষ্ট্রের, সিফফীনের যুদ্ধ। এতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছেন। এর কারণ ছিল উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যার বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত পার্থক্য। এ জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের আকীদা কী হবে সে বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৩. নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু যা করেছিলেন তা ভুল হিসেবে গণ্য করা গেলেও তার অর্থ এই নয় যে, এই সাহাবীকে সবদিক থেকে অপরাধী বলা হবে, তাকে, ফাসিক বা কাফির ঘোষণা দেয়া হবে এবং তাঁর ব্যাপারে ও তার দ্বীনদারিতার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা হবে। এটি কোনক্রমেই বৈধ নয়। বরং ভুল যতটুকু ঠিক ততটুকুই মূল্যায়ন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না এবং ন্যায়সঙ্গত হল খারাপ আলোচনার বিপরীতে ভাল আলোচনা করা। দ্বীনের ধারক-বাহকদের ভুল-ত্রুটি তার সৎকর্মের সাগরে ঘূর্ণি হয়। এর সর্বাধিক যোগ্য হলেন সাহাবীগণ।

---

[১]. আস্ সাকাফী, আল-গারাত: ২/৪৪৫; তারীখে তাবারী: ৫/১৩৩।
[২]. তাকরীবুত্ তাহজীব: ১/৬১১।
[৩]. আল-গারাত: ২/৪৪৫।

৪. আলী রাদি আল্লাহু আনহুর দরবার থেকে নুমান রাদি আল্লাহু আনহুর ফিরে আসার কারণ কী তা আল-গারাত গ্রন্থকার উক্ত ঘটনায় উল্লেখ করেননি। তা এমন এক বিষয় যার কারণ নুমান ছাড়া কেউ জানেন না। সম্ভবত নুমান রাদি আল্লাহু আনহু ইরাকবাসীদের থেকে এমন কিছু ও তাদের প্রবঞ্চণা দেখেছিলেন যার কারণে তারা এরূপ ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছিলেন।

৫. এই বর্ণনায় **কুফাবাসী** তথা আমীরুল মুমিনীনের অনুসারী, তাঁর সাহায্যকারী ও প্রেমিকদের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ব্যর্থতা বর্ণিত হয়েছে যা তাদের নিজেদের চেয়ে বেশি যেমনটি তারা ধারণা করে!!

মালিক ইব্ন কাব আরহাবী যার উপর নুমান ইব্ন বাশীর আক্রমণ করেছিল তার সাহায্যার্থে আলী রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক সৈন্য প্রেরণের মধ্য দিয়ে এটি স্পষ্ট হয়। অতএব ইরাকে আমীরুল মুমিনীনের কোন ভক্ত ছিল না বরং তারা এ থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছিল ও অবহেলা করেছিল। যার কারণে আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে তাদেও, তাদের কর্মকাণ্ড ও অবাধ্যতার উপর বিরক্ত হতে হয়েছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে তাই তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যা আসসাকাফী তার আল-গারাত গ্রন্থে নুমান ইব্ন বাশীরের আক্রমণ সংক্রান্ত বর্ণনার পরে উল্লেখ করেছেন: "হে কুফাবাসী! যখন তোমরা সিরিয়া অধিবাসীদের কোন উপদল[১] আগমনের কথা শুনবে তখন তোমরা তোমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিবে। গুয়ে সাপ যেমন তার গর্তে লুকায়, হায়োনা যেমন তার আস্তানায় পালায় তোমরাও ঠিক তেমনি তোমাদের ঘরে লুকাবে, যে অপদস্থ কিভাবে তোমরা তাকে সাহায্য করবে? তোমাদের কে উপরের তীরে ফলা লাগিয়ে তীর নিক্ষেপ করবে? ঠিক তোমাদের জন্য। তোমাদেরকে বিষন্নতায় পেয়েছে এবং তোমাদেরকে শাসন করছে! আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি। একদিন তোমাদেরকে আহবান করব। কিন্তু আমার ডাকের কোন সাড়া পাব না। সাক্ষাতের সময় ভাইয়েরা সততা অবলম্বন করে না। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি, বধির কোন কিছু শুনতে পায় না, বোবা কোন কিছু বলতে পারে না। অন্ধ কোন কিছু দেখতে পারে না, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।[২] প্রিয় পাঠক কুফাবাসীদের অবস্থা দেখুন যারা নিজেদেরকে ইমামের ভালবাসা ও সাহায্যের দাবিদার মনে করত তারা কিভাবে তাঁর ব্যাপারে নিস্তেজ ও তাঁর সাহায্যের ক্ষেত্রে অলস ভূমিকা রেখেছিল!

[১]. এখানে সেনাবাহিনীর বড় দলের সম্মুখে যে ছোট দল থাকে তাই বুঝানো হয়েছে।

[২]. আল-গারাত: ২/৪৫৩; তাবারী তার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন: ৫/১৩৪।

ষষ্ঠ সংশয়:-

নুমান ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে বহুরূপী ছিলেন

নুমান ইব্ন বাশীর কুফায় সাত মাস যাবত মুআবিয়া রাদি আল্লাহু আনহুর নিযুক্ত আমীর ছিলেন। অতঃপর ছিলেন হেমসে। অবশেষে ইয়াযিদের নিযুক্ত আমীর ছিলেন। অতঃপর যখন ইয়াযিদ মারা গেল তখন নুমান যুবাইরের হয়ে গেলেন। হেমসবাসী তার বিরোধিতা করে। সেখান থেকে তাকে বের করে দেয়, তাঁর পিছু নেয় ও তাকে হত্যা করে। আর এটি ছিল মুরজ রাহেতের ঘটনার পর।[১]

এই সংশয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু ক্ষমতার ক্ষেত্রে বহুরূপী ছিলেন। যখনই যে শক্তিধর ক্ষমতার এসেছেন তিনি তার পক্ষ নিয়েছেন।

এর উত্তর:

নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু নিফাক বা কপটতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দেয় তিনি তাদের অন্তর্গত ছিলেন না। এ কথার বিশ্লেষণে বলা যায়, ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়া যখন মারা যান তখন নুমান রাদি আল্লাহু আনহু তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হেমস এলাকার আমীর ছিলেন। তার ইন্তিকালের পর ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন তার ছেলে মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়া। মানুষ তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে শুধুমাত্র ইব্ন যুবাইর ও মক্কাবাসী ব্যতীত। (কেননা তাঁরা ইতিপূর্বে তার পিতার আনুগত্যের বাইয়াতও গ্রহণ করেননি।) মুআবিয়া তিন মাস, কেউ কেউ বলেন, চল্লিশ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি ঘরেই ছিলেন বাইরে বের হননি। যখন মুআবিয়ার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল ও মৃত্যু ঘনিয়ে এল তখন কেউ কেউ তাকে বললেন, আপনি যদি কাউকে পরবর্তী শাসক নির্বাচন করে যেতেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ অবস্থায় মারা যান। তখন মুসলমানদের কোন শাসক ছিলেন না। ফলে পরবর্তী প্রধান কে হবেন তা নিয়ে সিরিয়াবাসী মতভেদ শুরু করে। প্রথমেই সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবর্গ মতনৈক্যে জড়িয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় নুমান ইব্ন বাশীর হেমসে, যুফার ইব্ন হারেস কিনসিরীনে এবং যিহাক ইব্ন কায়েস দামেশকে আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইয়ের খিলাফাত দাবি করেন। ইব্ন যুবাইর যিহাকের কাছে তাঁর খিলাফতের ঘোষণাপত্র লেখেন। যিহাক আশেপাশের যারা ইব্ন যুবাইয়ের খিলাফাতের দাবি জানিয়েছিল তাঁদের সকলকে তার কাছে আসার জন্য চিঠি লেখেন। অতঃপর মারওয়ান ইব্ন হাকাম যখন এ অবস্থা দেখলেন তখন তিনি ইব্ন যুবাইয়ের কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এ সময় তার সাথে ছিলেন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস। অতঃপর তাঁরা যখন আজরিআত[২] এলাকায় পৌছান তখন তাদের সাথে ইরাক থেকে আগত উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের সাথে দেখা হয়। উবায়দুল্লাহ মারওয়ানকে ক্ষমতা গ্রহণের প্রলোভন দেখায় এই যুক্তিতে যে তিনি বনী আব্দুল মান্নাফের সর্দার।

---

[১]. তাসতারী তার কামুসুর রিজাল গ্রন্থে আল-ইস্তিআব থেকে বর্ণনা করেছেন: ১০/৩৭৫।

[২]. সিরিয়ার বাইরে বালকা ও ওসমানের পার্শ্বে অবস্থিত একটি নগরী। দ্রষ্টব্য- মুজামুল বুলদান: ১/১৩০।

তার যুক্তি মত মারওয়ান ফিরে যান এবং নিজের খিলাফতের ঘোষণা দেন। উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ যিহাক ইব্ন কায়েসের সাথে ষড়যন্ত্র করেন এবং তাকে মারজ রাহাতের উদ্দেশ্যে বের হতে প্ররোচিত করেন। তার সাথে অন্যান্য এলাকার লোকজনও জড় হয় মারওয়ানের সাথে যুদ্ধ করতে। অন্যদিকে উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ দামেশকবাসীকে মারওয়ানের আনুগত্যের শপথ পড়ান। মারওয়ান জাবিয়্যাহ[১] থেকে মারজ রাহেতে ১৩০০০ সেনা নিয়ে আগমন করেন এবং সেখানে তারা যিহাক ও তার সৈন্যদের মোকাবিলা করেন। যুদ্ধে যিহাক নিহত হন ও তার সৈন্যরা পরাজিত হয়। অতঃপর মারওয়ান দামেশকে ফিরে যান এবং পাশ্ববর্তী সব অঞ্চলে তার শাসক প্রেরণ করেন। তখন গোটা সিরিয়া অঞ্চল তার আনুগত্যের শপথ করে। যার মধ্যে হেমসও অন্তর্ভুক্ত। যেখানে নুমান ইব্ন বাশীর শাসক নিযুক্ত ছিলেন। যখন নুমান রাদি আল্লাহু আনহু হেমসবাসীর এ অবস্থা অবগত হলেন এবং জানলেন তারা সকলে মারওয়ানের হয়ে গেছে তখন তিনি সেখান থেকে গোপনে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু খালিদ ইব্ন খুল্লী কিলারী তাঁকে অনুসরণ করেন ও তাঁকে হত্যা করেন।[২]

এ বর্ণনা থেকে যা প্রমাণিত হয়ঃ

(১) নুমান ইব্ন বাশীর মুআবিয়া ও ইয়াযিদের আনুগত্যের বাইয়াত ভঙ্গ করেননি, কেননা তিনি সে বাইয়াতের শুদ্ধতায় বিশ্বাস করতেন।

(২) মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযিদের মৃত্যুর পর লোকজন পরবর্তী শাসক বিষয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই পদের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর। সিরিয়ার এমন কোন আমীর ছিলেন না যে তাঁর ক্ষমতার উপর বাইয়াত গ্রহণ করেননি। এমনকি মারওয়ান ইব্ন হাকাম নিজেও ইব্ন যুবাইয়ের বাইয়াত গ্রহণের জন্য বের হয়েছিলেন কিন্তু পথে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের কারণে এ ঘটনা ঘটে।

(৩) মারওয়ান ইব্ন হাকাম উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের পরামর্শ শুনে এই ঐক্যের বিরোধিতা করেন এবং তিনি যিহাক ইব্ন কায়েসকে হত্যা করেন ও তার উপর বিজয়ী হন। সিরিয়ার মানুষেরা তার প্রভাব ও শক্তির কারণেই তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

যদি বলা হয়, তাহলে নুমান কেন মারওয়ানের বাইয়াত গ্রহণ করে বিরোধিতার সমাপ্তি করলেন না?

উত্তর :

(ক) ইব্ন যুবাইরের উদ্দেশ্যে নুমানের বাইয়াত মারওয়ানের ক্ষমতা আয়ত্তে আনা ও জনগণকে বাইয়াত প্রদানের উপর অগ্রগামী ছিল। অতএব নুমানের বাইয়াতই শুদ্ধ ছিল। বরং এক্ষেত্রে

[১]. জাবিয়্যাহ দামেশকের আভ্যন্তরের একটি গ্রাম, মুজামুল বুলদান: ২/৯১।

[২]. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: তবাকাতে ইব্ন সায়াদ: ৫/২১-২৩; তারীখে দামিশক: ২৬/২০৩–২০৬ ও অন্যান্য তথ্যগ্রন্থ।

মারওয়ানই বিরোধিতা করেছিল। হেমস এলাকায় ইব্ন যুবাইরের শাসক হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের অনেক বর্ণনা রয়েছে।[১]

(খ) মারওয়ান ইব্ন হাকামের সাথে নেতৃত্ব বা রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্নের পূর্বেই নুমান ইব্ন বাশীরের সম্পর্ক অপ্রত্যাশিত ছিল। এর প্রমাণ যা **ইব্ন আসাকীর** বর্ণনা করেছে যে, মারওয়ান তার পুত্র আব্দুল মালিকের জন্য নুমানের কন্যা উম্মে আবানের বিবাহের প্রস্তাব দেন কিন্তু নুমান তা প্রত্যাখ্যান করেন।[২]

অতএব সার্বিক বিবেচনান্তে বলা যায়, বিরুদ্ধবাদীরা যে বলে থাকেন নুমান ক্ষমতার প্রশ্নে বহুরূপী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে তিনি তেমনটি ছিলেন না। বরং তিনি তারই বাইয়াত গ্রহণ করতেন যাকে এর উপযুক্ত মনে করতেন। এ বিষয়ে মানুষের উপর কোন জবরদস্তি নেই। বিশেষ করে মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযিদের মৃত্যুর পর যখন মুসলমানদের কোন ইমাম ছিল না তখন নুমান ইব্ন যুবাইরের বাইয়াত গ্রহণের চেষ্টা করেন। কেননা তিনি একাজের জন্য তাঁকেই সবচেয়ে যোগ্য মনে করেন।

[১]. উমদাতুল কারী: ১/৪৩৩; আল-ইস্তিআব: ১/৪৭৩; ইব্ন হাব্বান, আস্ সিকাত: ৩/৪০৯; তারীখে দামিশক: ৬৫/৯৭; শরহ নাহজুল বালাগাহ: ৬/৯৭।

[২]. তারীখে দামিশক: ১০/২২৩; বাশীর ইব্ন আবানের জীবনী অংশ।

সপ্তম সংশয়ঃ-

রাসূলুল্লাহ (সা) নুম্মানকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের কিছু আঙ্গুর উপহার পান, তিনি তাঁকে (নুমানকে) বললেন এই আঙ্গুরগুলো নাও এগুলো তোমার মাকে পৌঁছে দিও। নুমান বলেন, আমি সেগুলো খেয়ে ফেলি। পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আঙ্গুরগুলো কী করেছিলে, তা কি পৌঁছেছিলে? আমি বললাম না, তখন তিনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক নাম দিলেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কান ধরলেন এবং বললেন, হে বিশ্বাসঘাতক![১]

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট থেকেই তাকে বিশ্বাসঘাতক উপাধি দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি জানতেন বড় হওয়ার পর তার মধ্যে আমীরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার চরিত্র ফুটে উঠবে।

এর উত্তরঃ

প্রথমত হাদীসের তথ্যসূত্র নির্গতকরণ ও তার বিধানঃ

প্রথম বর্ণনাটি **ইমাম ইব্ন মাজাহ** তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন।[২] তার সূত্রে ইব্ন আব্দুল বার আল-ইস্তিয়াবে বর্ণনা করেছেন।[৩]

আল-বুসাইরী তার আযযাওয়ায়েদে বলেন, এর সনদ, সহীহ ও বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত।

আমরা বলব, আল-বুসাইরী (রহ.) তাঁর যাওয়ায়েদে যেমনটি উল্লেখ করেছেন বিষয়টি তেমন নয়। বরং হাদীসের সনদে **আব্দুর রাহমান ইব্ন উরক** রয়েছেন যাকে ইব্ন আবু হাতেম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার জারহ ও তাদীল বর্ণনা করেননি।[৪]

হাফিজ ইব্ন হাজর তার সম্পর্কে বলেন, গ্রহণযোগ্য।[৫]

এর অর্থ এই বর্ণনাটি দুর্বল যার উপর আমল করা যায় না। যেমন বর্ণনা করেছেন **ইব্ন হাজার** তার আত্ তাকরীব গ্রন্থের ভূমিকায়। এ কারণে **শায়খ আলবানী** তার সুনানে ইব্ন মাজাহর টিকায় বলেন, হাদীসটি **দুর্বল**।[৬]

---

[১]. তাসতারী তার কামুসুর রিজাল গ্রন্থে আল-ইস্তিআব সূত্রে বর্ণনা করেছেন: ১০/৩৭৫; দ্রষ্টব্য- আল-ইস্তিআব: ১/৪৭২।
[২]. সুনানে ইব্ন মাজাহ: ২/১১৭; বাবু আকলুস্ সামার।
[৩]. আল-ইস্তিআব: ১/৪৭২।
[৪]. আল-জারহ ওয়া তাদীল: ৫/২৭০।
[৫]. তাকরীবুত্ তাহযীব: ৩৭১, জীবনী- ৩৯৫/১।
[৬]. দাইফ ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং-৭৩৭।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি **তাবরানী** তাঁর মুসনাদ শামিয়্যিনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।[১] তাঁর সূত্রে **আবু নাঈম** তার হুলিয়্যাহতে[২] বাকিয়্যাহ থেকে, তিনি আবু বকর ইব্ন আবু মারিয়াম থেকে তিনি জুমরাহ ইব্ন হাবীব থেকে, তিনি আতীয়াহ ইব্ন কায়েস থেকে, তিনি নুমান ইব্ন বাশীর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুই থোকা আঙ্গুর প্রদান করেন, এক থোকা তার এবং অন্য থোকা তার মা উমরাহর জন্য। অতঃপর রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উমরাহর সাক্ষাত ঘটে, তখন তিনি বললেন, নুমান তোমাকে এক থোকা আঙ্গুর প্রদান করেছিল? তিনি বললেন, না। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কান ধরলেন ও বললেন, হে বিশ্বাসঘাতক!

এই বর্ণনার সূত্রে আবু বকর ইব্ন আবু মারিয়াম রয়েছে।

ইমাম আহমদ বলেনঃ দুর্বল বর্ণনাকারী, তিনি আরও বলেন, কিছুই নয়, ইব্ন মুঈনও তাকে দুর্বলদের কাতারে স্থান দিয়েছেন।

আবু যারআহ বলেন, দুর্বল, মুনকার।

আবু হাতিম বলেন, দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী।

নাসাঈ ও দার কুতনী বলেন, দুর্বল।

ইব্ন আদয়ী বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের অধিকাংশই গরীব, অল্প সংখ্যক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩]

অতএব এই বর্ণনাকারীর উক্ত অবস্থার কারণে হাদীসটি শুদ্ধ নয়।

এ কারণে **আবু নাঈম** আবু বকর ইব্ন আবু মরিয়ামের বর্ণিত হাদীসগুলো জামুরা ইব্ন হাবীব থেকে বর্ণনা করে বলেন, জামুরার বর্ণিত হাদীস হওয়ার কারণে এসব হাদীস গরীব। কেননা তার থেকে শুধুমাত্র আবু বকর ইব্ন আবু মরিয়াম একাই হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪]

দ্বিতীয়তঃ

বর্ণনাসূত্র উত্তম বিবেচনায় যারা হাদীসটিকে উত্তম বলেছেন, তাঁদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসটি যদি শুদ্ধ হয়ও এ হাদীস থেকে তারা যা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছে তা সাব্যস্ত হয় না। কেননা হাদীসের ভাষ্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুমানের সাথে রসিকতা করেছেন মাত্র। যেমনটি তাবরানী বর্ণিত দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কান ধরেছেন। অতএব এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রসিকতা মাত্র।

---

[১]. ২/৩৫৫, হাদীস নং-১৪৮৭।
[২]. হালিয়্যাতুল আওলিয়াঃ ৬/১০৫।
[৩]. তাহজীবুত তাহজীবঃ ১২/২৬, জীবনী- ৮৩০৩।
[৪]. হুলিয়্যাতুল আওলিয়াঃ ৬/১০৫।

কেননা সে সময় নুমান রাদি আল্লাহু আনহু **ছোট্ট শিশু** ছিলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র আট বছর যা তার জীবনীতে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিয়ে আঙ্গুর প্রেরণ করেন এরও পূর্বে। তখন তিনি ছিলেন শিশু। তিনি যা করেছেন একটি শিশুর পক্ষে তা করা অসম্ভব কিছু নয়! শৈশবকাল আইনের আওতামুক্ত হওয়ার কারণে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শৈশবে বিশ্বাসঘাতক উপাধি দিয়েছিলেন যেহেতু তিনি ভবিষ্যতে এমন হবেন জেনে, তাদের এ উক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই মিথ্যা ও বানোয়াট উক্তি।

সমাপনীঃ

প্রিয় পাঠক! আপনি নিজ চোখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মিথ্যা ও অপবাদ সম্বলিত এসব সংশয়ের পরস্পর বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করলেন। ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যতা শেষ হয় না যে এই সব উক্তি পাঠ করে এবং সম্মানিত সাহাবীগণের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় আরোপ করে। বরং তারা এসব ক্ষেত্রে কথা বলার সময় তাদের বিবেককে বিক্রি করে দেয়। যেন সে সত্যকে উপলব্ধি করতে ও ন্যায়কে সাহায্য করতে চায় না। আল্লাহর শপথ! এ এক মারাত্মক বিপদ এবং মুসলিম ব্যক্তির দ্বীন ও আকীদার ক্ষেত্রে ভয়ানক সমস্যা।

আল্লাহর দোহাই হে মুসলিম!

আপনি আপনার দ্বীনকে ষড়যন্ত্রকারীদের তীরে ও চক্রান্তকারীদের উর্বর ভূমিতে পরিণত করবেন না। আল্লাহর শপথ! আপনি আপনার নিজেরই ক্ষতি করবেন। পাহাড়গুলোকে বাতাস টলাতে পারে না বা সাইক্লোন তাদেরকে নাড়াতে পারে না।

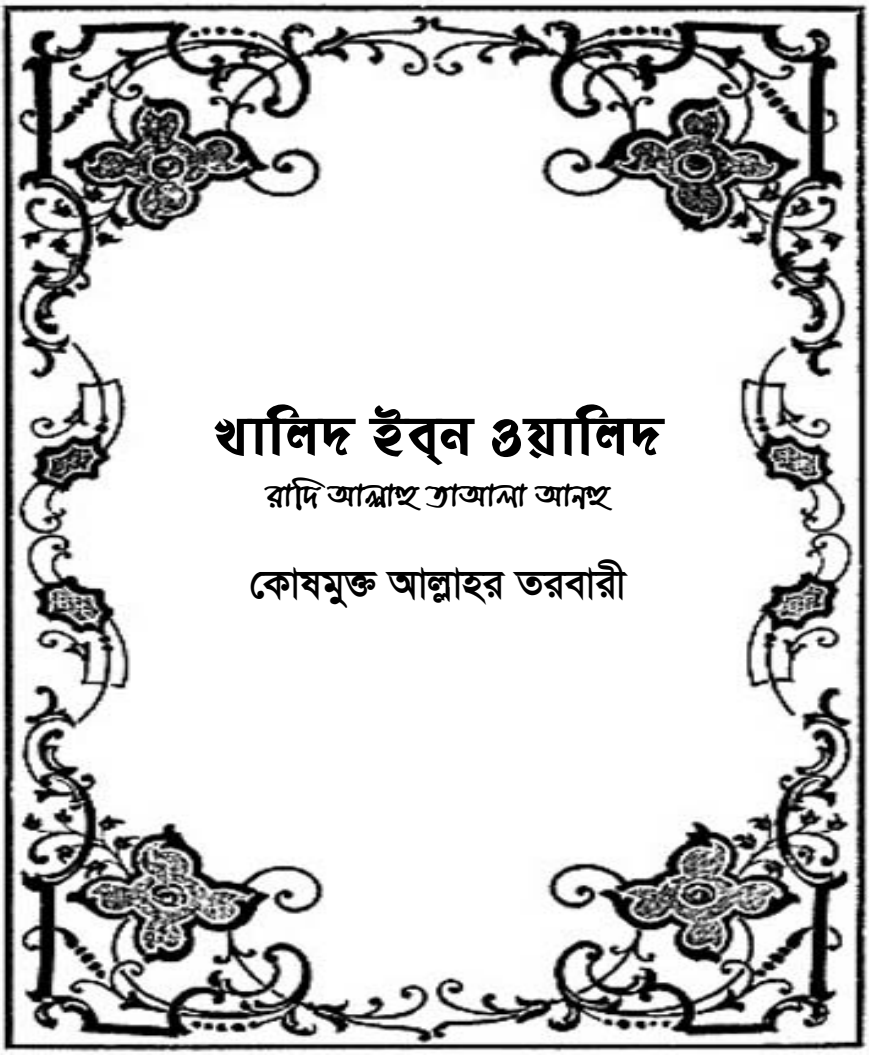

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ

রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু

কোষমুক্ত আল্লাহর তরবারী

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনী

তাঁর বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের .....!!

তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলামানদের বিপর্যয়ের কারণ ছিলেন.....

আবার তিনি বাকী দিনগুলোতে ইসলামের শত্রুদের ঘাতক ছিলেন ।[১]

তিনি অমুসলিম থাকা অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, খালিদের সমপর্যায়ের কেউ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নেই । সে যদি মুশরিকদের উপর সামান্য অস্থিরতা আনত তবে তাকে মুসলমানদের কাতারে পাওয়া যেত, এটা তাঁর জন্য উত্তম হত । আমি তাঁকে অন্যদের উপর প্রধান্য দিতাম ।[২]

তিনি ছিলেন আল্লাহর তরবারী, ইসলামের ঘোড়সওয়ারী, প্রতক্ষ্যদর্শীদের সিংহ, সাইয়েদ ইমাম, বিশাল নেতৃত্ব, মুজাহিদদের সেনানায়ক, আবু সালমান আল কারশী, আল মাখযুমী, মাক্কী এবং উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা বিন্ত হারিস রাদি আল্লাহু আনহুর বোনপুত্র ।[৩]

তিনি ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ .....হ্যাঁ তিনি খালিদ (শ্বাশত) .....

প্রত্যেক ব্যক্তির নামের একটি প্রভাব তার উপর রয়েছে.....

তিনি তাঁর ভক্তদের অন্তরে শাশ্বত জিকর ।

তিনি তাঁর নিকটতম ও বন্ধুদের জন্য শাশ্বত সম্মান ।

তিনি আল্লাহর হুকুম হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য নবীর সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ আসনে চিরস্থায়ী হবেন ।

আমরা তাঁর কাহিনী শুরু থেকেই আলোচনা করব. .....কিন্তু কোন শুরু থেকে..... ?

তিনি তাঁর নিজের জীবনের শুরু হিসেবে জানতেন ঐ দিনটিকে যে দিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন । যদি সম্ভব হত তবে আমরা ঐ দিনটির পূর্বের তাঁর জীবনের দিনগুলোও আলোচনা করতাম ।

অতএব আমরা ঐ দিনের আলোচনা দিয়ে শুরু করব, যে দিনটি তিনি নিজেই ভালবেসেছেন....., সেই পবিত্র মুহূর্ত থেকে যখন তাঁর অন্তর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছিল, যে দিন তাঁর হৃদয় রহমানের হাতের ছোঁয়ায় আন্দোলিত হয়েছিল । যে ছোঁয়া তাঁকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে, তাঁর রাসূলের দিকে সত্যের পথে মহান আত্মত্যাগের জন্য তাঁর স্কন্ধমূল থেকে বাতিলের সহযোগিতার কাপড় খুলে তাঁকে বের করে এনেছিল ।[৪]

---

[১]. রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃ- ৩৫৮ ।

[২]. তাবাকাতে ইব্ন সায়াদ: ৭/৩৯৪ ।

[৩]. সীরু আলামুন্ নুবালা: ১/৩৬৬ ।

[৪]. রিজালুল হাওলার রাসূল, পৃ- ৩৫৮ ।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! তিনি তাঁর পথকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিশ্চয় মানুষটি নবী, আমি যাব, আল্লাহর কসম আমি যাবই তা যখনই হোক না কেন?[১]

এখন আমরা আলোচনা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর নিজের কাছে ছেড়ে দেব, তিনি আমাদেরকে তাঁর পথভ্রষ্টতা থেকে আলোকের পথে যাত্রার কাহিনী শুনাবেন ।

তিনি বলেন, যখন মহান আল্লাহ আমাকে দিয়ে কল্যাণের আশা করলেন তখন আমার অন্তরে ইসলামকে গেঁথে দিলেন ও আমার সৎবুদ্ধি উপস্থিত করলেন। আমি বললাম, আমি প্রত্যক্ষ করছি এই ভূখণ্ড পুরোটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। যে দিকেই তাকাই আমার দৃষ্টি ফিরায়ে নিতে হয়। মনে হয় আমার স্থান অন্য কোথাও। মুহাম্মাদ অচিরেই জয়ী হবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদায়বিয়ায় আগমন করলেন তখন আমি মুশরিকদের অশ্ববাহিনীর সাথে বের হই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবী বেষ্টিত অবস্থায় আসফান উপত্যকায় পেলাম। আমি তাঁর মুখমুখী হয়ে দাঁড়ালাম, তিনি তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে আমাদের সামনেই জোহরের নামাজ আদায় করলেন। আমরা তাঁর উপর আক্রমণ করার মনস্ত করলাম কিন্তু এ বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান নিলাম না। এতেই কল্যাণ নিহিত ছিল। অতঃপর তিনি আমাদের মনের ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন এবং আসর নামাজ "সালাতুল খাওফ" পদ্ধতিতে আদায় করলেন। এ দৃশ্য আমাদের মধ্যে ভিন্ন অবস্থার তৈরি করল। আমি বললাম, এ ব্যক্তিকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। অতঃপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম, আমাদের অশ্ববাহিনী পথ পরিবর্তন করল, আমি ডান দিকের রাস্তা নিলাম।

যখন কুরাইশরা তার সাথে সন্ধি স্থাপন করল, আমি বললাম, তাহলে আর কী বাকি থাকল, যাওয়ার জায়গা কোথায়? নাজ্জাসীর কাছে? সে তো মুহাম্মদের আনুগত্য গ্রহণ করেছে। তাঁর সাথীরা তার কাছে নিরাপদেই রয়েছে।

অতএব আমি কী হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশ্যে বের হব? সে তো আমার দ্বীন পরিত্যাগ করে ইয়াহুদী, খৃষ্টান হয়ে গেছে। তবে কি নিজ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে অনারবদের সাথে মিশে যাব? নাকি যারা স্বধর্মে টিকে আছে তাদের সাথে নিজ গৃহে থেকে যাব?

আমার মধ্যে এসব মানসিক উত্থানপতনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন। আমি সে সময় মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। আমার ভাই ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কাযা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় প্রবেশ করেছিল। সে আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমার কাছে পত্র লিখে যে, ইসলামের পক্ষে তোমার সমর্থন না থাকার চেয়ে আশ্চর্য কোন জিনিস আমি দেখিনি। তোমার বিবেক তো তোমারই। ইসলামের দৃষ্টান্ত কি কাউকে মূর্খ বানায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, খালিদ কোথায়? আমি বলেছি, আল্লাহ তাকে এ পথে নিয়ে আসবেন। অতঃপর তিনি বললেন, তাঁর সম পর্যায়ের কেউ ইসলাম থেকে অজ্ঞ থাকেনি, সে যদি মুশরিকদের

---

[১]. মুসনাদে ইমাম আহমদ: ৪/১৯৮, হাদীস নং ১৭৮১২; শায়খ শুআইব বলেন, হাদীসের সনদ হাসান। শায়খ আলবানী আল ইরওয়া গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান: ৫/১২৩।

উপর সামান্য বিরক্ত হয় তবে সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে পাবে আর এটি তার জন্য উত্তম। তখন আমরা তাকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিতাম। অতএব ভাইয়া বুঝে দেখ তুমি কী হাত ছাড়া করছ!

যখন তাঁর পত্র পেলাম তখন (মদীনার উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে গেলাম। ইসলামের ব্যাপারে আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক সংকীর্ণ, অনুর্বর শুস্ক ভূমি থেকে বের হয়ে প্রশস্ত সবুজ ভূমিতে যাচ্ছি। আমি মনে করলাম, এটা একটা স্বপ্ন মাত্র।

অতঃপর যখন মদীনায় আগমন করলাম, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আমি অবশ্যই এই স্বপ্নটি আবু বকরের কাছে বর্ণনা করব। আমি তাঁকে জানালে তিনি বললেন, এই বের হওয়া অর্থ আল্লাহ তোমাকে ইসলামের যে হিদাআত দান করেছেন তাই, আর সংকীর্ণতা হল শিরক। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম তখন চিন্তা করলাম, মুহাম্মাদের কাছে যাওয়ার জন্য আমি কার সঙ্গী হব?

আমি সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সাথে সাক্ষাত করলাম। তাকে বললাম হে আবু ওয়াহাব! তুমি কি দেখছ না আমরা কোন অবস্থায় আছি। আমরা পেষণদন্ত হতে চলেছি। মুহাম্মদ আরব ও অনারবদের উপর জয়ী হয়েছে। আমরা যদি তাঁর কাছে যাই ও তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করি তবে তাঁর মযার্দা আমাদেরই মর্যাদা। কিন্তু তিনি শক্তভাবে তা অস্বীকার করে বললেন, "আমি ছাড়া কেউ যদি বাকি না থাকে তবুও আমি কখনই তাঁর আনুগত্য করব না।" ফলে আমি তার থেকে বিদায় নিলাম ও মনে মনে বললাম, এই ব্যক্তির ভাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। অতঃপর আমি ইকরামা ইব্ন আবু জাহলের সাথে সাক্ষাত করলাম। সাফওয়ানকে যা যা বলেছিলাম তাকেও তাই বললাম। জবাবে সে সাফওয়ানের মতই একই কথা বলল। তাকে বললাম, আমি যা বলেছি তা গোপন রাখ। আমি বাড়ীতে ফিরে এসে আমার সওয়ারী বের করার নির্দেশ দিলাম। সাওয়ারীতে চড়ে উসমান ইব্ন তালহার কাছে গেলাম। ভাবলাম এ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অতঃপর তাকে বিষয়টি খুলে বললাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আজ এ সিদ্ধান্ত নিলাম এবং কালই ভোরে বের হতে চাই। আমার সওয়ার ফাখখ[১] এলাকায় চড়ে বেড়াচ্ছে। অতঃপর আমরা এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হলাম। আমরা শেষ রাতেই বের হলাম। ফজর হওয়ার আগেই আমরা ইয়াজিজে[২] মিলিত হলাম। আমরা চলতে শুরু করলাম এবং হুদ্দহে[৩] এসে যাত্রাবিরতি করলাম। সেখানে আমরা আমর ইব্ন আসকে পেলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম আমরা বললাম, আপনাকেও।[৪]

তিনি বললেন, তোমাদের গন্তব্য কোথায়? আমরা তাকে স্ববিস্তার অবগত করালে তিনি জানালেন, তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতে ইচ্ছুক। এরপর আমরা একত্রে বের হলাম। এমনকি আমরা ৮ম হিজরীর সফর মাসের প্রথম দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যেয়ে তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি স্বহাস্য বদনে আমার সালামের উত্তর দিলেন।

---

[১]. ফাখখ মক্কার একটি উপত্যকা। কেউ কেউ বলেন, ওয়াদি জাহেরের অপর নাম। দ্রষ্টব্য- মুজামুল বুলদান: ৪/২৩৭।

[২]. মক্কা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। দ্রষ্টব্য- মুজামুল বুলদান: ৫/৪২৪।

[৩]. মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থান। দ্রষ্টব্য- মুজামুল বুলদান: ৫/৩৯৫।

[৪]. তারীখুল ইসলাম: ১/৪৭৪, মাগাযী।

আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম ও সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমার মধ্যে বিবেক প্রত্যেক্ষ করেছিলাম, যা আমাকে আশা জাগিয়েছিল তোমার ইসলাম গ্রহণ উত্তমই হবে। তিনি বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম এবং বললাম, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি যা যা করেছি সে কারণে আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, ইসলাম তার পূর্বের সব কিছু মুছে দেয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরপরেও। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুফ্‌রী অবস্থায় তোমার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য যা যা করেছিল তা ক্ষমা কর।[১]

এভাবেই কুরাইশ বীর, অশ্ববাহিনীর প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা ও পূর্বপুরুষের উপস্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসের এক পরিপূর্ণ সেনানায়কে পরিণত করে। বিশ্বের ইতিহাস তাঁর মত কোন সেনানায়ককে দেখিনি যিনি তাঁর আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে এমন আন্তরিক, অভিষ্ট লক্ষ্য পানে এমন অগ্রসরমান, তাঁর তরবারীর চেয়ে চলমান কোন তরবারী। তিনি এমন এক সেনানায়ক ছিলেন যিনি প্রতিটি উপত্যকায় চলাচল করেছেন, পর্বত আরোহণ করেছেন, সমুদ্র পার হয়েছেন, নদ-নদী অতিক্রম করেছেন এবং গোটা ভূখণ্ড ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফলে তিনি প্রতিটি পর্বত শৃঙ্গে ইসলামের পতাকা গেড়েছেন, প্রতিটি ভূখণ্ডে ইসলামের নামে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন, ঐসব রাষ্ট্রের অধিবাসীর উপর শক্তি দেখিয়ে বা লুণ্ঠন না করে।[২]

তিনি সৌভাগ্যবান বীর, সাহসী যোদ্ধা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশ্বারোহীদের একজন ছিলেন। অশ্বচালনা, বীরত্ব, মানবতা-বদান্যতা, অগ্রগতির ক্ষেত্রে যার আলোচনা আজীবন উচ্চারিত হবে। তিনি স্থায়ীভাবে সম্মানিত ও তাঁর একনিষ্ঠতার কারণে নিয়ামতপ্রাপ্ত। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুরী থেকে সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত সংকলন ও টুকরা কাহিনী শ্রবণ করা আমাদের জন্য কতইনা উত্তম হবে। যা দুশ্চিন্তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। অন্তরকে হালকা করে। বরং তাঁর জীবনচরিত মজলিসের পবিত্রতা, সমাবেশের প্রফুল্লতা ও অন্তরের বন্ধুত্ব স্বরূপ।

আমরা তাঁর চরিত দৃষ্টান্তের বাগান ও উত্তম গুণাবলীর বাগিচা থেকে রকমারী ফুল ও গোলাপ সংগ্রহ করব। অতঃপর তা দিয়ে আমরা আমাদের মজলিসকে সাজাব ও আমাদের হৃদয়কে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করব যাতে আমাদের অন্তরে, মনের গহীনে ঐ সব বীরদের জন্য অবস্থান তৈরী হয় যারা তাঁদের মহান ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দুনিয়া জয় করেছিলেন। এ কারণে তাঁরা কোন এলাকা বা ভূখণ্ডে প্রবেশের আগে ঐ অঞ্চলের বান্দাদের বিষন্ন মনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

ঐ সব অনন্য সাধারণ ব্যাক্তিবর্গের সাথে জীবনচলা এক বিশেষ স্বাদ যা শুধুমাত্র তারাই উপভোগ করতে পারে যারা ব্যক্তিত্বের জগতে ও অগ্রগামিতার দুনিয়ায় তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে জানেন। অতএব তাঁদের মাধ্যমে এসব বিজয়ী বীর ও অশ্বারোহী বিজয় নায়ক সম্মানিত হয়।

---

[১]. আত্তাবাকাতুল কুবরা: ৭/৩৯৪-৩৯৫।

[২]. সুরুম মিন সীরুস সাহাবা, পৃ- ৫৪১।

তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি:

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষালয়ের প্রসিদ্ধ এ বীর সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপনের আগে তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের আলোকের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করব, যাতে আমাদের মস্তিস্কে তাঁর অবস্থা আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়...

তাঁর পিতা ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা যিনি কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ও শাসক ছিলেন। কুরাইশরা তাকে তাদের শস্যফুল আবার কখনও তাদের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করত। ওয়ালিদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেখানে তাকে ভীতিপ্রদর্শন ও হুমকী প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾
وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾
سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ
يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾
لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

"যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি। এবং সদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি। এবং তাকে খুব স্বচ্ছলতা দিয়েছি। এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশি দেই। কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। আমি সত্ত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে। ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে! আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে! সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। এরপর বলেছে, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ কিছুই নয়। এতো মানুষের উক্তি বৈ কিছুই নয়। আমি তাকে প্রবেশ করাব অগ্নিতে। আপনি কি জানেন অগ্নি কী? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষের গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত আছেন উনিশ জন ফেরেশতা।[১]

তাঁর মাতা: লুবাবা আস্‌সুগরা বিনত হারিস আল-হিলালিয়্যাহ। যিনি আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মুল ফদল বিন্‌ত হারিসের বোন ছিলেন। এ দিক থেকে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ইব্ন

[১]. সূরা আল মুদাচ্ছির: (১১-৩০)।

আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুর খালাত ভাই ছিলেন। অন্যদিক থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা বিন্ত হারিসের বোনপুত্র বা ভাগিনা ছিলেন।

অতএব খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে কুরাইশদের শীর্ষে অবস্থানে ছিলেন। বিশেষত বনি মাখযুম গোত্রের বীরত্বের কারণে তারা "কুববাহ ওয়াল আনাহ" (যুদ্ধের জন্য অশ্ব প্রস্তুতকরণ ও পরিচালনা)[১]-এর দায়িত্বে ছিলেন। এটিই খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ আনহুকে জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগের সব যুদ্ধে সেনাপতি হতে সহযোগিতা করেছিল।[২]

* অতঃপর আল্লাহর তরবারী পতাকা গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দিলেন

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ মুতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিত তিন জন সেনাপতি যায়িদ ইব্ন হারিসা, জাফর ইব্ন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার নেতৃত্বে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী ঐ যুদ্ধে তিনজন সেনাপতিই পরপর শহীদ হয়ে যান। সর্বশেষ সেনাপতি শহীদ হওয়ার পর পতাকা যখন ভূলুণ্ঠিত হতে যাচ্ছিল তখন সাবিত ইব্ন আকরাম রাদি আল্লাহু আনহু দ্রুত এসে ডান হাতে পতাকা নেন এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে উচুঁ করে ধরে রাখেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাতারে পতাকা তুলে দেওয়ার মত কোন যোদ্ধা পেলেন না। আবার সাবিত রাদি আল্লাহু আনহু নিজেও এ পতাকা বহন করতে চান না। অবশেষে তিনি দ্রুত এসে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আবু সোলাইমান! পতাকা গ্রহণ করুন।[৩]

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ইসলামে নতুন প্রবিষ্ট হওয়ায় নিজেকে পতাকা গ্রহণের যোগ্য মনে করলেন না এই ভেবে যে, তিনি কিভাবে এমন দলকে নেতৃত্ব দিবেন যে দলে রয়েছেন আনসার, মুহাজির ও ইসলাম গ্রহণে তাঁর চেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গ। এ এমন এক শিষ্টাচার বিনয়, বৈশিষ্ট্য ও আত্মস্বীকৃতি তিনি যার অধিকারী এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

এ কারণে তিনি সাবিত রাদি আল্লাহু আনহুর উত্তরে বললেন, না, আমি পতাকা গ্রহণ করব না, বরং আপনিই এর অধিকতর যোগ্য। আপনি বয়সে বড় আপনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

সাবিত রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, এটি গ্রহণ করুন! কেননা, আপনি সমর কৌশলে আমার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ। আল্লাহর শপথ! আমি এটি গ্রহণ না করে আপনাকে প্রদান করব। অতঃপর তিনি মুসলমানদের মধ্যে চিৎকার করে বললেন, তোমরা কি খালিদের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট আছ? তাঁরা সকলেই

---

১. ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন, মারুফ ইব্ন খারবুজ বলেন, কুরাইশদের মধ্যে শীর্ষে ছিলেন আবার ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা মূলত কুরাইশদের দশটি শাখার দশজন। শাখা দশটি হল, হাশিম, উমাইয়া, নাওফাল, আসাদ, আব্দুল দার, তায়ম, মাখযুম, আদী, সাহম ও জামাহ কিন্তু কুব্বাহ ও আনাহর দায়িত্ব ছিল খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের উপর। আনাহ হল জাহিলী যুগে যুদ্ধের সময় কুরাইশদের অশ্ববাহিনী নিয়ন্ত্রণ করা। আর কুববাহ হল তারাই ঘোড়াগুলো চালনা করতেন, একত্রিত করতেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতেন। দ্রষ্টব্য- তারীখে দামিশক: ১৮/১৮৩।

২. ফুরসান মিন আসরিন নবুওয়াত, পৃ:৮৬।

৩. বায়হাকী, আদদালাঈল: ৪/৪৭২, হাদীস নং ১৬৯৮; হায়সামী, আল-মাজমা: ৬/২৩৩, তিনি বলেন, হাদীসটি তাবরানী বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত। মূল হাদীসটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

বললেন, হ্যাঁ।[১] এবার প্রতিভাবান নেতৃত্ব তাঁর অশ্বকে ঊর্ধ্বমূখী করলেন। ডান হাতে পতাকা নিয়ে দূর্বার গতিতে ছুটে গেলেন যুদ্ধের প্রথম সারিতে যেন তিনি বন্ধ দূয়ারে কড়া নাড়াবেন, একে নিয়ে দীর্ঘ প্রশস্ত পথে বিজয়ের নিশান উড়াবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তিকালের পর বাতিলকে টুকরা টুকরা করে ফেলবেন যাতে তাঁর ঐশী প্রতিভার পূর্ণতার মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়গুলো সম্পন্ন হয়।

তখন আল্লাহর তরবারী বাজপাখীর দৃষ্টিতে যুদ্ধের ময়দান পর্যাবেক্ষণ করতে করতে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন দ্রুততার সাথে এবং তাঁর বিচক্ষণতার মাধ্যেমে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে ফেলেন। তাঁর সৈন্যকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের দায়িত্ব কর্তব্য বুঝিয়ে দেন এবং তার দুর্বোধ্য কৌশল প্রয়োগ করেন। এভাবেই রোমান সৈন্যদের বুহ্য ভেদ করে মুসলিম সৈন্য নিরাপদে বিজয়ী বেশে বের হয়ে আসেন। তাঁরই প্রতিভার কারণে সম্ভাব্য পতন ও দুর্দশা থেকে মুসলিম যোদ্ধারা নিস্কৃতি পান।

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদকে 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারী' উপাধিতে ধন্য করেন।[২]

এই বিরল বিরত্ব ও মহাশক্তির একটু নমুনা দেখুন যা সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী প্রদর্শন করেছিলেন, কায়েস ইব্ন আবু হাযিম বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে বলতে শুনেছি মুতার দিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গেছিল সেদিন আমার হাতে ইয়ামেনী একটি পাত ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।[৩]

* খালিদ ও মক্কা বিজয় এবং অতঃপর...

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মদীনায় স্থায়ী হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মাইমানাতে ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লাইত[৪] এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। তিনি খানদামাহ[৫] এলাকায় মুসলমান সেনাবাহিনীর একটি দলকে বাধা দেওয়ার জন্য যে সব কাফির জড় হয়েছিল তাদের কয়েকজনকে হত্যা করেন।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটেই অবস্থান করেছিলেন এবং তিনি তাঁকে বনী জাযীমাহর দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন।[৬]

অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থান নেন। তিনি তাদেরও একজন ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে

---

১. তাবরানী, আল-আওসাত, হাদীস নং- ১৬৪৫; হায়সামী, আল মাজমা: ৬/২৩১; তাবাকাতে ইব্ন সায়াদ: ৪/২৬৩।
২. রিজালুন হাওলার রাসূল: পৃ- ৩৬১-৩৬৩।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গুযওয়াতু মুতাহ মিন আরদিশ শাম।
৪. লাইত: মক্কার নিম্নভূমি। দ্রষ্টব্য- মুজামুল বুলদান: ৫/২৮।
৫. মক্কার একটি পাহাড়ের নাম। দ্রষ্টব্য- মুজামুল বুলদান ২/৩৯২।
৬. ফুরসান মিন আসরিন নবুওয়াত, পৃ:-৯২।

একত্রিত হন এবং তাঁর সাথী হয়ে যুদ্ধ করেন। তিনি ঐ দিন আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিকিৎসা করেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন আযহার বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুনায়ন যুদ্ধের দিন মানুষের মধ্যে অবস্থান নিয়ে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। অতঃপর তাঁকে খালিদের অবস্থা দেখানো হলে তিনি তাঁর আঘাতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। আমার মনে হল তিনি তাতে থুথু লাগিয়ে দিলেন।[১]

আল্লাহর তরবারীর কি হল তাঁর অবস্থান কোথায়
তিনি কি নবীর দৃষ্টি থেকে অনুপস্থিত ও একাকী থাকবেন?
নবী (সা) জিজ্ঞেস করলে তাঁর আঘাতের কথা বলা হল
যদি সক্ষম হতেন তবে আসতেন উৎফুল্লতার সাথে।
অতএব তিনি চললেন তাঁর দিকে সেবা করলেন তাঁকে
আল্লাহর জন্য তার মধ্যে ছিল ফিরিশতার শোভাযাত্রা।
যা খালিদকে বরকতময় করল। কোন চোখ দেখেনি এত রক্ত
খালিদের রক্তের মত যা প্রবাহিত হয়েছিল ও ভিজিয়ে দিয়েছিল।[২]

* খালিদ উজ্জা ধ্বংস করলেন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের পাঁচ রাত বাকি থাকতে খালিদকে তাঁর ত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবীসহ উজ্জা ধ্বংস করতে পাঠালেন।

এই দ্বিগবিজয়ী বীর প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে তাঁর পুরাতন জগতকে সম্পূর্ণভাবে ও শিরকের দৃষ্টান্ত চিরতরে ধ্বংস করার জন্য কঠিন ভূমিকা রাখেন। আবু তুফায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা জয় করলেন, তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ সেখানে এলেন। মূর্তিটি পিতলের উচুঁ টিলার মধ্যে ছিল। তিনি পিতলের পাতটি ভেঙ্গে ফেললেন। যে ঘরে সেটি ছিল সে ঘরটি ধ্বংস করলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন ও সব কিছু জানালেন। তখন তিনি বললেন, আবার যাও, কেননা তুমি কিছুই করনি। খালিদ ফিরে গেলেন। যখন সিদনাহ (পর্দা) থেকে তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেন, তারা তাঁকে পাহাড়ের কাছে যেতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, হে উজ্জা! তার মস্তিস্ক বিকৃত করে দাও, হে উজ্জা! তার চোখ অন্ধ করে দাও, নতুবা নিজেই মৃত্যুবরণ কর। বর্ণনাকারী বলেন, খালিদ তার কাছে এসে দেখলেন সে এক উলঙ্গ নারী মূর্তি যার চুলগুলো ছড়ানো তার মাথায় ধুলা বালুর স্তুপ। অতঃপর খালিদ তার

[১]. সীরু আলমুন নুবালা: ১/৩৭০; মুসনাদে আহমদ: ৪/৮৮।
[২]. ফুরসানুন্নাহার: ২/৫৪১।

তরবারী দিয়ে তাকে নাড়ালেন, হত্যা করলেন এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সবকিছু জানালেন। তখন তিনি বললেন, ওটাই উজ্জা।[১]

আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু হুযাইল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে উজ্জার কাছে প্রেরণ করেন তিনি তাঁর তরবারী দিয়ে তাঁকে আঘাত করছিলেন ও বলছিলেন:

হে উজ্জা, তোমার কুফরী তোমার কোন পবিত্রতা নেই
আমি দেখেছি আল্লাহকে, তিনি তোমাকে অপদস্থ করছেন।[২]

মক্কা বিজয়ের সময় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতার ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস্থার প্রমাণ। আর তাঁকে উজ্জা ধ্বংসের দায়িত্ব অর্পন তাঁর আকীদার গভীরতার বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস্থার প্রমাণ।[৩]

এভাবেই আল্লাহর তরবারী তাঁর রাসূল, তাঁর বন্ধু ও তাঁর সেনানায়কের সংস্পর্শে ছিলেন, তাঁর নির্দেশ পালন করতেন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর কথা শ্রবণ করতেন ও তাঁর আনুগত্য করতেন, তাঁর উপর কখনই কথা বলতেন না। বিনয়ী নেতৃত্ব, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, উত্তম স্বভাব, মহান বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এ মানুষটি যে দিনগুলো এই নূর থেকে দূরে অতিবাহিত করেছিলেন, তার জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হতেন বিধায় সর্বশক্তি দিয়ে ঐ সব ত্রুটি ও অপরাধগুলোকে আনুগত্য ও সৎ আমলের মাধ্যমে বদলা দিতে চাইতেন, আর একারণেই মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন ও তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন।

আল্লাহ খালিদকে কতই না যোগ্যতা দিয়েছেন! তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে মাত্র চার বছর অতিবাহিত করেছেন। এর মধ্যে তিনি উত্তরে সিরিয়া সীমান্তে, দক্ষিণে ইয়ামানে যুদ্ধ করেছেন এবং এগারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে তিনটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাপতিত্বে, তিনটি তিনি নিজেই ছিলেন সেনানায়ক এবং বাকি পাঁচটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, বরং তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছিলেন। অতএব তাঁর অন্য কাজ করার সময় কোথায়?

খালিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস্থার প্রতীক ছিলেন। বিশেষত সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ছিল, যে গ্রহণযোগ্যতা অন্য কারও ব্যাপারে কোন যুগেই পাওয়া যায়নি।

---

[১]. ফুরসানুন নাহার: ২/৫৩৮, মুসনাদে আবু ইয়ালা: ২/১৯৬।

[২]. ইব্ন আবু শায়বা: ২০/২৮৮, হাদীস নং-৩৭৭৮৮; তাবরানী, মুজামুল কাবীর: ৪/১০৬, হাদীস নং- ৩৮১১; আবু নাঈম, মারিফাতুস সাহাবা: হাদীস নং-২৩৯৬।

[৩]. ফুরসানুন নাহার: ২/৫৩৯।

এজন্য আমরা যখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে বলতে শুনি "জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ আমাকে অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রেখেছে" তখন আমাদের কাছে তা আশ্চর্যজনক মনে হয় না।[১]

* খালিদ ও আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার পর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু যখন খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন ষড়যন্ত্রকারী প্রতারকদের ধর্মত্যাগের এক ঘূর্ণি বাতাস বইতে থাকে নতুন এ দ্বীনকে সমূলে বিনাশ করার জন্য। এ অবস্থায় আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সময়ের সুপুরুষ আবু সোলাইমান আল্লাহর তরবারী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের প্রতি।

খলীফা প্রত্যেক আমীরকে তাঁর বাহিনীর দায়িত্ব অর্পন করার প্রাক্কালে খালিদের মুখামুখী হয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, খালিদ ইবন ওয়ালিদ কতইনা আল্লাহর উত্তম বান্দা, পরিবারের ভাই, আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী যাকে আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন।[২]

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর বাহিনী নিয়ে একের পর এক যুদ্ধ, এক বিজয় থেকে অন্য বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে চূড়ান্ত যুদ্ধে এসে উপনীত হন।[৩]

তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর নির্দেশে ইয়ামানের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে মুসাইলামা ইব্ন হাবীব কাজ্জাব ছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, মুসলমানরা প্রথম দিকে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অতঃপর তাঁরা চাকা ঘুরিয়ে দেয় তাঁদের শত্রুদের দিকে আর তখনই তাঁরা তাদেরকে মৃত্যুর আঙ্গিনায় প্রবেশ করাতে সক্ষম হন। উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং মুশরিকদের পরাজয়ের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে । যুদ্ধে মুসাইলামা কাজ্জাব নিহত হন।[৪]

রিদ্দার যুদ্ধে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করেন। ধর্মত্যাগীদের উপর মুসলমানদের বিজয়ী করা খুবই গুরুতর ব্যাপার ছিল।

কত উত্তম কথাই না বলেছেন সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ ইবন ওয়ালিদকে, "তুমি এক তিলক তরবারী মহান আল্লাহ যাকে কাফিরদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন।"[৫]

---

[১]. মুসনাদে আবু ইয়ালা: ১৩/১১১।
[২]. মুসনাদে ইমাম আহমদ: ১/৮; তাবরানী, মুজামুল কাবীর: ৪/১০৩; হায়সামী: ৯/৩২৯।
[৩]. রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃষ্ঠা- (৩৬৫-৩৬৭)।
[৪]. আল বিদাআহ ওয়ান নিহায়াহ: ৩/৩০০।
[৫]. তাবাকাতে ইব্ন সায়াদ: ১/৩৭৫।

*** পারস্যকে পরাস্তকারী যখন ইরাকে:**

আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু সত্যই বলেছেন, "খালিদের মত কাউকে জন্ম দিতে নারীরা অক্ষম।"[১] খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এমন এক সেনাপতি ছিলেন যার পরিকল্পনা, সমরকৌশল ও বীরত্বের কোন তুলনা হয় না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। আল্লাহর শপথ! তাঁর যুদ্ধ কৌশলগুলো কল্পনার বাইরে ছিল। তাঁর পরিচালিত প্রতিটি অভিযান এক ধরনের উপদেশ ও বার্তা নিয়ে হাজির হত, যা দেখে প্রতিপক্ষ আরোহীরা হতাশ হত।[২]

আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর প্রতিভা ও দূরদর্শিতার মাধ্যেমে উপলব্ধি করলেন, তাঁর রাষ্ট্রের সীমান্তে ইসলামী সাম্রাজ্য ও এর অধিবাসীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে ইরাকের মধ্যকার পারস্য ও সিরিয়ার মধ্যকার রোমান শক্তি। নির্লজ্জ দুটি সম্রাজ্য যারা এর অধিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন চালাচ্ছিল। এমনকি তারা তাদেরকে (যার অধিকাংশই ছিল আরব) যে আরব মুসলমানরা নতুন দ্বীনের পতাকা বহন করছিলেন সে আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছিল। যারা আগামী পৃথিবীর পাল তুলে পথ চলছিলেন। তখন মহান খলীফা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তিনি যেন তার সেনাবাহিনী নিয়ে ইরাকের অভিমুখে রওনা হন।[৩]

খালিদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বসরায় পৌঁছালে তার অধিবাসীরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। ফলে তিনি প্রচুর সম্পদ ও বন্দী হস্তগত করেন।

ইরাকে তাঁর কর্মপন্থা সহজ হয়ে যায়। তিনি কিসরা ও ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত তার প্রতিনিধিদের কাছে পত্র লিখেন:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে.....পারস্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা .....প্রতি।

আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতঃপর স্তুতি আল্লাহর জন্য যিনি তোমাদের সেবাকে ছিন্ন করেছেন, তোমাদের বাক্যকে পৃথক করেছেন, তোমাদের প্রতাপকে শক্তিহীন করেছেন এবং তোমাদের রাজত্বকে কেড়ে নিয়েছেন।

তোমাদের কাছে যখন আমার এই পত্র যাবে তখনই আমার কাছে জামানত পাঠাবে। আমার পক্ষ থেকে জিম্মাদারীতে বিশ্বাস করবে এবং জিযিয়া প্রদান করবে। যদি তা না কর তবে ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই! আমি এমন বাহিনী নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব যারা মরণকে ঠিক তেমনই ভালবাসে যেমনটি তোমরা জীবনকে ভালবাস। যে ব্যক্তি হিদাআত অনুসরণ করবে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।[৪]

---

[১]. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬/৩৮২।

[২]. ফুরসানুন নাহার: ২/৫৬০।

[৩]. রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃ: ৩৭০।

[৪]. মুসান্নাফে ইব্ন আবু শায়বা, হাদীস নং-৩৪৪১৭; আবু উবাইদ, আল আমওয়াল, হাদীস নং-৭৪; মুসনাদে আবু ইয়ালা: ১৩/১১৩, হাদীস নং-৭১৯০; হায়সামী, আল মাজমা: ৬/৩২৫।

এভাবে দয়াময় আল্লাহর তরবারী জিহাদ, বিজয় ও সাহসিকতার মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময়কালের মধ্যে তিনি ত্রিশটির বেশি অঞ্চল জয় করেন, যার মধ্যে রয়েছে মুজার অলজাহ, হীরাহ, আনবার আইনুল তামার দুমাতুল জানদাল ইরাকের ইত্যাদি অঞ্চল।

খালিদ! আল্লাহ তোমাকে অনেক দিয়েছেন, তোমার সেনাবাহিনী ১২ হিজরীতে মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে গোটা ইরাকের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। এ এমন এক অসম্ভব ও আশ্চর্য সামরিক অভিযান যা আজকের পৃথিবীর আধুনিক সমরাস্ত্র সম্বলিত বিমান, ক্ষেপনাস্ত্র, পরামাণু বোমার মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। তোমার হাত, তোমার তরবারী, তোমার ধনুক, তোমার ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন ঘোড়া, তোমার হিম্মত, উচ্চাভিলাষ বরকতময় হোক! এতো সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম, মহান, সম্মানিত ও মূল্যবান হিম্মাত।[১]

* হে আল্লাহর তরবারী! সিরিয়া তোমাকে ডাকছেঃ

ইসলাম ইরাকের পারস্য এলাকায় যে বিজয় অর্জন করেছিল তা ছিল সিরিয়ার রোমানের বিরুদ্ধে বিজয়ের শুভসংবাদদাতা। আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু বিভিন্ন সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন এবং তা পরিচালনার জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব নির্বাচন করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন, আবু উবায়দা ইব্ন জাররাহ, আমর ইব্নুল আস, ইয়াযিদ ইব্ন আবু সুফিয়ান, মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান প্রমূখ।

এই সেনাবাহিনীর সংবাদ রোম সম্রাটের কাছে পৌঁছালে তার মন্ত্রী পরিষদ ও সেনা ব্যক্তিবর্গ তাকে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করার ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জড়িত না হওয়ার পরামর্শ প্রদান করলেন। তবুও তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন ও বললেন, খোদার শপথ! আবু বকরকে তার সেনাবাহিনী আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ থেকে নির্লিপ্ত করবই।

তারা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যর এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন। মুসলিম দায়িত্বশীল পরিস্থিতির ভয়াবহতা জানিয়ে খলীফা বরাবর পত্র লিখলেন তখন আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমি খালিদের মাধ্যমে তাদের কুমন্ত্রণা মিটিয়ে দেব।[২]

কুমন্ত্রণার প্রতিষেধক পেয়ে গেল... বিদ্রোহ, শত্রুতা, শিরকের কুমন্ত্রণা। সিরিয়ার উদ্দেশ্যে খলীফার সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ আসল। তিনি আগেই সেনাবাহিনী প্রধানের যে দায়িত্ব পালন করছিলেন সেই একই দায়িত্ব। খলীফার নির্দেশের আনুগত্য খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু অতি দ্রুততার সাথে পালন করেছিলেন।[৩]

ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ইরাকে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন। অতঃপর তিনি লোকালয় অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হন। এমনকি তিনি ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তের নির্জন মরুপ্রান্তর তাঁর

---

[১]. ফুরসানুন নাহার: ২/৫৭৬।

[২]. তারীখে তাবারী: ৩/৪০৮; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৭/৮।

[৩]. রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃষ্ঠা ৩৭২।

সেনাবাহিনী নিয়ে মাত্র পাঁচ রাতে অতিক্রম করেন। এরপর সিরিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর শরীরের এক বিঘাত পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট ছিল না যেখানে শহীদী তামান্না ছিল না।[১]

তাঁর জীবন ও কর্মে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মাত্র পাঁচ রাতে ইরাক থেকে নির্জন প্রান্তর, মরুভূমি ও লোকালয় অতিক্রম করে সিরিয়ায় পৌঁছান।

সিরিয়ায় যাওয়ার পথে তিনি কতিপয় শহর জয় করেন। তার মধ্যে রয়েছে, তাদমার, হাওয়ারিন , মারজ রাহেত, বসরা ইত্যাদি।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে দেখলেন তার সামনে রোমানদের এক বিশাল বাহিনী। তার চেয়ে অনেক বড় অন্য এক বাহিনী তার পাশে উপস্থিত। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ক্লান্ত বলে কোন অজুহাত পেশ করেননি, কোন প্রকার বিশ্রামও নেননি, মদীনা থেকে কী নির্দেশ আসে তার অপেক্ষাও করেননি বরং পূর্ণ উদ্যামে, অতিদ্রুত কাজে ঝাপিয়ে পড়লেন, ইসলামী বাহিনী ও তাঁর সেনানায়কদের একত্রিত করলেন এবং নিকৃষ্ট রোম সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালালেন আজনাইন নামক স্থানে। এমনভাবে তাদেরকে মোকাবেলা করলেন যে, তাদের গৌরব ধুলিস্যাৎ করে দিলেন, তাদের অর্জন ব্যর্থ করলেন এবং তাদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড করে অন্য এক রণাঙ্গন ইয়ারমুকের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হলেন।

ইয়ারমুকের এ দিনটি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনে এক স্মরণীয় দিন। দিনটি ইসলামের ইতিহাসের হাতে গোনা কয়েকটি দিনের একটি। মুসলমানদের সংখ্যা কোনক্রমেই পয়তাল্লিশ হাজারের চেয়ে বেশি নয়। তাঁদের অস্ত্রও দুর্বল, তাঁদের অবস্থান অনেক দূরে, রসদ বা সাহায্যও বিচ্ছিন্ন যে তারা কয়েকটা দিনের অপেক্ষা করবে; অথচ যুদ্ধ অপেক্ষা করে না। রোমান বাহিনীর সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। তারা ইয়ারমুকের উত্তম স্থানে অবস্থান নিয়েছে। তাদের সাথে রয়েছে ধনভাণ্ডার, রসদ। তারা এমন স্থানে অবস্থান করছে যে অঞ্চলটি তারা শাসন করে থাকে। এর সম্পদ সম্পত্তির মালিক তারাই। তারা শিল্প কৌশলে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে মুসলমানরা তাঁদের বীরত্বে, মনের শক্তিতে শক্তিমান। তারা অন্য কোন স্বয়ংসম্পূর্ণতা জানে না, তাঁদের কাছে যুদ্ধই মূখ্য বিষয়।[২]

মুসলিম সেনাপতি যিনি তাঁর রবের উপর পূর্ণআস্থাবান, তাঁর উপর নির্ভরশীল তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমান বাহিনীর সেনাপতি মাহানের প্রস্তাবের জবাবে কী বলেছিলেন শুনুন! মাহান যখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, আমরা জেনেছি কষ্ট ক্লেশ ও ক্ষুধাই তোমাদেরকে দেশ ছাড়া করেছে, অতএব এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাও যে, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, দশ দিনার, পোষাক ও খাদ্য প্রদান করা হবে এবং তোমরা দেশে ফিরে যাবে। অতঃপর যখন পরবর্তী বৎসর আসবে তখন আবার তোমাদের জন্য এ পরিমাণে সম্পদ প্রেরণ করা হবে। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যা উল্লেখ করেছ সে কারণ আমাদেরকে দেশ থেকে বের করেনি বরং আমরা এমন এক জাতি যারা (জালিমদের) রক্ত পান করি। আমরা জেনেছি এ মুহূর্তে রোমানদের রক্তের চেয়ে উত্তম রক্ত আর নেই। এ কারণেই আমরা এসেছি।

---

[১]. সীরু আলামুন নুবালা: ১/৩৬৬।

[২]. সুরুম মিন সীরুস সাহাবা, পৃ-৫৪৫।

তখন মাহানের সাথীরা বলল, খোদার কসম! আরবদের সম্পর্কে আমরা এ আলোচনাই করতাম।[১]

প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে। মহান আল্লাহ মুসলমানদের উপর তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ করেন এবং রোমান ক্রুসেড বাহিনীকে পরাজিত করেন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু দুর্বার গতিতে কাফিরদের উপর আক্রমণ করছিলেন এবং নিচের কবিতা আবৃত করছিলেন:

তোমার প্রশংসা হে আমাদের প্রতিপালক প্রতিটি নিয়ামতের জন্য
তুমি যে অবারিত নিয়ামত দান করেছ তার জন্য তোমার প্রশংসা
কুফর ও অন্ধকার থেকে রক্ষা করে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছ
জুলুম ও অন্ধকারের ঘোর তমসা থেকে আমাদের রক্ষা করেছ
হে আরশের ইলাহ! তুমি পূর্ণ কর যা তুমি ইচ্ছা কর
শিরকের অধিবাসীদের উপর বিপর্যয় ও প্রতিশোধ দ্রুত কর।[২]

এই যুদ্ধে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিশেষ একটি ঘটনা যা আব্দুল হামিদ ইবন জাফর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর টুপি হারিয়ে ফেলেন। তিনি বললেন টুপিটি খোঁজ কর। কিন্তু টুপিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি আবারও বললেন, টুপিটি খোঁজ কর। অবশেষে টুপিটি পাওয়া গেল যা ছিল কাপড়ের তৈরী। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ আদায়ের পর মাথামুণ্ডন করেন। তখন মানুষেরা তার চুল সংগ্রহ করার জন্য তড়িঘড়ি করতে থাকে। আমি সকলকে অতিক্রম করে তাঁর ললাটের কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করি এবং তা এই টুপিরমধ্যে স্থাপন করি। এই টুপি আমার কাছে থাকা অবস্থায় যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি সব যুদ্ধে আমি বিজয়ী হয়েছি।[৩]

* খালিদ ও ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুমা

আল্লাহর ইচ্ছায় আবুবকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর অমোঘ বিধান চলে আসল। তাঁকে তাঁর প্রিয়জন ও ভাইদের মধ্যে থেকে তুলে প্রকৃত বন্ধু, আত্মার আত্মীয়ের কাছে ইল্লিনে চলে গেলেন।

উমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আবু ইবায়দা ইব্নুল জাররাহ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের খবর ও সেনাপতিত্বের পদ থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর অপসরণ ও তাঁকে সে দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন।

খবর আসল ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে তা জানানো হল। সে মুহূর্তে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য রহমত ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য তাওফীক কামনা এবং খলীফার নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্টি ও আগ্রহ সহকারে পদ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু করেননি।

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৩।
[২]. ফুতুহুশ শাম: ১/৩৩।
[৩]. হাকেম: ৫২৯৯; তাবরানী: ৪/১০৪; মুসনাদে আবু ইয়ালা: ১৩/১০৬।

হ্যাঁ, এটিই ঈমান, যা মানবাত্মাকে সাধারণ ও তুচ্ছ জীবনযাপনেও অভ্যস্ত করে।

সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকের দায়িত্ব দুটোই তিনি গ্রহণ করেছিলেন আনুগত্য প্রকাশের মাধম হিসেবে একমাত্র আল্লাহর সম্মুখে যাঁর প্রতি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, ঐ রাসূলের জন্য যার কাছে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এবং ঐ দ্বীনের জন্য যে দ্বীনে তিনি বিশ্বাস করেছেন ও যার পতাকা তলে তিনি যুদ্ধ করছেন।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর তৎপরতা থেমে যায়নি, তাঁর বীরত্ব প্রবৃত্তির কাছে মাথা নত করেনি বরং তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন ইসলামী বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে রয়েছে দামিশক, হেমস, মারআশ, কানসীরীন।

এই মহান বীরের উদ্দীপনা অমর হয়ে থাকবে সেখানেই, যেখানে,হ্রেষাধ্বনি ভেসে আসবে, যেখানে মুসলিম বাহিনীর হাতে তাওহীদের পতাকা উড়তে থাকবে। এ কারণে তিনি বলতেন, যে রাতে আমার বাড়ীতে কোন নববুধুকে সমর্পন করা হয় অথবা যে রাতে আমাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয় এসব রাতের চেয়ে যে রাত সকাল হলে আমি মুহাজিরদের শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব ঐ কঠিন রাত আমার কাছে অধিক প্রিয়।[১]

যার হিম্মত বা স্পৃহা এমন তার কাছে নেতা বা কর্মী হওয়া সেনাপতি বা সাধারণ সেনা হওয়া কোন গুরুত্ববহ কিছু নয়।

* দুঃসাহসী বীর সেনা বয়ঃসন্ধিক্ষণেঃ

এখন এ বীরের সময় এসেছে বিশ্রাম নেয়ার। অথচ তার মত বিশ্রামবিমুখ কোন মানুষ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেনি।

তাঁর সংগ্রামী দেহের সামান্য ঘুমানোর সময় এখন। কেননা তাঁর সাথী ও শত্রুরা তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করত এভাবে যে, তিনি এমন ব্যক্তি, যিনি নিজে ঘুমান না অন্যকে ঘুমাতেও দেন না।

আর তিনি, যদি তাঁকে সুযোগ দেয়া হত তবে তিনি অবশ্যই বাছাই করে নিতেন যেন আল্লাহ তাঁর জীবনের সময়গুলো দীর্ঘায়িত করেন। যাতে তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কুপ্রথা ধ্বংস, তাঁর কর্ম ধারাবাহিক এবং আল্লাহ ও ইসলামের পথে জিহাদ করতে পারেন।

কিন্তু **"মহান আল্লাহর নির্দেশ নির্ধারিত"**।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃসময় (তাঁর দৃষ্টিতে) হল, তিনি বিছানায় ইন্তিকাল করতে যাচ্ছেন অথচ তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন ঘোড়ার পিঠে তরবারীর ঝনঝনানীর নিচে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করেছেন, ধর্মত্যাগীদের বিনাশ করেছেন, পারস্য ও রোমের সিংহাসনে ধুলা উড়িয়েছেন ইরাক ভূখণ্ডের প্রতি প্রান্তে, প্রান্তে, তরবারীর আঘাত করেছেন যতক্ষণ না তাতে বিজয় এসেছে, একইভাবে সিরিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি পদক্ষেপে যতক্ষণ না তাতে ইসলামের বিজয় হয়েছে।

---

[১]. আবু ইয়ালা: ১৩/১০৯; হায়সামী: ৯/৩৫০।

তিনি এমন আমীর যিনি একাধারে সামরিক কঠোরতা ও বিনয় বহন করতেন।

তিনি এমন সৈনিক....যিনি একাধারে নেতৃত্বের গুণাবলী ও দায়িত্ব বহন করতেন।

এই সেনা নায়কের জীবনের দুঃসময় ছিল তিনি বিছানায় ইন্তিকাল করেছেন!!

তিনি বলছেন আর তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে, "আমি অমুক অমুক সৈন্যের মোকাবেলা করেছি, আমার শরীরে এক বিঘাত পরিমান জায়গা অবশিষ্ট নেই যেখানে তরবারী বা তীরের আঘাত পড়েনি, অথচ আজ আমি নিজ বিছানায় আমার নাকের ডগায় মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি যেমন মৃত্যুবরণ করে গাধা, কাপুরুষদের চোখ কখনও ঘুমায় না।[১]

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এ জাতীয় কথা শুধুমাত্র এমন মানুষের মুখেই মানায়।

যখন তাঁর চলে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হল তখন তিনি অসীআত করা শুরু করলেন....

জানেন তিনি কাকে অসীআত করছেন?

উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুকে।

জানেন তাঁর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি কী ছিল?

তাঁর ঘোড়া ও তাঁর অস্ত্র!! অতঃপর কী?

না এমন কিছু না যাতে মানুষ তৃপ্ত হয় ও মালিকানা অর্জন করে।

কারণ তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় বিজয়ের তৃপ্তি ও সত্যের শত্রুদের উপর জয়ী হওয়া ছাড়া তাঁকে কোন কিছুই পরাভূত করতে পারেনি। দুনিয়ার সমস্ত সম্পদেও তাঁর আগ্রহকে পরাভূত করতে পারেনি।

অবশেষে .....

এই মহাবীরের মৃত্যুদেহ তাঁর সাথীদের কাঁধে চড়ে ঘর থেকে বের হল। অতঃপর তাঁর সমাধিস্থলে করবস্ত করা হল। তাঁর সাথীরা বিনম্রভাবে অবস্থান নিলেন, চারপাশের দুনিয়া নিরব, নিথর ও বাকশুন্য।

অবশেষে এ ভয়ানক নিরবতা হ্রেষার মাধ্যমে ভঙ্গ হয়। ঘোড়ার রশি খুলে দেয়ার পর মৃত্যুদেহের পিছে লাফাতে লাফাতে মদীনার রাস্তা অতিক্রম করছে চোখের জলে ভিজে।

ঘোড়া যখন নিরব সমাবেশে, কবরের কিনারে পৌছালো তখন তার মাথাটা পতাকার মত নাড়ালো ও হ্রেষাধ্বনি করল।

ঠিক তেমনই যেভাবে তার পিঠের উপর বিজয় নায়ক পারস্য রোমের সিংহাসন জয়, অন্যায় অসত্যও মূর্তিপুজার কুমন্ত্রণা দূরীভূত করা ও ইসলাম থেকে সরে যেয়ে শিরক ও পংকিলতার পথগামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় করতেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল তবুও তার দৃষ্টি কবরের উপরেই নিবদ্ধ। তার মাথা উচুঁ ও নিচু করছে তার মনিব, তার বীরের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য, তাকে বিদায়ী অভিবাদন জানানোর জন্য। অতঃপর এক

[১]. সীরু আলামুন নুবালাঃ ১/৩৮২।

সময় সে থেমে গেল তার মাথা তখন উঁচু তার কপাল ঊর্ধ্বগামী, কিন্তু তার চোখের কোনে অবিরত ধারায় বারি ঝরছে ।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে আল্লাহর পথের অস্ত্রের সাথে বেঁধেছিল । কিন্তু...

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পর কোন বীর কি তার ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারবে ।

তিনি ছাড়া অন্য কাউকে কি ঐ ঘোড়া তার পিঠে চড়াবে ?

হে প্রতিটি বিজয়ের নায়ক!... হে প্রতিটি রাতের প্রভাত!

তুমি তোমার সৈন্যদেরকে যুদ্ধের শক্তি যোগাতে তাঁদের উদ্দীপনা জাগাতে তোমার শাশ্বত বাণী দ্বারা, "নৈশচারী জাতি সকালে প্রশংসিত হয় ।"

এমনকি এটি তোমার উপমায় পরিণত হয়েছে ।

তুমিতো সেই যে তার চলার পথ পূর্ণ করেছে ।

অতএব তোমার প্রভাতের প্রসংশা হে আবু সোলাইমান!

তোমার আলোচনা, সম্মানিত, সুশোভিত ও স্থায়ী হোক হে খালিদ ।

আমরা বিদায় জনাব আমীরুল মুমিনীন উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর ঐ সুমিষ্ট, আর্দ্র বাক্য পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে যার মাধ্যমে তিনি তোমাকে বিদায় ও শোকবার্তা জানিয়েছিলেন:

"আল্লাহ আবু সোলাইমানকে রহম করুন! আল্লাহর নিকট যত কল্যাণ রয়েছে তিনি সব কিছুরই উপযুক্ত । তিনি মৃত্যুবরণ করলেন শুন্যতা সৃষ্টিকারী হিসেবে, তিনি বেচেঁ ছিলেন প্রশংসিত অবস্থায় । আমি যুগের গতিধারা দেখেছি কিন্তু তাঁর কোন তুলনা নেই" ।[১]

[১]. তারীখে দামিশক: ১৮/২০২ ।

সম্মানিত সাহাবী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে উত্থাপিত সংশয়সমূহ

প্রথম সংশয়: বনী জাযীমার সাথে তাঁর ঘটনা

ঘটনার সারসংক্ষেপ এমন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে বনী জাযীমার একটি গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও রক্তপাতে জড়িয়ে পড়েন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি খালিদের কাজের ব্যাপারে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুর মাধ্যমে তাদের রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ এমন কি কুকুরের লোহনপাত্র পর্যন্ত প্রেরণ করেন। তিনি (আলী) তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর অতিরিক্ত সম্পদ তাঁদের মধ্যে বণ্টন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর প্রদান করা হলে তিনি খুশি হন।

এটি ঘটনার মূল নির্যাস। এর বিস্তারিত বিবরণ এবং এর মধ্যে যে বৃদ্ধি ও বৈপরিত্য যুক্ত হয়েছে সামান্য পরে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব তবে তার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী:

ক) সাহাবীগণ যাঁদের মধ্যে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুও অর্ন্তভুক্ত তাঁরা মানুষ। এজন্য তাঁরা সঠিক কাজ করার সাথে সাথে অনেক সময় ভুলও করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিষ্পাপ কেউ ছিলেন না। তবে তাঁদের ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা, সততা, আন্তরিকতা ও ভালবাসার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

খ) সাহাবীগণের থেকে যে সব ভুল প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে সহীহ পদ্ধতি হল ভুলগুলো প্রত্যাখ্যান করা ও গ্রহণ না করা চাই তার অধিকারী যত বড়ই সম্মানিত ও অগ্রগণ্য হোক না কেন। তবে সাথে সাথে উক্ত সাহাবীর মর্যাদা, ভালবাসা, তাঁর নেতৃত্ব ও তাঁর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির বিশ্বাস রাখতে হবে।

গ) সাহাবীগণ থেকে যে সব ভুল প্রকাশিত হয়েছে তা ঐ ইজতিহাদের পর্যায়ভুক্ত যে ইজতিহাদকারীকে ক্ষমা করা হয় এবং তাকে কোন প্রকার তিরস্কার করা হয় না। যদিও ইজতিহাদটি স্পষ্ট দলিল প্রমাণের বিরোধী হওয়ার কারণে প্রত্যাখাত হয়।

এই ভূমিকা আলোচ্য বিষয়টি বুঝার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে এ বিষয়ে ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে কথা বলা যায়। ফলে সাহাবীদের কারও প্রতি আমাদের সম্মানবোধ ও ভালবাসার কারণে তাঁর থেকে প্রকাশিত ভুল আমরা গ্রহণ না করি। আবার তাঁদের প্রতি বিদ্বেষও পোষণ না করি এবং মানুষকে উক্ত ভুলে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক করতে পারি।

এখন আমরা বনী জাযীমার সাথে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ঘটনা এবং তাতে যা ঘটেছিল তার আলোচনায় ফিরে আসব। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বলব, এই ঘটনা ঐতিহাসিক ও আধুনিক তথ্য গ্রন্থে দুই পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত সংক্ষিপ্ত সারে ও **দ্বিতীয়ত** ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ বিস্তারিত আকারে। নিরপেক্ষ গবেষকের উচিত সব বর্ণনার মধ্যে তুলনা করা, বর্ণনাসমূহের সনদ উল্লেখ করা, বর্ণনাটি সাব্যস্ত হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা এবং উপযোগী একটি ফলাফল বের করা।

প্রথমেই আমরা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অতঃপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা নিয়ে আসব এবং উভয়ের মধ্যে তুলনাপূর্বক এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

* সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে বনী জাযীমার নিকট তাদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম' এ কথাটি সুন্দর করে বলছিল না। বরং তারা বলতে লাগল, 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম', 'আমর স্বধর্ম ত্যাগ করলাম'। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপর্দ করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমরা যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি। তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। পরিশেষে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম ও তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই হাত তুলে বললেন হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তোমার কাছে তার দায় থেকে মুক্ত। একথাটি তিনি দুবার বললেন।[১]

এটি উক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যেমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট করা হয়।

১) খালিদ ইবন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু গোত্রটিকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। এর অর্থ তিনি পূর্ব থেকে তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতেন না। এমনটি নয় যে, তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন কিন্তু তিনি তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেননি। এ এক বিপরীত ব্যাখ্যা যা বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে আলোচিত হবে।

২) খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উক্ত গোত্রের ইসলাম গ্রহণ অনুধাবন করতে পারেননি। কেননা তারা ভ্রমাত্মক শব্দ ব্যবহার করে কথা বলছিল। তারা বলতে লাগল, 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম', 'আমারা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম', একারণেই তাদের এ আচরণ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে তাদের ইসলাম গ্রহণ হিসেবে গণ্য হয়নি।

---

[১]. বুখারী, হাদীস নং-৪০৪৮, কিতাবুল মাগাযী; হাদীস নং-৬৭৬৬, কিতাবুল আহকাম।

৩) খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক তাদের হত্যার বিষয়টি তাঁর ইসলামে প্রবেশের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। উক্ত গোত্র মুসলিম এমন দৃঢ়বিশ্বাস খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর থাকা সত্ত্বেও এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। এছাড়াও অন্য কারণেও তিনি তাদের হত্যা করেননি।

৪) কতিপয় সাহাবী যারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে উক্ত অভিযানে ছিলেন, তাঁরা তাদের বন্দীদের হত্যার নির্দেশ অমান্য করেন এবং তাঁর এ সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছালে তিনি খালিদের কাজ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু খালিদ থেকে নয়। এমনকি তাঁর উপর কোন দণ্ড নির্ধারণ করেননি। যা থেকে প্রমাণিত হয় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর এ কাজে তাবীলকারী ছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা একটু পরেই আসবে।

*** বিস্তারিত বর্ণনাঃ**

১। **ইব্ন সাদ** বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ যখন উজ্জা ধ্বংস করে ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও মক্কায় অবস্থান করছেন, তিনি তাঁকে বনী জাযীমার নিকট ইসলামের প্রতি দাওয়াত দানকারী হিসেবে প্রেরণ করেন, তাঁকে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেননি। তিনি মুহাজির, আনসার ও বনী সুলাইম গোত্রের মোট সাড়ে তিনশ সৈন্য নিয়ে বের হন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যখন তাদের কাছে পৌঁছান তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কারা? তারা বললেন, আমরা মুসলমান, আমরা নামায আদায় করি ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যায়ন করেছি। আমরা আমাদের আঙ্গিনায় মসজিদ তৈরী করেছি এবং সেখানে আযান দিচ্ছি। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের সাথে অস্ত্র কেন? তারা বললেন, আমাদের সাথে আরবের একটি গোত্রের শত্রুতা রয়েছে আমরা আংশকা করেছিলাম আপনারা তারাই। এজন্য আমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম। তিনি বললেন, অস্ত্র রেখে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তারা অস্ত্র রেখে দিল। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সাথীদের বললেন, তাদেরকে গ্রেফতার কর। তখন তাঁরা তাদেরকে গ্রেফতার করল। তিনি কাউকে কাউকে পিঠ মোড়া দিয়ে বাধার নির্দেশ দিলেন। পরদিন ভোরে খালিদ বললেন, তোমাদের কাছে যে বন্দীগুলো আছে তাদেরকে হত্যা কর। বনী সুলাইম গোত্রের কাছে যে বন্দীগুলো ছিল তারা তাদেরকে হত্যা করে। কিন্তু আনসার এবং মুহাজিররা তাদের বন্দীগুলো পাঠিয়ে দেন । অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর এ ঘটনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছালে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তোমার কাছে সে ব্যাপারে দায়মুক্ত। এরপর তিনি আলী ইব্ন আবু তালিবকে তাদের নিহত ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য ক্ষতির ক্ষতিপূরণসহ প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে সব খবর জানান।[১]

২) **ইমাম তাবারী** বলেন, আমাদেরকে ইব্ন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সালমা মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে তিনি হাকিম ইব্ন হাকিম ইব্ন ইবাদ ইব্ন হুনাইফ থেকে তিনি আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন থেকে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে তাদের কাছে দাওয়াত দানকারী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেননি। তাঁর সাথে আরবের কতিপয় গোত্র ছিল যেমন সুলাইম, মুদলিজ ও অন্যান্য গোত্র। তারা গুমাইসা (এটি বনী জাযীমা ইব্ন আমের ইব্ন আরদ মানাহ ইন কিনানার একটি জলাভূমি) এর নিকটে তাদের কাছে অবতরণ করেন। বনী জাযীমা জাহিলী যুগে আউফ ইব্ন আউফ অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইব্ন আউফের পিতা ও ফাকাহ ইব্ন মুগিরাহকে হত্যা করেছিল। তারা দুজন ইয়ামেন থেকে ব্যবসা শেষে ফিরছিলেন। যখন তাদের নিকট বিশ্রামের জন্য নামেন তখন তারা তাদেরকে হত্যা করে ও তাদের সম্পদ গ্রহণ করে। ইসলাম আগমনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবন ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন। তিনি অভিযানে বের হন এবং উক্ত পানির কাছেই অবস্থান নেন। তাঁকে দেখে বনী জাযীমা হাতে অস্ত্র তুলে নেয় তখন তিনি বললেন অস্ত্র ফেলে দাও, কেননা সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

[১]. তাবাকাতে ইব্ন সাদ: ২/৩২৩।

অতঃপর ইমাম তাবারী বলেন, ইব্ন হুমাইদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সালমা, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে, তিনি বলেন, কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন বনী জাযীমার এক ব্যক্তি থেকে তিনি বলেন, খালিদ যখন আমাদেরকে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তখন আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি যার নাম জাহদাম সে বলল বনী জাযীমা তোমাদের ধ্বংস! নিশ্চয় সে খালিদ! আল্লাহর শপথ অস্ত্র ফেলে দেওয়ার পর বন্দী হওয়া ছাড়া কিছু হবে না আর বন্দী হওয়ার পর শিরচ্ছেদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহর কসম! আমি আমার অস্ত্র ত্যাগ করব না। অতঃপর তাকে তার গোত্রের অন্যান্য লোকে ধরল এবং বলল, হে জাহদাম! তুমি কি আমাদের রক্ত প্রবাহিত করতে চাও, এ মানুষগুলো ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে, মানুষ নিরাপত্তা পেয়েছে। এভাবেই তারা তাকে অস্ত্র ফেলতে বাধ্য করল। অবশেষে তারা খালিদের কথামত অস্ত্র ফেলে দিল। তখন খালিদ তাদেরকে পিঠ মোড়া দিয়ে বাধার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদেরকে তরবারীর সামনে উপস্থাপন করা হল। তাদের অনেককে হত্যা করা হল। অবশেষে এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁর দুহাত আকাশের দিকে তুললেন ও বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে তোমার কাছে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি।

অতঃপর তাবারী আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে প্রেরণ ও তাঁদের রক্তপণ প্রদানের কথা বর্ণনা করেছেন।[১]

এভাবে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনাসমূহ কাছাকাছি বর্ণনা যা বুখারীতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাথে কিছু কিছু অসামাঞ্জস্যতা ও বৈপরিত্যও রয়েছে।

এসব বর্ণনা থেকে যা প্রমাণিত হয় তা হল :

১। বনী জাযীমা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যায়ন করেছিল, মসজিদ তৈরী করেছিল ও তাতে আজান ও নামায আদায় করেছিল। **(ইব্ন সায়াদের বর্ণনা)**

২। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কোন প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা ব্যতীত স্পষ্ট শব্দে তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরও তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাদের হত্যা করেন। **(ইব্ন সায়াদের বর্ণনা)**।

৩। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক তাদেরকে হত্যার কারণ ছিল তাঁর চাচা ফাকাহ ইব্ন মুগীরা হত্যার প্রতিশোধ নেয়া, যাকে বনী জাযীমাহ জাহেলী যুগে হত্যা করেছিল **(তাবারীর বর্ণনা)**।

পূর্বোক্ত বিস্তারিত বর্ণনা থেকে যা প্রমাণিত হয় এগুলো তারই কয়েকটি। এসব বর্ণনার ভিত্তিতে এ বিধান আরোপ করা হয় যে, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু অধিক মাত্রায় মানুষ হত্যাকারী ও রক্তপাতকারী একজন ব্যক্তি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের সাথে খিয়ানত করেছেন ...ইত্যাদি। সম্মানিত পাঠকের উদ্দেশ্যে সে সব বর্ণনার কয়েকটি বর্ণিত হল।

---

[১]. তারীখে তাবারী: ৩/৬৬-৬৭; সীরাতে ইব্ন হিশাম : ৪/৮৮২।

শাহরাস্তানী বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুজতাহিদদের অনেক বড় প্রভাব ছিল। এমনকি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধকৃত বিষয় অথবা এমন বিষয় যার নির্দেশ তিনি প্রদান করেননি এ সব ক্ষেত্রে নিজেরা বৈধতা প্রদান করতেন। তারা তাদের নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করতেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ নিকৃষ্ট পন্থায় প্রত্যাখ্যান করতেন। তারা স্পষ্ট নির্দেশের বিপরীতে ইজতিহাদ করতেন। তাদের মধ্যে রয়েছে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। অষ্টম হিজরীতে বনী জাযীমার সাথে যা করেছিলেন ..... তাঁর ও তাদের মধ্যে জাহিলী যুগের বিবাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।[১]

ইব্ন তাউস বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তার বিরোধীতায় খালিদের অগ্রগণ্যতা লক্ষ্য করুন। তাঁর থেকে যা প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত হল, যে ব্যক্তি উপরোক্ত বর্ণনার শুদ্ধতা প্রদান করে তার উচিত খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এর নেতৃত্ব ও তার প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করা।[২]

কারাযকী বলেন, অতঃপর যখন তাঁর (খালিদ) ইসলাম গ্রহণ প্রকাশিত হল তখন তাঁকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী জাযীমার কাছে যাকাত উত্তোলেনের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর যুগেই তাঁর খিয়ানত করেন, তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন, মুসলমানদের হত্যা করেন এবং এ সুযোগকে তাঁর ও তাদের মধ্যে জাহিলী যুগের ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যবহার করেন।[৩]

এজাতীয় আরও অনেক উক্তি রয়েছে যা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে খারাপভাবে উপস্থাপন ও তার দ্বীনদারীর উপর মিথ্যা অপবাদ প্রদান করা হয়।

ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হল এসব বর্ণনার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং এর শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা অবগত হওয়ার জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে। এসব বর্ণনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এগুলোর অনেক বৈপরিত্য ও অসঙ্গতি রয়েছে যা নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষে গ্রহণ করা কষ্টকর।

এ পরিসরে আমরা প্রতিটি বর্ণনা আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করব, এর বর্ণনাসূত্র ও মূল বর্ণনা বিশ্লেষণ করব এবং এই ঘটনায় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে যা প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি মন্তব্য পেশ করব।

মহান আল্লাহর সাহায্য ও তৌফিক কামনা করছি।

প্রথমত ইবন সায়দের বর্ণনাঃ

ইব্ন সায়াদ (রহ.) সম্মানিত বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয় সংশ্লিষ্ট তার এ বর্ণনাটি গ্রহণ করা ও এর উপর নির্ভর করা অসম্ভব। কারণ:-

---

[১]. উযুউন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: ২/১৭।

[২]. তারায়েফ ফি মারিফাত মাযাহেবুল তাওয়াইফ, পৃ- ৩৯৫।

[৩]. কিতাবুত তাআজ্জুব, পৃ- ১০৯।

ক. সনদঃ

১। এই ঘটনাটি ইব্ন সায়াদ (রহঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন। এসব যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনাসমূহ অর্ন্তভুক্ত করার শুরুতে তার সনদ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন ওয়াকেদ আসলামী তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন উমর ইব্ন উসমান ইব্ন আব্দুর রহমান .....ও .....ও .....ও..... ।

অতঃপর ইব্ন সায়াদ বলেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন রুআইম ইব্ন যায়িদ আল মাকরী..... ।

আমাকে বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ .....

আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আউইস.....

অতঃপর ইব্ন সায়াদ বলেন, তাঁদের একজনের বর্ণনায় অন্যজন প্রবেশ করে বলেন....

অতঃপর তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অভিযানের বর্ণনা শুরু করেছেন।

এই পদ্ধতিতে আমরা উক্ত ঘটনার পূর্ণ সনদ নির্ধারণ করতে পারি না। ফলে আমরা বর্ণনার শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হতে পারি না যে, কে এই বর্ণনার বর্ধিত বিষয়গুলো বৃদ্ধি করেছেন আর এর বিধানও বা কি ?

২। এই ঘটনাটি **ওয়াকেদী** তার মাগাযী গ্রন্থে[১] বর্ণনা করেছেন এভাবে, আমাকে অব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুল আযীয বর্ণনা করেন হাকীম ইব্ন ইবাদ ইব্ন হানীফ থেকে, তিনি আবু জাফর (অর্থাৎ বাকের) থেকে তিনি বলেন, যখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ফিরে আসেন.....

এখানে সনদ রয়েছে ঠিকই তবে নিম্নোক্ত কারণে বর্ণনাটি প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয় না।

ক) **ওয়াকেদীঃ** যিনি গ্রন্থ প্রণেতা; তার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামতের সারসংক্ষেপ যা হাফিজ ইবন হাজর (রহ.) বলেছেন, তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তিনি পরিত্যাক্ত।[২]

খ) **আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুল আযীযঃ** তিনি ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উসমান আল আনসারী আউসী আবু মুহাম্মদ মাদানী।

তাঁর ব্যাপারে আলিমগণের মতামতের সারসংক্ষেপ **ইব্ন হাজর** বলেন, সত্যবাদী তবে ভুল করে।[৩]

গ) **হাজীম ইব্ন ইবাদ হানীফঃ** তিনি ছিলেন ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হাকীম আনসারী অউসী মাদানী।

ইবন সায়াদ বলেন, তিনি অল্প কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে আলিমগণ তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেননি।

আল আজলী বলেন, বিশ্বস্ত; তিরমিযী, ইব্ন খুযায়মা ও অন্যান্যরা তাঁর হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

ইব্ন কাত্তান বলেন, তার অবস্থা জানা যায় না।[৪]

---

[১]. ওয়াকেদী, মাগাযীঃ ৩/৮৭৫।
[২]. তাকরীবুত তাহজীবঃ ১/৪৯৮।
[৩]. তাকরীবুত তাহজীবঃ ১/৩৪৫।
[৪]. তাহজীবুত তাহজীবঃ ২/৩৮৫।

ইব্ন হাজর বলেন, সত্যবাদী ।[১]

ঘ) হাদীসটি **মু'দাল** (সনদের মধ্য থেকে পরপর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে এমন হাদীস) । কেননা এটি আবু জাফর বাকের (রহ.) সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত । অথচ তিনি তাঁর যুগ পাননি । কেননা তার জন্ম হয় ৫৬ হিজরীতে । তাহলে তিনি কিভাবে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন?

খ) মতন বা মূল বর্ণনার দিক থেকে

এবর্ণনাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে বনী জাযীমা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে সুস্পষ্ট বলেছিল তারা মুসলমান । তাদের ইসলামের প্রমাণ হল মসজিদ নির্মাণ, তাতে আজান ও নামাজ আদায় । এতদসত্ত্বেও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক তারা অস্ত্র রেখে দিলে তাদেরকে হত্যা করে । এ বর্ণনাটি প্রকাশ্যেভাবে ইমাম বুখারীর বর্ণনার বিরোধী । যে বর্ণনায় এসেছে ঐ গোত্র উত্তমভাবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করছি, এ কথাটি বলেনি । বরং তারা বলতে লাগল, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছি । সুতরাং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদের হত্যা করেন এই ধারণা বশবর্তী হয়ে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি ।

অতএব ইব্ন সায়াদের এ বর্ণনায় বড় ধরণের অপবাদ এবং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর দ্বীনদারীতার উপর ভয়াবহ সন্দেহ সৃষ্টিকারী । কেননা এ থেকে জানা যায় তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়ার পরেও তাদেরকে হত্যা করেন । অথচ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । কেননা তিনি আল্লাহর অধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী এবং এ জাতীয় অন্যায় পদ্ধতিতে তার থেকে কোন কিছু ঘটে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে অত্যাধিক ভয়কারী ।

[১]. তাকরীবুত তাহজীব: ১/১৭৬ ।

দ্বিতীয়তঃ তাবারীর বর্ণনা

এই বর্ণনার প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর উপর নির্ভর করা যায় না। যদিও এ বিষয়ে যারা আলোচনা করেছেন তাদের অনেকেই এর উপর নির্ভর করেছেন এই বর্ণনা প্রত্যাখ্যানের কারণ :

ক) সনদঃ

এই বর্ণনার সনদের প্রতি দৃষ্টিদানকারী এর অগ্রহণযোগ্যতা ও সাব্যস্ত না হওয়া বিষয়ে দৃঢ় হবেন নিম্নোক্তভাবে:-

১) তাবারীর শিক্ষক ইব্ন হুমাইদ, তার নাম মুহাম্মদ ইব্ন হুমাইদ রাযী। তার জীবনী পর্যাবেক্ষকগণ নিশ্চিত যে তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না।

তার সম্পর্কে **ইমাম বুখারী** বলেন বিতর্কিত।

সাদুসী বলেন, অধিক হারে মুনকার বর্ণনাকারী

জুরজানী বলেন, খারাপ নীতিমালা পোষণকারী বিশ্বস্ত নয়।

নাসায়ী বলেন, বিশ্বস্ত নয়।

ইব্ন হাজর বলেন, দুর্বল।[১]

২) সালমাঃ তিনি ছিলেন ইব্ন ফদল রাযী আবরাশ আল-আনসারী, আবু আব্দুল্লাহ আযরাক রাযী।

বুখারী বলেন, তার অনেক মুনকার বর্ণনা রয়েছে যা আমার কাছে তাকে দুর্বল করেছে। (অর্থাৎ দুর্বল বর্ণনাকারী)।

আবু হাতীম বলেন, তার স্থান সততা, কিন্তু তার হাদীসে মুনকার, তার ব্যাপারে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। তার বর্ণিত হাদীস লেখা হয় কিন্তু তা থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা হয় না।

নাসায়ী বলেন দুর্বল।

ইব্ন আদী বলেন, তার নিকট অনেক দুর্বোধ্য ও একক বর্ণনা রয়েছে। তার হাদীসের মধ্যে এমন কোন হাদীস পাইনি যা মুনকার হাদীসের সীমা ছাড়িয়েছে। তার হাদীস রচিত হাদীসের নিকটবর্তী।

ইব্ন হাব্বান আস সিকাত গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করে বলেছেন, অনেক ভুল করে এবং বৈপরিত্যপূর্ণ বর্ণনা করে ।

ইব্ন হাজর বলেন, সত্যবাদী তবে অধিক ভুল করে।[২]

৩। ইব্ন ইসহাক তিনি মাগাযী প্রণেতা তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

তার প্রসংঙ্গে **ইব্ন হাজর** বলেন, সত্যবাদী, কপট.... অভিযুক্ত।[৩]

---

[১]. তাহজীবুল কামাল: ২৫/৯৭, জীবনী নং- ৫১৬৭; আত্তাকরীব: ২/৪৭৫, জীবনী নং- ৫৮৩৪।

[২]. তাহজীবুল কামাল: ১১/৩০৫, জীবনী নং- ২৪৬৪; আত্তাকরীব: ১/২৪৮, জীবনী নং- ২৫০৫।

[৩]. আত্তাকরীব: ১/৪৬৭, জীবনী- ৫৭২৫।

৪। **হাকীম ইব্ন হাকীম ইব্ন ইবাদ ইব্ন হানীফ:** তার সম্পর্কে **ইব্ন সায়াদ** বলেন, অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী তার হাদীস দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। ইব্ন হাব্বান তাকে তার আস্‌সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আজলী বলেন বিশ্বস্ত, তিরমিযী ও ইব্ন খুযাইমাসহ অন্যান্যরা তার বর্ণনাকে শুদ্ধ বলেছেন।

ইব্ন কাত্তান বলেন, তার অবস্থা জানা যায় না।

ইব্ন হাজর বলেন, সত্যবাদী।[১]

এটি উক্ত বর্ণনার বর্ণনা পরম্পরার অবস্থা। সার্বিক বিবেচনান্তে বর্ণনাটি সম্পর্কে সর্বনিম্ন যা বলা যায় তা হল, এটি দুই কারণে দুর্বল:-

ক) সনদের কতিপয় ব্যক্তির অবস্থা দুর্বল হওয়ায়, যা এইমাত্র আলোচিত হল।

খ) মুরসাল বর্ণনা হওয়ার কারণে। কেননা এটি আবু জাফর আল বাকেরের বর্ণনা অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পাননি।

অন্য বর্ণনাটির সনদ যা **ইমাম তাবারী** মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, বনী জাযীমার এক ব্যক্তি থেকে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন.....

কতিপয় বর্ণনাকারী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এটি দুর্বল হওয়া নিশ্চিত ।

এসব বর্ণনার ব্যাপারে **হাফিজ ইব্ন কাসির** বলেন, **এ সব বর্ণনা মুরসাল ও মুনকাতি**।[২]

খ) মতন:

পূর্বে ইব্ন সায়াদের বর্ণনার ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে এ ক্ষেত্রেও একইভাবে বলা যায় যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে এধারণা করা সম্ভব নয় যে, তিনি ঐ গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের বিশুদ্ধতা জানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করার মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদানের পর তাদের হত্যা করেছেন। কেননা এসবই এই প্রসঙ্গে বুখারীর বর্ণনার বিরোধী ।

এই হল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বনী জাযীমার ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার অবস্থা। পূর্বে উপস্থাপিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় তাঁর ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণ করার মত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে শুদ্ধ ও নিরাপদ। আমরা এ পরিসরে উক্ত বর্ণনাসমূহ বাতিল প্রমাণের জন্য কয়েকটি সহায়ক বিষয় উল্লেখ করব।

১। ইব্ন সায়াদ ও তাবারীর বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে ইসলামের প্রতি আহবানকারী হিসেবে প্রেরণ করেন, যুদ্ধ করা জন্য নয়। এটি বুখারীর বর্ণনার বিপরীত। কেননা উক্ত বর্ণনায় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে নির্দেশ উপস্থাপিত হয়নি বরং উক্ত বর্ণনায় এসেছে 'তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন'। অমুসলিমদের প্রতি কোন বাহিনী প্রেরণ বা অভিযানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর কর্মপন্থ যা প্রসিদ্ধ ও পরিচিত তা হল, তাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে

---

[১]. আত্‌তাকরীব: ১/১৭৬, জীবনী নং- ১৪৭১; আত্‌তাহজীব: ২/৩৮৫, জীবনী নং- ৭৭৬।

[২]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৪/৩১৩; আস্‌সিরাতুন নবুবিয়্যাহ: ৩/৫৯৩।

কোন একটি গ্রহণের আহ্বান করা, ইসলাম অথবা জিযীয়াহ অথবা যুদ্ধ। যেমন বারীদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সেনাবাহিনী বা যুদ্ধাভিযান প্রেরণের জন্য নেতা নির্বাচন করতে তাঁকে বিশেষভাবে ও তার সাথের মুসলমানদের তাকওয়া গ্রহণ ও কল্যাণের অসিআত করতেন। অতঃপর বলতেন যখন মুশরেকদের মধ্যকার তোমার শত্রুদের সাথে মিলিত হবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করবে। তারা তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে তাদের থেকে তা গ্রহণ কর। তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর। যদি তারা ডাকে সাড়া দেয় তবে তাদের জন্য সেটিই গ্রহণ কর ও তাদের ব্যাপারে নিবৃত্ত হও। আর যদি তারা তা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিযীয়াহ প্রদানের প্রতি আহবান জানাও। যদি তারা সাড়া দেয় তবে তাদের থেকে তা গ্রহণ কর এবং তাদের ব্যাপারে নিবৃত্ত হও ....আর যদি তাও তারা অস্বীকার করে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর ও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও।[১]

অতএব যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিযীয়াহ প্রদান করে তবে তাদের ব্যাপারে নিবৃত হওয়া আবশ্যক। আর যদি উপরোক্ত দুটি কাজের কোনটিই না করে তবে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প থাকে না। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এ কাজটিই করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এ বিষয়টি তাদের থেকে প্রকাশ না পাওয়ায় তিনি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। ইব্ন সায়াদ ও তাবারীর বর্ণনা দুর্বল হওয়ার আরও একটি প্রামাণ হল ইব্ন সায়াদের বর্ণনায় অভিযানের সদস্য তিনশ পঞ্চাশ জন উল্লেখ করা হয়েছে যারা মুহাজির, আনসার ও বনী সুলাইম গোত্রের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। বনী জাযীমা গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত সংখ্যক সদস্য প্রেরণ করবেন এটা কি যুক্তিসঙ্গত? কেননা তিনি কোন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য এক অথবা দুইজনকে প্রেরণ করতেন। দাওয়াত প্রদানের জন্য এ সংখ্যাই যথেষ্ট। তাহলে বনী জাযীমার জন্য বিশেষ করে এত বড় সংখ্যা নির্ধারণ করার হেতু কী?

২। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা (যদিও তাদের সকলে নয়) উল্লেখ করেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক জাযীমাকে হত্যার কারণ তাঁর চাচা ফাকাহ ইব্ন মুগীরা হত্যার প্রতিশোধ নেয়া। যাকে বনী জাযীমা জাহেলী যুগে হত্যা করেছিল। কিন্তু এ বিষয়টি শুদ্ধ সনদে সাব্যস্ত হয় না এ বিষয়ের আলোচনা পরবর্তীতে আসবে। এ সম্পর্কিত সবচেয় আশ্চর্য বিষয় আল মুফীদের উক্তি যা তিনি আল-ইরশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে বনী জাযীমার কাছে প্রেরণ করেন সেই সাথে আব্দুর রহমান ইব্ন আউফকেও প্রেরণ করেন শুধুমাত্র তাঁর (খালিদ) ও তাদের মধ্যে জাহেলী যুগের যে বিবাদ ছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে, তা যদি না হত তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই খালিদকে মুসলামনদের নেতৃত্ব প্রদান করতেন না।[২]

---

[১]. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস নং-১৭৩১।

[২]. আল-ইরশাদ: ১/১৩৯।

আমরা জানি না এ উক্তি দ্বারা তার উদ্দেশ্য কী? তা হলে কি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবনী জাযীমাকে হত্যার ইচ্ছা করেছিলেন? আর এ কারণেই তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে তাদের প্রতি অভিযানের আমীর বানিয়েছিলেন যার সাথে তাদের পুরাতন শত্রুতা ও প্রতিশোধস্পৃহা ছিল যাতে তিনি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন!!

তবে কি মানুষের মধ্যকার হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মানদণ্ড ও মূল্যায়নের বিষয়? তাহলে তাদেরই কথা 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে ইসলামের প্রতি আহবানকারী হিসেবে প্রেরণ করেন, যুদ্ধ করার জন্য নয়' সম্পর্কে তাদের অবস্থান কী?। কী করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন মানুষকে আমীর বানালেন যার সাথে উক্ত গোত্রের পুরাতন শত্রুতা ও প্রতিশোধস্পৃহা রয়েছে? আবার এরপরে বলাও হচ্ছে তিনি তাঁকে দাওয়াতদাতা হিসেবে প্রেরণ করেন, যুদ্ধের জন্য নয়। এটি মহানবীর উপর মিথ্যা অভিযোগ এমনটি যদি হয় তবে তিনি কিভাবে আবার খালিদের কাজ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করলেন? তিনি নিজেইতো তাঁকে ঐ গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছেন। অথচ তিনি জানতেন তাঁর ও তাদের মধ্যে পুরাতন শত্রুতা ও প্রতিশোধস্পৃহা ছিল। অতএব আল মুফিকদের গবেষণা অনুযায়ী বনী জাযীমার হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ নয়? মহান আল্লাহ তাঁকে এ জাতীয় বিষয় থেকে রক্ষা করেছেন।

*** প্রাসঙ্গিক সংযোজনঃ-**

ওয়াকেদী তার সনদে আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দিনটিতে (বনী জাযীমার ঘটনার দিন) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আমাদেরকে ভোরে বললেন, যার কাছে বন্দী আছে সে যেন তাকে শেষ করে ফেলে। আমি আমার বন্দীকে পাঠিয়ে দেই এবং খালিদকে বলি আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা আপনি একদিন মৃত্যুবরণ করবেন, আর এ জাতি একটি মুসলিম জাতি। তিনি বললেন, হে আবু কাতাদাহ তাদের ব্যাপারে আপনার কোন জ্ঞান নেই। আবু কাতাদাহ বলেন তখন খালিদ তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রতিশোধস্পৃহার কথা আমাকে খুলে বললেন।[১]

আমাদের মতে, এই বর্ণনাটি যদি সহীহ হয় তবে তা তাদের কথাকেই সমর্থন করে যারা বলেন, খালিদ তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তার চাচা ফাকাহ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বর্ণনাটি শুদ্ধ নয়। কেননা এটি ওয়াকেদীর বর্ণনা, আর ওয়াকেদী সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপরেও বর্ণনাটির সনদ অস্পষ্ট। ওয়াকেদী বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদাহ তার আহল থেকে তারা আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন।

অতএব খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বনী জাযীমার ঘটনা সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনাসমূহের সবগুলোই অশুদ্ধ এর সনদের দুর্বলতা অথবা মতনের অসামাঞ্জস্যতা বা বৈপরিত্যের কারণে। অতএব এর উপর ভিত্তি করে যে সব বিধান বা অবস্থান নির্মিত হয়েছে তা বিবেচনায় আনা যাবে না বা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাবে না। এখন বনী জাযীমার সাথে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সংঘটিত ঘটনার শুদ্ধ বর্ণনা সম্পর্কে আলিমগণের অনুধাবন সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা বাকি রয়েছে।

প্রথম এই সংশয়ের শুরুতে আমরা যে ভূমিকা উল্লেখ করেছি তা উপস্থিতকরণ। কেননা এটি আল্লাহর হুকুমে নিরাপদ অনুধাবনে সাহায্য করবে এবং জ্ঞান ছাড়াই উক্ত বিষয়ে নিরর্থক নিমজ্জিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

দ্বিতীয় আলিমগণের দৃষ্টিতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এ কাজটি ভুল করেছেন। সাহাবীগণের একদল যাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরা এ বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। যেমন আবু হুযায়ফা রাদি আল্লাহু আনহুর মুক্তদাস সালেম, বুখারীতে এ ঘটনার বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ রাদি আল্লাহু আনহুম প্রমূখ।

শাইখুল ইসলাম বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক বনী জাযীমার লোকজন হত্যা করা ও তাদের সম্পদ গ্রহণ করা অকাট্য ভুল ছিল।[২]

ইব্ন আসীর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে বনী জাযীমা গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন যারা বনী আমের ইব্ন লুই

---

[১]. আল-মাগাযী: ৩/৮৮১; জাহাবী, আস্‌সীর: ১/৩৭১।

[২]. মিনহাজুস সুন্নাহ আল নবুবিয়্যাহ: ৫/৯০।

বংশোদ্ভুত ছিল। তিনি তাদের কিছু লোককে হত্যা করেন, যাদেরকে হত্যা করা তাঁর জন্য বৈধ ছিল না।[১]

ইব্ন আব্দুল বার বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে গুমাইসায় (বনী আমের বংশের জাযীমা জলাভূমির একটি) প্রেরণ করেন। তিনি তাদের এমন কয়েকজনকে হত্যা করেন। যাদেরকে হত্যা করা তাঁর জন্য ঠিক হয়নি।[২]

এ জাতীয় অনেক উপকারী বর্ণনা যা থেকে প্রমাণিত হয় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর এ কাজটি ভুল করেছিলেন।

তৃতীয়ঃ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বনী জাযীমার সাথে যা করেছিলেন তা আলিমগণ কিভাবে অনুধাবন করেছেন?

উত্তরঃ তাঁরা বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেননি বরং তিনি বিশ্লেষণপূর্বক ধারণা করেছিলেন তারা অমুসলিম এ বিষয়ে কতিপয় উদ্ধৃতি :

ইমাম ইব্ন হাযম বনী জাযীমাহর হত্যা সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ পূর্বক বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বনী জাযীমাহ কাফির এই বিশ্বাসে ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করেননি । তিনি তাদের আমারা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম তাদের এ বাক্য থেকে বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে অবগত হননি।[৩]

ইব্ন হাজর হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে ঐ গোত্রে অভিযান চালান। তারা বললেন, 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম', 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম'। এ দ্বারা তারা ইচ্ছা করেছিল আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। কিন্তু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদের থেকে ঐ শব্দটি গ্রহণ করেনি। ফলে শব্দের প্রকাশ্য রূপ বিবেচনায় এনে তাদেরকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ খবর পৌঁছালে তিনি তা অপছন্দ করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর এ ইজতিহাদী ভুল ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তার থেকে কোন কাফ্ফারা আদায় করেননি। ইব্ন বাত্তাল বলেন, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, শাসক যদি মিথ্যার ভিত্তিতে বা আলিমগণের মতামতের বিরোধী রায় প্রদান করেন তবে তা পরিত্যাজ্য হবে। তবে তা ইজতিহাদের কারণ হলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশের মতে ক্ষতিপূরন আবশ্যক হবে।[৪]

তিনি অন্যত্র বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এই শব্দের বাহ্যিকরূপ গ্রহণ করেছিলেন, কেননা তাদের ঐ শব্দের অর্থ ছিল আমরা আমাদের স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু স্পষ্টভাবে ইসলামের ঘোষণা না দিয়ে এ শব্দকে যথেষ্ট মনে করেননি। খাত্তাবী বলেন, এটি এ

---

[১]. উসদুল গাবাহঃ ২/১৩৩।
[২]. আল-ইস্তিআবঃ ১/১২৭।
[৩]. আল-মুহাল্লাঃ ১০/৩৬৯।
[৪]. ফাতহুল বারীঃ ৬/৩৪৬, কিতাবুল জিযীয়াহ।

সম্ভব্যতাও বহন করে যে, তারা ইসলাম শব্দটি এড়িয়ে যাওয়ার কারণে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদের উপর ক্ষুব্ধ হন। কেননা তিনি তাদের ব্যাপারে এটাই বুঝেছিলেন যে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য এ শব্দটি উচ্চারণ করছে এবং তারা দ্বীনকে গ্রহণ করেনি। ফলে তিনি তাদেরকে হত্যা করেন।[১]

হালবী বলেন, সন্দেহ নেই যে, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তারা 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম' এ উক্তি করার এবং 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম' না বলার কারণে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন এরূপ নয় বরং এমন বলা যায় যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বুঝেছিলেন যে তারা এরূপ বলছে তুচ্ছজ্ঞান করে। তাদের 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম' উক্তির উদ্দেশ্য অবগত না হয়ে তাদের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের বিষয়ে স্থিরতা অবলম্বন না করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএ কাজকে অপছন্দ করেছেন।[২]

শাইখুল ইসলাম বলেন, একইভাবে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বনী জাযীমাহর অনেককে হত্যা করেন ভুল বিশ্লেষণে।[৩]

ইব্নুল কাইয়্যিম বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বনী জাযীমাহকে তাবিল (ধারণাপ্রসূত বিশ্লেষণ) করে হত্যা করেন।[৪]

এভাবে অনেক উপকারী বর্ণনা যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ঐ গোত্রকে শুধুমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হত্যা করেছিলেন যে, তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেহেতু তিনি তাদের 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম' বুঝেছিলেন যে, শব্দটি দ্বারা তারা ইসলামকে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করছে। কেননা কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে কুরাইশরা তাকে ঠিক ঐ শব্দ দিয়ে 'স্বধর্মত্যাগী' বলে সমাজচ্যুত করত। আর শব্দটি সে ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু নিজের প্রসঙ্গ মনে হয়েছে যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন ইকরামা ইব্ন আবু জাহল বলেন, খালিদ তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। একইভাবে সমামাহ ইব্ন আসাল, উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য সাহাবীর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কৈফিয়ত হল, তিনি উক্ত গোত্রকে দ্রুততার সাথে হত্যা করেছিলেন এটি বুঝার পর যে তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করছে। কেননা তারা স্পষ্টভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেনি। কিন্তু তাদের ঐ শব্দের উদ্দেশ্য উৎঘাটনে ব্রত হননি এবং এ বিষয়ে আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ, ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহুম প্রমুখের থেকে মতামতও গ্রহণ করেননি। এটিই ছিল তার পক্ষ থেকে ত্রুটি। তার এ কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন, নিহতদের রক্তপণ প্রদান করেছেন এবং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা তিনি সেক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদ ছিলেন এবং যা করেছিলেন তা দ্বারা ইসলামের সাহায্য ছাড়া অন্য কিছু ইচ্ছা করেননি।[৫]

---

[১]. পূর্বোক্ত, ৭/৭০৩, কিতাবুল মাগাযী।
[২]. আসসিরাতুল হালবিয়্যাহ: ৩/২১১।
[৩]. মিনহাজুস সুন্নাহ: ৫/৫১৮।
[৪]. সাওয়ায়েকুল মুরসালাহ: ১/৩৭৬।
[৫]. ইবরাহীম কুরাইশী, মারবিয়াতে গাযওয়াহ হুনাইন ওয়া হিসারুত তায়েফ: ১/৮৩।

এ আলোচনা পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলো অসত্য হওয়াকে দৃঢ় করে যেসব বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত গোত্র খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত করিয়েছিল দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। যেখানে কোন সন্দেহ-সংশয় বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না তবুও তিনি জাহেলী যুগের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত তাদের হত্যা করেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তার ইজতিহাদের কারণে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তবে এ ক্ষেত্রে তার ক্ষমা ও ভুল শুদ্ধকরণ এবং ভুলকে প্রতিহত করার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব আমরা বলব, তিনি ঐ কাজটি করে ভুল করেছেন এতদসত্ত্বেও তিনি তার বিশ্লেষণের কারণে ক্ষমাপ্রাপ্ত।

যদি বলা হয়, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যা করার বিষয়ে যদি ক্ষমাযোগ্য হন তবে তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন বললেন "হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে খালিদ যা করেছে তা থেকে মুক্ত?"[১]

উত্তর :

ক) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাজ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। কেননা কাজটি অকাট্য ভুল। কিন্তু তিনি খালিদ রাদি আল্লাহুর তাবিলের কারণে তাঁর থেকে মুক্ত ঘোষণা করেননি। আর এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর কোন হাদ্দ বা দণ্ড কায়েম করেননি।

খাত্তাবী (রহ.) বলেন, ঐ জাতির উক্তি 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম' এর উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার পূর্বেই তাদের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও তাদের বিষয়ে স্থিরতা অবলম্বন না করার করণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাজটি অপছন্দ করেছেন।[২]

তিনি আরও বলেন মুজতাহিদ হওয়ায় খালিদের কাজের জন্য তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান না করে তার কাজ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করার ঘোষণার পিছনে হিকমত হল, যাতে জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একাজের অনুমতি দেননি অথবা এই আশংকায় যে কেউ কেউ বিশ্বাস করতে পারে ঐ কাজটি তাঁরই অনুমতিতে হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তীতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কেউ যাতে এ জাতীয় কাজ করার ক্ষেত্রে তিরস্কৃত হয়।[৩]

শাইখুল ইসলাম বলেন, যখন এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছায় তখন তিনি তাঁর দুহাত আকাশের দিকে উত্তোলন করেন ও বলেন, "হে আল্লাহ খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি তোমার কাছে দায়মুক্ত।" কেননা তিনি আশংকা করেছিলেন যে, তাদের উপর যে শত্রুতামূলক আচরণ করা হয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।[৪]

---

[১]. তারাঈফ ফী মা'রিফাতি মাযাহিবিত তাওয়ায়েফ, ৩৯৫।
[২]. ফাতহুল বারী: ৭/৭০৩।
[৩]. উমদাতুল কারী: ১৬/৪৪০, কিতাবুল আহকাম।
[৪]. মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৪৮৭।

হাফিজ ইব্ন হাজর বলেন, এ থেকে স্পষ্ট হয় কারো কাজ থেকে দায়মুক্ত হলে ঐ কাজের কর্তা গোনাহগার হওয়া আবশ্যক হয় না। তার উপর ক্ষতিপূরণ প্রদান অপরিহার্য হয় না। কেননা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কেউ ভুল করলে তার পাপ তুলে নেয়া হয় যদিও তার কাজটি প্রশংসিত হয় না।[১]

অতএব এ পরিসরে কোন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তাবীলকারীর অক্ষমতা ও সম্পাদিত কাজটি তার পক্ষ থেকে ভুল হওয়ার বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

এ থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ওজর কবুল করেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন তবুও তিনি তার উপর কোন হাদ্দ (শাস্তি) প্রতিষ্ঠা করেননি। যদি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ইচ্ছাকৃত ঐ গোত্রের লোকজন হত্যা করতেন বা তার চাচার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন যেমন উপরিউক্ত অশুদ্ধ বর্ণনাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন তার উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠা না করে শুধু তার কাজের থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা ও নিহতদের রক্তমূল্য প্রদান করলেন?

হাফিজ ইব্ন হাজর বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ইজতিহাদের কারণে তাকে ক্ষমা করেছিলেন বিধায় তাঁকে কোন শাস্তি প্রদান করেননি।[২]

দাওয়ূদী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কাজে কোন শাস্তি প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি। কেননা তিনি ছিলেন তাবীলকারী।[৩]

যদি বলা হয় নিহতের পরিবার কিসাস গ্রহণ না করে শুধুমাত্র রক্তমূল্য (দিয়াত) গ্রহণে সন্তুষ্ট হয়েছেন বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের উপর কোন হাদ্দ কায়েম করেননি।

উত্তরঃ এটি অশুদ্ধ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত পরিবারকে কিসাস, দিয়াত, বা ক্ষমা এ তিনটির যে কোন একটি বাছাই করার স্বাধীনতা দেননি। কারণ এটি ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান। তিনি সরাসরি তাদেরকে রক্তমূল্য বা দিয়াত প্রেরণ করেন। কোন সহীহ বর্ণনায় বর্ণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উক্ত তিনটি কাজের মধ্যে একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছিলেন এ থেকে প্রমাণিত হয় তাদের হত্যাটি ছিল ভুলক্রমে হত্যা। আর যদি কেউ ভুলক্রমে হত্যা করে তবে তার উপর কিসাস আবশ্যক হয় না। যেমনটি ঘটেছে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে।

---

[১]. ফাতহুল বারী: ১৩/২১৮, কিতাবুল আহকাম।
[২]. ফাতহুল বারী: ৬/৩৪৬, কিতাবুল জিযীয়্যাহ।
[৩]. উমদাতুল কারী: ১২/৩১১, কিতাবুল মাগাযী।

খ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনার পর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে নেতৃত্ব থেকে অপসরণ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় তিনি তাঁর ক্ষমাযোগ্য ওজর গ্রহণ করেছিলেন এবং তার অপরাধ মাফ করেছিলেন।

শাইখুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনার পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে তার পদ থেকে অপসরণ করেননি বরং তাঁর নেতৃত্ব ও অগ্রগামিতা বর্তমান ছিল। কেননা নেতা যদি কোন ভুল করে বা কোন পাপে পতিত হয় তবে তাঁর থেকে তাকে ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করা হবে, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে স্বীকৃত থাকবে। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য ছিলেন না বরং তাঁর অনুগত ছিলেন। কিন্তু ফিক্হ ও দ্বীনের ক্ষেত্রে এটি ব্যতীত তার অন্য কোন অবস্থান ছিল না বিধায় তাঁর ক্ষেত্রে এই ঘটনার বিধান উহ্য করা হয়।[১]

[১]. মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৪৮৭।

*** উপসংহার**

যদি বলা হয়, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু নিজেই জানতেন তিনি বনী জাযীমাহর সাথে যা করেছেন তা তার চাচা ফাকাহ ইব্ন মুগীরা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি আব্দুর রহমান ইব্ন আউফের সাথে ঝগড়াও করেছেন। যেমন **ওয়াকেদী** ও তার থেকে **ইব্ন আসাকীর** বর্ণনা করেন আয়াস ইব্ন সালমা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, খালিদ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ফিরে আসেন তখন খালিদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ সমালোচনা করেন এবং বলেন, খালিদ তুমি জাহিলিয়্যাতের একটি ইস্যু ধরে তোমার চাচা হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাদেরকে হত্যা করেছ। আল্লাহ তোমাকেও হত্যা করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিপক্ষে উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাকে সাহায্য করেন। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আমি তাদের থেকে তোমার পিতা হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি। আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি মিথ্যা বলছ। আমি নিজ হাতে আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। তার হত্যার বিষয়ে আমি উসমান ইব্ন আফফান রাদি আল্লাহু আনহুকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করছি। অতঃপর তিনি উসমান রাদি আল্লাহু আনহুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর দোহাই আপনি কি জানেন না আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি? উসমান রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ! হ্যাঁ। অতঃপর আব্দুর রহমান বললেন, তোমার জন্য আফসোস খালিদ! আমি যদি আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা না করতাম তবে জাহেলী যুগে আমার পিতার হত্যার দায়ে তুমি একটি মুসলিম গোত্রকে হত্যা করতে? খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তোমাকে কে বলেছে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে? তিনি বললেন, অভিযানের প্রতিটি সদস্যই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তুমি তাদেরকে এ অবস্থায় পেয়েছ যে তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং ইসলামের স্বীকৃতি দিয়েছে। তারপরও তুমি তাদের উপর তরবারী চালিয়েছ? খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন আমার কাছে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত এসেছিল যেন আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করি। অতএব আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশেই তাদেরকে হত্যা করেছি। আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহু বললেন তুমি রাসূলুল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে খুবই কঠোর হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেন তার উপর রাগান্বিত হলেন। খালিদ আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে যে আচরণ করছেন তা তাঁকে জানানো হল। তখন তিনি বললেন, হে খালিদ! আমার সাহাবীদের ব্যাপার রাখ, যদি কারো নাকে আঘাত করা হয় তবে ঐ ব্যক্তিকেই আঘাত করা হয়। যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ইঞ্চি ইঞ্চি করে আল্লাহর পথে ব্যয় কর তবুও আব্দুর রহমানের জীবনের এক সকাল বা এক সন্ধ্যার সম পরিমাণ পৌঁছাতে পারবে না ।

ওয়াকেদী[১] ও তার সূত্রে **ইব্ন আসাকীর**[২] এ ছাড়াও ইব্ন উমর রাদি আল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, হায়

[১]. মাগাযী: ৩/৮৮০।
[২]. তারীখে দামিশক: ১৮/১৬৯।

আফসোস খালিদ! তুমি জাহেলী যুগের ব্যাপার নিয়ে বনী জাযীমাকে পাকড়াও করেছ? ইসলাম কি তার পূর্বের জাহিলী সব কিছু মুছে দেয় না? তিনি বললেন, হে আবু হাফস! আল্লাহর শপথ! আমি হক ভাবেই তাদের পাকড়াও করেছি। আমি তাদেরকে এক মুশরিক গোত্রের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু তারা তা থেকে বিরত থাকে। আর বিরত থাকার কারণে তাদেরকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমার ছিল না। এজন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী চালাই। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর কেমন লোক তা কি জান? তিনি বললেন, জানি, আল্লাহর শপথ! সৎ ব্যক্তি। তিনি বললেন, তুমি যা বলছ সে তার উল্টাটা জানিয়েছে। সে তোমার সেনাবাহিনীতে অর্ন্তভুক্ত ছিল। তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি এবং তওবা করেছি। উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর ব্যাপারে ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন, আফসোস তোমার জন্য খালিদ! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কছে যাও তিনি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

এর উত্তর

প্রথমতঃ দুটি বর্ণনাই মুহাম্মদ ইব্ন উমর ওয়াকেদীর। তার অবস্থা সকলেরই জানা আছে। অতএব এ দুটি দুর্বল বর্ণনা যার সনদ সহীহ নয়।

দ্বিতীয়তঃ মতনও বুখারীর বর্ণনার বিরোধী। কেননা এ বর্ণনা দুটি থেকে জানা যায় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ঐ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়ার পরও তাদেরকে হত্যা করেন। অথচ তাঁর ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণাও করা যায় না। তা ছাড়া এ বর্ণনায় এসেছে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছেন। একইভাবে তিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যা বলেছেন। অথচ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আল্লাহভীরু ও তাকওয়াবান ছিলেন যার থেকে এ জাতীয় আচরণ প্রকাশ পেতে পারে না।

তৃতীয়তঃ বর্ণিত আছে এই ঘটনা নিয়ে খালিদ ও আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বির্তক হয়। সার্বিক দৃষ্টিতে যেসব বর্ণনার সূত্র গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম আহমদ তার মুসনাদে আনাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, খালিদ ও আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহুমার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, ঐ সব দিন নিয়ে আপনি আমার সাথে দীর্ঘ বাদানুবাদ করেছেন। আমি জেনেছি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন তিনি বলেছেন আমার সাহাবীদের বিষয় আমার উপর ছেড়ে দাও। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি উহুদ পাহাড় অথবা পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় কর তুবও তাদের আমলের সমান পৌঁছাতে পারবে না।[১]

তাবরানী আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা থেকে বর্ণনা করেন আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে নালিশ করেন। তখন তিনি বললেন হে খালিদ! বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দিও না। তুমি যদি উহুদ পাহাড়

[১]. মুসনাদ: ৩/২৬৬; হাইসামী, আল মাজমা: ১০/১৫; ইমাম মুসলিম আবু সাঈদ খুদুরী রাদি আল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: ৭/১১৮, কিতাবু ফাযাঈলুস সাহাবা।

সমান স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় কর তবুও তার সৎ আমলের নাগাল পাবে না। তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, সেই আমার উপর চড়াও হয়েছে; আমি তার উত্তর দিয়েছি মাত্র। তিনি বললেন, খালিদকে কষ্ট দিওনা। কেননা সে আল্লাহর তারবারীসমূহের একটি যাকে আল্লাহ কাফিরদের উপর (বিজয়ের জন্য) গেঁথে দিয়েছেন।[১]

এসব বর্ণনা প্রমাণ বহন করে যে, খালিদ ইবন ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান ইবন আওফের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও তর্কবিতর্ক হয় কিন্তু এ কথা কোন জাতীয় তা বর্ণিত হয়নি। সম্ভবত বনী জাযীমা গোত্রেকে হত্যার বিষয় আব্দুর রহমান ইবন আউফ অপছন্দ করেছিলেন। যেমনটি ইব্ন উমর ও আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালেম থেকেও প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর চাচা ফাকাহের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ও বিষয়টি তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি জ্ঞাপনের অপবাদ সংক্রান্ত বর্ণনা নিতান্তই দুর্বল। যা বিবেচনায় আনা যায় না এবং তা দ্বারা কোন দলিল প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না।

চতুর্থতঃ বর্ণনা যদি শুদ্ধ হয়ও তবে বিষয়টি এমন যে, খালিদ ও আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহুমার মধ্যে সংগঠিত ঝগড়া ও কথা কাটাকাটির সময়ে ঐ প্রসংগটি আসতে পারে কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি।

হাফিজ ইব্ন কাসির খালিদ ও আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যকার কথা কাটাকাটির বিষয়ের উপর মন্তব্য করে বলেন, এ কারণে খালিদ আব্দুর রহমানকে বললেন, আমি আপনার পিতা হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি যেহেতু বনী জাযীমাহ তাকে হত্যা করেছিল। তিনি উত্তরে জানালেন তিনি নিজেই তাঁর পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেছেন এবং তাঁর বিষয়টি এভাবে প্রত্যাখান করলেন যে, তিনি মূলত তার চাচা ফাকাহ ইব্ন মুগীরার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন। যেহেতু তারা তাকে হত্যা করে ও তার সম্পদ লুণ্ঠন করে। **তাঁরা উভয়েই এমন ধারণা করেছিলেন যে, তাঁরা শুধুমাত্র তর্ক বা ঝগড়ার খাতিরে এমন বলছেন আদৌ এ থেকে তাঁদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই।** খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় চেয়েছিলেন। যদিও তিনি ঐ কাজটি ভুল করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তারা 'আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম' উক্তি দ্বারা ইসলামকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে। তিনি বুঝেননি যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এজন্য তাদের অনেককে হত্যা করে ও অন্যদের

---

[১]. তারবানী, আস্‌সগীর: ১/৩৪৮; আল-কবীর ৪/১০৪; বাযযার, আল বাহরুয যুখার: ৮/২৯৩; হায়সামী, আল মাজমা: ৯/৩৪৯।

গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী: শায়খ সোলায়মান আলওয়ান বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান কর তবুও তাদের আমালের এক বা অর্ধ মুঠ পর্যন্ত পৌছাতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেন খালিদ ও আব্দুর রহমান ইব্ন আউফের মধ্যে সামান্য বিবাদ ছিল। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে গালি দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার সাহাবীদের গালি দিও না .....। অতিরিক্ত অংশটুকু হাদীস বর্ণনার কারণে উল্লেখ নেই। হাদীসটি আমাশ থেকে সুফিয়ান সাওরী, শুবা, অকীই, আবু মুআবিয়া ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তাঁরাই আমাশের হাদীসের সর্বোৎকৃষ্ট রক্ষক ও হিফাজতকারী। তাঁরা কেউ এই বর্ধিত অংশ বর্ণনা করেননি, শুধুমাত্র জারীর এ বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। ইব্ন মাজাহ (১৬১) মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ থেকে তিনি জারির থেকে বর্ধিত অংশ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী এই বর্ধিত অংশ উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম আমাশের এ বর্ণনা উদ্ধৃতি করে বলেন শুবা ও আকীই এর বর্ণনায় আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের নাম উল্লেখ নেই, ৪/১৯৬৮; আর এটিই সঠিক। দ্রষ্টব্য- ইস্তি নফার লিজ্জাব আনিস সাহাবাতিল আখয়ার, পৃ- ৭।

বন্দী করে এবং বন্দীদের অধিকাংশকে হত্যাও করে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দিয়ে বহাল রাখেন। যদিও তিনি তার কাজ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেন এবং তাদের রক্ত ও সম্পদের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল ভুলক্রমে সংগঠিত অপরাধ হিসেবে শুধুমাত্র তার দিয়াত আদায় করেন।[১]

[১]. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৪/৩৬১।

দ্বিতীয় সংশয়ঃ-

মালিক ইব্ন নুঅইরার সাথে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ঘটনা, তাকে হত্যা ও তার স্ত্রীকে বিবাহ করা প্রসংগে

এই সংশয়ের সারসংক্ষেপ এমন যে, মালিক ইব্ন নুঅইরা মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করেন। তিনি তাকে তার গোত্রের যাকাত উত্তোলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অতঃপর যখন রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফাতের দায়িত্বে রত হন তখন মালিক ইব্ন নুঅইরিয়ার পক্ষে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বন্ধ করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। কেননা মালিক আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে খিলাফাতের উপযুক্ত মনে করেননি। কারণ সে সময় খিলাফাতের যোগ্য ছিলেন আলী রাদি আল্লাহু আনহু। অবশেষে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে মালিক ইব্ন নুঅইরার এ কাজটি ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুতি বিবেচনা করা হল। ফলে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে মালিকের কাছে প্রেরণ করে তাকে অন্যায় ও শত্রুতামূলক হত্যা করেন এবং তার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে খালিদ ইদ্দত পালন ছাড়াই ঐ রাতেই তাকে বিবাহ করেন।

আবু কাতাদাহ, উমর রাদি আল্লাহু আনহুসহ সকলেই তার এ কাজকে এ হিসেবে প্রত্যাখান করেছিলেন যে, তিনি একজন মুসলিমকে হত্যা করেছেন এবং তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছেন। অতএব তার উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কিন্তু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তা থেকে বিরত থাকেন এবং তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করেন এই যুক্তিতে যে, তিনি তাবীল করেছেন ভুল করে ফেলেছেন। তাছাড়া তিনি আল্লাহর তরবারী যাকে আল্লাহ কাফিরদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন। অতএব তিনি যাই করুন না কেন তা যুদ্ধের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

এ হলো এ সংশয়ের সারসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এটি খালিদ ও আবুবকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুমার দ্বীনদারিতার ব্যাপারে মারাত্মাক অভিযোগ।

এ সংশয়ের বিষয় ও তা প্রত্যাখানের ব্যাপারে আলোচনা একটু দীর্ঘায়িত হবে। কারণ এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা ও আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে পাঠক যেন এ বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট হন এবং একটি উপকারী ফলাফল পেতে পারেন। এ সংশয়টি নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে বিভক্ত হবে:

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যাকাত প্রদান না করার বিধান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর যাকাত প্রদানের ব্যাপারে মালিক ইব্ন নুঅইরার অবস্থান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ মালিক ইব্ন নুঅইরা কর্তৃক যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার কারণ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ মালিক ইব্ন নুঅইরার অবস্থা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর ধর্মচ্যুত হয়েছিলেন কিনা?

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ মালিক ইব্ন নুঅইরাকে কেন হত্যা করেন এবং এ বিষয়ক বর্ণনাসমূহ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ মালিক ইব্ন নুঅইরার স্ত্রীর ব্যাপারে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান।

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু হত্যা ও বিবাহের ক্ষেত্রে যা করেছিলেন তার বিধান।

মহান আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য কামনা করে আমরা বলতে পারি,

এই বিষয়ে অতীত ও বর্তমানে অনেক আলোচনা হয়েছে এমনকি এটি সম্মানিত সাহাবী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিযোগে পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ মূলনীতির আলোকে এর বিশ্লেষণ এবং সব ধরণের গোড়ামি, কঠোরতা, শিথিলিতা পরিত্যাগ করে গবেষণামূলক অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই, এ বিষয়ে অনেক মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, অপবাদ অসত্য, ধারণাপ্রসূত বিষয় গ্রহণ, দুর্নাম ও রটনা পতিত হয়েছে।

এ পরিসরে এমন অনেক অবস্থান বা ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে যা মূলত প্রবৃত্তির খোরাক হিসেবে অসত্য বর্ণনা ও ধ্বংসাত্মক উপকরণে তৈরী হয়েছে। এজন্য আমরা বলব, যে ব্যক্তি তার দ্বীনের কল্যাণ ন্যায় ও জ্ঞান ভিত্তিক কথায় আগ্রহী তার উচিত নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মানবগণের সাথে সংশ্লিষ্ট এজাতীয় বিষয়ে আবশ্যই গবেষণামূলক বিশ্লেষণ করবেন, নতুবা যে ব্যক্তি মিথ্যা বানোয়াট ভিত্তিহীন সন্দেহপূর্ণ কল্পকাহিনী বা বর্ণনার ভিত্তিতে সম্মানিত সাহাবীর বিপক্ষে অসত্য অবস্থান তৈরি অবশ্যই প্রথমত নিজের উপর ও দ্বিতীয়ত অন্যের উপর এক প্রচন্ড জুলম ও শত্রুতা।

এই সংশয়ের অর্ন্তভুক্ত অনুচ্ছেদসমূহঃ-

*** প্রথম অনুচ্ছেদঃ**

যাকাত প্রদান না করার বিধান

ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থের পাঠক দেখতে পাবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আরবের অনেক এলাকার লোকজন ধর্মত্যাগী হয়ে যেতে লাগে। এমনকি ইব্ন ইসহাক যারা ধর্মত্যাগ করেনি তাদেরকে মক্কা ও মদীনার মধ্যে সীমিত করেছেন। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে মক্কা ও মদীনা ছাড়া সমস্ত আরব ধর্মত্যাগ করেছিল।[১] সাইয়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ধর্মত্যাগীরা কয়েক শ্রেণীর ছিল :

তাদের কেউ কেউ ভণ্ডনবী মুসাইলামতুল কাজ্জাব, আসওয়াদ উনাসী, তুলাইহা আসাদী, সুজাহ প্রমূখের অনুসরণ করেছিলেন তাদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত সাহাবী তাদের কুফরী ও ধর্মত্যাগের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

তাদের কেউ কেউ ইসলামী শরীআতের কিছু কিছু বিষয় যেমন সালাত, যাকাত, বা অন্য কোন বিষয় অস্বীকার করে তারা জাহিলী যুগে যেমন ছিল তেমন হয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও সাহাবীগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য হয়নি যে তারাও ধর্মত্যাগী। তাদের কেউ কেউ নামায ও যাকাতের বিধানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। তারা নামায আদায়ের অপরিহার্যতার স্বীকৃতি প্রদান করত কিন্তু যাকাত প্রদান ও মুসলিম শাসকের হাতে তা অর্পনের অপরিহার্যতা অস্বীকার করতো। এ বিষয়ে তারা এ যুক্তি প্রর্দশনও করত যে, মহান আল্লাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তিনি তাঁর মাধ্যমে যাকাতদাতাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। অতএব এ বিধান তাঁর ইন্তিকালের পরে যে শাসক হবেন তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তুমি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং তাদেরকে পরিশোধিত করবে। আর তুমি তাদের জন্য দুআ কর, নি:সন্দেহে তোমার দুআ তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।[২] এ শ্রেণীর মানুষের বিধানের বিষয়ে সাহাবাগণের সাথে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর মতভেদ সৃষ্টি হয়। সাহাবীগণ তাঁকে যুক্তি প্রদর্শন করেন, আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। যারা ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সালাত আদায় করে? তখন তিনি তাদের কথা খণ্ডন করেন তার সেই বিখ্যাত উক্তি দ্বারা, "আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি

---

[১]. আল-বিদাআহ ওয়ান্ নিহায়াহ: ৬/৩১২।

[২]. সূরা আত্তাওবা: ১০৩।

সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি যাকাতের ছাগীর রশিটি দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রদান করত তবে আমি তা থেকে বিরত থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ শপথ! এটি আল্লাহ আবু বকরের বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন এছাড়া অন্য কিছু নয়। তখনই আমি বুঝলাম তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।[১] এ থেকে জানা গেল সাহাবীগণ শেষ পর্যায়ে যাকাত দানে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। চাই তারা যাকাতের অপরিহার্যতা অস্বীকার বশত বা অন্য যে কোন কারণে যাকাত প্রদান না করুক। আর এসব কিছুকেই ধর্মত্যাগ হিসেবে নামকরণ করা হয়।

শাইখুল ইসলাম (রহ.) বলেন, সাহাবীগণ বলেননি তুমি যাকাতের অপরিহার্যতার স্বীকৃতি প্রদান কর নাকি তা অস্বীকার কর? সাহাবী বা খলীফাগণ থেকে এমনটি জানা যায় না বরং সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু উমর রাদি আল্লাহু আনহকে বললেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি ছাগীর বাচ্চা বা এর রশি যা তারা রাসূলুল্লাহর আমলে প্রদান করত তা দিতে অস্বীকার করে বা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে তবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এখানে শুধুমাত্র যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে যে যাকাত প্রদান করবে না, তার বিরুদ্ধে নয় যে তা অস্বীকার করবে। বর্ণিত আছে কোন কোন গোত্র যাকাত প্রদানের অপরিহার্যতা স্বীকার করত কিন্তু তা প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃপণতা অবলম্বন করত। এছাড়াও প্রত্যেক খলীফাই এ বিষয়ে একই নীতিমালা অবলম্বন করেছেন। আর তা হল তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করা, অবশিষ্টদের বন্দী করা, তাদের সম্পদ গনীমত হিসেবে ব্যবহার করা, তাদের নিহতদের জাহান্নামী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করা। তারা এ শ্রেণীর সকলকে ধর্মত্যাগী হিসেবে নামকরণ করেছেন। তাঁদের নিকট বরং এটাও আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর অনুপম মর্যাদা যে, মহান আল্লাহ তাঁকে ঐ সব ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দৃঢ়পদ করেছিলেন। অন্যথা যারা এ বিষয়ে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন তিনি তাদের মত বিরত থাকেননি। বরং তিনি তাদের কাছে যুক্তি পেশ করেছেন। ফলে তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন।[২]

তিনি আরও বলেন, এককথায় সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু যাদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও তাঁর আনীত বিধানের স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। এ কারণেই তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী।[৩]

এ বিষয়ের বিশ্লেষণের স্থান এটি নয়। কিন্তু এ আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য এতটুকুই যে, ধর্মত্যাগীরা কয়েক শ্রেণীর ছিল যাদের মধ্যে এক শ্রেণী যারা যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত ছিল। এদের প্রসংঙ্গে সাহাবীগণ প্রথমে মতভেদ করলেও শেষে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য হওয়ার বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছিলেন।

---

[১]. বুখারী, হাদীস নং- ১৩৩৫, কিতাবুয যাকাত; মুসলিম, হাদীস নং-২০, কিতাবুল ঈমান।

[২]. আদ্ দারারুস সুন্নাহ ফীল আজুবাতিন নাজিদীয়াহ: ৭/৪১৮।

[৩]. মিনহাজুস সুন্নাহ আন নবুবিয়্যাহ: ৪/৫০১।

আলিমগণের দৃষ্টিতে এটিই এ বিষয়ের বিধান। এক্ষেত্রে তাঁরা মতভেদ করেছেন বা এ ঐক্যমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন মর্মে কোন স্পষ্ট ও সহীহ বর্ণনা নেই। বরং সাহাবীগণ বিশেষত খলীফা রাশেদ আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে যারা বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন তাদের গ্রন্থাবলিতে এমন বিধান বর্ণিত হয়েছে যা ঐ সময়ের সাহাবীগণ যা করেছিলেন তা সমর্থন করে। উদাহরণ স্বরূপ :

'মান লা ইয়াহদুরুহুল ফকীহ" গ্রন্থে এসেছে আবু আবদুল্লাহ আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকাত এক কীরাত পরিমাণ হলেও যে ব্যক্তি তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে **সে মুমিনও নয় মুসলিমও নয়**। এটি আল্লাহর বাণী:

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

"যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।" (সূরা আল-মুমিনুন: ৯৯-১০০)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের নামায কবুল হবে না।

আবান ইব্ন তাগলুব তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, দুধরণের রক্ত ইসলামে আল্লাহর পক্ষ থেকে হালাল, এ দুটির বিষয়ে কেউ কোন বিরোধ করেননি। এমনকি মহান আল্লাহ আমাদের আহলে বাইতের কায়েমকে (সর্বোচ্চ নেতৃত্বে) প্রেরণ করলেন। আল্লাহ যখন তাঁকে প্রেরণ করলেন তিনি এ বিষয়ে ফয়সালা করলেন যে, শাস্তির উপযুক্ত যিনাকারীকে প্রস্তাব নিক্ষেপ করতে হবে এবং **যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর মাথা বিচ্ছিন্ন করতে হবে**।[১]

যাকাত প্রদান থেকে যে বিরত থাকে সে কুফরীতে পতিত হয় মর্মে অসংখ্য স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সেখানে যাকাত অস্বীকার করা বা না করা এবং তা প্রদান থেকে বিরত থাকাকে আলাদা করা হয়নি। বরং তার সাথে যুদ্ধ ও তাকে হত্যা করার অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে।

অতএব আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর বিরুদ্ধে যা করেছিলেন সে ব্যাপারের শুদ্ধতা কেন অস্বীকার করা হয়? তাদের সাথী হয়ে যারা তার খিলাফাত ও তিনি যাকাত প্রদান থেকে যারা বিরত ছিল তাদের বিরুদ্ধে যা করেছিল সে বিষয়ে অপবাদ প্রদানকারী। যদিও এ বিষয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডের সমর্থনকারী স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে?

এ ছাড়া এর কোন উত্তর নেই যে, এসব অভিযোগ একটি গোড়ামী ও প্রবৃত্তির খায়েশ যা তার অধিকারীকে পরিচালত কবে।

[১]. ২/৯-১০, বাবু মা জাআ ফী মানিউয যাকাত; মুনতাহাত তলব: ১/৪৭১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ-

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যাকাত প্রদানের ব্যাপারে মালিক ইব্ন নুঅইরার অবস্থান

ইতিহাস গ্রন্থ ও পক্ষ-বিপক্ষের যারাই রিদ্দার যুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন তাদের লিখনীর পাঠক দেখতে পাবেন মালিক ইব্ন নুঅইরা ও তার গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার বিষয়টি যে প্রকৃতই ঘটেছিল সে ব্যাপারে উভয়পক্ষ একমত। যদিও যাকাত প্রদান না করার কারণ ও এর অনুষঙ্গ বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সে বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। তবে যাকাত না দেওয়ার বিষয়টি প্রকৃতই ঘটেছিল যা সন্দেহাতীত। রিদ্দার যুদ্ধ নিয়ে যারা খালিদ ও আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুমার উপর অভিযোগ উত্থাপন করেন তারাও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কিত নির্দেশক কয়েকটি উদ্ধৃতি:-

নাজফী যাকাত প্রদান থেকে যে বিরত থাকে তার বিধান, তাকে হত্যার বৈধতা ও সে মুরতাদ কিনা সে বিষয় বর্ণনা পূর্বক বলেন, প্রথম শ্রেণী (অর্থাৎ বৈধ মনে না করে যারা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে তারা) আকাট্যভাবে মুরতাদ নয়। এটি সাধারণ জনগণের (এ দ্বারা তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতকে উদ্দেশ্যে করেছেন) মতের বিরোধী। তারা এদেরকেও মুরতাদ হিসেবে নামকরণ করেছেন এমনকি আবু বকর যাকাত প্রদান থেকে বিরত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ফলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে (তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ) প্রেরণ করেন। তিনি তাদের পুরুষদের হত্যা করেন, তাদের নারীদের বন্দী করেন এবং **মালিক** ইব্ন নুঅইরার স্ত্রীর সাথে ঐ রাতেই বিবাহ করেন..... ।[১]

উদ্ধৃতিটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যাকাত প্রদানে যারা বিরত ছিলেন মালিক ইব্ন নুঅইরা তাদেরই একজন।

"সফীনাতুন নাজাত" গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটি সহীহ হবে না যে, যাকাত প্রদান থেকে বিরত যেসব ব্যক্তিকে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ হত্যা করেছিল, তাদের নারীদের বন্দী করেছিল, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল এবং হত্যার রাতেই **মালিক ইব্ন নুঅইরার** স্ত্রীকে বিবাহ করেছিল .....তাদের ক্ষেত্রে এ বিধান আরোপ করব।[২]

"আল কুনী ওয়াল আলকাব" গ্রন্থে রয়েছে, এ স্থানে তার (খালিদের) বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা সম্ভব না তবুও আমি দুটি ঘটনা প্রতি ইঙ্গিত করব। প্রথম....

দ্বিতীয়, ইব্ন শাহনাহ হানফী তার 'রওজাতুন নাজের' গ্রন্থে বলেন, আবু বকরের আমলে বনী ইয়ারবু যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে যাদের প্রধান ছিল, **মালিক ইব্ন নুঅইরা**.....অতঃপর

---

[১]. জাওয়াহিরুল কালাম: ২১/৩৪৩।

[২]. সারাবী, সাফীনাতুন নাজাত, পৃষ্ঠা- ৩০২।

আবু বকর খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন। মালিক বলল, আমরা নামায আদায় করি যাকাত প্রদান করি না .....।[১]

"শরহে ইহকাকুল হক" গ্রন্থে মালিক ইব্ন নুঅইরার জীবনীতে বলা হয়েছে, প্রথম যুগে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্বিপাক সম্পর্কে আমি বলব, তার হত্যাকাণ্ড এবং তার পরিবার ও স্ত্রীর সাথে যা করা হয়েছিল তা প্রথম পুরুষের (খলীফা) কর্মচারীদের হাতে **যাকাত প্রদান থেকে বিরত** থাকার কারণে।[২] আমাদের বিশ্বাস এ জাতীয় বর্ণনাসমূহ এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া এটি সিদ্দীক বা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুমার পক্ষ থেকে সৃষ্ট নয় বরং এটি বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি স্বরূপ।

এর ভিত্তিতে আমরা যদি এই বিষয়টিকে পূর্বের বিষয় তথা যাকাত প্রদানে বিরত থাকার বিধানের সাথে সংযুক্ত করি তবে দেখতে পাব, মালিক ইব্ন নুঅইরা হত্যা ও মস্তক বিচ্ছিন্নের উপযুক্ত একজন, সে মুমিনও নয়, মুসলিমও নয়। তাহলে কেন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করা হয় এবং তাঁর কাজকে অপরাধ বলা হয়?

তবে মালিক ইব্ন নুঅইরা হত্যার বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা এ সংক্টটপূর্ণ অবস্থান থেকে যুক্তি বের করেছেন যে, মালিক ইব্ন নুঅইরা একটি বিশেষ কারণে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। যে কারণ ও মতের প্রেক্ষিতে তাকে হত্যা করা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য বৈধ ছিল না।

তারা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার উক্ত কারণটি মালিক ইব্ন নুঅইরার জন্য ওজর হিসেবে দেখেন। এমনকি এ কাজকে সঠিক হিসেবে মূল্যায়ন করে তার স্বীকৃতি প্রদান করেন। আর তার বিরোধীদের কাজে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন ও তা অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেন। এ কারণটি পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

মালিক ইব্ন নুঅইরা কর্তৃক যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং যাকাতের উট তাড়িয়ে দেওয়ার কারণে তাকে তাড়িতকারী হিসেবে নামকরণ ও যাকাতের সম্পদ তার গোত্রের মধ্যে বণ্টন করা সম্পর্কে আলিমগণের বর্ণনা ও আলোচনা এত বেশি ও প্রসিদ্ধ যে তা পুনারায় উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চান তিনি এ সংক্রান্ত কিছু ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন। যাতে এ বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।[৩]

---

[১]. আব্বাস আল কুম্মী, আল কুনী ওয়াল আলকাব: ১/৪১-৪২।

[২]. শরহে ইহকাকুল হক: ৩/২২২, পাদটিকা। প্রথম পুরুষ বলতে আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শব্দটি তাঁকে অপদস্ত ও খাট করার উদ্দেশ্যে বলা হলেও মহান আল্লাহ শব্দটি দ্বারা তাঁর প্রশংসা ও সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। কেননা এ দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সম্মান, মর্যাদা, ভালবাসা ও খিলাফাতের দিক থেকে তিনিই ছিলেন প্রথম।

[৩]. উদাহরণ স্বরূপ দেখতে পারেন:

- ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬/৩২২।
- তারীখ ইব্ন খালদুন: ২/৭৩।
- ইব্ন খুলকান, ওয়াফিয়াতুল আইয়ান: ৬/১৩-১৪।
- ইব্ন হাজর, আল-ইসাবাহ : ৫/৫৬০।

অতিরিক্ত সংযোজনীসমূহ

সংযোজনী -১

শাজান ইব্ন জিবরাঈল তার "আল ফাদাঈল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে মালিক ইব্ন নুঅইরা হত্যার নির্দেশ দেন একটি বিশেষ কারণে যা একটু পরেই আলোচিত হবে এবং তিনি মানুষের সামনে প্রকাশ করেন যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, ধর্মত্যাগ ও যাকাত প্রদান না করার কারণে।[১]

আমরা বলব, এ বিষয়টি ইতিপূর্বে বর্ণিত পক্ষ-বিপক্ষের তথ্যগ্রন্থসমূহের এ বর্ণনার বিরোধী যে, মালিক ইব্ন নুঅইরা প্রকৃতই যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিল, এটি কোন অভিযোগ বা তার বিরুদ্ধে অপবাদ নয়।

সংযোজনী- ২

শরীফ আল-মুরতাজা তার "আল-শাফী" গ্রন্থে মালিক ইব্ন নুঅইরার ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম তবারীর উদ্ধৃতি বর্ণনা করে বলেন, জীবনচরিত রচয়িতাদের একদলের মতে এবং যা তাবারী তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মালিক তার গোত্রকে যাকাত প্রদান থেকে বিরত হওয়ার জন্য একত্রিত হওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন।[২]

ইমাম তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতির[৩] প্রতি প্রত্যার্বতন করলে আমরা দেখতে পাই তিনি বলেন, মালিক তার গোত্রকে একত্রিত হওয়া থেকে নিষেধ করেন। এখানে যাকাত প্রদান থেকে বিরত হওয়ার জন্য শব্দটি উল্লেখ নেই। বরং এ অংশটি শরীফ মুরতাজা তার গ্রন্থে বৃদ্ধি করেছেন। মালিক ইব্ন নুঅইরা যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিলেন না এ দাবি প্রমাণের জন্য অন্যের বর্ণনা উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে এ এক চরম বিকৃতি যা অর্থের বিকৃতি সাধন করে এবং সৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ পথ অবলম্বন করেন না।

শরীফ আল-মুরতাজার উক্তি প্রতিহত করে **ইব্ন আবু হাদীদ** বলেন, তার অর্থাৎ শরীফ মুরতাজার উক্তি "মালিক তার গোত্রের লোকজনকে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য একত্রিত হওয়া থেকে নিষেধ করেন" এ ধরনের কোন উদ্ধৃতি নেই। বরং উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তার গোত্রের লোকজনকে এক স্থানে সমবেত হতে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পানির কাছে বিচ্ছিন্ন থাকার নির্দেশ দেন। তাবারী এটিই উল্লেখ করেছেন। যাকাত প্রদান থেকে বিরত হওয়ার জন্য একত্রিত হওয়া থেকে নিষেধ করার বিষয় উল্লেখ করেননি।[৪]

"আল-আইয়ান" গ্রন্থের বিশ্লেষক বলেন, আমি শুনেছি আশ্‌শাফী গ্রন্থে বর্ণিত যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য একত্রিত হওয়া থেকে নিষেধ মর্মে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু তাবারীতে এমনটি উল্লেখ

---

১. আল-ফাদাঈল, পৃ-৭৫-৭৬; নুরুল্লাহ তাসতারী, আস্‌সাওয়ারিমুল মাহরাকাহ, পৃ:৮৪।
২. শরীফ আল-মুরতাজা, আশ্‌শাফী: ৪/১৬৪।
৩. তারীখে তাবারী: ৩/২৭৭।
৪. শর্‌হ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১২৪।

নেই। সম্ভবতঃ মুরতাজা এ থেকে বুঝেছেন এখানে সমবেত হওয়া অর্থ যাকাত প্রদান থেকে বিরত হওয়া। কিন্তু সঠিক হল তিনি তাদেরকে একস্থানে সমাবেত হওয়া থেকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের সম্পদের কাছে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে বলেন, যাতে পাপাচারী সৈন্যরা তাদেরকে দেখলে একত্রিত হয়েছে বলে ধারণা করতে না পারে।[১]

সংযোজনী -৩

শরীফ আল-মুরতাজা উল্লেখ করেছেন, সালাত আদায় ও তার স্বীকৃতি প্রদান ও যাকাত অস্বীকার করা একাজ দুটি একত্রে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব কিভাবে মালিক ও তার গোত্র সালাতের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি যাকাত অস্বীকার করল?

শরীফ মুরতাজা বলেন, আমাদের বিরোধীরা কিভাবে মালিক ও তার সাথীদের ব্যাপারে এ দাবি করেন যে, তারা নামায আদায়ের সাথে সাথে যাকাতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন? অথচ এ দুটি একই রশিতে বাধা? কেননা অপরিহার্য জ্ঞান এ দাবি রাখে যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীন ও শরীয়াতে একই সূত্রে গাঁথা। অতএব আমরা যা উল্লেখ করলাম এর কারণে মালিককে ধর্মত্যাগের সাথে সংশ্লিষ্ট করা মূলনীতির কাদর্যতা এবং আলাইহিস সালামের দ্বীনে যাকাত একটি জরুরী বিষয় হওয়া সম্পর্কে যে সব নীতি রয়েছে যেসব বিষয়ে সন্দেহ ছাড়া কিছু নয়।[২]

ইব্ন আবু হাদীদ এই উক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, মুরতাজা কি তাদের বিষয়ে আশ্চর্যন্বিত হয়েছে যারা নামায আদায় করত ও যাকাত প্রদানে বিরোধিতা করত? সে এ দাবিও করেছে যে, এটি অসম্ভব ও অশুদ্ধ। তার ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে সে কিভাবে এর বাস্তবতা অস্বীকার করে ও কিভাবে এর সম্ভাব্যতাও অস্বীকার করে?

সম্ভাব্যতা এ কারণে যে, কুরআনের অনেক স্থানে এ ইবাদাত দুটিকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এ ছাড়া অন্য কোন সংযোগ নেই। অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তাদের উভয়কে একত্রিত করা অপরিহার্য নয়। অথবা তার উক্তি, মানুষ দ্বীন ইসলামে যাকাত অপরিহার্যভাবে আবশ্যক হওয়াটা জানে, একইভাবে তারা দ্বীন ইসলামের সালাত অপরিহার্যভাবে আবশ্যক হওয়া বিষয়ও জানে। এতদসত্ত্বেও যে সংশয় তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তার ভিত্তিতে যাকাতের অপরিহার্যতা পতিত হওয়ার বিশ্বাস তাদের মধ্যে জন্ম নেয়া অসম্ভব হয় না। তারা বলেন, মহান আল্লাহ তার রাসূলকে বলেছেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর, তুমি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং তাদেরকে পরিশোধিত করবে। আর তুমি তাদের জন্য দুআ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দুআ তাদের জন্য সান্ত্বনা

[১]. মুহসিন আমীন, আল আইয়ান: ১/৪৩২, পাদটিকা নং-১।
[২]. আশ্‌শাফী ফীল ইমামাত: ৪/১৬৩।

স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।" (সূরা আত্তাওবা: ১০৩) তারা বলেন, ফরজ যাকাতকে এ অবস্থার সাথে যুক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ থেকে যাকাত গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, তিনি তাদের থেকে যাকাত আদায়ের পর তাদের জন্য সালাত (দুআ) করবেন। যা তাদের প্রশান্তি হবে। তারা বলেন, এ এমন এক বৈশিষ্ট্য যা তিনি ছাড়া অন্য কারও মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ..... অতএব তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে আমাদের যাকাত প্রদান অপরিহার্য নয়।

এই সন্দেহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনে যাকাত এক আবশ্যক বিষয় হওয়াকে দূরে ঠেলে দেয় না। কেননা তারা এর আবশ্যকতাকে অস্বীকার করেনি। বরং তারা বলেছিল এটি একটি শর্তযুক্ত ওয়াজিব। শর্তযুক্ত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি আবশ্যকভাবে জানা যায় না। বরং তা তাবীল ও বিশ্লেষণে জানা যায়। অতএব স্পষ্ট হয় যে, তিনি যে প্রয়োজনের কথা বলেছেন তা এ নির্দেশক নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর কারও পক্ষে যাকাতের অপরিহার্যতা অস্বীকার করা সম্ভব নয়.....।[১]

[১]. শর্হ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১২৯।

*** তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ**

মালিক ইব্ন নুঅইরা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার কারণ

নিরপেক্ষ সত্যান্বেষী ব্যক্তির নিকট পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের সাক্ষ্য প্রামণের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয় যে, মালিক ইব্ন নুঅইরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। তবে মালিকের পক্ষাবলম্বনকারীরা তার পক্ষ থেকে এর কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন যাতে তারা যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে তাকে হত্যার অপরিহার্যতা এবং ঈমান ও ইসলাম শুন্য হওয়ার বিধানের পর্যায় থেকে মালিককে বের করে আনতে পারে, যেমনটি কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

এই অধ্যায়ে আমরা তাদের দৃষ্টিতে যে সব কারণ মালিক ইব্ন নুঅইরাকে যাকাত প্রদান থেকে বিরত রেখেছিল তা উল্লেখ করব। এ বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, মালিকের পক্ষালম্বনকারীরা মালিক কর্তৃক যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার একমাত্র কারণ মনে করেন তার বিশ্বাসে আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতের অযোগ্যতা ও আইনগত খলীফা আলী ইব্ন আবু তালিব থেকে খিলাফাত জবরদখলকেই। ফলতঃ কোন ক্রমেই মানুষের যাকাতের অর্থ গ্রহণের কোন অধিকার তার নেই।

সম্মানিত পাঠক! আপনার খিদমাতে এ সংক্রান্ত কতিপয় বর্ণনা উপস্থাপন করা হল :-

নাজফী মালিক ও তার গোত্রের লোকজনকে হত্যার উদ্দেশ্যে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে প্রেরণের উল্লেখ পূর্বক বলেন, কিন্তু এটি ছিল এক খারাপ উদ্দেশ্যে। বিশেষতঃ তাদের পক্ষ থেকে তাকে (আবু বকর) উহা (যাকাত) প্রদান করা থেকে বিরত থাকার পরে। **যথাযথ নেতৃত্ব না হওয়ায় তাদের উপর তাঁর আনুগত্যের অপরিহার্যতা নেই,** এ বিষয়টিই মালিককে যাকাত প্রদান থেকে বিরত রেখেছিল।[১]

"সাফীনাতুন নাজাত" গ্রন্থে রয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যাকাত সংগ্রহ ও অর্পনে বিলম্বিত হয়। **এমনকি এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ক্ষমতার দাবিদার এর যোগ্য কিনা?** আর এটি কোন সময় ধর্মত্যাগের কারণ হতে পারে না।[২]

"শরহ ইহকাকুল হক" গ্রন্থে এসেছে, প্রথম পর্যায়ের দুর্ঘটনাসমূহের মধ্যে তার (মালিক) হত্যাকাণ্ড, তার পরিবার ও স্ত্রীর সাথে যা করা হয়েছিল তার কারণ, তারা প্রথম পুরুষের (আবুকর রাদি আল্লাহু আনহু) কর্মজীবনে যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিল এই কারণে যে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই তিনি ছিলেন ক্ষমতার পোষাক পরিধানকারী, সুতরাং কিভাবে তার কাছে যাকাত প্রদান করা যায়?**[৩]

---

[১]. জাওয়াহিরুল কালাম: ২১/৩৪৭।

[২]. সাফীনাতুন নাজাত, পৃষ্ঠা- ৩০১।

[৩]. শরহ ইহকাকুল হক: ৩/২২২।

"আল-আইয়ান" গ্রন্থে মুরতাজার শাফী গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, মালিক ইব্ন নুঅইরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তার গোত্র থেকে যাকাত উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকেন এই কারণে যে, **তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হোক অতঃপর আমরা তার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করব।**[১]

অহিদ বাহবাহানী মালিক ইব্ন নুঅইরার জীবনী বর্ণনায় বলেন, খিলাফাতের জন্য আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে নির্দিষ্টকরণ ও তার জন্য তাঁর পরম আন্তরিকতা প্রসিদ্ধ। এমনকি তিনি প্রকৃতপক্ষে আবু বকরের বাইয়াত গ্রহণ করেননি। বরং প্রচণ্ডভাবে তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন ও তাকে এ বলে তিরস্কার করেন যে, ...আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে স্থান অন্যের জন্য নির্ধারণ করেছেন সে স্থানে অধিষ্ঠিত হতে আপনার লজ্জা লাগেনি, এবং এ বিষয়ে গাদীর খাম্ম দিনে তিনি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন, যে ব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি নেই .....।[২]

"আল ফাদাঈল" গ্রন্থে তার উক্তি: অতঃপর মালিক মদীনায় আগমন করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর কে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা দেখার জন্য। যখন তিনি দেখলেন আবু বকর মিম্বরে আরোহণ করেছেন তিনি তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, **কে আপনাকে এই মিম্বরে আরোহণ করিয়েছে? অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসী (আইনগত প্রতিনিধি) নিচে বসা?** আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তখন বললেন, বহুমূত্র রোগী এই বেদুঈনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ থেকে তার পথে বের করে দাও।[৩]

এগুলো এ বিষয়ের কিছু বর্ণনা এ সবের উপস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট হল যে, মালিক ইব্ন নুঅইরা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি একে বেআইনী মনে করতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তার বাইয়াত গ্রহণ করেননি। অতএব তিনি কিভাবে তাকে যাকাত প্রদান করবেন? আর এটিই আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার কারণ। এমনটি নয় যে, তিনি যাকাত প্রদানের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করেছিলেন বা ধর্মচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্দীককে যাকাত আদায়ের উপযুক্ত পাত্র মনে করেননি। কেননা তিনি ছিলেন বেআইনী খলীফা।

এর উত্তরে বলা যায় এক কথায় ও বিশ্লেষণমূলকভাবে উভয় দিক থেকেই এ উক্তি বাতিল। আমরা এ পরিসরে যারা এ কথা বলেন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি, তারা তাদের কথার পক্ষে সহীহ সনদ নিয়ে আসুক। তারা কখনই তা সক্ষম হবে না।

আমরা আরও বলব, সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করেননি যে, তারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে যাকাত আদায় করছে না, বরং তারা তাদের নিজেদের মধ্যকার যোগ্য ব্যক্তিদেরকে তা প্রদান করছে। বরং তারা সম্পূর্ণভাবেই যাকাত প্রদান থেকে বিরতছিল। **শাইখুল ইসলাম** (রহ) বলেন, তারা অথার্ৎ যারা যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিল তাদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ

---

১. আল আইয়ান: ২/১৭৩।
২. মানহাজুল মাকাল গ্রন্থে তার টিকা, পৃ-২৯০।
৩. কিতাবুল ফাদাঈল, পৃষ্ঠা- ৭৬।

করা হয়নি যে তারা সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু বরাবর তাদের যাকাত আদায় করছে না। তারা যদি তাদের নিজেদের মধ্যকার যাকাতের হকদারদের যাকাত দিত এবং তাঁর বরাবর না দিত তবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না। এটিই জমহুর আলিমগণের যেমন আবু হানীফা, আহমদ ও অন্যান্যদের বাণী। তাঁরা বলেন, যদি কেউ বলে, আমরা নিজেদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করব এবং রাষ্ট্রপ্রধানকে অর্পন করব না তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু তার আনুগত্যে বাধ্য করার জন্য একজনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেননি বা তাঁর বাইয়াত গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করেননি।[১]

অতঃপর আমরা এর মৌলিক দিক পর্যালোচনা করব। আর তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আলী রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য খিলাফতের অসী নির্ধারণ প্রসঙ্গ। আমরা এ বিষয়টির মৌলিকত্বের স্বীকৃতি প্রদান করি না বরং তা অস্বীকার করি। আমরা বিশ্বাস করি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমতাবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন যে, তিনি কারও ব্যাপারে কোন অসীয়াত করে যাননি। অতএব আমরা কিসের ভিত্তিতে এমন স্বীকৃতি দিতে পারি? যেমনটি মালিক ইব্ন নুআইরা আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে খিলাফাতের সর্বাধিক যোগ্য মনে করেছেন এবং যার কারণেই তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে যাকাত প্রদান করেননি?

সঠিক কথা হল মালিক ইব্ন নুঅইরা আরবের অন্যান্য গোত্রের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল উপরে যে সব ভিত্তিহীন কারণ বর্ণিত হয়েছে তার জন্য নয় ।

মালিকের পক্ষ অবলম্বনকারীদের 'আবু বকর সিদ্দীক খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না। এ কারণে তিনি যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন মর্মে পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যের বিরোধী বক্তব্য তাদের পুস্তকাদিতে বর্ণিত হয়েছে। **"আল খারায়েজ ওাল জারায়েহ"** গ্রন্থের 'ফী আলামে আমীরুল মুমিনীন আলাইহিস সালাম' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, ২১- এর মধ্যে রয়েছে যখন আবু বকর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে বনী হুনায়ফার যাকাত উত্তোলনের জন্য প্রেরণ করেন। তারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবছরই আমাদের মধ্যেকার ধনীদের সম্পদের যাকাত উত্তোলনের জন্য লোক প্রেরণ করতেন এবং তিনি তা আমাদের ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন, **তুমিও তাই কর**। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মদীনায় ফিরে গেলেন এবং আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, তারা যাকাত প্রদান থেকে বিরত হয়েছে। তখন তিনি তাকে সৈন্য প্রদান করলেন। এরপর খালিদ বনী হুনায়ফার নিকট এসে তাদের নেতাকে হত্যা করে, তার স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক বিবাহ করে, তাদের নারীদের বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যান।[২]

এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়:-

---

[১]. মিনহাজুস সুন্নাহ আন নবুবীয়াহ: ৪/৪৯৫।

[২]. কুতুব উদ্দীন রাওয়ান্দী, আল খারায়েজ ওয়াল জারায়েহ: ২/৫৬৩; বাহহারুল আনওয়ার: ৪১-৩০২।

১) তারা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফাতের যোগ্য নন যুক্তি দেখিয়ে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করেননি এবং এ ব্যাপারে কোন ঘোষণাও দেননি এবং তারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে তা প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

২) খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যদি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তবে তারা সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুকে যাকাত প্রদান করতেন। এটি এ প্রমাণ বহন করে যে, তারা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে যাকাত অর্পনে আগ্রহী ছিলেন যদি তিনি (এই বর্ণনার আলোকে তারা যা ধারণা করে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক গৃহীত পন্থা অনুযায়ী গ্রহণ করতেন। তারা সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুকে এর উপযুক্ত হিসেবে দেখেছেন তবে খালিদ ঐ গোত্রের ব্যাপারে মিথ্যা বলেছিলেন। অতএব এ বর্ণনাটি ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তার বিপরীত।

*** চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ**

মালিক ইব্ন নুঅইরার অবস্থা ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি ধর্মত্যাগ করেছিলেন কিনা?

এ অনুচ্ছেদটি ধর্ম ত্যাগের কারণ সম্বলিত হওয়ায় পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ থেকে একটু আলাদা। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা মালিক ইব্ন নুঅইরার যাকাত প্রদান না করা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তা সাব্যস্ত করেছি। এটি ধর্মত্যাগের কারণসমূহের একটি কারণ, যে জন্য আবুবকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহু যারা এ কাজ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

এ পরিসরে আমরা মালিক ইব্ন নুঅইরার অন্য একটি দিক নিয়ে অনুসন্ধান করব। আর তাহল কতিপয় ভণ্ডনবী যেমন সুজাহের অনুগামিতার মাধ্যমে তার ধর্মত্যাগ করা। তার ক্ষেত্রে এটি সাব্যস্ত হয় কিনা ?

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি ইতিহাসের তথ্য গ্রন্থে সামান্য দৃষ্টিপাত করেন তবে এ বিষয়টি আপনার কাছে প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে যে, মালিক ইব্ন নুঅইরা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিকারী সুজাহের অনুগত ছিলেন। এ কারণে অধিকাংশ ইতিহাস ও জীবনচরিত গ্রন্থের লেখক তাকে ধর্মত্যাগী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর পূর্বে সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা এ বস্তাবতাকে উপেক্ষা করেছেন এবং এ বিষয়ে সামন্য আলোচনাটুকু পর্যন্তও করেননি। বিপরীতপক্ষে, তারা মালিক ইব্ন নুঅইরার সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত করেন এবং তাকে অনেক সম্মানিত সাহাবীর উপর প্রধান্য দিয়ে থাকেন।

প্রিয় ভাই! ইতিহাস ও জীবনচরিতের গ্রন্থ থেকে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো যাতে আপনার অন্তর বিষয়টি সত্য হিসেবে গ্রহণ করে:

ঐতিহাসিকদের সর্দার ইমাম তাবারী (রহ)-এর উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা শুরু করব। কেননা কতিপয় ব্যক্তি তাঁর গ্রন্থ থেকে নিজের মতের পক্ষের ও নিজেকে সমর্থনকারী বর্ণনা গ্রহণ করে। আবার যেসব বর্ণনা তার মতের বিপক্ষে যায় তা গ্রহণ করে না বরং তা প্রত্যাখান করে ও সে সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

ইমাম তাবারী বলেন, অতঃপর সুজাহর সবকিছু যখন হতাশায় রূপ নিল, তখন **মালিক ইব্ন নুঅইরা**কে চিঠি লিখলেন এবং তাকে সমঝোতার প্রতি আহবান করলেন। মালিক তার ডাকে সাড়া দিয়ে বনী তামীমের উপর তার হামলা ও যুদ্ধ প্রশমিত করলেন।[১]

অতঃপর **তাবারী** বলেন ওয়াকী, **মালিক ইব্ন নুঅইরা** ও সুজাহ একত্রিত হয়ে পরস্পর এ সমঝোতা করল যে, তারা একত্রে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[২]

---

[১]. তারীখে তাবারী: ৩/২৬৯।

[২]. পূর্বোক্ত: ৩/২৭০।

তাবারী আরও বলেন, বনী হানজালার মধ্যে থেকে সুজাহর দলে ওয়াকী ও **মালিক** ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করেনি বা তাদের সমর্থন করেনি। তাদের দুজনের সমর্থন ছিল সন্ধিমূলক যে, তারা একে অন্যের সহযোগিতা করবে, একে অন্য থেকে উপকার লাভ করবে।[১]

তাবারী সাআব ইব্ন আতীয়া ইব্ন বিলাল থেকে বর্ণনা করে বলেন, সুজাহ যখন উপদ্বীপের বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তখন **মালিক ইব্ন নুঅইরা** তার কাজের জন্য অনুতপ্ত, তিরস্কৃত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। বনী হানজালা এলাকায় সে যে অবস্থানে ছিলেন সে ব্যাপারটি অপছন্দ করা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। বাতাহে তার সাথে যারা মিলিত হয়েছিলেন তাদেরও একই ভাগ্যবরণ করতে হয়েছিল। তখন তার অবস্থা মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তির মত।[২]

ইমাম তাবারী নুবওয়াতের মিথ্যা দাবিদার মহিলা সুজাহর সাথে মালিকের সম্পর্কে বিষয়ে এসব আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। উভয়ের মধ্যকার সন্ধি, মানুষের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে এদের একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। তবে তিনি (মালিক) কেন সুজাহকে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন তা একমাত্র আল্লাহই অবগত রয়েছেন। এত কিছুর পরও কি এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, তার মধ্যে ইসলাম অবশিষ্ট ছিল?

হাফিজ ইব্ন কাসীর 'সুজাহ ও বনী তামীমের কাহিনী' অধ্যায়ে বলেন, ধর্মত্যাগের সময়ে বনী তামীমের লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়। তাদের কেউ কেউ ধর্ম ত্যাগ করে ও যাকাত প্রদান বন্ধ করে দেয়, কেউ কেউ আবার আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বরাবর তাদের যাকাত প্রেরণ করেন। কেউ কেউ নিরব অবস্থান গ্রহণ করে তাঁর অবস্থা অবলোকন করার জন্য। তারা যখন এই অবস্থায় তখন সুজাহ বিনত হারিস তাদের কাছে আগমন করে..... আর সে ছিল আরব খৃষ্টান এবং নবুতওয়াতের মিথ্যা দাবিকারীনী। তার সাথে তার গোত্রের অনেক সৈন্যও ছিল। যারা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। সে যখন বনী তামীমের এলাকা অতিক্রম করছিল তখন তাদেরকে তার কর্মকাণ্ডের প্রতি আহবান জানায়। সাধারণ লোকজন তার ডাকে সাড়া দেয়। যারা তার ডাকে সাড়া দেয় তার মধ্যে ছিল **মালিক ইব্ন নুঅইরা আত্তামিমী**, ...। তাদের অন্যদল তার থেকে আলাদা থাকে। অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা যুদ্ধ করবে না। কিন্তু মালিক ইব্ন নুঅইরা যখন তার সাথে সন্ধি করে তখন তার প্রত্যাবর্তনে বাধা দেয় ও বনী ইয়ারবুকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং তারা সকলেই মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একমত হয়।[৩]

তিনি আরও বলেন, মালিক ইব্ন নুঅইরার খবর সংক্রান্ত অধ্যায়, সে **সুজাহের সহকারী** ছিল। যখন সে উপদ্বীপ এলাকা থেকে আগমন করে ও মুসাইলামার সাথে মিলিত হয় তাদের উভয়ের উপর আল্লাহর লালত, অতঃপর সে নিজ দেশে ভ্রমণ করে। এরপর যখন এই পরিস্থিতি হল তখন মালিক ইব্ন নুঅইরা তার পূর্বের অবস্থার জন্য তিরস্কার করল এবং তার মর্যাদার ব্যাপারে অনুতপ্ত হল।[৪]

---

[১]. তারীখে তাবারী: ৩/২৭১।
[২]. পূর্বোক্ত: ৩/২৭৬।
[৩]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬/৩১৯-৩২০।
[৪].পূর্বোক্ত: ৬/৩২১।

ইব্ন খালদুন 'বনী তামীম ও সুজাহের বর্ণনা' শিরনামে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন তখন বনী তামিম গোত্রে তাঁর নিযুক্ত শাসক ছিল..... হানজালা গোত্রে ছিলেন মালিক ইব্ন নুঅইরা... তারা যখন এ অবস্থায় ছিল তখন সুজাহ তাদের কাছে আগমন করে.... সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর নবুওয়াত দাবি করেছিল..... । সে উপদ্বীপ থেকে এই জনগোষ্ঠীতে আগমন করে মদীনার উদ্দেশ্যে । আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য । অবশেষে জারফ এলাকায় এসে অবস্থান নেয়, বনী তামীম ইসলামের ব্যাপারে যখন মতবিরোধ করছিল তখন তাদের উপর একটি বড় উপকারী বিষয় এসে পড়ে । **মালিক ইব্ন নুঅইরা** তার সাথে সন্ধি করে ও তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখে এবং তাকে বনী তামীমের ব্যাপারে উৎসাহিত করে ।[১]

বাত্তাহ ও মালিক ইব্ন নুঅইরিয়ার বর্ণনায় **ইব্ন খালদুন** বলেন, যখন সুজাহ উপদ্বীপে ফিরে যান **এবং বনু তামিম ইসলামে ফিরে আসে তখন মালিক তার নিজের ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান** ।[২]

সামআনী তার "আল-আনসাব" গ্রন্থে বলেন, মালিক ইব্ন নুঅইরা সেই ব্যক্তি যাকে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাত আমলে ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা করেন এবং তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন..... ।[৩]

মাকরীযী বলেন, মালিক ইব্ন নুঅইরার গোত্র বনী ইয়ারবুর ধর্মত্যাগ, সুজাহ যখন উপদ্বীপে ফেরত গেল **তখন মালিক ইব্ন নুঅইরা অনুতপ্ত হল, অনুশোচনা করল ও নিজ কাজের ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল** । তখনই খালিদ বাতাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন । মালিক ইব্ন নুঅইরাও তাদের অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং সে তার কাজে পুনরায় ফিরে যায়... ।[৪]

"সীরাতুল হালবিয়্যাহ" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সুহাইলী বর্ণনা করেন, **মালিক প্রথমে মুরতাদ হয়** পরে আবার ইসলামে ফিরে আসে । কিন্তু খালিদের কাছে বিষয়টি প্রকাশিত হয়নি । সাহাবীগণের মধ্যে দুজন তার ইসলামে ফিরে আসার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন কিন্তু তিনি তা কুবল করেননি ।[৫]

ইমামিয়্যাহ' এর বড় বড় আলিমগণও মালিক ইব্ন নুঅইরার ধর্মত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । **ইব্ন তাওউস** মারুযী থেকে তার ইতিহাসে বর্ণনা করেন, **বনী তামীম ও রুবাব ধর্মত্যাগ করে এবং মালিক ইব্ন নুঅইরার নেতৃত্বে জড় হয়** ।[৬]

সাকীফা গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, **মালিক সুজাহর সাথে সন্ধি করে** ।[৭]

এ জাতীয় অসংখ্য বর্ণনা যা মালিক ইব্ন নুঅইরার ধর্মত্যাগের বিষয়টি প্রমাণ করে । সংক্ষেপে বিষয়টি এমন ছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সুজাহসহ অনেকে নবুয়াতের মিথ্যা দাবি করে । মালিক ইব্ন নুঅইরা সুজাহর অনুসরণ করে, তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় ও

---

১. তারীখে ইব্ন খালদুন: ২/৭২, দ্বিতীয় ভাগ ।
২. পূর্বোক্ত: ২/৭৩, দ্বিতীয় ভাগ ।
৩. আল-আনসাব: ২/৮৬ ।
৪. ইমতাউল আসমা: ১৪/২৩৮ ।
৫. আস্সীরাহ আল-হালবিয়্যাহ: ৩/২১৩ ।
৬. কাশফুল মুহতাজ্জাহ লিসামারাতিল মুহজাহ, পৃষ্ঠা- ৬৯ ।
৭. মুহাম্মদ রেজা মুজাফ্ফর, আস সাকীফাহ, পৃষ্ঠা- ২৫ ।

মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার সাথে একত্রিত হয় । সম্ভবতঃ রাষ্ট্র ক্ষমতার লিপ্সা তাকে প্রভাবিত করেছিল । এটি নিশ্চিত হয় আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার পর থেকে । সে যদি প্রকৃত মুসলিম হত এবং ইসলামেই প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে কেন নবুয়াতের দাবিদার একজন নারীর সাথে হাত মিলালেন । মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন কেন? কেন যাকাত প্রদানকে অস্বীকার করলেন?

এসব কিছুই তার ইসলাম থেকে বিচ্যুতির খবরকেই নিশ্চিত করে । তবে সুজাহর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের সাথে তার বিবাহ, তার দেশে প্রবর্তন । আর মালিক থেকে যা প্রকাশিত হয়েছে তার অনুশোচনা, নিজ কাজে অনুতপ্ত হওয়া, তার জ্ঞান অনুযায়ী কাজের পূনরাবৃত্তি ইত্যাদি সংবাদ আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছানো । এসব অবস্থার মধ্য দিয়ে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তার কাছে আসা অবধি সে ঐ অবস্থার মধ্যেই ছিল ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর মালিক ইব্ন নুঅইরার অবস্থা সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে এটি তার সারসংক্ষেপ ।

তবে মালিকের পক্ষ অবলম্বনকারীদেরকে এসব বর্ণনা আশ্চর্যান্বিত করে না । বরং তারা এ বিষয়টি এড়িয়ে যান । সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা তারা কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ছাড়াই এর বিপরীত কথা বলেন ও এসব বর্ণনাকে বাতিল সাব্যস্ত করেন । তারা দাবি করেন মালিক ইব্ন নুঅইরা একজন ভাল সাহাবী ও তাদের মধ্যকার মর্যাদাবান ব্যক্তি । তিনি একত্ববাদী মুমিন মুসলিম । এসব কিছু শুধুমাত্র তার বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের অভিযোগ যা অসংখ্য আলিম সাব্যস্ত করেছেন তা দূর করার জন্য এবং যাতে তারা এ বর্ণনা করতে পারে যে, তিনি অন্যায় ও শত্রুতামূলকভাবে নিহত হয়েছেন । কেননা তিনি আমিরুল মুমিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহুর একজন সাহায্যকারী ছিলেন ।

এ বিষয়ের বর্ণনা সমূহ :

"আল্ আলাম মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন" গ্রন্থে মালিক ইব্ন নুঅইরার জীবনীতে এসেছে, বড় আশ্চর্যের বিষয় খালিদ ইবন ওয়ালিদ কিভাবে এই নিকৃষ্ট অপরাধ করলেন? তিনি এক রাতে মুমিন মুসলিম একটি গোত্র ও তাদের প্রধানকে হত্যা করলেন? অথচ ঐ গোত্র প্রধান ছিলেন **সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত একজন মহান সাহাবী** ।[১]

"আবুবকর ইব্ন আবু কুহাফাহ" নামক গ্রন্থে এসেছে, মালিক ইব্ন নুঅইরার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, **তিনি একজন বিশ্বস্ত সাহাবী**[২] ইসলামে নতুন হওয়া সত্ত্বেও তিনি মহান আকীদার অধিকারী ও **বিশ্বস্ত সাহাবী** ছিলেন ।[৩]

এ জাতীয় অনেক উদ্ধৃতি যা এ পরিসরে ইতিহাসের ইমামগণের বর্ণনার বিরোধী । অতএব এ বিষয়ে ইতিহাসের ইমামগণের কথাই অগ্রগণ্য আর তা হল, মালিক ইব্ন নুঅইরার ধর্মত্যাগ । কেননা বিরোধীরা তাদের উক্তির পক্ষে কোন দলিল বা দলিল সাদৃশ্য উদ্ধৃতিও নিয়ে আসতে পারেনি ।

---

১. হুসাইন শাকরী, আল্ আলাম মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন: ৯/৬১ ।
২. আলী খলীলী, আবু বকর ইব্ন আবু কুহাফাহ, পৃষ্ঠা- ৪৪৮ ।
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪৯ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কেন মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করেছিলেন এবং এ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ

এ অনুচ্ছেদটি মূলত এ সংশয়ের মূল। ইতিপূর্বে যেসব অনুচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে সেগুলো মূলত সেই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে পৌঁছানের ভূমিকা ও পরিপূরক। যার কারণে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে অভিযুক্ত, অপরাধী, অভিশপ্ত আল্লাহর বান্দা..... ইত্যাদি শব্দকোষের সব ধরনের গালির যোগ্য হতে হয়েছে।

এ বিষয়ে ত্বরিৎ দৃষ্টি প্রদান করলে আমরা দেখতে পাই, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা তার কর্তৃক মালিক ইব্ন নুঅইরা হত্যার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন, যার গুরুত্বপূর্ণ হলঃ

১। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফাতের যোগ্য না হওয়ায় এবং আলী রাদি আল্লাহু আনহুর অধিকার জবরদখল করার কারণে মালিক কর্তৃক তাঁর কাছে যাকাত দানে অস্বীকৃতি। মালিক ইব্ন নুঅইরা কর্তৃক আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি অস্বীকৃতি মানুষের মতামতের কারণে হয়েছিল।

২। মালিক ইব্ন নুঅইরার স্ত্রী উম্মে তামীমকে বিবাহ করা। কেননা তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। আর খালিদ তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এমনকি জাহিলী যুগে তার প্রেমেও পড়েছিলেন।

৩। খালিদ ও মালিকের মধ্যকার পূর্ব শত্রুতা।

এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য কারণ এগুলোই। এক্ষেত্রে আমরা কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করব যা এসব কারণের প্রতি নির্দেশনা দেয় যাতে বিষয়টি আরও বেশি ভাল করে ফুটে ওঠে।

প্রথম কারণ :

খিলাফাতের অযোগ্য হওয়ায় মালিক ইব্ন নুঅইরা কর্তৃক আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে যাকাত প্রদান না করা।

"আল ফাদাঈল" নামক গ্রন্থে মালিক ইব্ন নুঅইরা প্রসঙ্গে আশ্চর্য এক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যা তার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আগমন ও তাঁর থেকে ঈমানের শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন এ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমার পরে আমার এই অসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, এ কথা বলে তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। মালিক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অসী কে একটু পুনরাবৃত্তি করুন, কেননা আমি বিস্মৃতিপ্রবণ ব্যক্তি। তিনি পুনরায় তাকে দেখালেন, তখন তার হাতে তার হার ছিল। মালিক দাড়ালেন, তার কাপড় টানতে টানতে বললেন, কাবার প্রতিপালকের শপথ! আমি ঈমানের শিক্ষা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে চলে গেলেন তখন তিনি অর্থাৎ নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী মানুষকে দেখতে ভালবাসে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে। তখন আবু বকর ও উমর উঠে দাড়ালেন ঐ ব্যক্তির সাথে মিলিত হলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানালেন। লোকটি বললেন আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন না। শাফাতের মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমরা পরিত্যাগ করছ আর আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আবেদন করছ? অতঃপর তারা দুজন ফিরে আসলেন তাঁদের চেহারায় হতাশার চিহ্ন নিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের দুজনের এ অবস্থা দেখে মুচকি হাসলেন ও বললেন, সত্যের ব্যাপারে রাগান্বিত হওয়া কি ঠিক? অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, বনী তামীম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাদের সাথে মালিক ইব্ন নুঅইরাও ছিল। তিনি বের হয়ে অবলোকন করতে লাগলেন কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হন? তিনি জুমআর দিন বের হলেন। তখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু জুমআর খুতবা প্রদান করছেন। তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তায়ম গোত্রের লোক? উপস্থিত লোকজন বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীর অবস্থা কী? যার আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন? তারা বললেন, হে বেদুঈন! দুনিয়ার কর্মকাণ্ড একটির পর আরেকটি ঘটতে থাকে। তিনি বললেন আল্লাহ শপথ! কিছু ঘটেনি, বরং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করেছ। অতঃপর তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর দিক অগ্রসর হয়ে বললেন, এই মিম্বরে আপনাকে কে আরোহণ করিয়েছে? অথচ আল্লাহর রাসূলের অসী নিচে বসা? আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা এই বহুমূত্র রোগী বেদুঈনকে যে পথে এসেছে সে দিকেই নবীর মসজিদ থেকে বের করে দাও। তখন কানফায ইব্ন উমাইর ও খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ দাড়িয়ে তাকে টেনে হেচড়ে ঘাড় ধরে বের দিলেন..... অতঃপর যখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য খিলাফাত নির্ধারিত হয়ে গেল খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তার মুখমুখি হলে তিনি বললেন, সমস্ত মানুষের সামনে মালিক যা বলেছিল তা আপনি অবগত আছেন। সে আমাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ফাটল ধরাবে যা আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে। সুতরাং তাকে হত্যা করুন। অতঃপর খালিদ তাঁর দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে তার কাছে আসে। মালিক ছিল এক মহাবীর হাজার সৈন্যের কাজ সে একাই করত, ফলে খালিদ ভয় পেয়ে গেল। মালিক তাকে অভয় ও নিরাপত্তা দিলেন আর তখনই তিনি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করল এবং ঐ রাতেই তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ করল। তার খণ্ডিত মস্তক তার বিবাহরে অলীমার জবাই করা উটের সাথে রাখল এবং স্ত্রীর সাথে গাধার যৌন মিলনের মত যৌনসঙ্গম করল।[১]

---

[১] . শাজান ইব্ন জিব্রাইল, কিতাবুল ফাদাঈল, পৃষ্ঠা- ৭৬; তাসতারী, আস সাওয়ারিমিল মাহরাকাহ, পৃ: ৮৩-৮৪।

*** সংযোজনী:**

সাইয়্যেদ শারফুদ্দীন প্রণীত "আল-ফুসুল আল-মুহিম্মা ফী তালিফিল উম্মাহ" গ্রন্থে বুখারী বর্ণিত হাদীস, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন বেদুঈন আগমন করে বললেন, আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন যা করলে আমি জন্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামাযগুলো প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানে রোজা রাখবে। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, = ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! আমি এর চেয়ে বেশিও করব না এর থেকে কমও করব না। অতঃপর যখন

এই বর্ণনাটি পাঠ করার সময় পাঠক হয়তো হাসবেন। সাথে সাথে আশ্চর্যন্বিতও হবেন যে, একজন বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ থেকে কিভাবে এ কথা প্রকাশিত হয়? এ বর্ণনা বাতিল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এর কোন সনদ নেই। বিধায় তা পরিত্যক্ত। তাছাড়া এটি বাস্তবতা ও ইতিহাসের বর্ণনা বিরোধী কল্পকাহিনী মাত্র।

দ্বিতীয় কারণঃ

মালিক ইব্ন নুঅইরার স্ত্রী উম্মে তামীমের রূপে মুগ্ধ হওয়া ও তাকে বিবাহ করা।

'আল-মুসতারশিদ' নামক গ্রন্থে এসেছে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়াকে উমর রাদি আল্লাহু আনহু অপছন্দ করেন। কেননা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যিনা, একজন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা, **তার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হওয়া** ইত্যাদি বিষয়ে অভিযুক্ত।[১]

তারীখে ইয়াকুবীতে বর্ণিত আছে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ বরাবর পত্র লিখে জানালেন তিনি যেন মালিক ইব্ন নুঅইরার গোত্র ইয়ারবুয়ীর কাছে গমন করে। তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদেরকে আহ্বান করলেন।[২] তখন মালিক ইব্ন নুঅইরা তার সাথে কথা বলার জন্য আসেন এবং তার স্ত্রীও তার পিছু পিছু আসে। অতঃপর খালিদ যখন তার স্ত্রীকে দেখেন **তিনি খুবই আকর্ষিত হন** এবং বলেন, আল্লাহর শপথ! তোমাকে না হত্যা করা পর্যন্ত তোমার স্ত্রীকে অর্জন করতে পারব না। অতঃপর যখন মালিক তার দিকে তাকালেন তিনি তাকে হত্যা করলেন ও তার স্ত্রীকে বিবাহ করলেন।[৩]

হাফিজ ইব্ন হাজর বলেন, সাবিত ইব্ন কাসিম 'আদ দালাঈলে' বর্ণনা করেন, খালিদ মালিকের স্ত্রীকে দেখলেন, সে ছিল নিরুপমা সুন্দরী। এরপর মালিক তার স্ত্রীকে বলল তুমি আমাকে হত্যা করলে অর্থাৎ তোমার কারণে আমি অচিরেই নিহত হব।[৪]

আল কাতবী বলেন, কেউ কেউ বলেন, খালিদ জাহিলী যুগে মালিকের স্ত্রীর প্রেমে আসক্ত ছিল।[৫]
এ কারণ সম্পর্কিত ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণনা।

= তিনি চলে গেলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে।

শারফুদ্দীন বলেন, আমার কাছে অন্যভাবে এ সংবাদ পৌছেছে যে, এই বেদুঈন হল, মালিক ইব্ন নুঅইরা ইব্ন হামযাহ আত তামীমী!! আমাদের মতে, অন্যভাবে শব্দ দ্বারা তিনি মিথ্যা বর্ণনা উদ্দেশ্যে করেছেন।

১. আল-মুসতারশিদ, পৃ. ২২৫।

২. এখানে ডাক বলতে ভীতসন্ত্রস্ত্র অবস্থায় যে হাক-ডাক দেওয়া হয় তাই বুঝানো হয়েছে।

৩. তারীখে ইয়াকুবী: ২/১৩১।

৪. আল ইসাবাহ: ৫/৫৬০।

৫. ফাওয়াতুল ওয়াফিয়াত: ২/২৪২।

হাফেজ ইব্ন হাজর (রহ.) সাবিত ইবন কাসিমের বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর তার উপর মন্তব্য করে বলেন, মালিক এটি ধারণা করে বলেছিলেন। তার নিহত হওয়াটি বাস্তব হয়েছে কিন্তু তার ধারণা অনুযায়ী তার স্ত্রীর কারণে তাকে নিহত হতে হয়নি।[১]

ইব্ন হাজরের কথার অর্থ মালিক ধারণার বশবর্তী হয়ে এ উক্তি করেছিলেন। যদিও তা বাস্তবতা ও প্রকৃত অবস্থার বিরোধী। তিনি তাকে এ নারী, তার মধ্যকার আশ্চর্যতা বা তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার কারণে হত্যা করেনি। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ জাতীয় কুধারণা কখনই করা যায় না।

আমরা বলব, যদি বর্ণনাটি শুদ্ধ হয় তখন এ প্রশ্ন আসে।

এখানে এই কারণের ব্যাখ্যায় যে সব উদ্ধৃতি বর্ণিত হল সবগুলোই সনদবিহীন অথবা যেমনটি আমরা কাতবীর বর্ণনায় দেখেছি তিনি বলেন 'বলা হয়েছে'। এ জাতীয় শব্দ বর্ণনাকে দুর্বল বর্ণনায় পরিণত করে দেয়। কোন সম্মানিত সাহাবীর ক্ষেত্রে সন্দেহ সংশয় বা এ পর্যায়ের ধারণা এ জাতীয় লাগামহীন কর্তিত বর্ণনার ভিত্তিতে গৃহীত হতে পারে না।

তৃতীয় কারণঃ-

খালিদ ও মালিকের মধ্যকার পূর্ব শত্রুতা

'নূরুল আফহাম ফী ইলমিল কালাম' গ্রন্থে এসেছে মালিক ইব্ন নুঅইরা যাকে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ বিশ্বাস ঘাতকতামূলক তাদের মধ্যকার জাহেলী ঝগড়ার বেশ ধরে হত্যা করে।[২]

আমরা জনি না এ বাক্যের উৎস কী বা গ্রন্থকার কোথা থেকে এই বর্ণনা নিয়ে এসেছেন? নাকি ঐ ঘৃণা ও বিদ্বেষ যা তাকে বোবা, বধির ও অন্ধ করে রেখেছে? এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয় অন্যায় ও অসত্য ষড়যন্ত্রমূলক ও নিকৃষ্টভাবে যাতে তাদের মধ্যে কৃত্রিম শত্রুতা তৈরি করা যায়।

এগুলো খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কর্তৃক মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে পাঠক এ ধারণা করে যে, নুঅইরাকে হত্যার পিছনে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু অন্যায়, শত্রুতা ও পাপাচারিতা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে এগুলোকে চুড়ান্তভাবে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত তার গুনাহ হবে না।

এই ভয়াবহ বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা অবগত হওয়ার জন্য আমরা বলব, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কর্তৃক মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যার তিনটি কারণ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে বিধৃত হয়েছে। সেগুলো আমরা প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করব। অতঃপর প্রত্যেকটি বর্ণনা স্ব স্ব পরিসরে বিশ্লেষণ করা হবে। প্রতিটি বর্ণনাই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিককে হত্যার কারণসমূহের একেকটি কারণ সম্বলিত। আল্লাহর তাওফীকে আমরা বলব:

১। প্রথম কারণ:- খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু প্রথমে মালিককে হত্যার ইচ্ছুক ছিলেন না তিনি তাকে বন্দী করার পর আটকে রাখেন। তখন ছিল শীতের রাত। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন,

---

[১]. আল ইসাবাহ: ৫/৫৬০।

[২]. হাসান আল-লাওয়াসানী, নূরুল আফহাম ফী ইলমিল কালাম: ২/৩২।

তোমরা বন্দীদেরকে গরম প্রদান করো। অর্থাৎ তাদের শীত নিবারণের জন্য উষ্ণতার ব্যবস্থা করো। تَدفِئَة (গরম প্রদান করো) শব্দটি বনী কিনানার পরিভাষা। সাধারণ অর্থে তা হত্যা করা বুঝায়। এজন্য সৈন্যরা সাধারণ অর্থ গ্রহণ করে বন্দীদের হত্যা করে। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মানুষের শোরগোল চিৎকার শুনতে পেয়ে বের হয়ে দেখেন যা ঘটার তা ঘটে গেছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কোন কিছু করতে চাইলে তা সমাধান করান।

২। **দ্বিতীয়ত কারণঃ** মালিক ইব্ন নুঅইরা নিজেই খালিদের সামনে যাকাত অস্বীকার করেন। তখন তিনি তাকে হত্যা করেন।

৩। **তৃতীয় কারণঃ** সে (মালিক) খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিতর্ক করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন, 'তোমাদের সাথী' তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তিনি কি তোমার সাথী নন? অতঃপর তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

এগুলো এ বিষয়ে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত কারণ। এখন আমরা এ বিষয়ে নির্দেশক বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করব।

*** প্রথম বর্ণনাঃ-**

তাবারী বর্ণনা করেন সিররী ইব্ন ইয়াহইয়া তার কাছে লিখেছেন তিনি শুয়াইব ইব্ন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈফ ইব্ন উমর থেকে, তিনি খুযাইমা ইব্ন সাজরা ইফফানী থেকে তিনি উসমান ইব্ন সুআইদ থেকে তিনি সুআইদ ইব্ন মাসআবা আর রিআহী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ বাত্তাহের নিকট[১] আগমন করেন কিন্তু তিনি সেখানে কাউকে পাননি তবে জানতে পারেন যে, মালিক তাদের সম্পদের কাছে বিচ্ছিন্নভাবে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যখন তার বিষয় পুনরাবৃত্তি হবে তখন একত্রিত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, হে বনী ইয়ারবু! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দের অবাধ্য হয়েছিলাম যখন তারা এই দ্বীনের প্রতি আহবান করেছিলেন আমরা মানুষকে এই দ্বীন থেকে বিলম্ব করায়েছি। কিন্তু সফল বা কৃতকার্য হইনি।

আমি এই বিষয় দৃষ্টিপাত করেছি। দেখলাম বিষয়টি তাদের মধ্যকার কোন প্রকার রাজনীতি ছাড়াই এসছে। অতএব তোমারা এ বিষয়ে নিজ নিজ সম্পদের নিকট অবস্থান কর। মালিক বের হয়ে নিজ গৃহে এল। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বাত্তাহের অবস্থান নিয়ে অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং মুসলিম দাওয়াত দানকারীকে নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি এ দাওয়াত গ্রহণ করবে না তাকে যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। আর যদি না আসতে চায় তবে তাকে যেন হত্যা করা হয়। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাদেরকে (সেনাবাহিনীকে) অসীআত করেন, যখন তোমরা কোন আবাসস্থলে যাবে তখন সেখানে আজান ও ইকামাত দিবে। যদি উক্ত গোত্র আজান দেয় ও নামায প্রতিষ্ঠা করে তবে তাদের ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকবে। আর যদি না করে তাবে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। অতএব তাদেরকে হত্যা করবে। জ্বালানো, পোড়ানো থেকে বিরত থাকবে। তারা ইসলামের

[১]. বাত্তাহ বনী আসাদ ইব্ন খুযায়মার আবাসস্থলের কাছে পানি সমৃদ্ধ একটি স্থান। যেখানে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী ও ধর্মত্যাগীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। দ্রষ্টব্যঃ মুজামুল বুলদান : ১/৪৪৫।

আহবানকারীদের ডাকে সাড়া দিলে তাদেরকে যাকাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। যদি তারা যাকাতের স্বীকৃতি প্রদান করে তবে তাদের থেকে তা গ্রহণ কর। আর অস্বীকার করলে যুদ্ধের কোন বিকল্প নেই।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে বনী সালামার ইব্ন ইয়ারবুর কতিপয় লোকের সাথে মালিকের বাহিনী হাজির করা হল। তাদের ব্যাপারে মিশনের সৈনিকগণ মতভেদ করছেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবু কাতাদাহ। তিনিও তাদের একজন যারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তারা (মালিক ও তার গোত্র) আজান ও ইকামাত দিয়েছে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যেহেতু তাদের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল সেহেতু তিনি তাদেরকে আপাতত আটক রাখার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। ফলে তাদেরকে আটক রাখা হয়। প্রচণ্ড শীতের রাতে শীত প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। শীত পরপর বৃদ্ধি পেতে থাকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু চিৎকার করে বলেন, তোমরা বন্দীদের গরম কর। এটি কিনানা গোত্রের পরিভাষা। তারা কাউকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে চাইলে এ শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু অন্যদের ভাষায় এ শব্দের অর্থ হত্যা করা সুতরাং সৈন্যরা এ ধারণা করে যে, তিনি সৈন্যদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে দিরার ইব্ন আযওয়ার মালিককে হত্যা করে। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু চিৎকার শুনে বের হয়ে দেখলেন যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন এভাবেই সত্যে উপনীত করেন। তাদের ব্যাপারে মুসলিম সৈন্যরা মতভেদ করে। আবু কাতাদাহ বলেন, এটি আপনার কাজ। খালিদ তাকে তিরস্কার করেন ফলে তিনি রাগান্বিত হন ও চলে যান। এমনকি তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে এসে পড়েন। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর উপর রাগান্বিত হন এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহু তার ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হননি। বিধায় তিনি তার কাছে ফিরে যান এবং মদীনায় আগমন করেন। এ দিকে খালিদ উম্মে তামীম বিনত মানহালকে বিবাহ করেন ও তার ইদ্দত পালনের জন্য তাকে রেখে যান। আরব জাতি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিবাহ ও একে অন্যর দোষ দেয়া অপছন্দ করত। উমর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহকে বললেন, খালিদের তরবারীতে বাড়াবাড়ী যুক্ত হয়ে গেছে। এটি সত্য না হলেও তার ব্যাপারে এটি আবশ্যক হয়েছে যে, আপনি তার দায়িত্ব শৃঙ্খলিত করুন অথবা তার চেয়ে বেশি কিছু করুন। কিন্তু আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু তার কর্মচারী বা সহকারীদের ক্ষমতা শর্তযুক্ত করতেন না। তিনি বললেন, ঠিক আছে হে উমর! সে তাবীল করে ভুল করেছে। অতএব তোমার জিহ্বা খালিদ থেকে তুলে ফেল। তিনি মালিকের রক্তমূল্য পরিশোধ করেন এবং খালিদের কাছে চিঠি লিখেন যে এগুলো তাকে প্রদান কর। তিনি তাই করলেন। অতঃপর তিনি সব খবর তাঁকে জানালেন ও ওজর পেশ করলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং বিবাহের ব্যাপারে তাকে তিরস্কার করলেন যে বিবাহ ছিল আরবে রীতি বর্হিভূত।[১]

এটি ইমাম তাবারীর বর্ণনা। সামান্য দুএকটি শব্দের পরিবর্তন পরিবর্ধনে অনেক ঐতিহাসিক এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

---

[১]. তারীখ তাবারী: ৩/২৭৭-২৭৯; ইব্ন আসীর, আল কামেল: ২/২৩০-২৩১; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬/৩২২; মুজামুল বুলদান: ১/৪৫৫; তারীখ ইব্ন খালদুন: ২/৭৩, দ্বিতীয় ভাগ।

এ বর্ণনাটি সম্পর্কে কিছু অভিযোগ উঠেছে আবার তা খণ্ডনও করা হয়েছে। কেননা এ বর্ণনায় দেখা যায় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে সব ক্ষেত্রে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এ বর্ণনার সনদে সাঈফ ইব্ন উমর রয়েছে, যে মিথ্যায় অভিযুক্ত। তার অবস্থা নতুন করে বর্ণনা করার কিছু নেই। এটি সনদের দিকের সমস্যা।

মতনের দিক থেকে বলা যায়, খালিদ কখন কিনানা গোত্রের ছিলেন যে, তাদের ভাষায় কথা বলবেন? হঠাৎ করে এ পরিসরে তাদের ভাষায় কথা বললেন কেন? তাছাড়া বিষয়টি যদি উদ্ধৃতিতে যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমন হয় এবং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক হত্যার ব্যাপারে দায়মুক্ত হবেন তাহলে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কেন বললেন, সে তাবীল করে ভুল করেছে? উমর রাদি আল্লাহু আনহু কেন তাকে ক্ষমতা সীমিতকরণের চেয়েও বেশি কিছু (পদচ্যুত) করতে বলেছিলেন? আবু কাতাদাহ কেন তার উপর রাগন্বিত হলেন? খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কেন ঐ রাতেই মালিকের স্ত্রীকে বিবাহ করলেন? এ জাতীয় অসংখ্য জিজ্ঞাসা রয়েছে যা এই বর্ণনাটিকে ভিত্তিহীন, অসত্য ও প্রমাণ গ্রহণের অনুপযুক্ত করে।

আমরা বলব, এ বর্ণনাটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে আমরা একমত। কিন্তু তাদের ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে যারা এ বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেন আবার এর যে অংশটি তাদের পক্ষের তা গ্রহণ করেন এবং যা তাদের বিপক্ষের তা বর্জন করেন।

যদি বিষয়টি তেমন হয় যেমন বলা হয় অথার্ৎ বর্ণনাটি দুর্বল ও পতিত। তবে এমন হতে হবে যে, তা প্রত্যাখান করা হলে সম্পূর্ণটাই প্রত্যাখ্যাত হবে। আবার গৃহীত হলে সম্পূর্ণ অংশই গৃহীত হবে। কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই এর মধ্যে বিভাজন করা শুদ্ধ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرۡتَابُوٓاْ أَمۡ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولُهُۥۚ بَلۡ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾

"তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী?"[১]

এ বর্ণনা থেকে শুধুমাত্র খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উপর আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর অসন্তুষ্টি ও তার উপর রাগ, মালিক ইব্ন নুঅইরার স্ত্রীকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক বিবাহ, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর অস্বীকৃতি ও তাঁর তরবারীতে পাপাচারের চিহ্ন এ মন্তব্য, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর কর্মচারী ও সহকারীদের ক্ষমতা সীমিত করতেন না বরং তাদেরকে ছেড়ে দিতেন তারা যা ইচ্ছা করত ইত্যাদি কথা গ্রহণ করা হবে কেন?

---

[১]. সূরা আন্নূর: (৪৮-৫০)।

কেন এ বিষয়গুলো গ্রহণ করা হবে এমন নিরাপদভাবে যেন এটি উচ্চ পর্যায়ের শুদ্ধ বর্ণনা? এ বর্ণনার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ বা তা প্রত্যাখ্যান করা তো দূরের কথা তা নিয়ে পর্যালোচনা করারও সুযোগ নেই। বিপরীত পক্ষে, একই বর্ণনায় বর্ণিত খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বন্দীদের হত্যার নির্দেশ দেননি এবং এটি তার কথার ভুল ব্যাখ্যা ছিল মর্মে যে ওজর প্রর্দশিত হয়েছে সে ব্যাপার কঠোরভাবে প্রত্যাখান করে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়। অথচ বর্ণনাটি একই, এর সনদও একই!

যদি বর্ণনাটি সনদ ও মতনের দিক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় তবে সম্পূর্ণ অংশই প্রত্যাখাত হবে। আর যদি গৃহীত হয় তবে সম্পূর্ণ অংশই গৃহীত হবে।

এই বর্ণনা থেকে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষের অংশ যদি তারা গ্রহণ করতে পারেন তবে আমারাও সম্মানিত সাহাবী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের উপর আরোপিত মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ প্রতিহত করার জন্য এর প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করতে পারি।

* দ্বিতীয় বর্ণনা :

ওয়াকেদী তার 'আর রিদ্দা' গ্রন্থে বলেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বাত্তাহ এলাকায় অবস্থান নেন। সে সময় বাত্তাহে বনী তামীম গোত্রের মধ্যকার একজন লোক ছিল যাকে বলা হত 'জাফুল' (তাড়িতকারী)। কেননা সে যাকাতের উট তাড়না করত ও যাকাত প্রদান থেকে নিষেধ করত। সে তার গোত্রের লোকজনকে বলত, হে বনী তামীম! তোমরা তো জান মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে আমাকে তোমাদের যাকাত উত্তোলনের দায়িত্ব প্রদান করে গেছেন। এই **মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছ**, তার মিশনও শেষ হয়ে গেছে। এখন কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ দায়িত্ব পালন করবে। অতএব তোমারা তোমাদের সম্পদে কাউকে ভক্ষণ করাবে না, অন্যদের থেকে তোমরাই এর বেশি হকদার। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কেউ কেউ তাকে তিরস্কার করল, কেউ কেউ তার প্রশংসা করল ও তার মতামতকে জোর সমর্থন জানাল.....। বর্ণনাকারী বলেন, তার একথা ও অভিব্যক্তির খরব আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ও মুসলমানদের কাছে পৌঁছে গেল এতে তাঁরা প্রচণ্ড রাগান্বিত হলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ শপথ ও আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আল্লাহ যদি তাকে শক্তি দেন তবে তিনি তাকে হত্যা করবেন ও তার মাথা ডেগ রাখার ঝিক বানাবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সেনাবাহিনীর নিয়ে বনী তামীমের এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং ডান বামে সর্বত্র অভিযান প্রেরণ করলেন। সে সব অভিযানের মধ্যে একটি দল মালিক ইব্ন নুঅইরার কাছে পৌঁছায়। তিনি তখন তার প্রাচীর বিশিষ্ট বাড়ীতে নিজ স্ত্রী ও পিতৃব্য বংশের কিছু লোকজন নিয়ে অবস্থান করছিলেন। মালিক কিছু অবগত না হতেই অশ্ববাহিনী তাকে বেষ্টন করে ফেলে। তারা তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সাথে তার স্ত্রীকেও যে খৃস্টান ও সুন্দরী নারী ছিল। একইসাথে সেখানে তার পিতৃব্য বংশের যারা ছিল সকলেই একত্রিত করে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম পিতৃব্য বংশের লোকদের হত্যার নির্দেশ দেন। তখন তারা বলেন, আমরা তো মুসলমান আমাদেরকে কি জন্য হত্যা করবেন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমি

তোমাদেরকে হত্যা করব। তাদের মধ্যকার এক বৃদ্ধ বললেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কি যে ব্যক্তি কিবলামূখী হয়ে নামায আদায় করে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেননি? খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ আমাদেরকে তিনি ঐ নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা কখনোই নামায আদায় করনি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবু কাদাতাহ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে আক্রমণ করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না, সে অধিকার আপনার নেই। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন তা কি করে হয়? আবু কাতাদাহ বললেন, কেননা আমি ঐ অভিযানে ছিলাম যা আপনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তারা আমাদেরকে দেখে বলল, আপনারা কারা? আমরা বললাম, আমরা মুসলমান তখন তারা বলল, আমরাও মুসলমান। তারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করে। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তুমি সত্য বলেছ আবু কাতাদাহ। যদিও তারা তোমাদের সাথে সালাত আদায় করেছে কিন্তু তারা তাদের উপর অপরিহার্য যাকাত আদায় করে না এ কারণে তাদেরকে হত্যা করা আবশ্যক। তখন তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ মানুষটি উচ্চস্বরে একটি কবিতা আবৃত্তি করল। কিন্তু খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের সকলকেই হত্যা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু কাতাদাহ আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি এই দিনের পর খালিদের সাথে আর কোন যুদ্ধে অংশ নিবেন না। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরার দিকে অগ্রসর হলেন তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে। মালিক বললেন, আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন অথচ আমি একজন মুসলিম এবং আমি কিবলামূখী হয়ে নামায আদায় করি? খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে বললেন তুমি যদি মুসলিমই হও তবে কেন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কর এবং নিজ গোত্রকে যাকাত প্রদান না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছ? আল্লাহর শপথ! তোমাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তোমাকে স্বপ্নে যা বলেছি তা অর্জন হবে না। এরপর মালিক ইব্ন নুঅইরা তার স্ত্রী দিকে ফিরলেন ফলে খালিদও তার দিকে তাকালেন। অতঃপর মালিক বললেন, এর কারণে আপনি আমাকে হত্যা করছেন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, বরং আল্লাহর জন্য তোমাকে হত্যা করছি। দ্বীন ইসলাম থেকে তোমার ফিরে যাওয়া, উটের যাকাত তাড়িয়ে দেয়া, তোমার গোত্রের লোকজনের উপর তাদের সম্পদের যে যাকাত অবশ্যক হয়েছে তা বন্ধ করে রাখার নির্দেশ প্রদানের কারণে। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তার দিকে অগ্রসর হলেন ও তাকে হত্যা করলেন। এমনও বলা হয়, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের স্ত্রীকে বিবাহ করেন ও তার সাথে সহবাস করেন।[১]

আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে এসেছে, বরং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরাকে ডেকে পাঠান এবং তার পক্ষ থেকে সুজাহর অনুসরণ ও যাকাত না প্রদানের বিষয়ে যা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে জানান এবং বলেন, তুমি কি জান না যাকাত নামাজের সাথে সংযুক্ত?[২]

ইব্ন শানাহ হানফীর **"রওদাতুন নাজের"** গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর আমলে ইয়ারবু গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের প্রধান ছিল মালিক ইব্ন নুঅইরা। তিনি ছিলেন বীর, কবি ও তার্কিক। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন

[১]. ওয়াকেদী, আর রিদ্দা: ১০৪-১০৭।
[২]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬/৩২২।

করলে তিনি তাকে তার গোত্রের যাকাত উত্তোলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আবু বকর তার কাছে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। মালিক বললেন, আমারা সালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি না। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি জান না সালাত ও যাকাতের বিষয় একসাথে এসেছে। এর একটি ছাড়া অন্যটি কবুল হয় না।[১]

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা এসব বর্ণনা প্রত্যাখান করেন। কেননা এগুলো ওয়াকেদী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এতো গেল সনদের দিক। আর মতনের দিক থেকে এ কারণে অগ্রাহ্য যে, তাদের দৃষ্টিতে মালিক স্বাভাবিকভাবে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেননি। বরং তার মতে আবু বকর খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না যে তার কাছে যাকাত প্রদান করতে হবে। এ জন্য তিনি যাকাতের অর্থ নিজ গোত্রেই ভাগ করে দিয়েছেন। কেননা তারাই এর অধিকতর হকদার। অথবা তিনি ক্ষমতায় কে আরোহণ করেন তা দেখার জন্য যাকাত প্রদানে বিলম্ব করেছিলেন । এ বিষয়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যে সব কারণ মালিককে যাকাত প্রদান থেকে বিরত করেছিল তার অসরতা ইতিপূর্বে প্রণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমারা বর্ণনা করেছি মালিক প্রকৃত পক্ষেই যাকাত প্রদান বন্ধ করেছিল। এমনকি বিরুদ্ধবাদীরাও এ সাক্ষ্য প্রদান করেন। অতএব খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিককে হত্যার কারণ এটিই। এর পিছনে বিশেষ কোন শত্রুতা ছিল না। বরং তিনি তাদের মত যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। ফলে ঐ কাজ থেকে ফিরে না আসলে তাদের হত্যা করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহে যা আলোচনা করা হয়েছে তার আলোকে বলা যায় এসব বর্ণনার যে অংশটুকু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি উত্থাপিত অভিযোগের পক্ষে শুধু সেটুকুই কেন গ্রহণ করা হয়? অর্থাৎ মালিক ইব্ন নুঅইরা নামায আদায় করা সত্ত্বেও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেন। এমনকি আবু কাতাদাহ এ বিষয়ে সাক্ষ্যও প্রদান করে। আসলে তিনি তার স্ত্রীর অপূর্ব সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েই তাকে হত্যা করেছিলেন.....ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে মালিক হত্যার ব্যাপারে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কৈফিয়ত তথা যাকাত প্রদান অস্বীকার, নিজ গোত্রের মধ্যে তা ভাগাভাগি করা ও মালিক নিজেই এর স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদিকে তারা প্রত্যাখ্যান করে।

একই বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই কেন এ জাতীয় দ্বৈত্যনীতি, দ্বিতত্ত্ব গ্রহণ?

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, কেউ কেউ ওয়াকেদীর এই বর্ণনাকে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন **"আদওয়া আলাস সহীহাইন"** গ্রন্থকার ইব্ন আসাম কুফীর কথা যা মূলত ওয়াদেকীর বর্ণনা থেকে গৃহীত। কোন প্রকার বিশ্লেষণ ছাড়াই তার কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। উক্ত বর্ণনা দ্বারা এ ঘোষণা এসেছে যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার কারণে হত্যা করেছিলেন। আর মালিক এ বিষয়টিতে আত্মরক্ষামূলক কিছু করেননি। বরং নিজের হত্যার

[১]. তার থেকে আব্বাস কুম্মী তার আল কুনী ওয়াল আলকাব গ্রন্থে ১/৪২ বর্ণনা করেছেন।

বিষয়টি অন্য দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেন। আর তা হল তার স্ত্রী উম্মে তামীমের জন্য তাকে হত্যা করতে যাচ্ছে। এটি একটি ভ্রান্ত কথা ও মুখামুখি শত্রুতারই একটি অংশ।[১]

মালিক যদি যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী না হতেন তবে কেন এ ব্যাপারে তিনি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে আলোচনা বা বির্তক করলেন না। যেহেতু তিনি করেননি সেহেতু তা এ প্রমাণ বহন করে যে, তিনি নিজেই নিজের এ অপরাধের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আর এ কারণেই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেন।

এত কিছুর পরও আদওয়া আলাস সহীহাইন গ্রন্থকার **নাজমী** এই ঘটনা প্রমাণ স্বরুপ পেশ করেন? অথচ এর বর্ণনা তার মতামতকেই বাতিল করে ও তার রূপায়িত চিত্রের বিরোধিতা করে।

সম্মানিত পাঠকের ঘাড়েই এর ফয়সালার দায়িত্ব অর্পন করলাম।

* তৃতীয় বর্ণনাঃ

ইমাম তাবারী বর্ণনা করে বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইব্ন হুমাইদ, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সালমা, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, তিনি তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর সিদ্দীক থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সময়কালে যাকে সৈন্যদের দায়িত্ব প্রদান করতেন তাকে বলতেন, তোমরা লোকালয়ের কোন বাড়িতে পৌঁছে সেখানে নামাযের জন্য আযান শুনলে তাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবে, তারা কী প্রতিশোধ নিয়েছে। আর যদি আযান শুনতে না পাও তবে যুদ্ধের দামামা বাজাবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং জ্বালিয়ে দেবে। যারা মালিক ইব্ন নুঅইরার ইসলামের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আবু কাতাদা হারেছ ইব্ন রবিঈ একজন তিনি ছিলেন বনী সালমা গোত্রের। তিনি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করেন যে, আজকের দিনের পর আর কখনই খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না। অতঃপর যখন মুসলিম বাহিনী উক্ত গোত্রের নিকটবর্তী হয় তখন তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেন। তখন আমরা বললাম, আমরা মুসলমান। তারা বলল, আমরাও মুসলমান। আমরা বললাম, তবে তোমাদের কাছে অস্ত্র কেন? তারা বলল, তোমাদের কাছে অস্ত্র কেন? অতঃপর আমরা বললাম, তোমরা মুখে যা বলছ তা যদি সত্য হয় তবে অস্ত্র ফেলে দাও। তারা অস্ত্র রেখে দিল। অতঃপর আমরা নামায আদায় করলাম। তারাও আমাদের সাথে নামায আদায় করল। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে হত্যার ব্যাপারে এই বলে কৈফিয়ত দেন যে, সে ফিরে যাওয়ার সময় বলে, তোমাদের সাথীর এ নির্দেশ সন্দেহপূর্ণ তিনি এমন এমন বলতেন। তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তাকে কি তোমাদের সাথী মনে কর না? অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে তার এবং তার সঙ্গীদের হত্যা করেন। এ খবর যখন উমর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি এ ব্যাপারে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে কথা বলেন। (উমর) বললেন, খালিদ আল্লাহর শত্রু, সে অনেক মুসলমান হত্যা করেছে এবং তার স্ত্রীর

---

[১]. মুহাম্মদ সাদেক নাজমী, আদওয়া আলাস সাহীহাইন, পৃষ্ঠা- ৩৭৫। এটি তিনি আল-আসকারীর 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা' গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন: ২/৪০২।

সাথে পশুর মত সঙ্গম করেছে। এরপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ফিরে আসলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন তার শরীরে একটি লোহার পাতের ক্বাবা (আলখেল্লা) ও তাঁর মাথায় একটি পাগড়ী পরিহিত ছিল। তাঁর পাগড়ী ভেদ করে কয়েকটি রক্তমাখা তীরও ছিল। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলে তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়িয়ে তার মাথায় তীরগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন এবং বললেন, অধম! তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করেছ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছ! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে পাথর মেরে রজম করব। খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কোন কথা বললেন না এবং তিনি ধারণা করলেন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর মত একই হবে। এরপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর কক্ষে প্রবেশ করে কৈফিয়ত পেশ করলেন। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর কৈফিয়ত গ্রহণ করলেন এবং যুদ্ধে যা ঘটেছিল সব কিছু অতিক্রম করে দিলেন। অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর উপর খুশি হওয়াতে তিনি চলে গেলেন। উমর রাদি আল্লাহু আনহু তখনও মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে উম্মে শামলার পুত্র! আমার দিকে এসো! উমর রাদি আল্লাহু আনহু জানতেন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতঃপর তিনি আর কোন কথা না বলে বাড়িতে প্রবেশ করলেন।[১]

খলীফা ইব্ন খাইয়্যাত তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন[২], তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বকর ইব্ন ইসহাক থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন তুলাইহা ইব্ন ওবায়দুল্লাহ[৩] ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর থেকে, তিনি কাতাদা[৪] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা যখন ঐ গোত্রকে ঘেরাও করে ফেলি তখন তারা অস্ত্র হাতে নেয়, আমরা বললাম আমরা মুসলমান। তারা বলল, আমরাও মুসলমান, তখন আমরা বললাম তোমাদের কাছে অস্ত্র কেন? তারা বলল তোমাদের কাছে অস্ত্র কেন? আমরা বললাম, তোমরা যা বলেছ তা যদি সত্য হয় তবে অস্ত্র রেখে দাও। তখন তারা তাদের অস্ত্র রেখে দিল। অতঃপর আমরা নামায আদায় করলাম, তারাও আমাদের সাথে নামায আদায় করল।

অন্যান্য যাঁরা সনদ ছাড়াই এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

হাফেজ ইব্ন কাসির তাঁর আল্ বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া গ্রন্থে[৫] বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের উদ্দেশ্যে বলেন, তুমি কি জানো না, যাকাত নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট? মালিক বললেন, তোমাদের সাথী এমন ধারণা করত। তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তিনি কি শুধু আমাদের সাথী, তোমাদের না? হে দিরার, তাকে হত্যা কর।

---

১. তারীখে তাবারী: ২/২৭৯-২৮০।
২. তারীখে খলীফা, পৃষ্ঠা-৬৮।
৩. মূলগ্রন্থে এমন এসেছে, সম্ভবত শুদ্ধ হবে, তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ।
৪. মূলগ্রন্থে এমন এসেছে, সম্ভবত শুদ্ধ হবে, আবু কাতাদাহ।
৫. আল্ বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া: ৬/৩২২।

ইব্ন খালকান তাঁর 'ওফিয়াতুল আইয়ান' গ্রন্থে[১] বলেন, মালিক বলল, আমি নামায আদায় করি কিন্তু যাকাত আদায় করি না। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি জানো না, নামায এবং যাকাত পরস্পর সংশ্লিষ্ট একটি ব্যতীত অন্যটি কবুল হয় না? মালিক বলল, তোমাদের সাথী তো এমনটি বলতেন। তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তিনি কি তোমাদের সাথী নন? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে হত্যা করব, এরপর তারা অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করব। সে (মালিক) বলল, তোমার সাথী কি তোমাকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, উহার পরে এটি, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে হত্যা করবো।

আল মাকরিযী তাঁর ইমতাউল গ্রন্থে।[২]

ইব্ন খালদুন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে।[৩]

ইবন হাজর তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে[৪] সাইফ ইব্ন উমর ও অন্যান্য অনেক থেকে বর্ণনা করেছেন ।

এই বর্ণনা থেকে কতিপয় মানুষ প্রচণ্ড খুশি হন কারণ এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়:

(১) খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ও তার গোত্রের ইসলাম জানা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করেন এবং অস্ত্র রেখে দেওয়ার পর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

(২) আবু কাতাদা কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অবজ্ঞা এবং মালিকের ইসলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান।

(৩) উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অবজ্ঞা এবং এই বলে অভিযোগ উত্থাপন যে, আল্লাহর শত্রু মুসলমানকে হত্যা করেছে, তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। তাছাড়া তিনি খালিদের পাগড়ী থেকে তীর খুলে টুকরা টুকরা করেন। তিনি আরও বলেন, যিনার অপরাধে রজম প্রদান করা হবে।

(৪) এই নিকৃষ্ট ঘটনায় আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে আঁতাত করেছিলেন।

আমরা বলব, এই আনন্দ কদর্যপূর্ণ। কেননা এই বর্ণনাতেই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিককে হত্যার কারণ উল্লেখিত হয়েছে। আর তা হল, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন, তোমাদের সাথী আমাকে একাজে নিযুক্ত করেছিল। প্রত্যুত্তরে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, তাকে কি তোমাদের সাথী মনে করো না? তখন মালিক কোন উত্তর দিতে পারেনি।

---

১. ওফিয়াতুল আইয়ান: ৩/২১৫।
২. ইমতাউল আসমা: ১৪/২৩৯।
৩. তারীখ ইব্ন খালদুন: ২/৭৩।
৪. আল-ইসাবা: ৫/৭৫৫।

কেউ কেউ এ পরিসরে বর্ণনাটি নিরাপদ করার জন্য বলেন, মালিকের তোমাদের সাথী কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় ।

শরফুদ্দীন মাওসুয়ী তাঁর 'আন্‌নস ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী সঞ্চয়ন করে মালিকের উক্তির ক্ষেত্রে বলেন, তোমার সাথী কি এই নির্দেশ দিয়েছেন? অর্থাৎ এখানে সাথী অর্থ আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু ।[১]

কিন্তু মহান আল্লাহ সত্যের প্রকাশ ঘটাবেনই । **ইবন আবু হাদীদ** শরীফ মুরতাজার উক্তি প্রত্যাখান করতে যেয়ে বলেন, **অতঃপর মালিকের উক্তি তোমার সাথী এর অর্থ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** । এই শব্দগুলো ইমাম তাবারী তাঁর ইতিহাসেও বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার কৈফিয়ত দিতে যেয়ে বলেন, সে প্রত্যাগমনের সময় বলেন, তোমাদের সাথী আমাকে নিযুক্ত করেছে এবং এই এই বলেছে । তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি তাকে তোমার সাথী হিসেবে গণ্য কর না? **আমার জীবনের শপথ! এটি খুবই রূঢ় বাক্য, যদি এ থেকে বের হওয়ার তাবীল থাকত তবে নিশ্চয়ই সে তা অপছন্দ করত** । এই অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষী ও শ্রোতা সকলেই অবগত ।[২]

অতএব এই বর্ণনা থেকে যে প্রমাণ গ্রহণ করতে চায়, তার অবগত হওয়া উচিত যে এই বর্ণনায় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিককে হত্যার কৈফিয়তও বর্ণিত হয়েছে । আর তা হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কটুক্তি করা । যা তার ধর্মত্যাগ ও হত্যাযোগ্য হওয়ার ইতিবাচক কারণ ।

এরপরও আমরা বলব এই বর্ণনার সনদ কখনই শুদ্ধ নয় ।

(১) ইমাম তাবারীর সনদে **ইব্ন হামিদ ও সালমা ইব্ন ফজল** রয়েছে তাদের অবস্থা বনী জাযীমার আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে । তারা দুজনেই দুর্বল বর্ণনাকারী ।

(২) তাবারী ও খলীফার সনদে **তালহা ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর রয়েছে** । তার ব্যাপারে **হাফেজ ইব্ন হাজর** বলেন, তিনি মাকবুল (গ্রহণযোগ্য) অর্থাৎ যদি তাকে অনুসরণ করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে তার অনুসারণ করা যাবে না । যেমন পূর্বে মন্তব্য করা হয়েছে ।

(৩) উক্ত সনদে **জটিলতা** বিদ্যমান । ইমাম তাবারী মুরসাল হিসেবে তালহা থেকে বর্ণনা করেছেন । আর খলীফা বর্ণনা করেছেন মাওকুফ হিসেবে আবু কাতাদা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে ।

এ কারণে হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন বাতিল হয়ে যায় ।

এ বিষয়ে এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা । উপরে উপস্থাপিত বর্ণনাসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ সম্পর্কে ত্রুটিমুক্ত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না । চাই তা সনদের দিক থেকে হোক বা মতনের দিক

[১]. আন্‌নস ওয়াল ইজতিহাদ, পৃষ্ঠা-১৩৫ ।
[২]. শর্‌হ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১২৪ ।

থেকে হোক। এতদসত্ত্বেও এ পরিসরে বলা আবশ্যক যে, এ ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয়ে ঐতিহাসিকভাবে ঐকমত্য হয়েছে।

(১) খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করেন।

(২) খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের স্ত্রী উম্মে তামীমকে বিবাহ করেন।

এছাড়া ঘটনায় যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুসন্ধান ও গবেষণার দাবি রাখে। এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ পরস্পর বিরোধী যার একটি অপরটির বিপরীত। এই ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলে আমরা দেখতে পাই, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করেননি। বরং এ দাবিটি স্পষ্ট মিথ্যা। একইভাবে তিনি মালিকের স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ও তার আকর্ষণে মালিককে হত্যা করেননি। এটি মূলত এক স্পষ্ট অপবাদ। তিনি এজন্যও তাকে হত্যা করেননি যে, সে আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব মেনে নেননি। বরং তিনি আহলে বাইতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এরপরেও যারা আলী রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব অগ্রগণ্য মনে করেন, এটি এমন এক মিথ্যা অপবাদ যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। কোন অবস্থাতেই এটি সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। এটি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন।

যারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করেন তারা বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির কারণে হত্যা করেননি অথবা এই কারণেও তাকে হত্যা করেননি যে, সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাদের সাথী বলেছিলেন। আর বন্দীদের রক্তপন প্রদানের বিষয়টিও হাস্যকর।

এসব গৌণ বিষয়ে মতভেদ দূর করার জন্য আমরা এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের গ্রন্থাবলিতে স্বীকৃত বিষয়গুলো গ্রহণ করব।

এরই ভিত্তিতে মালিক:

(১) অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীর মত যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তার সাথীরা এ স্বীকৃতি প্রদান করেছিল যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(২) মালিক নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদার সুজাহএর অনুগামী হয় এবং তার সাথে আতাঁত ও সন্ধি করে এবং মানুষ হত্যার জন্য একত্রিত হয়। এর আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

এ দুটি কারণে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে হত্যা করেন। বরংঞ্চ এর যে কোন একটি কারণই তার হত্যা বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতএব এ ঘটনার বিকৃতি বা পরিবর্তন পরিবর্ধন করে এ দাবি করার কোন সুযোগ নেই যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু নিরপরাধ এক ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবী ছিলেন, তাকে হত্যা করেছেন, তার স্ত্রীকে বন্দী করে তার সাথে ব্যভিচার করেছেন।

এসব বক্তব্য সাহাবীগণের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা এবং প্রকৃত বাস্তবতাকে লুকানোর প্রচেষ্টা।

এ সংক্রান্ত আরও একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত প্রদান আবশ্যক তা হল, কতিপয় সাহাবী কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর এ কাজ সমর্থন না করে তাঁর উপর অনস্থা আনায়ন। যাদের শিরনামে ছিলেন:

১। আবু কাতাদাহ আনসারী রাদি আল্লাহু আনহু

২। উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু

আমরা বলব,

প্রথমত:-

আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাদেরই একজন যারা মালিক ও তার গোত্রের ইসলামে অটুট থাকা, আজান, ইকামত ও নামাযের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিককে হত্যা অপছন্দ করেছিলেন। **এর উত্তর -**

মালিকের বিষয়টি অনেক সাহাবীর কাছে সন্দেহপূর্ণ ছিল যাঁদের মধ্যে আবু কাতাদাহ অন্যতম। আর তা এই কারণে যে, তিনি ঐ গোত্রের লোকজনকে নামায আদায় করতে ও শাহাদাত উচ্চারণ করতে দেখেছিলেন। তাহলে কোন যুক্তিতে তাকে হত্যা করা হল? খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ঐ সব কাজকে তার ইসলামের উপর অটুট থাকার জন্য যথেষ্ট মনে করেননি। যেহেতু সে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল ও সুজাহ নাম্মী ভণ্ডনবীর অনুগত হয়েছিল। একারণে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে ধর্মত্যাগী হিসেবেই দেখেছিলেন। এসব কাজ করার সাথে সাথে সালাত আদায় করলেও তাকে হত্যার বিধান মাফ হয়ে যায় না।

আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাজে অপছন্দ করার বিষয়টি পরস্পর পরস্পরের ইজতিহাদ অস্বীকার করার পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রে আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর ইজতিহাদ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ইজতিহাদের চেয়ে অগ্রগণ্য ছিল না।

যেহেতু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিষয়ে প্রথম থেকেই সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং তা নিয়ে তাঁরা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন এ মর্মে যে, যারা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নিয়ে নামায আদায় করছে অথচ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে তাদের বিধান কী? অতএব এটি দুর্বোধ্য নয় যে, কিছু সাহাবীর নিকট এ সন্দেহ অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। যাঁদের মধ্যে আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুও অন্যতম। আর **তারীখুল ইসলামে** যুহরী বর্ণনা করে বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরার কাছে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন যাদের মধ্যে আবু কাতাদাহও ছিলেন। তারা পথ চলতে চলতে লোকালয়ে পৌঁছায়। তখন মালিক তার সঙ্গীদের নিয়ে বের হয়। তারা বলল, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা মুসলমান। কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর মনে হল তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর বান্দা একজন মুসলিম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা অস্ত্র রেখে দাও। তখন তারা অস্ত্র রেখে দিল ও সাথে সাথে ঐ অভিযানের নেতা তাদেরকে বেধে ফেলল এবং বন্দী হিসেবে গণ্য করল। তাদের নারীদেরকেও বন্দী করে খালিদ রাদি

আল্লাহ্ আনহুর কাছে নিয়ে আসা হল আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে জানালেন তাদের সাথে শান্তিচুক্তি রয়েছে এবং তারা মুসলমান হিসেবে দাবি করছে। কিন্তু অভিযানের অন্যান্য সদস্য এ বিষয়ে আবু কাতাদাহর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে জানালেন, তাদের সাথে কোন নিরাপত্তা চুক্তি নেই বরং তারা প্রকৃতই বন্দী। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যা ও নারীদের বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যে আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে চলে যান। তাঁর কাছে পৌঁছে বলেন, আপনি তো জানেনই মালিক ইব্ন নুঅইরাহর সাথে শান্তিচুক্তি রয়েছে এবং সে নিজেকে মুসলমান দাবি করেছে। আমি খালিদকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তিনি আমার কথা ত্যাগ করে ঐ সব আরব বেদুঈনদের কথা গ্রহণ করেছে যারা গণীমাত লোভী। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু উঠে দাড়ালেন এবং বললেন, হে আবু বকর! নিশ্চয় খালিদের তরবারীতে অন্যায় মিশ্রিত হয়েছে। কাজটি অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হয়নি। আপনি তার ক্ষমতা সীমিত করে দিন। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু চুপ থাকেন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ইয়ামামায় অবস্থান করেন। তখন মুতাম্মিম ইব্ন নুঅইরা আগমন করে আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে এসে তার ভাইয়ের শোকে বিলাপ করেন এবং তার রক্তমূল্য ও বন্দীদের ব্যাপারে প্রার্থনা করেন। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বন্দীদের ফেরত দেন। তিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, খালিদের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন বিষয়টি তেমন নয় বরং সে তা'বীল করেছে এবং ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।[১]

ঘটনাটি সঠিক নয় এবং এর শুদ্ধতা সাব্যস্থ হয়নি নিম্নোক্ত কারণে:

ঘটনাটি **যুহরী থেকে মুওয়াক্কারীর** বর্ণনা।

হাফিজ ইব্ন হাজর 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে বলেন:

আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, মুওয়াক্কারী যুহরী থেকে বর্ণনা করাটা আশ্চর্যজনক? তিনি বললেন, আমি তাকে কোন দিক থেকেই মূল্যায়ন করি না।

ইব্ন মুঈন বলেন, বর্ণনাকারী হিসেবে কিছুই নয়। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, সে মিথ্যুক। অন্য একবার বলেন, দুর্বল।

ইব্ন মাদাঈনী বলেন, দুর্বল, তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যাবে না।

জুযজানী বলেন, অবিশ্বস্ত, যুহরী থেকে এমন অনেক কিছু বর্ণনা করেছে যার কোন অস্তিত্ব নেই।

আবু হাতিম বলেন, দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী।

নাসাঈ বলেন, তার হাদীস মুনকার, সে বিশ্বস্ত নয়। তিনি অন্যত্র বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে মাতরুক।

---

[১]. তারীখুল ইসলাম: ৩/৩৭, খুলাফায়ে রাশিদুনের যুগ।

তিরমিযী বলেন, হাদীসকে দুর্বল করে ।

ইব্ন খাযীমাহ বলেন, তার হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না ।

ইব্ন হাব্বান বলেন, তার কাছে যা অর্পন করা হত তা যাচাই বাছাই করতেন না । তিনি যুহরী থেকে এমন অনেক জাল বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যা যুহরী কখনও বর্ণনা করেননি । তিনি সাধারণত মুরসাল হিসেবে প্রদর্শন করতেন আবার মাওকুফ সনদ বর্ণনা করতেন । কোন অবস্থাতেই তার বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না ।[১]

যুহরী থেকে বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি বর্ণনাকারীর অবস্থা এই । এরপরেও কি এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য যার মধ্যে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থানও বর্ণিত হয়েছে?

দ্বিতীয়তঃ-

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান ও তাঁর কাজ অপছন্দ হওয়ার বিষয়ে আমরা বলব, ঐ স্থানে যারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকের কাছে ঘটনার মূলতত্ত্ব স্পষ্ট হয়নি, যেমন আবু কাতাদাহ । অতএব যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না তাদের কাছে বিষয়টি দূর্বোধ্য হওয়াটি আরও বেশি সম্ভাবনাময় । সম্ভবত উমর রাদি আল্লাহু আনহু ঘটনাটি আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে শোনার পর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন । কারণ উমর রাদি আল্লাহু আনহু রক্তপাত ঘটার ব্যাপারে সর্তক থাকতেন । এ জন্য খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে ঐ সব কথা বলেছিলেন । উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ডের অস্বীকৃতি বিষয়ে ঐ কথাই বলা যায় যা আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ডের অপছন্দ করার বিষয়ে বলা হয়েছে । আর তা হল, এক মুজতাহিদ কর্তৃক অন্য মুজতাহিদের কর্মাকাণ্ডের অস্বীকৃতি ।

আইজি বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যে হত্যা করেছিলেন তা অপছন্দ করা মূলত মুজতাহিদানের পরস্পর ইজতিহাদকে প্রধান্য দেওয়ার কারণে ।[২]

আর উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহকে গালি প্রদান, ব্যভিচারে অভিযুক্তকরণ, তাকে রজম করার ইচ্ছা পোষণ ইত্যাদি যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে তা সহীহ বর্ণনার ভিত্তিতে কখনও সাব্যস্ত হয় না ।

যদি বলা হয়, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কেন বললেন, খালিদ তাবীল করেছে ও ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে? কেন তিনি মালিকের রক্তপণ প্রদান করলেন এবং বন্দীদের ফেরত দিলেন ।

---

[১]. তাহজীবুত তাহজীব: ১১/১৩১, জীবনী- ২৫১ ।

[২]. আল মাওয়াকিফ: ৩/৬১১ ।

উত্তরঃ-

প্রথমত সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর উক্তি তাবীল করেছে ও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।[১] বাণীটি দুটি অর্থ বহনের সম্ভব্যতা রাখে।

ক) রুপক বাস্তব নয়ঃ অর্থাৎ খালিদ তাবীলও করেনি ভুলও করেনি। বরং আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহু উমর রাদি আল্লাহু আনহুকে এমনটি বলেছেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর নির্দোষতা প্রমাণের জন্য। এর প্রমাণ কিছু কিছু বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। অতএব তার বিষয় ছেড়ে দাও, সে তাবীল করেছে ফলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ হে উমর! মনে কর সে তাবীল করেছে এবং ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে কিছু বলা থেকে বিরত থাক।

খ) বাস্তবঃ এ ক্ষেত্রে ভুল বলতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যার সিদ্ধান্তে দ্রুততা অবলম্বন করা। তার উচিত ছিল ধীরস্থিরভাবে মালিকের অবস্থা অবগত হওয়া ও অকাট্যভাবে নিশ্চিত হওয়া। যেহেতু এ ব্যাপারে কিছু সাহাবী সন্দিহান ছিলেন এবং মতভেদ করেন।

ইব্ন আবু হাদীদ কাযী কুযাত থেকে তিনি তার শিক্ষক আবু আলী থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিককে হত্যা সংক্রান্ত সংশয়ে বলেন, যদি বলা হয়, আবু বকর থেকে বর্ণিত খালিদ তাবীল করেছে ও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এর অর্থ কী? তখন বলা হবে, তাকে হত্যার জন্য তড়িঘড়ি করা। খালিদের উচিৎ ছিল আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে এই সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি অবগত করানো।[২]

দ্বিতীয়ত আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কেন মালিক ইব্ন নুঅইরার হত্যার রক্তপণ প্রদান করলেন?

উত্তর- এটি অতি স্পর্শকাতর বিষয়। বিশেষত এ সংক্রান্ত সংশয়ের কারণে। কারণ যদি মালিক মুসলিম হয়ে থাকে তবে তাকে হত্যা করা ভুল হয়েছিল।

তৃতীয়ত সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু বন্দীদের ফেরত দেন যা তিনটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছেঃ

১। **যুহরী থেকে মাওক্কারীর** বর্ণনা যা যাহাবী তার তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে।[৩] এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে তা শুদ্ধ নয়।

২। **খলীফা ইব্ন খাইয়াত** আলী ইব্ন মুহাম্মদ থেকে তিনি ইব্ন আবু যাইব তিনি যুহরী থেকে, তিনি সালেম থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু কাতাদাহ আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে আগমন করে মালিক ইব্ন নুঅইরা ও তার সাথীদের হত্যার বিষয় জানালেন।

---

[১]. হুর আল আমিলীর আল অসাঈল গ্রন্থের বিশ্লেষকের ভূমিকায় বিশ্লেষক আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বাণী 'তাবীল করেছে ও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে' এর উপর মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন, নস বা মূল ভাষ্যের বিপরীতে এটি ইজতিহাদ। কেননা আল্লাহর বাণী, وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس এভাবেই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। অথচ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (সূরা আল মায়িদা: ৪৫)
আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই কিভাবে কেউ কেউ নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষদগার করে। এমনকি কুরআনের আয়াত পর্যন্ত ঠিকমত উল্লেখ করেননি।

[২]. শরহ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১১৮।

[৩]. তারীখুল ইসলাম: ৩/৩৭ খুলাফায়ে রাশিদুনের যুগ।

তখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু প্রচণ্ড অস্থির হয়ে গেলেন। অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে চিঠি প্রেরণ করেন। ফলে তিনি তার কাছে আগমন করেন। তখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, খালিদ তাবীল করেছে এবং ভুল করেছে। এরচেয়ে বেশি কিছু করেছে কি? আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদকে ফেরত পাঠালেন, মালিকের রক্তপণ প্রদান করলেন, বন্দী ও সম্পদ ফেরত দিলেন।[১]

এই বর্ণনার বর্ণনাকারীগণের মধ্য শাইখ খলীফা ব্যতীত সকলেই বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন আলী ইব্ন মুহাম্মদ তিনি মাদাঈনী, যার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা রয়েছে। ইব্ন আদী বলেন হাদীসের ক্ষেত্রে সে শক্তিশালী নয়, সে আখবার প্রণেতা। তিনি বলেন, সে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাকারী যা আল আখবার নামে পরিচিত। তার বর্ণিত সনদযুক্ত বর্ণনা অনেক কম।[২]

ইব্নুল জাওযী তাকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৩] **ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন** তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।[৪]

জাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, সংরক্ষণকারী, সত্যবাদী .....যুদ্ধ বিগ্রহ, সামরিক অভিযান, কুলজবিদ্যা, আরবের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য প্রতিভা। তিনি যা বর্ণনা করেন তা সত্য, বর্ণনাসূত্র উচ্চ মানের। তিনি আরও বলেন, বিজয় যুদ্ধাভিযান ও কবিতা সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন এবং এসব বিষয়ে সত্যবাদি ছিলেন।[৫]

এগুলো মাদাঈনীর অবস্থা সংক্রান্ত বর্ণনা। যারা তাকে দুর্বল বলেন তাদের দৃষ্টিতে বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক বন্দীদের ফেরত প্রদানের বিষয়টি অসত্য। আর যারা মাদাঈনীকে বিশ্বস্ত মনে করেন তারা বর্ণনাটি গ্রহণ করেন। এ হিসেবে বলা যায়, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের বন্দীদের ফেরত পাঠান, একইভাবে মালিক ইব্ন নুঅইরার রক্তপণও প্রদান করেন।

৩। **তাবারী** বর্ণনা করে বলেন, সিররী আমার কাছে লেখেন, তিনি শুয়াইব থেকে তিনি সাইফ থেকে তিনি হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বলেন, অভিযানের সদস্যরা প্রত্যক্ষ করল যে, তারা আজান ও একামাত দিচ্ছে এবং নামায আদায় করছে। এজন্য তারা তাদের সাথে এমন ব্যবহার করেছিল। অন্যদল সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তারা ঐ সব কিছু করেনি। এ কারণে তারা তাকে হত্যা করে। অতঃপর তার ভাই মুতাম্মিম ইব্ন নুঅইরা আবুবকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর নিকট তার ভাইয়ের রক্তপণ ও বন্দীদের ফেরত চান। তখন তিনি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে বন্দীদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশসহ পত্র লেখেন। উমর রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে খালিদের অপসরণের আবেদন জানান এবং বলেন, তার তরবারীতে জুলমের রক্ত

---

[১]. তারীখে ইব্ন খাইয়াত, পৃষ্ঠা-৬৮।
[২]. আল-কামিল ফীদ দুআফা: ৫/২১৩, জীবনী ৩৯৮, ১৩৬৬।
[৩]. আদ্ দুআফা ওয়াল মাতরুকীন :২/১৯৯, জীবনী ২৪০১।
[৪]. লিসানুন মীযান: ৬/১৩।
[৫]. সীরু আলামুন নুবালা: ১০/৪০০।

মিশ্রিত হয়েছে। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, না হে উমর আল্লাহ যে তরবারী কাফিরদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন তার মধ্যে আমি অনুপ্রবেশ করব না।[১] বর্ণনাসূত্রে সাঈফ ইব্ন উমর থাকার কারণে এটি দুর্বল বর্ণনা।

এ অনুচ্ছেদের উপসংহারঃ-

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করেন। কারণ সে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিল। চাই সুজাহর আনুগত্যের কারণে হোক বা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির কারণে হোক। সাহাবীগণের কেউ কেউ তার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন আবু কাতাদাহ যিনি মালিকের ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কেননা তিনি তাকে ও তার সদস্যদের নামায আদায় করতে দেখেছিলেন। কিন্তু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর নিকট শুধুমাত্র এ কাজটি ওজর হিসেবে গৃহীত হয়নি। ফলে তাদের বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ হয়ে দাড়ায়। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ইজতিহাদ করেন তাদের হত্যার বিষয়ে। আর আবু কাতাদাহ ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমা ইজতিহাদ করেন তার মুসলমান হওয়ার পক্ষে। এই মতবিরোধ ও বিষয়টির অস্পষ্টাতার কারণে সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের রক্তমূল্য প্রদান করেন।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের স্ত্রীর প্রতি আসক্তির কারণে বা মালিক আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফতে সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণে অথবা পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তাকে হত্যা করেন এসব কিছু সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও স্পষ্ট মিথ্যা। এসব বিষয়ের দাবিদাররা কখনই তা সাব্যস্ত করতে পারবে না।

[১]. তারীখে তাবারী: ৩/২৭৯।

*** ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ**

মালিক ইব্‌ন নুঅইরার স্ত্রীর ব্যাপারে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিক ইব্‌ন নুঅইরাকে হত্যার কারণ শীর্ষক অনুচ্ছেদে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীরা মালিককে হত্যার কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে উল্লেখ করেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের স্ত্রী উম্মে তামীমের প্রতি আসক্ত ও তার রূপে মুগ্ধ হয় এবং জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে ভালবাসা ছিল। অবশেষে যখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সামনে তার স্বামীকে হত্যা করার সুযোগ এসে দাঁড়াল তখনই বিনা অপরাধে তার স্বামীকে হত্যা করেন এবং তাকে বিবাহ করেন। এই বানোয়াট মিথ্যা কাহিনী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় তা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে না।

একইভাবে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইতিহাসবিদগণ একমত যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিকের স্ত্রী উম্মে তামীমকে বিবাহ করেন। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ পরিসরে আমরা শুধুমাত্র উল্লেখ করব উক্ত বিবাহ কখন, কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তা কি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এর সাথে ঐ রাতেই কোন প্রকার ইদ্দাত পালন ছাড়াই সম্পন্ন হয় যে রাতে তার স্বামী মালিক ইব্‌ন নুঅইরাকে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ের মূলতত্ত্ব কি ?

সম্ভবত এ বিষয়ের পাঠক অতিদ্রুত ও কোন প্রকার জটিলতা ছাড়াই অবগত হবেন যে, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা একমত যে, তিনি মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনা করেছিলেন। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে মালিক মুসলিম হিসেবেই নিহত হয়েছিল আর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কোন প্রকার ইদ্দাত ও মুক্তিপাওয়া ব্যতিত ঐ রাতেই তার সাথে সঙ্গম করেন।

এখন আমরা এ সংক্রান্ত কতিপয় বর্ণনা উপস্থাপন করব:-

শাজান ইব্‌ন জিবরাঈল বলেন, তিনি তাকে হত্যা করেন, **ঐ রাতেই তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন**, তার সাথে রাত্রিযাপন করেন এবং গাধার মত তার সাথে সঙ্গম করেন।[১]

নাজফী বলেন, এমনকি মালিকের স্ত্রীর সাথে **ঐ রাতেই** সঙ্গম করেন।[২]

রাওয়ানদী বলেন, তাদের প্রধানকে হত্যা করেন, তার স্ত্রীকে গ্রহণ করেন এবং **তাৎক্ষণিক তার সাথে সঙ্গম করেন।**[৩]

আশুর বলেন, কোন প্রকার **ইদ্দাত পালন ছাড়াই** সৌন্দর্যমুগ্ধ হয়ে তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন।[৪]

---

[১]. আল-ফাদাঈল, পৃষ্ঠা-৭৭।
[২]. জাওয়াহিরুল কালাম: ২১/৩৪৩।
[৩]. আল খারায়েজ ওয়াল জারায়েহ : ৩/৫৬৩।
[৪]. আন্‌নস আলা আমিরুল মুমিনীন, পৃষ্ঠা- ২৩৪।

ওয়াহিদ বাহবাহানী বলেন, তার স্ত্রীকে **রাতে** অর্থাৎ ঐ ঘটনার রাতে বিবাহ করেন।[১]

ইয়াকুবী বলেন, **ঐ দিনই** তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন।[২]

মুরতাজা আসকারী বলেন, তার স্ত্রীর সাথে **ঐ রাতেই বিবাহ করেন তখন পর্যন্ত মালিক ইব্ন নুআইরকে দাফনও করা হয়নি**।[৩]

আবুল কাসেম সুফী বলেন, তিনি তার স্ত্রীকে গ্রহণ করেন এবং **ঐ রাতেই তার সাথে সঙ্গম করেন কোন প্রকার ইদ্দাত মুক্ত হওয়া ছাড়াই**। ফলে স্ত্রী ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়।[৪]

আব্বাস কুম্মী বলেন, **ঐ রাতেই** তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন।[৫]

শাকিরী বলেন, তার স্ত্রীর সাথে **ঐ রাতেই যিনা করেন এবং তার ইদ্দাত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেননি**।[৬]

এগুলো এ বিষয়ের কিছু উদ্ধৃতি এ থেকে ঐ কথাই স্পষ্ট হয় যা সামান্য আগে আমরা বলেছি যে, বিরুদ্ধবাদীরা এ বিষয়ে একমত যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ঐ রাতেই কোন প্রকার ইদ্দাত ছাড়াই উম্মে তামীমকে বিবাহ করেন, যে রাতে তার স্বামীকে হত্যা করা হয়।

এই মিথ্যা অপবাদ ও অসত্য বিষয়টি আমরা দুভাবে প্রতিহত করব।

১। আমরা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছি যারা এ জাতীয় মন্তব্য করেন তারা আজ থেকে শুরু করে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সহীহ শুদ্ধ ও সাব্যস্ত দলিলের মাধ্যমে এর প্রমাণ দিতে পারবে না।

২। পুরাতন ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে এ জাতীয় কোন উদ্ধৃতি পাওয় যায় না। বরং এ ব্যাপারটি বিরোধপূর্ণ। কারণ অনেক ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তার ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর বিবাহ করেন। এ বিষয়টি আরও পরিস্কার করার জন্য আমরা অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি উদাহরণ স্বরূপ।

ইমাম তাবারী বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উম্মে তামীম বিনত মেনহালকে বিবাহ করেন এবং তার পবিত্রতা আসা পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন।[৭]

যদি বলা হয়, এই বর্ণনা সনদে সাইফ রয়েছেন। আমরা বলব, সাইফের সূত্রে বর্ণিত ঘটনা ঐ সব বর্ণনার চেয়ে উত্তম যে সব বর্ণনার কোন সনদ বা বর্ণনা পরম্পরা নেই। এটি **প্রথম** কথা।

---

১. তালীকাহ আলা মানহাজুল মাকাল, পৃ-২৩৪।
২. তারীখে ইয়াকুবী: ২/১৩৩।
৩. মাআলিমুল মাদরাসাতাইন: ১/১৭৬।
৪. আল-ইস্তিগাছা: ১/৬।
৫. বাইতুল আহযান: ১০৩।
৬. আলাম মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবেঈন: ৯/৬২।
৭. তারীখ তাবারী: ৩/২৭৮।

দ্বিতীয়ত আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি ইমাম তাবারীর এই উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকেই মালিকের ঈমান, আবু কাতাদাহ কর্তৃক তাদের আজান ও নামাযের সাক্ষ্য প্রদান সত্ত্বেও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদের হত্যা করার কারণে আবু কাতাদাহর অসন্তুষ্টি, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ড উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রত্যাখান এবং খালিদের ঐ সব কাজে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর আতাঁত ইত্যাদি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করেন।

এ সব বিষয়ে তারা এই উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন অথচ এই বর্ণনার সূত্রে সাইফ ইব্ন উমর রয়েছেন। অতএব একই বর্ণনায় বর্ণিত খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের স্ত্রীকে ইদ্দাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন এ অংশ দিয়ে আমরা প্রমাণ পেশ করলে তা অগ্রাহ্য হবে কেন?

হাফেজ ইব্ন কাসীর বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরার স্ত্রী উম্মে তামীম বিনত মিনহালকে মনোনীত করেন, যে অনেক রূপবতী ছিল। অতঃপর **যখন ইদ্দাত সম্পন্ন করে তখন তিনি তার সাথে সহবাস করেন**।[১]

ইব্ন খালকান বলেন, খালিদ তার (মালিকের) স্ত্রীকে গ্রোপ্তার করেন। বলা হয় **তিনি ফাঈ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে তাকে ক্রয় করেন ও তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন**। বলা হয়েছে সে তিন হায়েয কাল ইদ্দাত পালন করেন অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে নিজের জন্য প্রস্তাব দিলে সে তাও গ্রহণ করে।[২]

ইব্ন আবু হাদীদ শাইখ আবু আলী থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে সংশয় পোষণকারীদের প্রতিহত করে বলেন, তার স্ত্রীর সাথে তার (খালিদ) সহবাসের বিষয়টি সাব্যস্থ হয়নি। সুতরাং এ বিষয়ে অযথা সন্দেহ করা ঠিক না।[৩]

আল আইজী বলেন, তার স্ত্রীকে বিবাহ করার বিষয়টি এমন যে, সম্ভবত ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত ছিল এবং সেই মুহূর্তে তার ইদ্দাত সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল নতুবা সে তাঁর (খালিদ) কাছে বন্ধী অবস্থায় ছিল।[৪]

প্রিয় পাঠক! আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টি অবলোকন করুন এবং নিজেই বিচার করুন যে, কে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করেছে এবং কে তা গোপন করে সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় প্রকাশ করেছে।

আমরা জানি না যারা নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ব্যাপারে কোন প্রকার প্রমাণ, দলিল যুক্তি ছাড়াই অপবাদ প্রদান করে? তারা আল্লাহর দরবারে কী ওজর পেশ করবেন?

হে আল্লাহ আমরা তোমার অনুকম্পা প্রার্থনা করি।

---

[১]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬/৩২২।
[২]. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান: ৩/২১৫।
[৩]. শর্হ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১১৮।
[৪]. আল মাওয়াকিফ: ৩/৬১২।

*** সংযোজনী :-**

তাবারী ইব্ন হুমাইদ থেকে, তিনি সালমা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করে বলেন, অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মাজ্জাআকে বললেন, আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন। মাজ্জাআ তাঁকে বললেন, আস্তে, তুমি আমার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করেছ আর তোমার পশ্চাতভাগ আমার সাথে তোমার সাথীর কাছে? তিনি বললেন, ওহে আপনি আমার সাথে বিবাহ দিন। তখন তিনি তাকে বিবাহ দিলেন। অতঃপর এ সংবাদ আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছালে তিনি তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেন যা বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণের মত। আমার জীবনের শপথ! হে খালিদ মাতার সন্তান! তুমি নিশ্চিত মনে বিবাহ করছ অথচ তোমার বাড়ির আঙ্গিনা এক হাজার দুইশত মুসলিমের রক্তের রঞ্জিত। যা এখনও শুকায়নি .....।[১]

কেউ কেউ এই মন্তব্যকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগের অর্ন্তভুক্ত করে থাকেন যে, তিনি নারী পাগল ও তাদের বিবাহে আগ্রহী ছিলেন। এমন কি তিনি এ বিষয়ে যুদ্ধ বিগ্রহের চেয়েও কঠিন অবস্থান নিতেন।

এ বর্ণনাটি **ইব্ন জারীর তাবারী আল-ইমামী** তার আল মুসতারশিদ[২] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ওয়াকেদীর সূত্রে। যাতে বর্ণিত আছে, আমার জীবনের শপথ! হে খালিদের মায়ের পুত্র খালিদ! তুমি অবন্তর বিবাহ করছ ও তাদের সাথে বাসর উৎযাপন করছ আর এ কারণে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে।

আমরা বলব, এই বর্ণনা সঠিক ও সাব্যস্ত নয়। ইমাম তাবারী সূত্রেও নয়। কেননা এর সনদে ইব্ন হামীদ ও তার শিক্ষক **সালমা** রয়েছে তাঁদের সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে তাবারী ইমামী যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন সে দিক থেকেও না। কেননা এই সনদে ওয়াকেদী রয়েছে, যার অবস্থা পরিচিত।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিহাদের ছলনায় নারী পাগল ছিলেন এ জাতীয় বর্ণনা সম্পূর্ণ অসত্য এককথায় বা বিস্তারিত সব দিক থেকেই।

আবু ইয়ালা তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বলতেন, এমন রাত যে রাতে আমার নববধুকে আমার ঘরে অর্পন করা হয় অথবা যে রাতে আমার ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, এসব রাতের চেয়ে আমার কাছে ঐ রাতই অধিক প্রিয় যে রাত মুহাজিদের সাথে অতিসংকটময় অতিবাহিত করা হয়। যে রাত ভোর হতেই শত্রুদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হব।[৩]

---

১. তারীখে তাবারী: ৩/৩০০।

২. পৃষ্ঠা-২২৫।

৩. আবু ইয়লা, হাদীস নং ৭১৮৫; ইব্ন মুবারান আল জিহাদ, পৃ: ১১৮; মুসান্নাফে ইব্ন আবু শায়বা: ১০/২৯৫; ইমাম আহমদ, ফাদাঈলুস সাহাবা : ২/১০২৫; হায়সামী, আল মাজমা ; ৯/৩৫০।

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু হত্যা ও বিবাহ সম্পর্কে যা করেছিলেন তার বিধান

এই সংশয়ের শেষ অনুচ্ছেদ এটি। এর উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ একটু দীর্ঘায়িত হবে। কেননা এ মহান সাহাবীর উপর উত্থাপিত সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সংশয় এটি।

এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু হল, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু হত্যা ও বিবাহ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার বিধান।

এর উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই এ বিষয়ে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি ও এর প্রতি আহবানকারী বিষয়সমূহের মধ্যে এবং সাহাবী, অন্যান্যরা ও তৎপরবর্তী ইমাম ও আলিমগণের যারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ড বিচার-বিবেচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

এ বিষয়ে বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা ইব্ন আবু হাদীদের একটি উদ্ধৃতি পেশ করব যা আমাদের খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ও মালিকের মধ্যকার ঘটনার বিষয়ে খুবই আশ্চর্যন্বিত করে। তিনি বলেন, মালিক ইব্ন নুঅইরা ও খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের ঘটনাটি আমার কাছে সন্দেহপূর্ণ মনে হয়। সাহাবীগণের বিষয়ে সন্দেহ করছি এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এ জন্য যে আরবের যারাই এ বর্ণনা নিয়ে এসেছেন তারা সকলেই ঐ গোত্র মুসলিম ছিল কি না সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন।[১]

আমরা বলব, মানুষ যদি নিজের ব্যাপারে ইনসাফ করে এবং এই পদ্ধতি গ্রহণ করে তবে সে নিজে খুশি হয় অন্যকেও খুশি করে। আর যখন সাহাবীগণ সম্পর্কে কোন কথা জটিল ও দুর্বোধ্য হয় জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার অভাবে তখন পূর্ববর্তীদের মত একই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। আর তা হল, সাহাবীগণের মধ্যে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে নিরব থাকা ও তাঁদের ব্যাপার আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করা। সাথে সাথে তাঁদের ভালবাসা, আন্তরিকতা, সততা, তাকওয়া, পরহেজগারিতার ব্যাপারে শুদ্ধ আকীদা পোষণ করা। বিশেষ করে ঐ সব বিষয়ে যা সাহাবীগণের ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি করে (যেমন ইব্ন আবু হাদীদ বলেছেন)। অতএব যারা তার পরে এসেছে তারা এ বিষয়ে আরও অগ্রগণ্য।

আমরা মূল আলোচনায় ফিরে এসে বলব, এ প্রসংগে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মতামত সংশ্লিষ্ট যা বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট হয়, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরাকে মুরতাদ হিসেবেই দেখেছেন এবং তার মৌখিক ইসলামকে প্রকৃত ইসলাম হিসেবে গণ্য করেননি। কেননা তিনি যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ধর্মত্যাগ হিসেবেই গণনা করেন, যদিও অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী নামায আদায় করেন। এরই ভিত্তিতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করার কারণে তাঁর উপর কোন প্রকার দোষ না বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যায় না।

---

[১]. শর্হ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১২৩।

আমরা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে পবিত্র ঘোষণা করব। একইভাবে অন্যান্য সাহাবীকেও পবিত্র ঘোষণা করতে চাই যে, তাদের মধ্যে সংশয়, তাবীল বা ওজর ব্যতীত তাদের থেকে ভুলক্রমে হত্যা সংঘটিত হতে পারে। কেননা তাঁরা মহান আল্লাহর অধিকতর ভয়কারী অধিক তাকওয়াবান তাদের তুলনায় যারা তাঁদের পরে এসেছে। পরবর্তী কেউ এ সব বিষয়ে তাদের চেয়ে অধিক অগ্রগামী হতে পারবে না। বরং তারা মহান সম্মান ও উচ্চমর্যদায় ভূষিত।

অতএব খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যা করেছিল তা সঠিক হিসেবে বিশ্বাস করলে এই বিধান বর্তায়। আবার আমরা যখন এ বিষয়টি অন্য চোখে অর্থাৎ সাহাবী, উলামা ও তৎপরবর্তীদের দৃষ্টিতে দেখি তখন বিষয়টি ভিন্নরূপ ধারণ করে।
আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি আবু কাদাতাহ ও উমর রাদি আল্লাহু আনহু এ কাজ অপছন্দ করেছেন। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একে ভুল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কেননা তাদের দুজনের মতে মালিক ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়নি। এ বিধান এই ভিত্তিতে যে পূর্বে আলোচিত উদ্ধৃতিগুলো যদি শুদ্ধ হয় তবে। কিছু কিছু আলিম এই মতকে প্রধান্য দিয়েছেন। যেমন-

হাফিজ ইব্ন কাসীর বলেন, তিনি যদি মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যার ব্যাপারে ইজতিহাদ করে থাকেন তবে তার হত্যার ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[১]

ইব্ন আব্দুল বার বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে এই ধারণা করে হত্যা করেন যে, সে মুরতাদ। কেননা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে ধর্মত্যাগীদের হত্যা করার নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তার ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয় যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু সে মুসলিম নাকি মুরতাদ, আমার দৃষ্টিতে তাকে হত্যা করা ভুল ছিল। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।[২]

ইব্ন আসীর যে মতের দিকে ঝুকেছেন তা হল, মালিক ধর্মত্যাগী হননি বরং তিনি ছিলেন মুসলিম একত্ববাদী সাহাবী তার প্রতি সন্তুষ্ট।[৩]

ইত্যাদি বর্ণনা যা থেকে প্রমাণিত হয় মালিককে হত্যা করে খালিদ ভুল করেছিলেন।

ড. ইবরাহীম রাহিলী বলেন, যাই হোক উল্লেখিত কারণসমূহের (যাকাত দানে অস্বীকৃতি, সুজাহর অনুগামী হওয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাদের সাথী বলা) যে কোন এক কারণে অথবা এমন কোন কারণে যা আমরা অবগত নেই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে হত্যা করেন। মূলত খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে হত্যা করতে চাননি, বরং ভুলে হত্যা করেন। এ সব কিছুরই সম্ভব্যতা বিদ্যামান। অতএব সে ক্ষেত্রে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সর্বাবস্থায় মুক্ত। চাই তাকে হত্যা অপরিহার্য হওয়ার মত কারণে হোক অথবা তাবীল করে ভুল করে হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক। কোন অবস্থায়ই তিনি নিন্দিত হবেন না। অতঃপর তিনি বলেন, এ দ্বারা উদ্দেশ্যে হল প্রত্যেক সাহাবী সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ছিলেন। তাদের কর্মকাণ্ডের একটি নেকী বা দুটি নেকীর গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। অতএব সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদের দুটি সওয়াব এবং ভুল সিদ্ধান্তে

---

[১]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; ৬/৩২৩।
[২]. আল-ইস্তিআব: ৩/১৩৬২।
[৩]. উসদুল গাবাহ: ৫/৪৫/৪৬।

উপনীত মুজতাহিদের একটি সওয়াব এবং তার ভুল ক্ষমাকৃত। সুতরাং এ বিষয়ে শরীআতের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সত্য বিমুখ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তাঁদের মর্যাদা হ্রাস করে না।[১]

শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া বলেন, বরং মালিক ইব্ন নুঅইরার ব্যাপারে এমনটি জানা যায় না যে, তার রক্ত পবিত্র ছিল আমাদের কাছে তা সাব্যস্থ হয় না.....মালিকের ঘটনায় বলা হয়, সে নিরাপদ ছিল, খালিদ তাবীল করে তাকে হত্যা করেছে, খালিদের জন্য এ হত্যা বৈধ ছিল না।

তিনি আরও বলেন, তার অর্থাৎ মিনহাজুল কিরামাহ গ্রন্থকার হুল্লীর উক্তি, উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাকে হত্যার ইঙ্গিত প্রদান করেন, এটি ইজতিহাদের একটি বিষয়। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত খালিদকে হত্যা না করার। আর উমর রাদি আল্লাহু আনহুর মত ছিল হত্যা করার। উমর রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বেশি জ্ঞাত ছিলেন না..... নিজের মত ত্যাগ করে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর মত গ্রহণ করা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য অপরিহার্য ছিল না। শারিআতের কোন দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়নি যে, উমর রাদি আল্লাহু আনহুর মতামতই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। অতএব কিভাবে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর চেয়ে যার জ্ঞান ও দ্বীনদারিতা কম তার পরামর্শ গ্রহণ না করার কারণে তাঁর এ কাজটি ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা বৈধ হবে।

আমাদের কাছে কোন সহীহ প্রতিষ্ঠিত বর্ণনা নেই যে, এমন কোন কাজ প্রকাশিত হয়েছে যার কারণে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা করা অপরিহার্য হয়।

আর হত্যার রাতেই তার স্ত্রীকে বিবাহ করার বিষয়টি সহীহ বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় না। যদি সাব্যস্ত হত তবে সে ক্ষেত্রেও এমন তাবীল অবশিষ্ট থাকত যা রজম নিষিদ্ধ করত।
অতঃপর তিনি মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর ইদ্দাত কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে কফীহগণের মতামত উল্লেখ করেছেন।
অতঃপর তিনি বলেন, জ্ঞাত যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করেন। কারণ তিনি তাকে মুরতাদ হিসেবে গণ্য করেন.....অতঃপর বলেন, এককথায় আমরা জানি না ঘটনাটি এমন যে, যাতে ইজতিহাদের অনুমোদন নেই। এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে তারাই যারা কোন প্রকার জ্ঞান ছাড়াই কথা বলেন, আর এটি মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।[২]

সারমর্ম: খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিককে হত্যা করেন, কেননা তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তাকে মুরতাদ দেখেছিলেন এবং একেই সঠিক বিবেচনা করেছিলেন। আলিমগণের একদল এ উক্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিছু সাহাবী ও আলিমগণের বেশির ভাগ এ কাজকে তাঁদের দৃষ্টিতে ভুল হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তার কাজে তাবীল করেছিলেন এ কারণে তার উপর হাদ্দ জারি হয়নি। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী জাযীমার ঘটনায় তার উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠা করেননি।

---

[১]. আল ইন্তিসার লিস্‌সাহাব ওয়াল আল মিন ইফতিরাআতিস সামায়ী আদ্দাল, পৃ: ৫৭৮-৫৭৯।
[২]. মিনহাজুস সুন্নাহ আন নুববিয়্যাহ: ৫/৫১৬-৫২০।

সমাপনী:-

এখন **ইব্ন আবু হাদীদের** একটি মন্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা বাকী রয়েছে। যা তিনি আলী মুর্তজার আশ শাফী গ্রন্থে বর্ণিত কিছু বর্ণনা খণ্ডনের প্রাক্কালে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি খালিদকে পবিত্র মনে করি না। আমি জানি তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী ও ঘাতক। রাগ ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দ্বীনের যথাযথ পরিপালন তিনি করেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে বনী জাযীমার সাথে তাঁর কারণে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তাঁর থেকে সবচেয়ে বড় যে ঘটনা ঘটে তা ছিল মালিক ইব্ন নুঅইরার সাথে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামান্য রাগান্বিত হয়ে তাঁকে ক্ষমা করেন ও অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন। **এ ক্ষমাই তাঁকে বনী ইয়ারবু ও বাত্তাহর সাথে এমন আচরণে প্রলুব্ধ করে।**[১]

আমরা বলব, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে কত কষ্টেরই না মুখমুখি হয়েছেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, এই কষ্ট যেন তাঁদের প্রভূর কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদা কারণ হয়। ইব্ন আবু হাদীদ যা বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু জবরদস্তিকারী ও ঘাতক ছিলেন, আল্লাহর কসম এ এমন এক সত্য যে, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে উক্ত গ্রন্থকার যেমন মনে করেছেন তেমনটি নয়। বরং তা ছিল কাফির, মুশরিক, মুরতাদ ও মুনাফিকদের ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন আল্লাহর তরবারী যা তিনি তাদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন। এ কারণেই তারা তাঁর সাথে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করেন। তিনি মুমিন ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর এমন ছিলেন এ মন্তব্যটি আল্লাহর কসম স্পষ্ট মিথ্যা। তিনি বনি জাযীমার সাথে যা করেছিলেন তা তার ভুল ইজতিহাদ ছিল। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের খবর জানতেন না। আর তিনি মালিক ইব্ন নুঅইরার ব্যাপারে যা করেছিলেন তা তার তাবীল ছিল সে তাঁর দৃষ্টিতে মুরতাদ ছিল। তা হলে কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে তাকে কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার বিশেষণ প্রদান করা হয়?

আমরা এ পরিসরে দুই বা তিনটি উদাহরণ পেশ করব যা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রক্তপিপাসু ছিলেন এবং যার উপর রাগান্বিত হতেন তাকে হত্যার ক্ষেত্রে দ্বীন ও শরীআতের বিধানের তোয়াক্কা করতেন না মর্মে যে আভিযোগ রয়েছে তা বাতিল করবে।

১. বারা ইব্ন আযিব রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য ইয়ামানে প্রেরণ করেন। বারা' রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যাদেরকে সাথে নিয়ে বের হন আমিও তাঁদের অর্ন্তভুক্ত ছিলাম। আমরা ছয়মাস সেখানে অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করলাম। কিন্তু তারা আমাদের দাওয়াত কবুল করেনি। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, খালিদ যেন ফিরে আসে।[২]

---

[১]. শরহ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১২৪।

[২]. হাদীসটি ইমাম যাহাবী তার তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: ২/৬৯০। অতঃপর তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ। এই সনদে ইমাম বুখারী কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে, ইমাম বুখারী সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল মাগাযী, বাবু বাআছে আলী ইব্ন আবি তালিব ওয়া খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইলাল ইয়ামান। বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা: ২/৩৬৯, হাদীস নং- ৪১০২। আল মাজলিসী তার আল-বাহহার গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: ২১/৩৬০।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু দীর্ঘ ৬ মাস যাবত মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান, এ সময়সীমা একেবারে কম না। এতদ্ব্যতীত তাদের একজনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যদি রক্তপিয়াসী হতেন তবে এই গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতেন এবং কৈফিয়ত দিতেন যে, তারা ইসলামে প্রবেশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, হত্যার যোগ্য বা যাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া তিনি কাউকে হত্যা করতেন না।

২. **তাবারী** তার সনদে আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু বকর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরীর রবিউল আখির (রবিউস্ সানী) অথবা জমাদিউল আওয়াল মাসে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে নাজরানের বিলহারেছ গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন তিনি যেন তাদের সাথে যুদ্ধের পূর্বে তিনবার দাওয়াত প্রদান করেন। তারা তোমাদের দাওয়াত গ্রহণ করলে তাদের থেকে সেটাই গ্রহণ করবে। তাদের সাথে অবস্থান করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাত ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষাদান করবে। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বের হলেন এবং তাদের কাছে পৌঁছালেন। অতঃপর তিনি আরহী দল প্রেরণ করেন যারা চারিদিকে ঘোষণা করেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি পাবে। ফলে মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদেরকে যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তাতে প্রবেশ করে। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদের মাঝে অবস্থান করেন এবং তাদেরকে ইসলাম, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দেন।[১]

হাদীসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করেছেন, মানুষকে ইসলামের পথে আহবান করেছেন। তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত শিক্ষা নিয়েছেন। বিদ্বেষপন্থীরা যেমন বলে থাকেন যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রক্তপিয়াসী ছিলেন তা যদি সত্য হত তবে তিনি কোন না কোন চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে হত্যা করতেন।

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ালীদ ইব্ন আকবা ইব্ন আবু মুঈতকে বনী মুস্তালিকের যাকাত উত্তোলনের জন্য প্রেরণ করেন। ওয়ালীদ বের হয়ে মধ্যপথ থেকে ফিরে আসেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান, উক্ত গোত্র তাকে হত্যা করতে চায় কারণ তাঁর ও উক্তগোত্রের মধ্যে জাহিলী যুগে শত্রুতা ছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদকে প্রেরণ করেন ও তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন তাঁর আগমনের কথা গোপন রাখেন। অতঃপর তিনি বলেন, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে যদি তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখ যা তাদের ঈমানের নির্দেশনা দেয় তবে তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। আর যদি এ জাতীয় কিছু না দেখ তবে তাদের সাথে তেমনই আচরণ কর যেমন আচারণ কাফিরদের সাথে করতে হয়। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাই করলেন। তিনি তাদের এলাকায় আসলেন এবং মাগরীব ও ঈশার নামাযের

---

[১]. খরব ফী তারীখে তাবারী: ৩/১২৬; সীরাতে ইব্ন হিশাম: ৪/১০১২; তারীখে ইসলাম: ২/৬৯৮; আল মাজলিসী, আল বাহহার: ২১/৩৬৯।

আযান শুনলেন। অতএব তিনি তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করলেন এবং তাদের থেকে আনুগত্য ও কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু দেখলেন না। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ফিরে যেয়ে সবকিছু জানালেন।[১]

হাদীসটি দিবালোকের ন্যায় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক উক্ত গোত্রের ইসলাম সাব্যস্তকরণ, তাদেরকে কোন অভিযোগ বা ধারণার বশবতী হয়ে পাকড়াও না করাকে স্পষ্ট করে। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যদি রক্তপিয়াসী হতেন তবে অবশ্যই তাদের উপর আক্রমণ করতেন এবং কোন না কোন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতেন। অথচ তিনি এসব থেকে দূরে ছিলেন।

এ পরিসরে আমরা খালিদ ইবন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অপবাদ প্রদানকারী পুস্তকাদী থেকে কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করব। যাতে এই সম্মানিত সাহাবীর ব্যাপারে কিছু কিছু গ্রন্থকার যে বৈপরিত্যপূর্ণ অবস্থান নিয়েছেন সে বিষয়টি সম্মানিত পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। তারা তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রক্তপিপাসু ও লেহনকারী ছিলেন। এমনকি কেউ কেউ তাকে পাপী, ব্যভিচারী বিশেষণ দিয়েছে।[২] অন্য একজন তাকে বিশেষণ দিয়েছেন ব্যভিচারী, খুনী, ধর্ষক, লাঞ্ছনাকারী ও প্রতারক হিসেবে।[৩] এজাতীয় অসংখ্য কুৎসিত, নিকৃষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। অথচ মজার ব্যাপার হল, তাদের এ বিশেষণের পর তাদেরই গ্রন্থে এমন সব বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে যা তারা তাঁকে যে পাপাচারিতা, হত্যা, রক্তপিয়াস ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিবেকের স্রষ্টা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

এসব বর্ণনা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনীকে অর্ন্তভুক্ত করে আর তা হল, বিদ্বেষীরা যেমন বিশ্বাস করে যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রক্তপিয়াসী ও লেহনকারী ছিলেন তাই যদি হয় তবে কোন অধিকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বারবার এখানে-ওখানে প্রেরণ করেছিলেন? বনী জাযীমার সাথে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর আচরণ জানা সত্ত্বেও বিদ্বেষীরা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন এতদসত্ত্বেও তিনি কেন ঐ গোত্রে তাঁকে প্রেরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিভাবে বৈধ হয় যে, তিনি রক্তপিপাসু ও খুনে আগ্রহী ব্যক্তি যে মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে দ্বীন ও শরীআতের তোয়াক্কা করে না তাকে বারবার দিগ্বিদিক প্রেরণ করেন।

অতএব এ জাতীয় মন্তব্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সন্দেহ-সংশয় ও তিরস্কারের জন্ম দেয়। অথচ আল্লাহ তাকে এসব কিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছেন। কেননা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তেমনটি ছিলেন না যেমনটি বিদ্বেষীরা ধারণা করে।

---

[১]. আলে তাউস, আইনুল ইবরাহ ফী গুবনিল ইতরা, পৃষ্ঠা- ৬৪।

[২]. আল-মাওয়াকেফ: ২/১২৩।

[৩]. আল-গাদীর: ১১/১১৬।

অতঃপর **ইব্ন আবু হাদীদের** মন্তব্য বনী জাযীমার ঘটনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে ক্ষমা করায় তিনি মালিক ও তার গোত্রের সাথে এরূপ আচরণে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। এটা এমন এক উক্তি যাতে শরীর শিহরিত হয়, সাধারণ বিবেক চলে যায়। এ সংশয়ের মূল উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা তিনি জালিমকে শাস্তি দেননি এবং খালিদের অপরাধ ও হত্যাযজ্ঞ ক্ষমা করেছিলেন। এ এমন এক ভ্রুটিপূর্ণ বিষয় যা মৌলিকতা বিরোধী এবং তাৎপর্যহীন। কেননা এটি প্রকৃত বিষয়কে অপাত্রে স্থাপনের নামন্তর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অগ্রগণ্য ছিল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে শাস্তি প্রদান করা ও তাকে ক্ষমা না করা। এ ক্ষমা তাৎপর্যবহ নয়। বরং এই ক্ষমার কারণে পরবর্তীতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর হাতে বড় বড় ধ্বংসলীলা ঘটার মাধ্যমে মুসলমানদের অপরিসীম ক্ষতি হয়। নাউজু বিল্লাহ।

প্রিয় পাঠক! এভাবেই রাসূলুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথীদের ব্যাপারে মিথ্যা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা হয়েছে। কবি যথার্থই বলেছেন

সন্তুষ্টির চোখ সব ত্রুটি থেকে নিস্প্রভ,
কিন্তু বিদ্বেষের চোখ শুরু করে একরকম।

অতএব খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে যেয়ে ইব্ন আবু হাদীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দোষারোপ করেছেন যা কল্পনাও করা যায় না। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখুন।

এ ছিল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিক ইব্ন নুঅইরার হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত আলোচনা।

*** মালিকের স্ত্রী উম্মে তামীমের সাথে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিবাহ প্রসঙ্গে।**

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক তথ্যগ্রন্থের বর্ণনা এ বিষয়টিতে একমত হয়েছে। তবে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা এ বিষয়ের কিছু ক্ষেত্রে মতভেদ করেন। তাহল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর এ বিবাহ ঐ রাতেই সম্পন্ন হয় যে রাতে উম্মে তামীমের স্বামী নুঅইরা নিহত হয় এবং তা তার পবিত্র অবস্থা শেষ হওয়ার পূর্বে কোন ইদ্দাত বা ইসতিবরা ছাড়াই। এমনকি মালিকের দাফন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। এসব বর্ণনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, এর কোন শুদ্ধ ভিত্তি নেই।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা দাবী করেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ না করার বিষয়টি অবগত হওয়ার সত্ত্বেও তাকে হত্যা করেন শুধুমাত্র তার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ও পূর্বের ভালবাসার কারণে। এ কারণেই তার স্বামীকে হত্যার পর অপেক্ষা করার মত কোন ধৈর্য তার ছিল না। এমনকি শরয়ী ইদ্দাত ও তার নিহত স্বামীর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া ব্যতীতই। এই ছিল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিবাহ। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পাপাচারিতা ও ব্যভিচার। নাউজুবিল্লাহ। কিন্তু যিনি বিগত পৃষ্ঠা ও অনুচ্ছেদগুলো অধ্যয়ন করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি একটি ফলাফল বের করতে পারবেন। আর তা হল, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিকের ধর্মত্যাগী ও অমুসলিম হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। এ জন্য মালিকের ধর্মত্যাগের কারণে তার সাথে তার স্ত্রীর

বিবাহ বন্ধন বাতিল হয়ে যায়। ফলত খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক উম্মে তামীমকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

ড. আলী সালাবী বলেন, শাইখ আহমদ শাকির বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে (উম্মে তামীম) ও তার সন্তানকে বন্দী হওয়ার কারণে দাসী হিসেবে গ্রহণ করেন। যেহেতু বান্দীদের উপর কোন ইদ্দাত নেই। বরং বান্দী যদি গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত মনিব তার কাছে যাওয়া অকাট্য হারাম। আর যদি গর্ভবতী না হয় এবং একবার হায়েজ (মাসিক রজস্রাব) হয় অতঃপর তার সাথে সহবাস করে তবে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর উপর শত্রুতাপোষণকারী ও বিরোধীরা এ কাজের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করে এবং ধারণা করে যে, মালিক ইব্ন নুঅইরা মুসলিম ছিলেন এবং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাকে তার স্ত্রীর কারণে হত্যা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু অভিযুক্ত হন যে, তিনি উক্ত বিবাহে আরবের সামাজিক প্রথাকে অবজ্ঞা ও বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আক্কাদ বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করেন এবং যুদ্ধের ময়দানেই তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন। এ জাতীয় কাজ জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগের প্রথা, মুসলমানদের কর্মকাণ্ড এবং ইসলামী শরীআত তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তার বিরোধী ছিল।

এই উক্তি শুদ্ধ হওয়া থেকে অনেক দূরের। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলাম পূর্ব আরবদের জীবনে তারা যুদ্ধ ও শত্রুতার উপর বিজয়ের প্রাক্কালে বন্দীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। বরং তারা এ বিষয়ে গর্ববোধ করতেন। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে দাসীদের সন্তান বেশি ছিল।

শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মুবাহ (অনুমোদিত) কাজই করেছেন এবং শরীআত সিদ্ধ পথই অনুসরণ করেছেন। কেননা এ জাতীয় কাজ তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিও করেছেন। যদি তাঁর বিবাহ যুদ্ধের ময়দানে বা এর পরপরই সম্পন্ন হয়ও তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুআইরিয়া বিন্ত হারেস মুসতালিকিয়্যাকে মুরাসিয়্যা যুদ্ধের পরপরই বিবাহ করেন। এ বিবাহের সাথে অনেক বরকত ও তাঁর গোত্রের অনুগ্রহ জড়িত ছিল। এই বিবাহের কারণে উক্ত গোত্রের একশত বন্দী মুক্তি দেয় হয়। কেননা তাঁরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর গোত্রে পরিণত হয়। একইভাবে এই বিবাহের পবিত্র প্রভাবের মধ্যে তাঁর পিতা হারিস ইব্ন দারার ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যাহ বিনত হুই ইব্ন আখতাব ইয়াহুদিয়্যাহকে খায়বর যুদ্ধের অন্তবর্তীকালে বিবাহ করেন এবং খায়বারে অথবা এর নিকটবর্তী এলাকায় তার সাথে সহবাস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। অতএব তিনি যেহেতু একাজ করেছেন সেহেতু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে এ বিষয়ে কোন তিরস্কার বা ধমক প্রদান করা যায় না।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কালের মন্তব্য প্রত্যাখ্যাত। কেননা তিনি এ ক্ষেত্রে নিঃগৃহীত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ড. হায়কল বলেন, আরবপ্রথা বিরোধী উক্ত নারীকে বিবাহ এমনকি তার পবিত্রতা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার সাথে সহবাস যখন কোন বিজয়ী যোদ্ধা থেকে

প্রকাশ পায় তখন তা যুদ্ধের বিধানে অর্ন্তভুক্ত হয় এই শর্তে যে, যুদ্ধবন্দী নারীরা দাসীতে পরিণত হয়।

শরীআত বাস্তবায়ন অপরিহার্য হলে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মত মহান মেধাদের বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ আবশ্যক নয়। বিশেষত যদি তা রাষ্ট্রের ক্ষতি করে বা একে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে **শাইখ আহমদ শাকির** বর্ণনা করে বলেন, আমি যা আশংকা করছি তা হল গ্রন্থকার মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের তীরন্দাজ বাহিনীর ঘটনা ও অপকর্মে প্রভাবিত হয়েছেন যা ফিরিঙ্গী লেখকরা তাদের অপকর্মের কৈফিয়ত স্বরূপ লিখেছেন। আর তিনি পূর্ববর্তী মুসলমানগণের ব্যাপারে এমনই ধারণা করেছেন যে, তারাও তাদের মত। এ কারণে তিনি বলেন, শরীআত বাস্তবায়ন অপরিহার্য হলে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মত মহান মেধাদের বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ আবশ্যক নয়। এ উক্তি দ্বীন ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে।[১]

উপসংহারঃ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে মালিকের স্ত্রী উম্মে তামীমের বিবাহ তাঁর নিকট শরীআতসম্মত পন্থায় সম্পন্ন হয়েছিল। কেননা তিনি মালিক ইব্ন নুঅইরাকে ধর্মত্যাগী হিসেবে দেখেছিলেন। যে কারণে তার স্ত্রী বন্দীতে পরিণত হয়েছিল।

আর তিনি তাকে ঐ রাতেই বিবাহ করেছিলেন কোন প্রকার ইদ্দাত, পবিত্রতা অর্জন বা ইস্তিবরা ছাড়াই এ কথার কোন দলীল নেই।

[১]. ড. সালাবী, আবু বকর সিদ্দীক: পৃষ্ঠা- ২৭১-২৭৩।

তৃতীয় সংশয়ঃ-

খালিদ আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন

এই সংশয়টি অধিকাংশ সাহাবীর ক্ষেত্রে উত্থাপন করা হয়। কেননা একটি দল পূণ্যবান সাহাবী ও পবিত্র আহলে বাইত যার নেতৃত্বে রয়েছেন আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুমের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ গ্রহণের কৃত্রিম সম্পর্ক আবিষ্কার করেন।

যে সব সাহাবীর বিরুদ্ধে আহলে বাইতের সাথে শত্রুতামূলক সম্পর্কের অভিযোগ উত্থাপিত হয় তার মধ্যে রয়েছেন সম্মানিত সাহাবী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ।

প্রথমেই এ বিষয়ে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করব:

আল কারকী বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ তার উপর আল্লাহর নিকট উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে ধারাবাহিক, পালাক্রম ও ক্রমবর্ধমান লানত, এই অভদ্র, ইতর, নির্দয় প্রবঞ্চক আমীরুল মুমিনীনের সাথে শত্রুতা পোষণের ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দা তাকে দমাতে পারত না। আহলে বাইতের সাথে তার ক্রোধের মাত্রা যুগ পরিক্রমায় সকলকে অতিক্রম করেছে। আমিরুল মুমিনীনের সাথে এই অভিশপ্ত পাপীর শত্রুতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলেই প্রকাশ পেয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি জানার পর তার উপর প্রচণ্ডভাবে রাগান্বিত হন। অভিশপ্ত খালিদ আলী রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুমিন ব্যক্তি ছাড়া তাকে কেউ ভালবাসে না, মুনাফিক ছাড়া কেউ তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাণী অভিশপ্ত খালিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী অনুযায়ী তিনি একজন মুনাফিক.... অভিশপ্ত খালিদের অবস্থা নতুন করে বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কেননা কোন ইতিহাসবিদ, জীবনীকার বা হাদীস লেখক তা অস্বীকার করেননি।[১]

হে আল্লাহ! আমরা এ গ্রন্থে এ জাতীয় বর্ণনা সন্নিবেশিত করার কারণে আপনার কাছে ক্ষমা চাই। যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর বিদ্বেষ পোষণের প্রমাণ উপস্থাপন না করতাম তবে এ জাতীয় মন্তব্য কখনই আমরা এ গ্রন্থে বর্ণনা করতাম না এবং পাঠকের কান ও চোখকে কষ্ট দিতাম না বা এ জাতীয় অপরাধের মাধ্যমে তার অন্তর, দ্বীন ও অনুভূতিতে আঘাত দিতাম না।

ইব্ন আবু হাদীদ বলেন, যুবাইর বলেছেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ আবু বকরের দলভুক্ত ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী ছিলেন।[২]

---

[১]. রাসাঈলুল কারকী: ২/২২৯-২৩০।

[২]. শর্হ নাহজুল বালাগাহ: ৬/১৪।

বরং বিষয়টি এর চেয়েও অনেক বেশি পর্যায়ে চলে গিয়েছে **'নকদুর রিজাল'** গ্রন্থের বিশ্লেষক বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ যার উপর আল্লাহর অভিশাপ সে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি, **ইবলিসের কুফরীর চেয়ে তার কুফরী অধিক প্রসিদ্ধ**।[১]

সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষাদগারের এসব বর্ণনা স্রোতের একটি ফেনা ও দরিয়ার এক বিন্দু পানি মাত্র। যে সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। শুধুমাত্র এই সংশয়ের কারণে যে, সম্মানিত আহলে বাইতের সাথে তারা শত্রুতাপোষণ করতেন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আহলে বাইত বিদ্বেষী ছিলেন এখন প্রশ্ন হল, এই কথার বা দাবির প্রমাণ কি?

উত্তরঃ-

যারা খালিদ ও সমস্ত সাহাবীকে প্রতিহত করতে চায় তারা তাদের বিভিন্ন উৎস গ্রন্থে এ বাস্তবতাকে হাদীসের বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। সেসব হাদীসের মধ্যে রয়েছেঃ

১। বারীদাহ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, একদা তিনি এক মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যেখানে আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। তিনি সেখানে অবস্থান নেন। তিনি বলেন, আমার মনে আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে কিছু বিষয় লুকায়িত ছিল, একইভাবে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদেরও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এক যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে আমরা অনেক যুদ্ধবন্দী অর্জন করি। তিনি বলেন, খুমুস (গনিমতের এক পঞ্চমাংশ) থেকে আলী রাদি আল্লাহু আনহু নিজের জন্য একটি দাসী বেছে নেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ বললেন, এ দাসী আপনি নিতে পারবেন না। তিনি বলেন, অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম তখন আমি বলি, আলী খুমুস থেকে একটি দাসী গ্রহণ করেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি স্বভাবগত ভাবে মাথা নিচু রাখতাম, মাথা উচুঁ করে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা সম্পূর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমি যার মনিব, আলীও তার মনীব।[২] উক্ত বর্ণনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

২। বারীদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামনের উদ্দেশ্যে দুটি যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। যার একটি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এবং অন্যটি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে। তিনি বলেন, যখন তোমরা দুটি দল একত্রিত হবে তখন সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব থাকবে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর উপর। আর যখন আলাদা থাকবে তখন স্ব স্ব দায়িত্বশীলের উপর। আমরা ইয়ামনবাসীর মধ্যকার বনী যাইদের সাথে যুদ্ধ করি। মুসলমানরা মুশরিকদের উপর বিজয়ী হয়। যুদ্ধে আমরা অনেক বন্দী পাই। আলী রাদি আল্লাহু আনহু একটি দাসীকে নিজের জন্য গ্রহণ করেন।

---

[১]. নকদুর রিজাল: ২/১৯০, টিকা-৮।

[২]. মুসনাদ ইমাম আহমদ: ৫/৩৫৮; শাইখ শুয়াইব বলেন, শাইখাইনের শর্ত মোতাবেক হাদীসের সনদ সহীহ।

বারিদা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ প্রদানের জন্য খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ আমাকে সাথে নিয়ে রেজিমেন্টারী প্রস্তুত করেন। অতঃপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে পত্র প্রদান করলাম ও তা তাঁকে পাঠ করে শোনানো হল। তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি আশ্রিত স্থান। আপনি আমাকে তাঁর সঙ্গে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি তাই করেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলীর ব্যাপারে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ কর না। কেননা সে আমার থেকে এবং আমি তাঁর থেকে এবং সে আমার পরে তোমাদের অভিভাবক। নিশ্চয়ই সে আমার পরে তোমাদের অভিভাবক। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর লিপিবদ্ধ করেন ও আমাকে নির্দেশ দেন আমি যেন তা গ্রহণ করি।[১]

উপরোক্ত বর্ণনাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু যা করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনার জন্য খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ পত্র লিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে প্রেরণ করেন যা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

৩। বারিদা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহু আনহুকে খুমুস বিতরণের জন্য অন্যমতে খুমুস গ্রহণের জন্য খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের কাছে প্রেরণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আলী রাদি আল্লাহু আনহু সকালে গোসল করেন এবং তাঁর মস্তিস্ক থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছিল। খালিদ বারিদাকে বললেন, দেখলে আলী কি করল? ঊারীদাহ বলেন, আমি আলীর প্রতি নাখোশ ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে বারীদাহ! তুমি কি আলীর সাথে বিদ্বেষপোষণ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার সাথে ঘৃণাপোষণ করো না। অন্য বর্ণনা মতে, তাকে ভালবাস। কেননা খুমুসে আলীর আরও বেশি অংশ আছে।[২]

এ বর্ণনাটিও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক আলী রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বারীদাহ রাদি আল্লাহু আনহুকে প্ররোচিত করার স্পষ্ট প্রমাণ। ইত্যাদি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ও ঘৃণার বর্ণনা সম্বলিত উদ্ধৃতি।

যদি এই বর্ণনার শুদ্ধতা সাব্যস্ত হয় তবে আমরা জানলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেছেন, মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁর সাথে বিদ্বেষপোষণ করে না। এ থেকে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এই হাদীসের বিধানে অর্ন্তভুক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই। আহলে বাইত যার নেতৃস্থানে রয়েছেন আলী রাদি আল্লাহু আনহু তার সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে। এটিই এই সংশয়ের সারকথা।

---

[১]. ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: ৫/৩৫৬; নাসাঈ আল কুবরা: ৫/১৩৩।

[২]. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু বাআছু আলী ইব্ন আবি তালিব ওয়া খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ইলাল ইয়ামান; মুসনাদে ইমাম আহমদ: ৫/৩৫৯।

এ সব কথার উত্তরঃ

এ পরিসরে কিছু বাস্তবতা রয়েছে যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না:-

১। সাহাবীগণ অন্যদের মত মানুষ। সাধারণ মানুষের উপর যে সব বিষয় এসে পড়ে তাঁদের উপরও তা আসতে পারে। তাঁদের স্বভাব চরিত্রও রকমারী, একজন থেকে অন্যজনের ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদের কারও স্বভাব-চরিত্র কমোল, নরম, কারও স্বভাব কঠোর। তাঁদের কেউ ছিলেন অতিবিনয়ী, এমন অনেকে ছিলেন যারা দ্রুত রেগে যেতেন.....তাঁরা বিভিন্ন স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। এ কারণে তাদের কেউ কেউ নিজের স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করতেন। তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পাশাপাশি হঠাৎ কোন ভুলে পতিত হতে এবং অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেও পারেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ঐ ভুল বা অপ্রত্যাশিত আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বরং তিনি ঐ অবস্থা থেকে ফিরে এসেছেন তাওবা করেছেন, অনুতপ্ত হয়েছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

একইভাবে তাঁদের সম্পর্কে এ ধারণা রাখতে হবে যে, তাঁরা তাদের কথায় ও কাজে সর্বদা তাকওয়া লালন করতেন। যদি কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রে এর বিরোধী কিছু প্রকাশ পায় তবে তাকে তাঁদের সারা জীবনের স্বভাব ধরা যাবে না। রবং এ ভুল বা বৈপরিত্যকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বা স্থানে মূল্যায়ন করতে হবে কোন প্রকার কঠোরতা বা শিথিলতা ছাড়াই।

২। সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে আচরণের মৌলিকত্ব হল কুরআনী নীতিমালা। তাঁরা নিজেদের মধ্যে সহানুভুতিশীল। তথা দয়া, সহানুভূতি, ভালবাসা, মমতা, ইহসানের বৈশিষ্ট্য এটিই তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর বিপরীত কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া বিরল বা অস্বভাবিক ঘটনা মাত্র। যা মূলনীতিকে ভঙ্গ করে না। অতএব তাদের নিয়ন্ত্রণশারী বৈশিষ্ট্যের সাগরে ডুব দিলে বা তার গভীরে নিমজ্জিত হলে মনে হবে ঐ সব বিচ্ছিন্ন ত্রুটি তাদের ছিলই না।

এ নীতির আলোকে একজন সাহাবী তাঁর অন্য ভাইকে দোষারোপ করলে[১] বা গালি প্রদান করলে[২] অথবা উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে[৩] অথবা .....অথবা.....এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে ভালবাসা, প্রীতি, সহমর্মিতা বর্তমান ছিল।

---

[১]. যেমন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান ইব্ন আউফের হাদীস যা ইতিপূর্বে সূত্র উল্লেখসহ বর্ণিত হয়েছে।

[২]. মারুর ইব্ন সুআইদ বলেন, আমরা রবযার প্রান্তরে আবু জার রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তার ও তার গোলামের একই জাতীয় ডোরাকাটা পোষাক। তখন আমরা বললাম, হে আবু জার! তুমি যদি উভয়টি একত্রিত কর তবে তা সমাধান হয়ে যায়। তিনি বললেন, আমার ও আমার এক দ্বীনী ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তাঁর মা ছিলেন অনারব। আমি তাঁর মাকে তুলে গালি দিলে তিনি আমার বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে অভিযোগ পেশ করেন। অতঃপর আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, হে আবু জার! তুমি এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে এখনও জাহিলিয়্যাত বিদ্যমান। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি কাউকে গালি দেয় সে তার পিতা মাতাকেই গালি দেয়। তিনি বললেন, হে আবু জার! তুমি এমন ব্যক্তি যার মধ্যে এখনও জাহিলিয়্যাত বিদ্যমান। তারা তোমাদের ভাই, যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের অধিনস্ত করেছেন। অতএব তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খাওয়াও। তোমার নিজেরা যা পরিধান কর তাদেরকে তাই পরিধান করাও। তাদের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। যদি দাও তবে তাদেরকে সাহায্য কর। বুখারী- ৫৭০৩; মুসলিম- ১৬৬১।

[৩]. ইব্ন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আরাক গাছ থেকে মিসওয়াক সংগ্রহ করতেন। তার পায়ের মধ্যভাগ খুবই সংকীর্ণ ছিল। বাতাস এসে তার পোশাক উল্টে গেলে তার পা দেখা যায়। ফলে লোকজন হাসাহাসি =

৩। পূর্বোক্ত কথার প্রশাখা হিসেবে বলা যায়, কোন সাহাবী তাঁর অপর ভাইয়ের সাথে কোন ক্রমেই বিদ্বেষপোষণ করতে পারে না। কেননা এ আচরণ তাঁরা কাফির মুনাফিকদের সাথেই করতেন। তাছাড়া এটি কুরআনের বাণী "পরস্পর সহানুভূতিশীল" এ মূলনীতি বিরোধী। আর যদি কেউ বিছিন্নভাবে বিশেষ কোন দিক বা চারিত্রিক বা আচরণগত বা কথা বা কাজের মাধ্যমে বিদ্বেষভাব পোষণ করে থাকেন তবে তা সাধারণ মৌলিকত্ব তথা পারস্পারিক সহানুভুতি ও সৌহাদ্যকে বিয়োজন করে না।

৪। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি সাহাবীগণের মধ্যে যে মৌখিক অপ্রীতিকর ঘটনা বা বাড়াবাড়ি বা দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটেছিল। যার আবর্তে আমরা বর্তমানে অবস্থান করছি আর তা হল আলী রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিদ্বেষপোষণ সম্পর্কে আগত কিছু উক্তি। আমরা ধরে নিলাম সত্যিই এ জাতীয় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল যা সম্পর্কে পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে কিছু বর্ণনাও প্রদত্ত হয়েছে। তখন আমাদেরকে এসব ঘটনা উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে বুঝতে হবে। যদি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষপোষণ করতেন তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে:

ক) তিনি কি তাঁর সাথে সর্বক্ষণ সব ব্যাপারে ও সর্বস্তরে বিদ্বেষপোষণ করতেন? এমনকি তাদের মধ্যকার দয়ার্দ্রতা ও ভালবাসার সম্পর্ক একেবারেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল? ফলে তাঁরা পরস্পর বিজয়ী হওয়ার জন্য তার ভাইয়ের উপর আক্রমণ করত?

এ সম্পর্কিত উক্তিকারী তার বক্তব্য প্রমাণের জন্য স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মুখাপেক্ষী। নতুবা আল্লাহর শপথ! যুগ তাকে ক্ষমা করবে না বরং তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত যে জন্মান্ধ থেকে আলো দেখতে চায়।

খ) সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যকার এ বিদ্বেষ (যদি প্রকাশিত হয়ে যাবে) যেমন খালিদ ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুমার মধ্যকার বিদ্বেষ কি "মুমিন ব্যতীত কেউ তাঁকে ভালবাসে না ও মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ তাকে ঘৃণা করে না" এ হাদীসের অর্ন্তভুক্ত? বিষয়টি কি এমন যে, যে ব্যক্তিই আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষপোষণ করবে তার মর্যাদা যাই হোক না কেন সে মুনাফিক এবং ইসলামের পরিসর থেকে বর্হিভুত? হে আল্লাহ! আমরা এ জাতীয় বুঝ থেকে মুক্তি চাই। এই হাদীস তার উপর প্রযোজ্য যে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে সর্বক্ষণ, সর্ব বিষয়ে, সর্বাবস্থায় বিদ্বেষ পোষণ করেন এবং কখনই তার প্রতি সহানুভূতি, প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করেনি। হ্যাঁ ঐ ব্যক্তি অবশ্যই মুনাফিক। কেননা তিনি আল্লাহর অলীগণের এক অলীর সাথে বিদ্বেষপোষণ করেছেন। এর প্রমাণ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস। যে হাদীস তিনি আনসারদের

করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হাসাহাসি করছ কেন? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর নবী! তার শীর্ণ পদযুগল দেখে। তখন তিনি বললেন ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয় ঐ দুটি কিয়ামতের মায়দানে সৎ আমলের পাল্লায় ওহুদ পাহাড় অপেক্ষা ভারী হবে। হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন ১/৪২০)।

ব্যাপারে বলেছেন, মুমিন ছাড়া তাদেরকে কেউ ভালবাসে না। মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে ঘৃণা করে না।[১]

তাঁর বাণী "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছেন সে কখনই আনসারদের সাথে বিদ্বেষপোষণ করতে পারে না।[২]

সম্ভবত এ পরিসরে নিরুপম দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন ইমাম মুসলিম (রহ) তিনি আনসারদের সাথে বিদ্বেষপোষণ ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে বিদ্বেষপোষণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো একস্থানেই একত্রিত করেছেন 'আদ দলীল আলা আন্না হুব্বুল আনসার ওয়া আলী রাদি আল্লাহু আনহু মিনাল ঈমান' শীর্ষক অধ্যয়ে।[৩] অতএব শুধুমাত্র আলী রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি ভালবাসাই ঈমান না এবং শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিদ্বেষপোষণই নিফাক না। বরং আনসারদের ভালবাসাও ঈমান এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষও মুনাফিকির অংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, যারা আনসারদের সাথে বিদ্বেষপোষণ করে তারা মুনাফিক। সেকাল ও একালের যে ব্যক্তিই সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষপোষণ করে তারাও মুনাফিক।

আমরা আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে এসে বলব, কিছু সাহাবী ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে যে বিদ্বেষপোষণের (যদিও একে বিদ্বেষ নাম দেয়া হয়েছে) ঘটনা ঘটেছে তা এ হাদীসের বিধানের আওতায় পড়ে না।

আরও স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয়, সাহাবীগণের মধ্যে যা ঘটেছিল তা বিদ্বেষ, অসন্তোষ, বা হিংসা নয়। যেমনভাবে কেউ কেউ একে এসব নাম দিয়ে থাকেন, বরং এগুলো আত্মসম্মানবোধ ও পরস্পর মতভেদের ভিত্তিতে চলে আসা কথা মাত্র। নীতিমালা রয়েছে **'প্রতিপক্ষের কথা অতিক্রান্ত তা মূল্যায়ন করা যায় না'**।

গ) বিরুদ্ধবাদীরা যেমন দাবি করে থাকেন যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু অপরাধী, মুনাফিক ও ইবলিস থেকেও অধিক অবাধ্য যদি সত্যিই তাই হয় তবে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো আমরা কিভাবে গ্রহণ করব?

১। আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ...খালিদ! তোমরা খালিদের উপর জুলুম করেছ অথচ সে তার বর্মকে আল্লাহর পথে প্রস্তুত করেছে।[৪]

এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। খালিদ, ইব্ন জামীল ও আব্বাস যাকাত থেকে বিরত থাকার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে এ পদ্ধতিতে নিস্কৃতি দেন।

---

১. সহীহ মুসলিম ১/৮৫, হাদীস নং ১২৯।
২. মুসলিম: ১/৮৬, হাদীস ১৩০।
৩. কিতাবুল ঈমান, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় নং ১৩০।
৪. বুখারী, কিতাবুয যাকাত: ২/৬৭৬, হাদীস -১১।

তাহলে কি আল্লাহর রাসূল একজন মুনাফিক ও ইবলিসের চেয়ে বড় কাফিরের ব্যাপারে এটি করলেন?

২। আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান গ্রহণ করলাম। তিনি একেকজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, হে আবু হুরায়রা! এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম অমুকে, আর তিনি বলতে লাগলেন, কতই না উত্তম আল্লাহর বান্দা সে। অন্য একজনের ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম অমুকে? তিনি বললেন, কত নিকৃষ্ট বান্দা সে। এমনকি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, এই ব্যক্তি কে? আমি বললাম, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। তিনি বললেন, কতই না উত্তম আল্লাহর বান্দা খালিদ। সে আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী।[১]

যে খালিদ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন সেই খালিদ মুনাফিক, ইবলিসের চেয়ে বড় কাফির?!

৩। অহশী ইব্ন হারবের হাদীস। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে রিদ্দার যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন ও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কতইনা উত্তম আল্লাহর বান্দা ও জাতি ভাই খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এবং আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী যা আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন।[২]

এ জাতীয় কথা ও প্রসংশা কি কোন মুনাফিক ও ইবলিসের চেয়ে বড় কাফিরের ক্ষেত্রে বলা সম্ভব?

৪। আব্দুর রহমান ইব্ন আযহার বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ হুনায়ন যুদ্ধের দিন আহত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন আমি বালক ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কে আমাকে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের অবস্থান সম্পর্কে জানাবে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ কথা বলতে বলতে দ্রুত বের হলাম যে, কে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের অবস্থান সম্পকে নির্দেশনা দিবে? এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন তিনি তখন তার বাহনে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে বসলেন ও তার জন্য দুআ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তার উপর ফুক দিলেন।[৩]

আমরা এসব হাদীস ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য অসংখ্য হাদীসকে কিভাবে গ্রহণ করব যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রশংসা, চারিত্রিক মাধুর্যতা ও তার জন্য দুআর বর্ণনা প্রদান করে ?

এ দ্বারা কি এ বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব কিছু করেছেন একজন মুনাফিক ও ইবলিসের চেয়ে বড় কাফিরের জন্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের সাথে নিফাক ও মিথ্যার আচরণ করতেন।

আমরা অবজ্ঞা, পথভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তি পুজা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

---

[১]. তিরমিযী: ৫/৬৮৮, হাদীস নং-৩৮৪৬।

[২]. আহমদ: ১/৮; তিবরানী: ৪/১০৩; হায়সামী: ৯/৩৪৮।

[৩]. মুসনাদ হুমাইদী: ২/৩৯৮; আহমদ: ৪/৮৮; বায়হাকী, দালাঈল, হাদীস নং-১৮৯২।

অতিরিক্ত সংযোজনীসমূহ

সংযোজনী (১):-

খালিদ আলী রাদি আল্লাহু আনহু বিদ্বেষী ছিলেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপনকারীদের প্রমাণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আলী ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে প্রেরণ সংক্রান্ত বারীদাহ রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের শেষ অংশে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আলীর ব্যাপারে আক্রমণাত্মক হয়ো না। কেননা সে আমার থেকে ও আমি তার থেকে আর সে আমার পর তোমাদের অলী।"

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর খিলাফাতের অধিকতর হকদার ছিলেন।

আমরা বলব, হাদীসটি হুবহু শব্দে **ইমাম আহমদ**[১] ও **নাসায়ী**[২] ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও বাযযার সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আজলাহ কিন্দী রয়েছেন ইব্ন মুঈন যাকে বিশ্বস্ত বলেছেন, বহু সংখ্যক আলিম তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদীসটির সনদের অন্যান্য সকলেই সহীহ।[৩]

আজলাহ কিন্দীর বর্ণনা সম্বলিত হাদীস ও তার জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখা যায় অনেক আলিম তাকে দুর্বল বলেছেন। যেমন-

ইয়াহইয়া কাত্তান বলেন, আমার অন্তরে তার ব্যাপারে কিছু সন্দেহ আছে।

আহমদ বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে আজলাহ ও মাজালিদ কাছাকাছি অবস্থানে। আজলাহ মুনকার হাদীস ছাড়া অন্যান্য হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

আবু হাতিম বলেন, শক্তিশালী নয়। তার হাদীস লেখা যাবে তবে তা দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত করা যাবে না।

নাসায়ী বলেন, দুর্বল, তার অনেক খারাপ মতামত রয়েছে।

জুযজানী বলেন, অভিযুক্ত।

আবু দাউদ বলেন, দুর্বল।

ইব্ন সায়াদ বলেন, খুবই দুর্বল ছিলেন।

ইব্ন হাব্বান বলেন, সে কী বলত নিজেও জানত না।

---

১. মুসনাদে আহমদ: ৫/৩৫৬।
২. আস্‌সুনান আল কুবরা: ৫/১৩৩।
৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৯/১২৮।

কিছু কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। যেমন **ইবন মুঈন, ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান ও ইব্ন আদী**।[১]

এটাই উক্ত ব্যক্তির অবস্থা। সুতরাং তার দুর্বল হওয়াই প্রধান্যপ্রাপ্ত।

এ কারণে অধিকাংশ আলিম **আমার পরে** এই বর্ধিত অংশকে দুর্বল বলেছেন এবং তা অস্বীকার করেছেন।

হাফিজ ইব্ন কাসীর বলেন, এই শব্দটি মুনকার, বর্ণনাকারী আজলাহ..... ও তার মত কেউ হলে কবুল করা যাবে না যদি বর্ণনাটি একক বর্ণনা হয়। এর মধ্যে তার চেয়ে অধিক দুর্বল ব্যক্তি অনুগামী হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।[২]

এই বৃদ্ধি ও শব্দের ক্ষেত্রে আজলাহের অনুগামী হলেন, **জাফর ইব্ন সোলাইমান দাবঈ**। যেমন ইমাম তিরমিযী ও আহমদ বর্ণিত ইমরান ইব্ন হুসাইনের হাদীসে।[৩]

এই শব্দের উপর টিকা লিখতে যেয়ে **মুবারাকপুরী** বলেন, এ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা হয় যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়াই খলীফা। কিন্তু এ থেকে এ জাতীয় প্রমাণ গ্রহণ বাতিল। কেননা 'আমরা পরে' শব্দের শুদ্ধতা, এর বস্তুনিষ্টতা ও সংরক্ষিত হওয়া সাপেক্ষে এদ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যায়, কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। কারণ এ বর্ণনাটি শুধুমাত্র জাফর ইব্ন সোলাইমান একাই বর্ণনা করেছেন। আর তিনি.... বরং তিনি এ ক্ষেত্রে বাড়তি বলেছেন....।

অতঃপর তিনি বলেন, প্রকাশ্যমান যে, এই হাদীসে বর্ণিত 'আমার পরে' শব্দটি তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে.....। এটাই সিদ্ধান্ত যে, কোন বিদআতপন্থী যদি এমন কিছু বর্ণনা করে যার মাধ্যমে তার বিদআত শক্তিশালী হয় তাবে তা নিঃগৃহিত। শাইখ আব্দুল হক দেহলভী তার মুকাদ্দামায় বলেন, এটাই গৃহিত যে যদি কেউ (কোন বর্ণনার মাধ্যমে) বিদআতের প্রতি আহ্বান করে বা তা প্রচলন করতে চায় তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর যদি এমনটি না হয় তবে তা গৃহিত হবে। তবে সে যদি এমন কোন কিছু বর্ণনা করে যার মাধ্যমে তার বিদআত শক্তিশালী হয় তবে তাও পরিত্যাজ্য হবে।

অতঃপর **মুবারকপুরী** বলেন, যদি বলা হয় আমার পরে শব্দটি শুধুমাত্র জাফর ইব্ন সোলাইমান থেকে বর্ণিত হয়নি, বরং আজলাহ কান্দী তার অনুগামী হয়েছেন ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উত্তরে আমি বলব, এই আজলাহ কান্দী.....অতঃপর বলেন, নিশ্চয় এই হাদীসে 'আমার পরে' শব্দটি এই দুই ব্যক্তির খেয়ালিপনা। তিনি তার মন্তব্যকে প্রমাণ করে বলেন, ইমাম আহমদ বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোন বর্ণনাতেই এই বর্ধিত অংশ 'আমার পরে' নেই। অতঃপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, অতএব এসব থেকে

---

[১]. তাহজীবুত তাহজীব: ১/১৬৫, জীবনী নং - ৩৫৩।
[২]. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৮/৩৪৪।
[৩]. সুনানে তিরমিযী: ৫/৬৩২, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে আলী; মুসনাদে আহমদ: ৪/৪৩৭।

প্রমাণিত হল যে, এই হাদীসে বর্ধিত 'আমার পরে' শব্দটি সঠিক নয়; বরং তা পরিত্যক্ত। সেহেতু এই মন্তব্য দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করা যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সরাসরি কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই খিলাফাতের হকদার এ দাবিটি সম্পূর্ণ বাতিল। এটি আমার মতামত। মহান আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।[১]

শাইখ শুআইব আজলাহর হাদীস বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেন, এই হাদীসটি বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে আজলাহ কান্দীর কারণে দুর্বল।[২]

শাইখুল ইসলাম বলেন, একইভাবে তার বাণী 'সে আমার পরে মুমিনদের বন্ধু' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এক চরম মিথ্যা। কারণ তিনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই মুমিনগণের বন্ধু। আর প্রত্যেক মুমিন জীবদ্দশায় ও মৃত অবস্থায় তার বন্ধু। বন্ধুত্ব যা শত্রুতার বিপরীত তা কোন নির্ধারিত সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। আর বেলায়াত বা নেতৃত্বে যা রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট সে ক্ষেত্রে অলী (والي) শব্দ ব্যবহার করা হয়। যদি হাদীসের উদ্দেশ্য এমন হত তবে বলা হত والي كل مؤمن بعدي যেমন জানাযার নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়, যখন ওলী (অভিভাবক) ও অলী (শাসক) একত্রিত হয় তখন অধিকাংশের মতে ইমামতির ক্ষেত্রে অলীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ বলেন, ওলীকে। অতএব যে ব্যক্তি বলেছে আলী আমার পর প্রত্যেক মুমিনের ওলী তার এ বাণী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্পর্কিত করা যায় না। কেননা তিনি যদি এর দ্বারা বন্ধুত্ব বা অভিভাবক বুঝাতেন তবে আমার পরে শব্দটি বলার প্রয়োজন হত না। আর এ দ্বারা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা উদ্দেশ্য নিতেন তবে তিনি বলতেন والٍ على كل مؤمن মুমিনদের শাসক।[৩]

তবে **শাইখ আলবানী** (রহ.) এই বর্ধিত অংশসহ হাদীসটিকে তার সিলসিলা সহীহায় সহীহ বলেছেন।[৪] অতঃপর এর উপর টিকা লিখে বলেন, আশ্চর্য বিষয় হল, শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া এই হাদীসটির শুদ্ধতা অস্বীকার করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন তার মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে। তিনি উত্তমভাবে বিষয়টি নিরুপন করেছেন যে, এখানে বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব বুঝানো হয়েছে যা শত্রুতার বিপরীত। যা প্রত্যেক মুমিনের জন্য বিধিগতভাবে সাব্যস্ত। আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে অগ্রগামী যিনি তাদের বন্ধুতুল্য ও মুমিনগণও তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। এর মধ্যে খারেজী ও নাসেবীদের যুক্তি প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে হাদীসে এমন কিছু বিধৃত হয়নি যে, তিনি ব্যতীত মুমিনগণের অন্য কোন বন্ধু নেই।

অতঃপর তিনি বলেন, এই হাদীস কোন ক্রমেই এ প্রমাণ নেই যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু শাইখাইন (তথা পূর্ববর্তী খলীফাগণ) থেকে খিলাফাতের অধিক হকদার। কেননা অভিভাবকত্ব বিলায়াত তথা রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে ভিন্ন । কেননা সে ক্ষেত্রে বলা হত মুমিনগণের (والي) অলী।

---

[১]. তুহফাতুল আহওয়াজ ফী শর্হ তিরমিজী: ১০/১৪৫১৪৭।
[২]. মুসনাদে ইমাম আহমদ: ৫/৩৫৬।
[৩]. মিনহাজুস সুন্নাহ আন্ নবুবিয়্যাহ: ৭/৩১৯-৩৯২।
[৪]. সিলসিলা আস্ সহীহাহ: ৫/২৩১, হাদীস নং-২২২৩।

এসব কিছু শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়ার বর্ণনা। আর এটি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় তারপরেও আমরা জানিনা এই হাদীসটি তিনি কেন মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন। শুধুমাত্র প্রতিহত করার জন্য, ত্বরিৎ ও অতিশয্যের জন্য.... আল্লাহ আমাদের ও তাঁকে ক্ষমা করুন।

আমাদের মতে শাইখুল ইসলাম সম্পর্কে শাইখ আলবানীর তিনি হাদীসটির শুদ্ধতা প্রত্যাখান করেছেন এবং তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আর যে কারণে এমনটি করেছেন তা হল, বিবাদের ক্ষেত্রে ত্বরিৎ ও অতিশয্যের কারণে এ মন্তব্য আশ্চর্যজনক।

শাইখুল ইসলামের পূর্ববর্তী মন্তব্য থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল, তিনি হাদীসের একটি অংশ তথা 'আমার পরে' শব্দটি নিয়ে সমালোচনা করেছেন এবং তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেননি। যেমনটি তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন এই শব্দটি কোন ক্রমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশিত হতে পারে না। কেননা বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব যা শত্রুতার বিপরীত তা কোন নির্ধারিত সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না। তাহলে কি আলী রাদি আল্লাহু আনহু শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরেই মুমিনগণের ওলী? এটি ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাতিল প্রমাণিত।

আর যদি ঐ বাক্যাংশের বক্তা তা দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে উদ্দেশ্য করে থাকে তবে ولي (ওলী) না বলে والى (অলী) বলত।

এটিই শাইখুল ইসলামের বিশ্লেষণ। আর এটি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় যেমনটি বলেছেন শাইখ আলবানী রাদি আল্লাহু আনহু। কতিপয় আলিম এ হাদীসটির সনদ নিয়েও সমালোচনা করেন যেমনটি আমরা ইব্ন কাসীর ও মুবারকপুরীর মন্তব্য উল্লেখ করেছি। যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এই 'আমার পরে' শব্দটি হাদীসে প্রত্যাখ্যাত। সম্ভবত এটি জাফর ইব্ন সোলাইমান ও আজলাহ আল-কান্দী এই দুইজনের কোন একজন বর্ণনাকারীর আন্দাজ থেকে আগত। যা তাদের মতামতকে সহায়তা করবে। যদি তারা দুজন সত্যবাদী এমনকি নূন্যতম বিশ্বস্ত হতেন তবে শাইখুল ইসলাম কর্তৃক হাদীসটির মতন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার মন্তব্য ইব্ন কাসীর ও মুবারকপুরী কর্তৃক সনদ মূলায়ন সামঞ্জস্য হত।

অতঃপর এখানে এ প্রসঙ্গে শাইখ আলবানীর উদ্দেশ্যে আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে।

এই হাদীসে 'আমার পরে' শব্দটি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? কি অর্থে তা ব্যবহৃত হবে এ প্রসঙ্গে এর কোন অর্থ আছে? নাকি নেই?

সম্ভবত এর উত্তর শাইখুল ইসলামের মতকেই শক্তিশালী ও যথার্থ প্রমাণ করবে।

সংযোজনী (২):-

'দায়াঈমুল ইসলাম' গ্রন্থে এসেছে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামেনে দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। একটি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে অন্যটি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এবং তিনি বলেন, যখন তোমরা দুটি বাহিনী একত্রিত হবে তখন সর্বাধিনায়ক হবেন আলী আর তোমাদের বাহিনী দুটি পৃথক থাকলে স্ব স্ব সেনাপতির নেতৃত্ব থাকবে। অতঃপর তারা কিছু বন্দী হস্তগত করেন এবং আলী রাদি আল্লাহু আনহু নিজের জন্য একটি দাসী বেছে নেন। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বিষয়টি জানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর পত্র লেখেন। বারীদাহ আসলামী মারফত পত্রটি প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি মুখে সব খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। তিনি তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে। সে যা নির্ধারণ করেছে তা তারই। মুহূর্তে তার মুখে রাগান্বিত হওয়ার চিহ্ন প্রকাশিত হয়। বারীদাহ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি আপনার কাছে আশ্রয় চাওয়ার স্থান। আপনি আমাকে এমনই এক ব্যক্তির সাথে প্রেরণ করেছেন এবং তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তাই করেছি। সে যা নির্দেশ দিয়েছে আমি তা পৌঁছে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে বারীদাহ! আলী অত্যচারী নয়, তাকে অত্যাচারের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সে আমার ভাই, আমার অসী ও আমার পরে তোমাদের দায়িত্বশীল।[১]

এই উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় এ বাণীটি যিনি তৈরী করেছেন তিনি নিজ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন আর তা হল, আলী রাদি আল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরপরই কোন প্রকার অবকাশ ছাড়াই মুমিনদের আমীর হবেন। এ কারণে তিনি তোমাদের দায়িত্বশীল শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। যাতে বিষয়টি অধিকমাত্রায় স্পষ্ট হয় এবং এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ না থাকে যে, সে আমার পর তোমাদের ওলী দ্বারা কী উদ্দেশ্যে। এই ওলী অর্থ শত্রুতার বিপরীত বন্ধুত্ব ও ভালবাসা নাকি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব? অতএব এখানে দায়িত্বশীল শব্দ যুক্ত করে দ্বিতীয় অর্থকেই বুঝানো হয়েছে প্রথমটি নয়। যার মাধ্যমে তার নিজের মতাদর্শকে বিজয়ী করতে পারে।

এ বর্ণনাটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটি কোন প্রকার সনদ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এর মতন অস্বীকৃতির বিষয়ে ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে একই কথাই বলা যায়।

[১]. দাআঈমুল ইসলাম: ১/৩৮২; নাজফী, জাওয়াহিরুল কালাম: ২১/১৯৫।

সংযোজনী (৩):-

আল মুফিদের **'আল ইরশাদ'** গ্রন্থে খালিদ ও আলী রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁদেরকে ইয়ামানে প্রেরণের ঘটনা, বারীদাহর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আশ্চর্যজনক কিছু বর্ধিত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন, বারীদাহ পথ চলতে চলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় উপনীত হলেন। প্রথমেই উমর রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি অভিযানের খবরাখবর জানতে চান। তিনি সব খবর জানিয়ে বললেন, তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে জানালেন যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু খুমুস (গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ) থেকে নিজের জন্য একটি দাসী পছন্দ করেছেন। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন তুমি যে, খবর নিয়ে এসেছ তা নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও, নিশ্চয় তিনি অচিরেই তাঁর মেয়ের কারণে আলী যা করেছেন তার উপর রাগান্বিত হবেন!! ..... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ধিক্কার তোমাকে বারীদাহ! তুমি নিফাকের কাজ করেছ। নিশ্চয় আলী ইব্ন আবু তালিবের জন্য ফাঈ (যুদ্ধলব্ধসম্পদ) থেকে ততটুকু হালাল যতটুকু আমার জন্য হালাল। নিশ্চয় আলী ইব্ন আবু তালিব তোমার ও তোমার গোত্রের জন্য মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি এবং আমার পর আমার সমস্ত উম্মতের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি।[১]

এ উদ্ধৃতিটি কোন প্রকার সনদ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই উদ্ধৃতিটি রচনাকারী এ দ্বারা সাহাবীগণ ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে শত্রুতার প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিশেষত এখানে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে যিনি বারীদাহর কর্মকাণ্ডকে প্রসংশা করেছেন। কেননা এটি অচিরেই আলীর বিরুদ্ধে সন্দেহের উপক্রম করবে। আল্লাহর কসম! এটি সাহাবীগণের উপর এক মিথ্যা ও বড় অপবাদ। সাহাবীগণ যখন কিয়ামতের ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন তখন তারা কী করবেন?

এছাড়া উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যের রূপায়ন দেখুন! তিনি শরীআতের হুকুম তোয়াক্কা না করে নিজের ও নিজের মেয়ের পক্ষ অবলম্বন করবেন? নাউজু বিল্লাহ।

[১]. আল ইরশাদ, পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৬; হুল্লী, আল মুসতাজাদ মিনাল ইরশাদ, পৃষ্ঠা- ৯৮; বাহহারুল আনওয়ার: ২১/৩৫৮।

সংযোজনী (৪):-

মাকাতিবুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রন্থে বলা হয়েছে, হানযালা থেকে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্ন আবু তালিব ও খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন ও বলেন, যখন তোমরা একত্রিত হবে তখন আলী তোমাদের আমীর হবেন। আর যখন তোমরা পৃথক থাকবে তখন স্ব স্ব বাহিনীতে তোমাদের নেতৃত্বে থাকবে। খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চিঠি লেখেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি.... তিনি নিজের নাম দিয়ে চিঠির সূচনা করেন তারপরেও তিনি তা খারাপভাবে নেননি। আর আলী রাদি আল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম দিয়ে শুরু করেন। অতঃপর গ্রন্থ প্রণেতা এর উপর টিকা লিখে বলেন:

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত এবং তার মধ্যে সামান্যতম শিষ্টাচার রয়েছে যা তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে, তবে সে নিশ্চয় তা পালন করে অর্থাৎ চিঠিতে নিজের নামের পূর্বে রাসূলুল্লাহর নাম উল্লেখ করে। আর যার মধ্যে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা নূন্যতম শিষ্টাচার নেই সে কখনই তাঁর মর্যাদা প্রদান করে না। বরং সে চিঠি লেখার সময় নিজের নাম প্রথমেই উলেখ করে। যেমন একটু আগেই আলোচিত হয়েছে।[১]

গ্রন্থকার এ উদ্ধৃতিটি 'সাহাবীগণের মধ্যে যারা চিঠিতে নিজ নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের পূর্বে উল্লেখ করেন' শীর্ষক শিরনামে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি দুইভাবে খণ্ডন করা যায়:

১- গ্রন্থকার যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং যার ভিত্তিতে উপরিউক্ত বিধান নির্ণয় ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সংশয়ের জন্ম দিয়েছেন সে বর্ণনাটি **তাবরানী** বর্ণনা করেছেন।[২] **হায়সামী** তাঁর আল মাজমা গ্রন্থে[৩] বলেন, বর্ণনাটি তাবরানী উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদে সাইফ ইব্ন উমর আসাদী রয়েছে যে পরিত্যাক্ত ।

২- গ্রন্থকার নিজেই এই অনুচ্ছেদের সূচনাতে বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চিঠি প্রথমে তাঁর নাম দিয়ে শুরু করতেন আর এটাই চিঠির শিষ্টাচার সম্পর্কিত প্রচলিত পদ্ধতি। তিনি উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুয়াতী সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কারণে নিজ পবিত্র নাম উল্লেখ করে চিঠির সূচনা করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যন্যরা (অর্থাৎ সাহাবীগণ) রিসালাতের সম্মান ও তাঁর নামের মহিমার কারণে এবং মহান নবুয়াতের হক আদায়ের জন্য তাঁর (নবী) নাম দিয়ে শুরু করতেন। আপনার উদ্দেশ্যে কিছু নমুনা প্রদান করা হল:

---

১. মাকাতিবুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: ১/৭৪ ।

২. মুজামুল কাবীর: ২/১২ ।

৩. মাজমাউয যাওয়াইদ: ৮/৯৮ ।

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ তাঁর কাছে পত্র লেখেন: মুহাম্মাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া রাসূলুল্লাহ, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে।[১]

প্রথমে গ্রন্থকার উদাহরণ পেশ করলেন সাহাবীগণ কিভাবে নিজ নামের পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের অগ্রাধিকার দিতেন এবং সে ক্ষেত্রে তিনি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উদাহরণ পেশ করলেন। আমরা জানি না গ্রন্থকার কিভাবে কয়েক পৃষ্ঠা পর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির সময় এ উদাহরণ ভুলে যেয়ে বললেন, তিনি নবুয়াতের মর্যাদা সংরক্ষণ করতেন না। তার মধ্যে নিজের উপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অগ্রাধিকার দেয়ার মত সৌজন্যতাবোধ পর্যন্তও ছিল না ইত্যাদি।

আমরা বলব, সুবহানাল্লাহ যিনিই মানুষের বিবেক দান করেন। নাকি এটি সমাহিত বিদ্বেষ?

[১]. মাকাতিবুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: ১/৬৯।

*** চতুর্থ সংশয়ঃ-**

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে হত্যা করেন

এই ঘটনার ধারাবাহিকতা এক অবধারিত পরিণাম যা সম্মানিত সাহাবী সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুকে কেন্দ্র করে। আর তা হল হত্যা তাও আবার একজন সম্মানিত সাহাবীর হাতে।

এই সংশয়ের আলোকে এ জঘন্যতম অপরাধ সংঘটনের অপবাদের আঙ্গুল খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের দিকে ইঙ্গিত করে যে, এ কুৎসিত কাজ তারই নেতৃত্বে হয়।

তথ্যগ্রন্থসমূহ বর্ণনা করে, এ কাজ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু স্বপ্রণদিত হয়ে করেননি বরং এটি করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করেন উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু। আর এর পিছনে যে কারণ তা হল সাকীফার দিন সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত প্রত্যাখ্যান। কেননা তিনি এই পদের জন্য নিজেকেই উপযুক্ত মনে করতেন। কিন্তু সাহাবীগণ বিশেষত আবু বকর, উমর, আবু উবাইয়াদা রাদি আল্লাহু আনহুম সায়াদকে থামিয়ে দেন এবং তার থেকে খিলাফাত ছিনিয়ে নেন। এমন মুহূর্তে কর্কশ আচরণ, বিদ্বেষপূর্ণ শব্দ ব্যবহার ও আবু বকরের বাইয়াত প্রত্যাখান এবং তাদের সমস্ত কাজ এমনকি তাদের সাথে নামায আদায় ও পরিত্যাগ করা ছাড়া সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুর আর কিছু করার ছিল না। অবস্থা যখন এভাবেই চলতে থাকে তার মধ্যে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু উমর রাদি আল্লাহু আনহুর বিদ্বেষের ভয়ে সিরিয়ায় চলে যান। তবে তাতেও তার শেষ রক্ষা হয়নি। তিনি যা ধারণা করেছিলেন তাই বাস্তবে পরিণত হয়। উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে সায়াদকে হত্যার জন্য প্রেরণ করেন এবং একাজের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু পরিপূর্ণভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। কেননা তিনি রক্তপিয়াসী মানুষ ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে দ্বীন বা তাকওয়া তাকে বাধা দিতে পারত না।

যাতে অপরাধ প্রকাশিত না হয় এবং এ কাজের কর্তা কলঙ্কিত না হয় সে জন্য তারা নিজেরা এ মর্মে একটি গল্প তৈরি করেন যে, জ্বিনে সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে এবং জ্বিনের কণ্ঠে শ্রুত একটি কবিতাও রচনা করেন যাতে সকলের দৃষ্টি সে দিকে ফিরায়ে প্রকৃত ঘটনা ও কর্তাকে ধামাচাপা দেয়া যায়।

এটিই এ সংশয় সংক্রান্ত বর্ণনা।

হে আল্লাহ! এ জাতীয় পথভ্রষ্টতা ও প্রলাপ থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং আমাদের প্রিয় নবীর সাহাবীগণের উপর এই মিথ্যা ও অপবাদ থেকে মুক্তি চাই।

এই সন্দেহের প্রতি নির্দেশনা প্রদানকারী কিছু বর্ণনা আমরা এখানে উদ্ধৃত করবঃ

তাবরাসী আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াতের ঘটনা ও সাকীফার দিনের কাহিনী উল্লেখ করে বলেন, সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু তাদের সাথে সালাত আদায় করতেন না, তাদের

বিচার ফয়সালা মানতেন না। সেসময় যদি কোন সাহায্যকারী পেতেন তবে সম্ভবত তাদের উপর আক্রমণ করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর সময়কাল এভাবেই কাটে অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেন এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহু ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তখনও একই অবস্থা চলতে থাকে। এরপর সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু উমরের বিদ্বেষের আশংকা করেন। ফলে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হন এবং হুরান নামক স্থানে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর আমলেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কারও বাইয়াত গ্রহণ করেননি।

তার মৃত্যুর কারণ হল, রাতে তাঁর উপর একটি তীর নিক্ষেপ করা হয় তাতেই তিনি নিহত হন। ধারণা করা হয় তীরটি জ্বিনেরা নিক্ষেপ করে। কেউ কেউ বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা আনসারী এ কাজ করেন এবং এর জন্য তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। বর্ণিত আছে মুগীরা ইব্ন শুবা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন। কেউ কেউ বলেন, **খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ**।[১]

আল মাজলিসী বলেন, বালাজুরী তার ইতিহাসে বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা আনসারী রাদি আল্লাহু আনহুমাকে সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেন। ফলে তারা উভয়ে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন ও তাকে হত্যা করেন। অতঃপর তারা মানুষের মস্তিস্কে এ কথা বদ্ধমূল করেন যে, তাঁকে জ্বিনে হত্যা করেছে এবং তারা এ প্রসঙ্গে একটি কবিতাও রচনা করেন।

আমরা হত্যা করেছি খাজরায নেতা সায়াদ ইব্ন উবাদাকে

আমরা দুটি তীর ছুড়েছি তার প্রতি আমরা ভুল করিনি তার অন্তরে বিধাতে।[২]

আল কুম্মী আশ্‌শিরাযী বলেন, যুদ্ধবিগ্রহ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু যখন সিরিয়ার গাসসান এলাকায় ছিলেন তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উমর রাদি আল্লাহু আনহুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকে হত্যা করেন এবং এই কবিতা রচনা করেন। অতঃপর আনসারদের ফিতনার ভয়ে তার হত্যাকে জ্বিনদের প্রতি সম্পৃক্ত করেন।[৩]

আন্‌নস আল আমীরুল মুমিনীন গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন, জেনে রাখুন উমর রাদি আল্লাহু আনহু যদিও তিনি খালিদকে তার পদ থেকে অপসরণ করেন কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তার উপর কোন শাস্তি প্রয়োগ করেনি। সম্ভবত এর কারণ হল তারা দুজন সায়াদ ইব্ন উবাদাকে হত্যার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছিলেন। কারণ তিনি সাকীফার দিনে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর বিরোধী ছিলেন। বালাজুরী কালবী থেকে যা বর্ণনা করেছেন সে আলেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এ কারণে তাকে সিরিয়ায় হত্যা করেন।[৪]

এ জাতীয় অনেক বর্ণনা ও ঘটনা।

---

[১]. তাবরাসী, আল ইহতিজাজ ১/১৮০; বাহহারুল আনওয়ার: ২৮/১৮৩।
[২]. বাহহারুল আনওয়ার: ২৮/৩৬৬-৩৬৭; ইহকাকুল হক: ২/৩৪৬।
[৩]. মুহাম্মদ তাহের আল কুম্মী, কিতাবুল আরবাঈন, পৃষ্ঠা- ২২৮।
[৪]. আলী আশুরা, আননস আলা আমীরুল মুমিনীন পৃ: ২৩৪।

এ সংশয়ের নিরসনকল্পে কয়েকটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হবে।

প্রথম পর্যালোচনাঃ সাকীফার দিন সাহাবীগণের মধ্যে যা ঘটেছিল।

দ্বিতীয় পর্যালোচনাঃ সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের বৈপরিত্য।

তৃতীয় পর্যালোচনাঃ সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যা সম্পর্কে আলিমগণ যা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পর্যালোচনাঃ সাকীফার দিন সাহাবীগণের মধ্যে যা ঘটেছিল

ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচন বিষয়ে সাকীফার দিন সাহাবীগণের মধ্যে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা পাবেন।

সে সব বর্ণনা থেকে সাহাবীগণের দ্বীন, তাকওয়া, আখিরাতের প্রতি স্পৃহা, দুনিয়া ও এর বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রতি অনীহা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সর্বাধিক শুদ্ধ বর্ণনাটি হল, সে সময় আনসারগণ সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে নেতা নির্বাচনের জন্য সাকীফাহ বনী সায়াদাহে একত্রিত হন। এখবর মুহাজিররা জানার পর আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, আমীনুল উম্মাহ (আবু উবাদাহ)সহ সকলে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরা সেখানে অত্যন্ত ঘনিষ্ট, সৌহাদ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে তাঁদের আনসার ভাইদের সাথে আলোচনা করেন এবং সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদেরকে জানান খিলাফাত কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে। তারাই আমীর হবে আর হে আনসাররা তোমরা হবে উজীর বা মন্ত্রী। অতঃপর তিনি উমর ফারুক অথবা আমীনুল উম্মাহ আবু উবাদাহ এ দুজনের কোন একজনের হাতে বাইয়াত হওয়ার ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের দ্বীনের ক্ষেত্রে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর চেয়ে অগ্রগামী হতে চাননি যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতএব তাঁরা কিভাবে তাকে ভিন্ন অন্যের উপর সন্তুষ্ট হবেন?

অতঃপর তাঁরা সকলেই সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন।[১]

সাকীফা দিবস সম্পর্কে আগত বর্ণনাসমূহের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা।

সাহাবীগণের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া-বিবাদ ও বাকবিতণ্ডা সংঘটিত হয়েছিল এবং সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বাইয়াত গ্রহণ করেননি ও জামাতে নামাজ আদায় ছেড়ে দিয়েছিলেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তা কোন ক্রমেই শুদ্ধ নয় এবং হাদীস ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে সাব্যস্ত নয়।

[১]. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য- সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদাঈলুস সাহাবা, হাদীস নং-৩৪৬৭।

প্রিয় পাঠক! এ প্রসঙ্গে আমরা দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করব যা কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য মনে করেন এবং এর ভিত্তিতে সাহাবীগণের ব্যাপারে বিভিন্ন বিধান আরোপ করেন। এ উদ্ধৃতি দুটি এমন গ্রন্থ থেকে সঞ্চয়ন করা হয়েছে আলিমগণের নিকট যে গ্রন্থের আলাদা একটি গুরুত্ব রয়েছে। অতঃপর আমরা উক্ত উদ্ধৃতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করব।

* প্রথম উদ্ধৃতি: ইমাম তাবারীর বর্ণনা

ইমাম তাবারী রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফতের বিষয়ে বনী সায়াদাহর সাকীফায় আনসার এবং মুহাজিরগণের মধ্যে যা ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। আমরা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করছি। অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর লোকজন যখন সায়াদ ইব্ন উবাদা থেকে দূরে সরে গেল তখন যা ঘটার তাই ঘটল। সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, খোদার কসম! আমার যদি এমন শক্তি থাকত যে একটি জাগরণ তৈরি করতে পারতাম তবে তুমি (উমর রা.) জেনে রাখ আমার পক্ষ থেকে এ জনপদের প্রতিটি প্রান্ত থেকে শ্লোগান উঠত যা তোমার ও তোমার সাথীদেরকে ক্ষমতা থেকে নিষিদ্ধ করত। অতঃপর আল্লাহর কসম! তখন তোমাকে এমন এক গোত্রের সাথে মিলিত হতে হত তুমি যাদের অনুসরণকারী হয়ে থাকতে তারা তোমার অনুগত হত না। আমাকে এই স্থান থেকে নিয়ে চল। তারা তখন তাঁকে সে স্থান থেকে নিয়ে তার গৃহে অন্তরীণ করে। কিছুদিন পর তাঁর কাছে লোক প্রেরণ করে তিনি যেন জন সম্মুখে এসে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ না আমি আমার তনুরে সংরক্ষিত তীর নিক্ষেপ, আমার বর্শার ফলাগুলি রঞ্জিত, আমার অধীনস্ত তরবারী দিয়ে তোমাদেরকে আঘাত, আমার আহলে বাইত ও আমার গোত্রের মধ্যকার আমার অনুগতদের নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছি। কিন্তু আমি এসব কিছুই করব না। আল্লাহর শপথ! যদি তোমাদের সব মানুষের সাথে জ্বিন জাতিও একত্রিত হয় তবুও আমি তোমাদের বাইয়াত গ্রহণ করব না। এমনকি আমাকে প্রভুর দরবারে উপস্থাপন করা হয় এবং আমি আমার আমলের হিসাব অবগত হই।

অতঃপর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু আসলে উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, সে বাইয়াত গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়বেন না। তখন বাশীর ইবন সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন তিনি (সায়াদ) অনমনীয় ও বাইয়াত বিরাগী, তিনি নিহত হলেও আপনাদের বাইয়াত গ্রহণ করবেন না। আর তিনি নিহত হওয়ার অর্থ তাঁর সাথে তাঁর সন্তান, আহলে বাইত ও পরিবার পরিজনের একটি অংশ নিহত হওয়া। অতএব, তাঁকে ছেড়ে দিন। তাঁকে ছেড়ে দিলে আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা তিনি একজন মাত্র ব্যক্তি। তখন তারা তাঁকে ছেড়ে দেয় এবং বশীর ইব্ন সায়াদের পরামর্শই গ্রহণ করে। **সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁদের সাথে নামায আদায় করতেন না। তাঁদের সাথে মিলিত হতেন না। হজ্ব আদায় করতেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান নিতেন না। এ অবস্থা চলতে থাকে এরই মধ্যে দিয়ে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন।**[১]

[১]. তারীখে তাবারী: ৩/২২৩।

এই বর্ণনাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী প্রথম দৃষ্টিতেই সনদ ও মতনের দিক থেকে এটি বাতিল ও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় ।

সনদের দিক থেকে: এ বর্ণনাটি **আবু মিখনাফ লুত ইব্ন ইয়াহইয়ার** বর্ণনা যে ব্যক্তি প্রচণ্ড মিথ্যা বর্ণনার আশ্রয় নেয়, অসত্য উদ্ধৃতি সংকলন করে । **ইব্ন হাজর** বলেন, সে জাল বর্ণনাকারী, তার উপর আস্থা রাখা যায় না । **আবু হাতেম** ও অন্যান্যরা তাকে পরিত্যাগ করেছে ।

দারে কুতনী বলেন, দুর্বল বর্ণনাকারী

ইব্ন মুঈন বলেন, বিশ্বস্ত নয় । অন্যত্র বলেন, বর্ণনাকারী হিসেবে কিছুই নয় ।

ইব্ন আদি বলেন, প্রকৃত ঘটনা বিকৃতকারী.....

আবু উবায়দা আজরী বলেন, আমি তার ব্যাপারে আবু দাউদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি তিনি তাঁর হাত ঝাড়া দেন এবং বলেন, এই সব মানুষের ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করে?

আল আকিলী তাকে আদ দুআফা (দুর্বল বর্ণনাকারী) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ।[১]

এই পাহাড়সম মিথ্যা বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতিকে আমরা কিভাবে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করব?

এছাড়া এ বর্ণনাটির সনদে **আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবু উমরা আল আনসারী** রয়েছেন । **ইব্ন আবু হাতিম** ছাড়া অন্য কেউ তাকে উল্লেখ করেননি । তিনি বলেছেন, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তার দাদা আবু উমরা থেকে বর্ণনা করেছেন আর তিনি বর্ণনা করেছেন আল মাসউদী তবে তিনি তার জরহ ওয়া তাদীল উল্লেখ করেননি ।[২]

এটি সনদের দ্বিতীয় ত্রুটি ।

এ ঘটনার সনদের অবস্থা এই ।

আর মতনের দিক থেকে যারাই এই ঘটনাটি পড়বেন তারা সকলেই একটি বিষয়ে একমত হবেন যে, সাহাবীগণ প্রতিটি মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর অপেক্ষা করতেন । যাতে তাঁর ইন্তিকালের পর তারা ক্ষমতা গ্রহণ করতে এবং দীর্ঘদিন যাবত তাদের অন্তকরণে তাদের ভাইদের ব্যাপারে যে হিংসা বিদ্বেষ লুকায়িত রেখেছিল তা প্রকাশ করতে পারেন ।

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই সাহাবীগণ যারা ছিলেন একই হৃদয়ে গাঁথা, অন্যের ব্যাথায় দ্রুত অশ্রুবিসর্জনকারী, অধিকমাত্রায় তাকওয়া অবলম্বনকারী তাদের চরিত্র রূপায়নের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য অসম্মানকর পদ্ধতি । নাউজু বিল্লাহ ।

এসব কিছুর পর বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব সম্মানিত পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম ।

---

[১]. লিসানুল মীযান: ৬/৪৩০, জীবনী নম্বর- ৬২৪৮ ।

[২]. আল জারহ ওয়া তাদীল: ৫/৯৫ ।

* দ্বিতীয় বর্ণনা: ইব্ন সায়াদের উদ্ধৃতি

ইব্ন সায়াদ ঘটনাটি তার তাবাকাত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন সালেহ বর্ণনা করেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যুবাইর ইব্ন আবু উসাইদ সাঈদী থেকে যে, আবু বকর সায়াদ ইব্ন উবাইদাহর কাছে লোক প্রেরণ করেন যেন তিনি আগমন করে বাইয়াত গ্রহণ করেন। যাতে লোকজন বিশেষত তার গোত্রের লোকেরা বাইয়াত নেন। তখন তিনি বলেন, না **আল্লাহর শপথ! আমি বাইয়াত গ্রহণ করব না। এমনকি আমার তনুরে যা আছে তা দ্বারা তোমাদের প্রতি তীর ছুড়ব এবং আমার গোত্র ও পরিবার থেকে যারা আমার আনুগত্য করে তাদের নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।** যখন এ খবর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর দরবারে পৌঁছায় তখন বাশীর ইব্ন সায়াদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন এবং এ ব্যাপারে অনমনীয়। তিনি আপনাদের বাইয়াত গ্রহণ করবেন না। এমনকি আওস গোত্র নিহত হলেও। অতএব তাঁকে আন্দোলিত করার প্রয়োজন নেই, আপনাদের ক্ষমতা তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছেই। তাছাড়া তিনি একক ব্যক্তি যিনি আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বাশীর রাদি আল্লাহু আনহুর পরামর্শ গ্রহণ করে সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর যখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন একদিন মদীনার রাস্তায় তাঁদের উভয়ের সাক্ষাত হয়, তখন তিনি বললেন হে সায়াদ! সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হ্যা হে উমর! উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন আপনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী, আপনি কি তাঁর (আবু বকর) একজন সাথী নন? সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন হ্যাঁ আর এ বিষয়টি আমি তোমার উপর অর্পন করেছি। আপনার সাথী (আবু বকর) আমার কাছে আপনার চেয়ে অনেক প্রিয় ছিল। আমি আপনার পাশে অবস্থান করতে অপছন্দকারী হয়েছি। উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, কেউ যদি কারো পাশে অবস্থান করতে অপছন্দ করে তবে দূরে চলে যায়। সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন আমি এ বিষয়টি ভুলে যাইনি আমি এমন প্রতিবেশীর কাছে যাব যে আপনার চেয়ে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান করেন অতঃপর সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। এটি ছিল উমর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতের প্রথম দিকের ঘটনা অতঃপর তিনি হুরানে ইন্তিকাল করেন।[১]

এই প্রসঙ্গ সম্বলিত এ বর্ণনাটিও কখনোই **শুদ্ধ ও সাব্যস্ত হতে পারে না** এর সনদের ব্যক্তিবর্গের কারণে।

১। মুহাম্মদ ইবন উমর তিনি ওয়াকেদী নামে খ্যাত। জ্ঞানীগণের নিকট তাকে নতুন করে পরিচয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

তার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামতের সার-সংক্ষেপে **হাফিজ ইবন হাজর** বলেন, তার জ্ঞানের প্রসারতা সত্ত্বেও তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে পরিত্যাজ্য।[২]

---

[১]. তাবাকাতুল কুবরা: ৩/৩১২।

[২]. তাকরীবুত তাহজীব, পৃ- ৫৫৫, জীবনী ৬১৭৫।

জাহাবী বলেন, ওয়াকেদী দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত সংঘটিত হয়েছে।[১]

২। **মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ:** তিনি ইব্ন দিনার আত্ তামার আনসারী, যিনি ওয়াকিদীর শিক্ষক।

তার ব্যাপারে **ইব্ন হাজর** বলেন, সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে।[২]

৩। **যুবাইর ইবনুল মানজুর** ইব্ন আবু উসাইদ সাঈদী।

ইব্ন হাজর বলেন, মাসতুর বর্ণনাকারী।[৩]

জাহাবী বলেন, তাকে জানা যায় না।[৪]

ইব্ন আবু হাতিম তার নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার জারহ ওয়া তাদীল উল্লেখ করেননি।[৫]

এই হল বর্ণনাটির সনদের ব্যক্তিবর্গের অবস্থা। অতএব ঘটনাটি ওয়াকিদী ও যুবাইর ইব্ন মুনজিয়ের কারণে দুষ্ট। এর সাথে যুক্ত হয়েছে **ইরসালের** ত্রুটি। এ কারণেই ঘটনাটি উল্লেখ করে **জাহাবী** বলেন, **এর সনদ যেমনটি দেখলেন**। জাহাবী (রহ) এ দ্বারা ঘটনাটি দুর্বল ও সাব্যস্ত না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৬]

ড. আব্দুস সালাম তাদমিরী ইমাম জাহাবীর তারীখুল ইসলাম গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করতে যেয়ে এ কাহিনীর বর্ণনাসূত্রে দুর্বল বলেছেন।[৭]

সারসংক্ষেপ: সায়াদ ইবন উবাদাহ, সিদ্দিক ও ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে সাকীফার ঘটনা প্রসঙ্গে যে সব অপ্রীতিকর বাক্যালাপ এবং সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক হুমকী ও ভীতি প্রদর্শন এবং মুসলিম জামাআত থেকে দূরে থাকা সংক্রান্ত যা বর্ণিত হয়েছে তা কোন ক্রমেই শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় না।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, কোন কোন আলিম সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ না করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তবুও তাতে সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতে নেতিবাচক কোন প্রভাব পড়েনি।

শাইখুল ইসলাম (রহ.) বলেন, এমনটি যদি হত যে, শুধুমাত্র উমর রাদি আল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথে একদল সাহাবী আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং বাকি সমস্ত সাহাবী তাঁর বাইয়াত থেকে বিরত ছিলেন। তবে কখনই তিনি মুসলমানদের ইমাম নির্বাচিত হতেন না। বরং তিনি অধিকাংশ সমর্থ ও শক্তিবান সাহাবীর বাইয়াতের ভিত্তিতে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন। এ

---

১. মীযানুল ইতিদাল: ৩/৬৩৫।
২. তাকরীবুত তাহজীব, পৃষ্ঠা- ৫৪০, জীবনী-৫৯৬১।
৩. তাকরীবুত তাহজীব, পৃষ্ঠা– ২০১, জীবনী-২০০৪।
৪. মীযানুল ইতিদাল: ২/৫৫, জীবনী-৩১৬৪।
৫. আল জারহ ওয়া আত তাদীল: ৩/৫৭৯, জীবনী নং-২৬৩১।
৬. সীরু আলামুন নুবালা : ১/২৭৭।
৭. তারীখুল ইসলাম: ১/১৪৮।

কারণে সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক তাঁর বাইয়াত থেকে বিরত থাকাতে কোন ক্ষতি হয়নি। কেননা তাঁর এ বিরত থাকাটা নেতৃত্বের প্রত্যাশায় কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি।[১]

তিনি আরও বলেন, **সায়াদ ইব্ন উবাদাহ** রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু তিনি তাঁকে হত্যা করাতো দূরের কথা তাঁকে আটক বা বেত্রাঘাত করেননি।[২]

তবে **শাইখুল ইসলাম** অন্য একস্থানে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

শাইখুল ইসলাম বলেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত থেকে সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বিরত ছিলেন ফলে তাঁর অন্তরে মানবীয় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর খিলাফাতের বিরোধিতা করেননি বা সত্য বিমুখ হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেননি। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর মুসনাদে আফ্ফান থেকে, তিনি আবু আওয়ানাহ থেকে, তিনি দাউদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-আউদী থেকে তিনি উমাইদ ইব্ন আব্দুর রহমান যিনি আল-হুমাইরী নামে খ্যাত তার থেকে সাকীফার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যাতে বর্ণিত হয়েছে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হে সায়াদ! তুমি জান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুমি বসে থাকা অবস্থায় বলেছেন এই কাজের (রাষ্ট্র পরিচালনার) দায়িত্ব কুরাইশদের। মানুষের মধ্যকার সৎ ব্যক্তিরাই তাদের সৎ ব্যক্তিদের অনুগত্য করে এবং তাদের মধ্যকার অসৎ ব্যক্তিরা অসৎদের আনুগত্য করে? তখন সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আপনি সত্য বলেছেন আমরা সহযোগী ও আপনার নেতা। হাদীসটি মুরসাল হাসান। সম্ভবত: হুমাইদ যে সব সাহাবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদের থেকে এ ঘটনা গ্রহণ করেন। এ বর্ণনার মধ্যে মূলবান উপকারিতা রয়েছে, তাহল সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফাত লাভের দাবি পরিত্যাগ করে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাতের বশ্যতা স্বীকার করেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।[৩]

হাফেজ ইব্ন কাসীর বলেন, (সায়াদ ইব্ন উবাদাহ) এর পক্ষ থেকে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত আমরা মুসনাদে ইমাম আহমদে দেখেছি যে, তাকে যখন বলা হল খলীফা কুরাইশদের থেকেই হবে তখন তিনি নিজেকে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য সমর্পণ করেন।[৪]

---

[১]. মিনহাজুস সুন্নাহ আন নবুবিয়্যাহ: ১/৫৩০।

[২]. মিনহাজুস সুন্নাহ আন নবুবিয়্যাহ: ৬/১৭৬।

[৩]. মিনহাজুস সুন্নাহ আন নবুবিয়্যাহ: ১/৫৩৬। শাইখুল ইসলাম যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা ইমাম আহমদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন ১/৫ হাদীস নং-১৮। শাইখ শুয়াইব বলেন, অন্যের কারণে হাদীসটি সহীহ। এর বর্ণনাসমূহের ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত ও বুখারী মুসলিমের ব্যক্তি এবং হাদীসটি মুরসাল। আলবানী (রহ.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ১১৫৬)।

[৪]. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৭/৩৩।

* দ্বিতীয় আলোচনা: খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা সংক্রান্ত বর্ণনা ও উদ্ধৃতিসমূহের বৈপরিত্য

এসব বর্ণনা ও উদ্ধৃতি যে সমস্ত গ্রন্থে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে সেসব গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্টভাবে এবং কোন প্রকার পর্যালোচনা ছাড়াই বর্ণনাগুলোর বৈপরিত্য ও ত্রুটি ধরা পড়ে।

যেমন কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে নিজের পক্ষ থেকে উমর রাদি আল্লাহু আনহুকে খুশী করার জন্য হত্যা করেন। যেমন বলেছেন **আল কুম্মী আশ শীরাযী**।[১]

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাকে হত্যার জন্য খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে ইঙ্গিত প্রদান করেন। **আল-মাজলিসী ও মারআশী** বালাজুরী থেকে এ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন।[২]

কেউ কেউ উল্লেখ করেন, কে সরাসরি তাঁকে হত্যা করে তা অনির্ধারিত। কেউ বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা, কেউ বলেন, মুগীরা ইব্ন শুবা, কেউ বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, **তাবরানী** এমনটি বলেছেন।[৩]

ইব্ন আবু হাদীদ বলেন, সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি নিক্ষিপ্ত অভিযোগসমূহের অন্যতম তিনি খালিদ ইবন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সিরিয়ার থাকা অবস্থায় তাকে পত্র লেখেন, তিনি যেন সায়াদ ইব্ন ইবাদাহকে হত্যা করেন। তখন তিনি ও তার সাথে অন্য একজন রাতে ওৎ পেতে থাকেন। অতঃপর তিনি যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তাকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।[৪]

আমাদের মতে, এ জাতীয় বিশৃংখল বর্ণনাই মৌলিকভাবে ঘটনাটি অমূলক হওয়ার প্রমাণ। এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা রচনা এবং এমন এক সস্তা মিথ্যা যা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তো বটেই সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে পারে না। এসব বর্ণনা ও বৈপরিত্যমূলক বিবরণের বিস্তারিত বর্ণনার ব্যাপারে আমরা বলব, এই বানোয়াট ঘটনা নিম্নোক্ত দুটি সম্ভাব্যতার যে কোন একটি বহন করে:

হয়তো সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী হলেন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু নতুবা উমর রাদি আল্লাহু আনহু।

তার হত্যার বিষয়টি এখানে আমরা বিশ্লেষণ করব না কেননা তা তৃতীয় আলোচনায় স্থান পাবে।

প্রথম সম্ভাব্যতা অনুযায়ী তাকে হত্যার ইঙ্গিতদাতা হলেন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু এ সস্তা অপবাদ প্রত্যাখান করার জন্য **ইব্ন আবু হাদীদই** যথেষ্ট।

---

[১]. কিতাবুল আরবাঈন, পৃ: ২২৮।
[২]. বাহহারুল আনওয়ার: ২৮/৩৬৬-৩৬৭। ইহকাকুল হক: ২/৩৪৬।
[৩]. আল ইহতিজাজ: ১/১৮০।
[৪]. শরহ নাহজুল বালাগাত: ১৭/১৩০।

তিনি আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ সম্বলিত খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরিত পত্রের প্রসঙ্গ টেনে বলেন: ... এর উত্তর আমি বিশ্বাস করি না যে, জ্বিনেরা সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে এবং এই কবিতা জ্বিনের। আমি এ সন্দিহানও হতে পারি না যে মানুষ তাকে হত্যা করেছে এবং এ বর্ণনা মানুষের। তবে আমার কাছে কোন ভাবেই **এটি সাব্যস্ত হয় না যে, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন**। এ কাজটি স্বপ্রণোদিত হয়ে সে (খালিদ) করেছে আবু বকরকে খুশি করার জন্য এ ধারণাটি দূরে ঢেলে দিতে পারি না। অতএব এর পাপ খালিদের উপর আর আবু বকর এ পাপ থেকে মুক্ত। নিঃসন্দেহের এটি খালিদের দুর্স্কমের একটি।[১]

আমরা বলব, ইব্ন আবু হাদীদ সত্য ও মিথ্যা উভয়টি বলেছেন। সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুকে অভিযোগ মুক্ত করে সত্য বলেছেন যদিও তিনি অপবাদের উপযুক্ত নন। আর তিনি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উপর অভিযোগ আরোপ ও তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহই তার হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই সম্ভাব্যতা বিবেচেনার জন্য এ পরিসরে কয়েকটি বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করা আবশ্যক।

ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রসিদ্ধ যে, সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু এর খিলাফাত আমলে ১৪ বা ১৫ অথবা ১৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এমনটিই বর্ণনা করেছেন।[২]

অতএব কিভাবে বলা সম্ভব যে, আবুবকর রাদি আল্লাহু আনহু তাকে হত্যার জন্য খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি ও অন্য একজন রাতে ওৎ পেতে বসেছিলেন। অতঃপর সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তারা তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। অতএব এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কাহিনীটি মৌলিকভাবে মিথ্যা।

২। **তাবারী ও ইব্ন সায়াদের** যে বর্ণনা দুটি সামান্য পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা থেকে কেউ কেউ প্রমাণ পেশ করেন যে, সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ করেননি। উদ্ধৃতি দুটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু সায়াদ ইব্ন উবাদাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বাশীর ইব্ন সায়াদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। কেননা তিনি কখনোই তার কোন ক্ষতি করবেন না। সে অনুযায়ী সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু কাজ করেন এবং সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

---

[১]. শরহ নাহজুল বালাগাহ: ১৭/১৩০।

[২]. দ্রষ্টব্য: আল ইসাবা: ৩/৬৬; আল ইস্তিআব: ১/১০০; মাশাহিরে উলামাউল আমসার পৃ-২৮; তারীখুল ইসলাম: ৩/১৩২; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৭/৩২; সীরু আলামুন নুবালা: ১/২৭৭; আল কামিল ফীত্ তারীখ: ১/৪২৩; তারীখুল খুলাফা: ১/১৩২; উসদুল গাবাহ : ১/৪৩৪; আনসাবুল আশরাফ: ১/১০৮; আল আহাদ ওয়াল মাসানী: ৩/৩৯২; হাব্বান, আস সিফাত: ৩/১৪৯; তারীখে দামিশক ; ২২/১৮০ ১৮৪ ইত্যাদি।

তাহলে আমরা কোন বর্ণনাটিকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করব? যেসব বর্ণনা বলছে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু সায়াদকে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেগুলো? নাকি যে বর্ণনায় বলা হচ্ছে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু সায়াদকে হত্যার জন্য খালিদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটি ? আমরাই এর উত্তর চাই ।

৩- **ইব্ন আবু হাদীদ** যে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন তা সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন । বিবেচনার দিক থেকে কাহিনীটির শুদ্ধতা এ কারণেই পতিত হয়ে যায় ।

দ্বিতীয় সম্ভাব্যতার আলোকে ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু হত্যার ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন । এ দাবি উল্লেখ করেছেন **আল মাজলিসী, আল মারআশী** প্রমূখ । তারা **বালাজুরীর** আনসাবুল আশরাফ গ্রন্থ থেকে এ মত উদ্ধৃত করেছেন । উল্লেখিত দুই লেখকের গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, তারা উদ্ধৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়েছেন । আমাদের কথার সত্যতা স্বরূপ সম্মানিত পাঠকের অবগতির জন্য মূল উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করব ।

বালাজুরী বলেন, আল মাদায়িনী ইব্ন জাআদবাহ থেকে, তিনি সালেহ ইব্ন কীসান ও আবু মিখনাফ থেকে তিনি কালবী থেকে বর্ণনা করেন, সায়াদ ইব্ন উবাদা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ করেননি এবং সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান । উমর রাদি আল্লাহু আনহু **একজন লোক** পাঠিয়ে বলেন তাকে বাইয়াতের প্রতি আহবান কর এবং সুযোগ দাও । যদি তিনি আস্বীকার করেন তবে তাকে হত্যার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর । অতঃপর **ঐ ব্যক্তি** সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হাওয়ারীন এলাকায় তার ঘরে পান । তিনি তাকে বাইয়াতের প্রতি আহ্বান করেন । উত্তরে তিনি বলেন, আমি কখনো কুরাইশদের বাইয়াত গ্রহণ করব না । ঐ ব্যক্তি বললেন, তবে আমি আপনাকে হত্যা করব । তিনি বললেন, যদি আমাকে হত্যা কর তুবও । প্রেরিত ব্যক্তিটি বললেন, গোটা উম্মত যে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন আপনি কেন তা থেকে বাহিরে থাকবেন? সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আমি বাইয়াত থেকে বাহিরেই থাকব । তখন ঐ ব্যক্তি তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করেন । বর্ণিত আছে সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু গোসল খানায় তীর বিদ্ধ হন । কেউ কেউ বলেন, তিনি বসে প্রস্রাব করছিলেন তখন জ্বিনে তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে ও হত্যা করে এবং কেউ একজন বলে:

আমরা খাযরাজ নেতা সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে হত্যা করেছি ।

আমরা নিক্ষেপ করেছি দুটি তীর যা তার অন্তরে বিধতে ভুল করেনি ।[১]

প্রিয় পাঠক! **বালাজুরীর** উদ্ধৃত বর্ণনা এটিই । যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি কে সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে হত্যা করেছিলেন তা নির্ধারণ করেননি । কিন্তু **আল মাজলিসী ও আল মারআশী** এই উদ্ধৃতিটি বর্ণনা করে বালাজুরীর বলে চালিয়ে দিয়েছেন । তারা সরাসরি উল্লেখ করেছেন সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু হত্যা করেন । অথচ মূল বর্ণনায় এটি উল্লেখ নেই । এ জিনিসটি শুধুমাত্র একটি বিষয় প্রমাণ করে তা হল সম্মানিত সাহাবী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন । এ কারণেই তারা তার উপর বিভিন্ন অপবাদ প্রদান ও

[১]. আনসাবুল আশরাফ: ২/২৭২ ।

তাঁকে বিভিন্ন অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে। অথচ আল্লাহর শপথ! তিনি এ সব থেকে তেমনই মুক্ত যেমন মুক্ত ছিলেন ইয়াকুব (আ.) তনয় নেকড়ে বাঘ থেকে।

এটি একটি দিক।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনাটির সনদে **আবু মিখনাফ ও কালবী** রয়েছে যাদেরকে নতুন করে পরিচয় করার প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি সত্য অন্বেষণ ও প্রকৃত তত্ত্ব উৎঘটনে ব্রতী তার কাছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

অতএব **উপসংহারে** বলা যায় সিদ্দীক ও ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুমা কর্তৃক সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যার জন্য খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত অপবাদ এক ভিত্তিহীন অপবাদ ও বাস্তবতা বিবর্জিত দাবি ছাড়া কিছুই নয়।

* তৃতীয় আলোচনা সায়াদ ইব্ন উবাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

সায়াদ ইব্ন উবাদাহর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে তিনি সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। **হাফিজ ইব্ন কাসীর** বলেন, সিরিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসিদ্ধ মত হল তা ছিল হাওরান এলাকায়।[১]

তার মৃত্যু ছিল হত্যাজনিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা ছিল জ্বিনের কারণে। আর এ বর্ণনা ঐ দাবিকে অসত্য প্রমাণ করে যে দাবি অনুযায়ী সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যাকারী হলেন একজন সাহাবী মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা অথবা মুগীরা ইব্ন শুবা অথবা খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। এ সবই প্রকাশ্য মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।

ইব্ন আব্দুল বার বলেন, এ ব্যাপারে তারা কোন মতভেদ করেননি যে, তাঁকে গোসল খানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তার শরীর সবুজ বর্ণধারণ করে। তিনি কিভাবে মারা গেলেন যখন কেউ অনুভব করতে পারছিলেন না তখন কাউকে বলতে শুনা যাচ্ছিল তবে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না যে,

আমরা হত্যা করেছি খাযরাজ নেতা সায়াদ ইব্ন ইবাদাহকে

আমরা নিক্ষেপ করেছি তীর যা তার অন্তরে পৌঁছাতে ভুল করেনি।

বলা হয় তাকে জ্বিনে হত্যা করে।[২]

এ বিষয়টি যদিও অনেকে অস্বীকার করেন তবুও এটি সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুর জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববতী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা দেখেছি সিদ্দীক ও ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুমার উপর সায়াদ ইব্ন উবাদাকে হত্যার ইঙ্গিত প্রদানের যে অপবাদ আরোপিত হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি একজন সাহাবীর হাতে নিহত হন। প্রসিদ্ধ মতে, তিনি হলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আমরা একে মিথ্যা প্রমাণ করেছি। তিনি একজন সাহাবীর নির্দেশে অথবা একজন সাহাবীর হাতে নিহত হয়েছেন এ বিষয়টি কোন ভাবেই সাব্যস্ত হয় না। না সনদের দিক থেকে না ঐতিহাসিকভাবে। অতএব কিভাবে এ বিষয়টি মনস্ত করা হয় এবং সম্মানিত সাহাবীগণের উপর অপবাদ প্রদান করা হয়? উপরন্তু সায়াদ ইব্ন উবাদাহ জ্বিন কর্তৃক নিহত হওয়ার ঘটনাটি তার জীবনচরিতে ইব্ন সীরীন ও কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে যা ঐতিহাসিকগণের মতামতকে শক্তিশালী করেছে।

ইব্ন সায়াদ তার তাবাকাত গ্রন্থে ইয়াজীদ ইব্ন হারুন থেকে তিনি সাঈদ ইব্ন আবু উরুবাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, সায়াদ ইব্ন উবাদা রাদি আল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলেন। অতঃপর ফিরে এসে তাঁর সাথীদের বললেন আমি একটি সরীসৃপের মাধ্যমে দংশিত হয়েছি। এরপরই তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তারা জ্বিনকে বলতে শুনেন:

---

[১]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৭/৩৩)।

[২]. আল ইস্তিআব: ১/১৮০।

আমরা হত্যা করেছি খাজরাজ নেতা সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে ।

আমরা নিক্ষেপ করেছি দুটি তীর যা তাঁর অন্তরে পৌছাঁতে ভুল করেনি ।[১]

এ বর্ণনাটির সনদের **ব্যাক্তিবর্গ বিশ্বস্ত**, তবে এটি মুরছাল । **তাবরানী** আল মুজামুল কাবীর গ্রন্থে, **হাকীম** তার মুস্তাদরিকে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন[২] হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়েদে বলেন, হাদীসটি তাবরানী আল-মুজামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইব্ন সীরীন সায়াদ ইব্ন উবাদাহর সময়কাল পাননি ।[৩]

এ ঘটনাটি আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে[৪] এবং তার সূত্রে তাবরানী[৫] ও হাকীম[৬] মুআম্মার থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু পেশাব করার জন্য দাড়ালেন, অতঃপর ফিরে এসে বললেন, আমার পিঠে কী যেন পেলাম, এরপর তিনি আর বেশিক্ষণ বাঁচেননি । অতঃপর জ্বিনদের নিনাদ শোনা যায় তারা বলছিল,

আমরা হত্যা করেছি খাযরাজ নেতা সায়াদ ইব্ন উবাদাহকে

দুটি তীরের মাধ্যমে আমরা তার অন্তর বিধতে ভুল করিনি ।

এ বর্ণনাটির সনদের **ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত** তবে তা মুরসাল । **হায়সামী** বলেন, তাবরানী এটিকে আল-মুজামুল কাবীরে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কাতাদাহ সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহু এর সময়কাল পাননি ।[৭]

এ সনদসমূহ যদিও মুরসাল তবুও তা অনেক অনেক গুণে উত্তম বরং এর সাথে জাল সাদৃশ বালাজুরীর বর্ণনার তুলনা চলে না । সাহাবীগণের ব্যাপারে মুসলমানদের আকীদা, তাঁরা যে তাকওয়া পোষণ করতেন, তাঁদের আল্লাহভীতি, আখিরাত প্রীতি, দুনিয়ার সম্পদের প্রতি অনীহা এসব কিছু দৃঢ়ভাবে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর এ সব অপবাদ ও ডাহা মিথ্যা থেকে মুক্ত হওয়ার তাগিদ প্রদান করে ।

এই অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

বিবেচনাযোগ্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই সাব্যস্ত হয়নি যে, কোন সাহাবী সায়াদ রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন । জিন কর্তৃক তিনি নিহত হওয়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিসমূহ প্রসিদ্ধ । যা মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন ও কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত । অতএব এ বর্ণনার উপর নির্ভর করতে কোন প্রতিবন্ধতা নেই এবং এ জাতীয় ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রেও কোন দুর্বোধ্যতাও নেই ।

---

১. আত তাবাকাত আল কুবরা: ৩/৩১২ ।
২. আল মুজামুল কাবীর: ৬/১৬, হাদীস নং- ৫৩৫৯; আল মুস্তাদরিক: ৫/১৯০৩ ।
৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১/২০৬ ।
৪. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৩/৫৯৭, হাদীস নং ৬৭৭৮ ।
৫. আল মুজামুল কাবীর :৬/১৬, হাদীস: ৫৩৬০ ।
৬. আল মুস্তাদরিক আলাস সাহীহাইন: ৫/১৯০৩ ।
৭. মাজমাউয, যাওযায়িদ: ১/২০৬ ।

পঞ্চম সংশয় ঃ-

উমর ইব্ন খাত্তাব ও খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এর মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ

আমরা জানি না কিছু লোক কেন সাহাবীগণকে পারস্পরিক শত্রুতা ঝসড়া-ফাসাদের আকৃতিতে উপস্থাপন করেন? যেন ইসলাম ও কুরআনের আয়াতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রীতি-সৌহাদ্য ও অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ, কলুষতাসহ বিভিন্ন ধরণের মলিনতা থেকে পবিত্র রাখার যে শিক্ষা রয়েছে তা ঐ মানুষগুলোর শিক্ষাদান, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও আচরণের ক্ষেত্রে কোন ভাবেই বাস্তবায়ন হয়নি। এই আকৃতি যা আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করে তার একটি হল উমর ইব্ন খাত্তাব ও খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের মধ্যে প্রচণ্ড ও সর্বদৃশ্য প্রকাশ্য বিদ্বেষ ছিল যা পরস্পরকে অন্যের ক্ষতি সাধনের অপেক্ষায় রাখত। জ্ঞাতব্য যে, তারা ছিলেন পরস্পর মামাত-ফুফাত ভাই!!

প্রিয় পাঠক! এখন আপনার খিদমাতে এ সংশয় বিধৃত হয়েছে এমন কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করব।

সাবত ইব্নুল জাওযী[১] তার 'মিরাতুয যামান' গ্রন্থে বলেন, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাত আমল থেকেই উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উপর রাগান্বিত ছিলেন একটি বিশেষ কথার জন্য। তা হল উমর রাদি আল্লাহু আনহু জানতে পারেন যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করেন এবং তাঁকে তাঁর মায়ের পরিচয়ে ও ন্যাটা হিসেবে ছাড়া নামকরণ করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে খালিদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল মালিক ইব্ন নুআইরার ইসলাম সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করা, তার স্ত্রীকে গ্রহণ করা এবং মাথায় রক্ত মাখা তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করা। উমর রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুকে তাঁকে পদচ্যুত করে দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং মালিককে হত্যার অপরাধে তাঁকেও হত্যার প্রতি উৎসাহিত করতেন। কিন্তু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু এ থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন ও উমর রাদি আল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব নেন তখন বলেন: আল্লাহর শপথ! খালিদ কখনও আমার কোন কাজের নেতৃত্ব দিতে পারবে না.....।[২]

এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে দুটি কারণে শত্রুতা ছিল:

১- খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক তাঁকে অবজ্ঞাকরণ ও তাঁর মায়ের পরিচয়ে ও ন্যাটা হিসেবে নামকরণ ইত্যাদি করণে।

২- মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যার কারণে শত্রুতা।

---

[১]. ইমাম জাহাবী তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে (৪/৪৩২) বলেন, ইউসুফ ইব্ন কিযগালী বিশিষ্ট ওয়ায়েজ ও ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর সবত ইব্নুল জাওযী, তিনি তার দাদা ও একদল তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সিরাতুল যামান গ্রন্থ রচনা করেন। আপনি দেখতে পাবেন, তিনি এই গ্রন্থে বিভিন্ন মুনকার বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে আমি তাকে বিশ্বস্ত মনে করি না। বরং তিনি যথেচ্ছভাবে ও নীতিমালা বিচ্যুত হয়েছেন।

[২]. নাসের হোসাইন হিন্দী, ইফহামুল আদা ওয়াল খুসুম, পৃ: ৫৯।

এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আলোচনা আসবে।

ইয়াকুবী বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। যদিও তিনি তার মামাত ভাই ছিলেন। এর কারণ ছিল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উমর রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে একটি অবাঞ্ছিত কথা বলেছিলেন।[১]

আমরা বলব, তিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে কী কথা বলেছিলেন? আমরা কেউ তা জানি না।

মুহাম্মদ ইব্ন আকীল বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যখন মালিক ইব্ন নুঅইরাকে হত্যা করেন তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাকে অভিশাপ প্রদান করেন।[২]

তিনি অন্যত্র বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদকে নিন্দা করেন এবং তাকে ফাসিক সাব্যস্ত করেন।[৩]

সুবহানাল্লাহ! নবীগণের পরে শ্রেষ্ঠ মানুষগণ ব্যক্তিগত কারণে একে অন্যকে নিন্দা করে অভিশাপ দেয়, ফাসিক সাব্যস্ত করে!! আমরা যেন বস্তুতান্তিক পতনের যুগে অবস্থান করছি।

বিষয়টি শুধু এর মধ্যে সীমিত নয়, বরং তা হত্যার পরিকল্পনার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায়।

নাজাহ আততাঈ বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করলে সর্বপ্রথম যে কাজ করেন তা হল, খালিদ ইবন ওয়ালিদের পদচ্যুতি এবং হিজরী ২১ সনে তাঁকে হেমসে হত্যা করেন। অথচ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উমর রাদি আল্লাহু আনহুর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতেন এবং ইরাকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন।[৪]

প্রিয় পাঠক ভাই! সম্ভবত উপরের বর্ণনা থেকে এই সংশয়ের প্রকৃতি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদি নিন্দুকের সমালোচনার ভয় না থাকত তবে বলে দিতাম, আমরা এ জাতীয় ভিত্তিহীন ও প্রমাণবিহীন কথার প্রত্যাখ্যান করাও অপছন্দ করি। তাই আমরা দুটি পয়েন্টে এ সংশয়ের নিরসন করব।

১। উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যকার সুসম্পর্কের ব্যাপারে প্রেরণাময়ী বর্ণনা।।

---

১. তারীখে ইয়াকুবী: ৩/১৩৯।

২. ইব্ন আকীল, আন নাসাঈহ আল কাফীয়া, পৃ-৩০।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৩।

৪. নাজাহ আততাঈ, ইগতিয়ালে আবু বকর, পৃ-৬৪।
আমরা বলব, নাজাহ তাঈ ছাড়া অন্য কেউ দাবি করিনি যে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহকে হত্যা করেন। এ এক আশ্চর্য ও অদ্ভুত দাবি। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে তার অসীআত, মৃত্যু শয্যায় নিজের সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য "হায় আফসোস! আজ আমি নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি যেমন মৃত্যুবরণ করে গাধা, কাপুরুষদের চোখ কখনও ঘুমায় না।" খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্বিগ্নতা ও চিন্তাক্লিষ্টতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নাজাহ তাঈয়ের এ অদ্ভুত দাবিকে বাতিল ও অসত্য প্রমাণ করে।

২। এই সংশয়ে সাহায্যকারী কিছু বর্ণনার অসারতা প্রমাণ। এটিই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উত্তম পন্থা, সমস্ত ভরসা আল্লাহর উপর।

১- উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে প্রেরণাময় বর্ণনাঃ-

ইতিহাস ও জীবনচরিতের গ্রন্থ অধ্যায়নকারীগণ সন্দেহাতীতভাবে এ বিষয়টি অবগত হবেন। বরং সাহাবীগণের নিজ গবেষণাপ্রসূত বিষয় যদি অন্যের সাথে মতভেদপূর্ণ হত তবে কিভাবে তারা পরস্পর কৈফিয়ত প্রদান করতেন তাও দেখতে পাবেন। যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষালয়ে বেড়ে উঠেছেন তাদের ক্ষেত্রে এটি দুর্বোধ্য কিছু নয়।

প্রিয় পাঠক! আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না বরং এখনই ঐ সব বর্ণনা উপস্থাপন করতে চাই যাতে আপনি নিজ চোখে দেখতে পারেন, কিভাবে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সাহাবীগণের ইতিহাস বিকৃত হয়েছে।

ইমাম **ইব্ন জারীর তাবারী** উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে পদচ্যুত করার ঘটনা বর্ণনা করে ঘটনার শেষে উল্লেখ করেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, **"হে খালিদ! আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তুমি আমার উপর মহানুভব, নিশ্চয় তুমি আমার কাছে অধিকতর প্রিয়, আজকের দিনের পর কোন বিষয়ে আমার নিন্দা করবে না।"**[১]

এ বাণীটি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রতি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর ভালবাসার এবং তার প্রতি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মহানুভবতার দ্ব্যর্থ ঘোষণাকারী। এ বর্ণনাকে কোন ভাবেই অবজ্ঞা বা তুচ্ছ জ্ঞান করা যায় না। একে অবজ্ঞা করার অর্থ হবে এ কথা বলা যে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু মুখে এক কথা ও অন্তরে অন্য কিছু পোষণ করার মাধ্যমে **নিফাক ও মিথ্যার** আশ্রয় নিতেন।

ইব্ন আসাকির তার সনদে মুহাম্মদ ইব্ন সায়াদ সূত্রে.....সাআলাবা ইব্ন আবু মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি (উমর) ইব্নুল খাত্তাবকে কুবায় শনিবার মুহাজির ও আনসারদের একটি দল বেষ্টিত অবস্থায় দেখেছি তখন সিরিয়া থেকে আগত কিছু হাজী মসজিদে কুবায় নামাযরত ছিলেন। উমর রাদি আল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা? লোকজন বলল, তারা ইয়ামেন থেকে এসেছে।[২] উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা সিরিয়ার কোন শহরে বসবাস কর? তারা বলল, হেমসে। তিনি বললেন বিশেষ কোন খবর আছে কি? তারা বললেন, আমরা যেদিন হেমস থেকে বের হই সেদিন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইন্তিকাল করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, **উমর রাদি আল্লাহু আনহু সংবাদটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন, তাঁর উপর অধিকহারে রহমত কামনা করেন এবং বলেন আল্লাহর শপথ! তিনি শত্রুদের ব্যাপারে খুবই কঠোর ও শুভ মেজাজের অধিকারী ছিলেন।** তখন আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, তবে কেন তাঁকে পদচ্যুত করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁকে পদচ্যুত করেছি। অভিজাত ও বাকপটুদের জন্য সম্মদ ব্যায় করার কারণে। আলী রাদি আল্লাহু আনহু বললেন সম্পদ অপচয় করার কারণে তাঁকে পদচ্যুত ও সাধারণ

---

[১]. তারীখে তাবারী: ৪/৬৮, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ:৭/৮১; আল কামিল ফীত তারীখ: ২/৪৯৬।

[২]. মূল গ্রন্থে এভাবে লেখা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইয়ামেনের স্থানে সিরিয়া হবে। কেননা ঘটনার পূর্বাপর এটাই প্রমাণ করে। তাছাড়া এ ঘটনাটি প্রমাণ করে সূয়তী তার জামেউল আহাদীস গ্রন্থে ২৭/২৭১ এবং মুত্তাকী আল হিন্দী তার কানযুল উম্মাল গ্রন্থে ১৩/৩৬৭ বর্ণনা করেছেন, সেখানে বর্ণিত আছে, লোকজন বললেন, তারা হেমস থেকে এসেছে।

সৈনিকে পরিণত করলেন!! বর্ণনাকারী বলেন, তিনি খুশী হননি, (বিধায়) তিনি বললেন, তাকে এ কেমন পরীক্ষায় ফেললেন?[১]

সম্মানিত সাহাবী প্রেমিকগণ! উমর রাদি আল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই সুবাসিত স্তুতি একইভাবে তাঁর বিয়োগে চরম দুশ্চিন্তা ও বেদনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সাধারণ বিবেকেও কি এটি মেনে নেবে যে, কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয় যারা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী তাদের একজনের উদ্দেশ্যে অন্য জনের থেকে এমনটি প্রকাশিত হতে পারে?

আমরা বলব, এটা কোন ভাবেই সম্ভব নয়, কিন্তু যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু কপটতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিতেন তবেই সম্ভব।

ইবন আসাকির তার সনদে আবু আলী হারমাযী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনী মাখযুম গোত্রের কতিপয় ব্যক্তির সাথে হিশাম ইব্ন বাখতারী উমর রাদি আল্লাহু আনহুর দরবারে প্রবেশ করলেন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে হিশাম! খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের ব্যাপারে তোমার শোকগাঁথা আমাকে শুনাও। তিনি তাঁকে তার শোকগাঁথা শুনালেন। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, **তুমি আবু সোলায়মানের প্রশংসা অনেক কম করেছ, তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সর্বদা পছন্দ করতেন শিরক ও তার অধিকারীরা পর্যুদস্ত হোক। যদি তিনি অন্যের বিপদ দেখে খুশি হওয়ার জন্য করতেন তবে তিনি আল্লাহর ঘৃণার সম্মুখীন হতেন।** অতঃপর উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ বনী তামীমের ঐ ভাইকে অভিশাপ দিন যার সম্পর্কে আমি কবিতা রচনা করেছি:

যে ব্যক্তি চলে গেছে তার সম্পর্কে যে মতভেদ স্থায়ী রেখেছে তাকে বল
যদি সম্ভব হয় তবে তার মত অন্য আরেকটি নিয়ে আস
আমার কল্যাণ নিয়ে আমার পরে যে জীবিত থাকল ওটি তারা জীবন নয়
বিলম্বে বৃদ্ধ হয়ে যে আমার পরে মারা গেল ওটি তার প্রকৃত মরণ নয়।

অতঃপর বললেন, **আবু সোলায়মানকে আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহর নিকট যত কল্যাণ রয়েছে তিনি সব কিছুরই উপযুক্ত। তিনি মৃত্যুরণ করলেন শুন্যতা সৃষ্টিকারী হিসেবে, তিনি বেঁচে ছিলেন প্রশংসিত অবস্থায়। আমি যুগের গতিধারা দেখেছি কিন্তু তাঁর কোন তুলনা নেই।**[২]

ইব্ন আবু শায়বা তাঁর মুসান্নাফে শাকীক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ মৃত্যুবরণ করলে মুগীরা গোত্রের নারীরা দলবদ্ধ ক্রন্দন করার জন্য একত্রিত হন। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহুকে বলা হল, আপনি কাউকে প্রেরণ করুন সে তাদেরকে এ কাজে নিষেধ করবেন। যাতে আপনি অপছন্দ করেন তাদের ব্যাপারে এমন কোন সংবাদ আপনার কাছে না পৌঁছায়। তখন

[১]. তারীখে দামিশক: ১৮/১৯৯।
[২]. তারীখে দামিশক: ১৮/২০১।

উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, **তাদের জন্য কোন অপরাধ হবে না। তাদের অশ্রু আবু সোলায়মানের জন্য বিসর্জন দিবে যদি তা উচ্চ আওয়াজে, জিহ্বা নাড়িয়ে না হয়।**[১]

ইব্ন সায়াদ কাসীর ইব্ন হিশাম থেকে তিনি জাফর ইবন বুরকান থেকে তিনি ইয়াজীদ ইব্ন আসম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর মা তাঁর জন্য ক্রন্দন করলে উমর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, হে খালিদের মা! আপনি কি খালিদ ও তার পূণ্যকে হাতে পরিমাপ করতে পারবেন? আমি আপনাকে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করছি যে, আপনি লুকাতে পারবেন না। এমনকি আপনার হাতের মেহেদির রং কালো আকার ধারণ করবে।[২]

---

১. মুসান্নাফ: ৭/২৩৮; বায়হাকী, সুনানে কুবরা: ২/৪১৯; আব্দুর রায্যাক, আল মুসান্নাফ: ৩/৫৫৮; হাদীস নং-৬৬৮৫। ইমাম বুখারী "মা য়ূকরিহু মিনাল নিয়াহাতি আলাল মাইয়্যিতি মিন কিতাবুল জানাঈয" অধ্যায়ের টিপ্পনীতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যাইলামী তার তাখরীজুল হাদীস ওয়াল আসার গ্রন্থে (৪/২৬৫) বলেন, ইমাম নবভী হাদীসটি সহীহ সনদে আল-খুলাসা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমরা বলব, নাজাহ আত্ তাঈ তার 'আযওয়াজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া বানাতুহু' গ্রন্থে যা বলেছেন এ হাদীসটি তা বাতিল সাব্যস্ত করে। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ প্রদানের পর যখন তা বাস্তবায়িত হয় তখন বনী মাখযুম এ উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ তার উপর শোক জ্ঞাপনের জন্য) মহিলাদের একটি সভা করে। তিনি (উমর রাদি আল্লাহু আনহু) কিছু পুরুষের সংশ্রবে স্বয়ং সে মজলিসে আক্রমণ করেন। এক রোদনকারীকে প্রহার করেন তাতে তার চুল বেরিয়ে যায়, এ ব্যপারে তিনি বনী মাখযুমের মত বড় একটি গোত্রের সম্মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। এমনকি উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা বিনত হারিস আল হিলালিয়্যাহ রাদি আল্লাহু আনহার সম্মানের প্রতিও না যিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর খালা ছিলেন এবং নিজ গৃহে এ শোক সভার আয়োজন করেছিলেন। বরং তিনি বনী মাখযুমের উপস্থিত সব মহিলাকে নিজে এবং নিজ লাঠিতে প্রহার করেন, পৃ-৭৪।

যদি কেউ বলেন, আব্দুর রায্যাক তার মুসান্নাফে (৩/৫৫৭) সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা থেকে তিনি আমর ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন ইয়াইনা থেকে তিনি আমর ইব্ন দিনার থেকে বর্ণনা করেন তখন মায়মুনা রাদি আল্লাহু আনহার গৃহে রোদন করার জন্য মহিলারা একত্রিত হন। অতঃপর উমর রাদি আল্লাহু আনহু ইব্ন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে নিজ লাঠিসহ আগমন করেন। অতঃপর বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি উম্মুল মু'মিনীনের কাছে যাও, তাকে অন্তরালে যেতে বল এবং অন্য নারীদেরকে আমার কাছে পাঠাও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এক একজনকে পাঠালেন এবং তিনি তার লাঠি দিয়ে প্রহার করলেন। ইতোমধ্যে এক মহিলার ওড়না পড়ে যায়, তখন লোকজন বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! তার ওড়না পড়ে গেছে। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার কোন সম্মান নেই। তার জন্য কোন সম্মান নেই কথাটিতে মুআম্মার খুবই আশ্চার্যন্বিত হয়েছেন। কেউ কেউ ধারণা করেন এ হাদীসটি নাজাহ আত্ তাঈ এর দাবিকে প্রমাণ করে।

আমরা বলব, এই হাদীসের সনদের ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত, তবে হাদীসটি আমর ইব্ন দিনারের কারণে মুরসাল, কেননা তিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর সাহচর্য পাননি। এটি প্রথম কথা।

দ্বিতীয়ত, এই হাদিসটি শুদ্ধ হলেও তা উচ্চস্বরে বিলাপ অথবা জিহ্বা নেড়ে রোদন করা সংক্রান্ত হাদীসের সাথে সাংঘষিক নয়, কেননা ওই হাদীসটিতে ক্রন্দনের বৈধতা দেওয়া হয়েছে এই শর্তে যে, উচ্চ আওয়াজে ও ক্রন্দনের নিষেধাজ্ঞায় পতিত হওয়া যাবে না আর আমর ইব্ন দিনার বর্ণিত এই হাদীসে এই সংক্রান্ত শরীয়াতের সীমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে যেসব নারী ক্রন্দন করেছিল তাদেরকে প্রহার করা এই ইঙ্গিত প্রদান করে না যে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি তার হত্যার নির্দেশদাতা এ জন্য এমন আচরণ করেছেন, অতএব নাজাহ আত্তাঈ এর দাবি ভিত্তিহীন। কেননা উমর রাদি আল্লাহু আনহু কখনোই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে হত্যার নির্দেশ দেননি বা বাস্তবে তা সংঘটিতও হয়নি এবং তিনি একারণে মহিলাদেরকে প্রহারও করেন নি, বরং তিনি উচ্চস্বরে বিলাপ ও জিহ্বা নেড়ে রোদন না করার শর্তে তিনি তাদেরকে ক্রন্দনের অনুমতি দিয়েছিলেন।

২. তারীখে দামিশক: ১৮/২০০।

এই সব বর্ণনা আলোচনার পরেও কারও অন্তরে এই বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে কি যে, উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতাপোষণ করতেন?

যদি কেউ প্রশ্ন করেন তাহলে উমর রাদি আল্লাহু আনহু কেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে পদচ্যুত করলেন এবং বললেন আমার কোন কাজে খালিদ নেতৃত্ব প্রদান করবে না?

অথচ এ কথাটি প্রমাণ করে তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল ।

এর উত্তরে আমরা বলবঃ

এই পদচ্যুতি উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুমার মধ্যকার জাহেলী হিংসা এবং ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে সংঘটিত হয়নি বরং যেসব কারণে তার পদচ্যুতি প্রদান হয়েছিল উমর রাদি আল্লাহু আনহু নিজেই তা বর্ণনা করেছেন যাতে মিথ্যা দোষারোপকারী ও কল্পকাহিনী তৈরিকারীরা জ্ঞান ও প্রমাণ ছাড়াই মিথ্যা দোষারোপ ও কল্পকাহিনী তৈরি করতে না পারে ।

আমাদের এ কথার প্রমাণে যে সব বর্ণনা রয়েছে তা সঞ্চয়ন করার পূর্বে আমরা ইঙ্গিত করব যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পদচ্যুতি দুটি স্তরে সংঘটিত হয় ।

প্রথম পদচ্যুতিঃ উমর রাদি আল্লাহু আনহু খেলাফতের মসনদে আরোহণের পর ১২ হিজরীতে মূল নেতৃত্ব ও সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রদান । এই পদচ্যুতির কারণ ছিল খিলাফতের অধিনস্ত শাসক ও কর্মকর্তার ব্যাপারে সিদ্দীক ও ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুমার নীতিমালার ভিন্নতা । নেতৃবর্গ ও কর্মচারীদের ব্যাপারে সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর নীতিমালা ছিল প্রত্যেককে স্ব স্ব অবস্থানে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান । যদি শাসকগণ প্রজাবর্গের মধ্যে আদল প্রতিষ্ঠা রাখতেন তবে তিনি আর্থিক বা অন্য কোন দিক থেকে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করতেন না ।

আর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুর নীতিমালা ছিল এ থেকে ভিন্ন । তাঁর দৃষ্টিতে খলীফার উপর আবশ্যক যে তিনি তার অধীনস্ত দায়িত্বশীল ও কর্মকর্তাদের শাসনকার্যের পথ নির্ধারণ করে দিবেন, তাদের পূর্ণ জবাবদিহিতা বাস্তবায়ন করবেন এবং তিনি হবেন মূল নির্দেশক আর তারা হবে আইন প্রয়োগকারী ।

এ কারণে ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুকে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন তিনি যেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পত্র লিখেন যে, তার হুকুম ছাড়া একটি ছাগলের বাচ্চা কাউকে প্রদান করা না হয় । কিন্তু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তা প্রত্যাখ্যান করেন । তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর পদচ্যুতি করার জন্য সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । কিন্তু সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু খালিদকে দায়িত্বে অব্যাহত রাখেন এই জ্ঞানে যে, তাঁর স্থান গ্রহণ করার মত অবস্থা বর্তমানে কারও নেই ।

অতঃপর যখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে পত্র লিখেন তিনি যেন তাঁর অনুমতি ব্যতীত একটি বকরী বা ছাগী কাউকে প্রদান না করেন । কিন্তু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তা প্রত্যাখ্যান করেন । ফলত তিনি তাঁকে পদচ্যুত করেন ।

এই পদচ্যুতিতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তাদের মধ্যে এর মাধ্যমে কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ বা শত্রুতা ছিল। বরং এটি শাসন ও রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতার কারণে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর দ্বীনদারিতা ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলে না।

তাছাড়া তিনি এই পদচ্যুতিকে কোন প্রকার প্রতিবাদ ছাড়াই মেনে নিয়েছিলেন এবং মহান আল্লাহ কানসীরীন বিজয় প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি আবু উবাদা রাদি আল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করে যান।

দ্বিতীয় পদচ্যুতিঃ এটি ছিল হিজরী সতের সনে কানসিরীনে। যখন আমিরুল মুমিনীনের কাছে এ সংবাদ পৌছায় যে, খালিদ ও ইয়াজ ইব্ন গানাম রোম দেশে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গনীমাতসহ প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আশআশ ইবন কায়েসকে দশ হাজার দিনার প্রদান করেছেন। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু আশআশ থেকে উক্ত সম্পদ ফেরত গ্রহণ, তাঁকে (খালিদ) সেনাবাহিনী থেকে স্থায়ীভাবে পদচ্যুতি ও তাঁর মদীনায় ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিশ্লেষণ হয় এবং মুসলমানদের গনীমাতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উদারহস্ত হওয়ার কারণে তার দায়মুক্তির মাধ্যমে নিস্পত্তি নয়।[১]

এটিই কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা ছাড়াই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির প্রকৃত ঘটনা। এ থেকে কোন ক্রমেই পূর্ব বর্ণিত পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশমান হয় না। যার পরিপ্রেক্ষিতে খালিদকে পদচ্যুত করা হয়।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির কারণ স্পষ্টকারী বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করব:

১। **ইমাম আহমদ** তাঁর মুসনাদে নাশিরাহ ইব্ন সুমাই আল ইয়াযনীর হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুকে জাবিয়াহ দিবসে বক্তব্য দিতে শুনেছি.....আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের ব্যাপারে আপনাদেরকে কৈফিয়ত প্রদান করছি, **আমি তাকে নির্দেশ করেছিলাম এই সম্পদ (গনিমাত) মুহাজিরদের জন্য কয়েকগুণ করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করতে। কিন্তু তিনি গরিব, অভিজাত, বাকপটু সকলকে দিয়েছেন।** একারণে আমি তাকে পদচ্যুত করেছি তাঁর স্থানে আবু উবাদাহ ইব্নুল জাররাহকে সেনানায়ক নির্বাচন করেছি। তখন আবু আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা বললেন, আল্লাহর শপথ! উমর তুমি তাঁর ব্যাপারে কৈফিয়ত পেশ করছ, অথচ তুমি এমন একজনকে পদচ্যুত করেছ যাকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োগ দিয়েছিলেন, যে তরবারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোষমুক্ত করেছিলেন তুমি তা আচ্ছাদিত করেছ, যে পতাকা তিনি উত্তোলন করেছিলেন তুমি তা পদানত করেছ। তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছ ও চাচাত ভাইয়ের সাথে হিংসা করেছ। তখন উমর

[১]. ড. আলী সালাবী, উমর ইব্ন খাত্তাব, পৃ– (৪৩৪-৪৩৮) সংক্ষেপন।

রাদি আল্লাহু আনহু বললেন নিশ্চয় তুমি নিকটতমদের অধিকতর নিকটবর্তী, অল্পবয়সী ও তোমার চাচাত ভাইয়ের কারণে রাগান্বিত।[১]

হাদীসটি স্পষ্টভাবে তাঁর পদচ্যুতির কারণ বর্ণনা করছে। তা হল আমরা যা সামান্য পূর্বে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ গনীমাতের সম্পদে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ। বিষয়টিতে উমর রাদি আল্লাহু আনহু আশ্চার্যন্বিত হননি।

২। এ প্রসঙ্গে কতিপয় বর্ণনা রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির উদ্দেশ্যে ছিল আল্লাহর একত্ববাদ ও আকীদা বিশ্বাসের প্রকৃত তত্ত্ব সংরক্ষণ যেমন-

ক- **ইব্ন সায়াদ** বলেন, আমাদেরকে আফ্ফান ইব্ন মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেন যে, আমাদেরকে হাম্মাদ ইব্ন মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেন যে, আমাদেরকে হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ বর্ণনা করেন যে, আমাদেরকে আইয়ুব মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি অবশ্যই খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ও মুসান্নাকে পদচ্যুত করব। **যাতে তারা জানতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন। তারা দুজন না থাকলে ও তিনি সাহায্য করবেন।**[২]

খ- **ইব্ন আবু শায়বা** ওকী থেকে তিনি মুরবারক থেকে তিনি হাসান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন উমর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে খালিদের কথা পৌঁছায় তখন তিনি বলেন, আমি অবশ্যই খালিদকে পদচ্যুত করব। আমি অবশ্যই মুসান্নাকে পদচ্যুত করব। **যাতে তারা জানতে পারে মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেবেনই তারা দুজন না থাকলেও।**[৩]

এসব বর্ণনা প্রমাণ করে যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে পদচ্যুত করার কারণ অথবা কারণসমূহের অন্যতম হল আল্লাহর একত্ববাদের যথার্থতা সংরক্ষণ। যাতে মানুষ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে ফিতনায় পতিত না হয় এবং তাঁকে তার মর্যাদার অতিসায্যে অধিষ্ঠিত না করে। এ কারণেই উমর রাদি আল্লাহু আনহু এ কাজ করেছিলেন। এ জন্য সিরিয়া বিজয়ের খবর শোনার সাথে সাথে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) যদি খালিদ ইবন ওয়ালিদ থাকত তবে কেউ কেউ বলত তাঁরই কারণে।[৪] অর্থাৎ যদি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ সেনাপতিত্বে থাকতেন তবে কোন প্রকার সাহায্য কামনা ছাড়াই বিজয়ী হতেন। এককথায় বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। নির্দিষ্ট কারও নেতৃত্বে নয়। এসব কথার পিছনে কারণ হল মানুষ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অন্ধবিশ্বাস করা শুরু করে যে, তিনি যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করলেই বিজয় চলে আসবে। তাঁর মধ্যে

---

[১]. মুসনাদে ইমাম আহমদ: ৩/৪৭৫। শাইখ শুয়াইব বলেন, এই হাদীসের সনদের ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত। ইমাম যাহাবী তার সীরু আলামুন নুবালা গ্রন্থে সংক্ষেপে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন: ১/৩৭৯।

[২]. আত্তাবাকাত আল কুবরা: ৩/৫১৫, হাদীসটির সনদের ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত তবে তা মুরসাল।

[৩]. আল মুসান্নাফ: ১৮/৩১৯; উক্ত হাদীসটির সনদে মোবারক ইব্ন ফুদালা রয়েছে। তিনি সত্যবাদী তবে জালিয়াতিও করতেন। এছাড়া সকল বর্ণনাসূত্র উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত হয়।

[৪]. ইব্ন আবু শায়বা: ১৮/৩১৮।

অতিআশ্চর্য কিছু রয়েছে বলেও তারা ধারণা করত। এই ফিতনা দূরীভূত করার জন্য তাঁকে পদচ্যুত করা হয়।[১]

উপসংহার: এগুলোই হল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ। কতিপয় লোক যে দাবী করে থাকেন যে, ব্যক্তিগত কারণ অথবা অন্তরে শত্রুতাবশত পদচ্যুত করা হয়েছিল, প্রকৃত কারণ তা নয়।

অতঃপর আর্থিক বিষয়ে হোক অথবা আল্লাহর একত্ববাদ ও আকীদা বিশ্বাস সংরক্ষণের কারণে হোক বিষয়টি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর ইজতেহাদ ছিল। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর উমর রাদি আল্লাহু আনহু কৈফিয়ত পেশ করেন যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর ধারণা মত ছিলেন না। ইব্ন আসাকীর নাফেহ থেকে বর্ণনা করেন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু যখন ইন্তিকাল করেন তখন তার ঘোড়া, একটি গোলাম ও অস্ত্র ছাড়া অন্য কোন সম্পদ পাওয়া যায়নি। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, **আল্লাহ তায়ালা আবু সোলায়মানকে রহম করুন আমরা তাঁকে এছাড়া অন্য ধরণের মনে করতাম।**[২]

ইব্ন সায়াদ তার সনদে কায়েস ইব্ন আবু হাযেম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইন্তিকাল করেন তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, **আল্লাহ আবু সোলায়মানকে রহম করুন আমরা তাঁর ব্যাপারে এমন কিছু মনে করতাম যা তাঁর মধ্যে ছিল না।**[৩]

উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে সেনাপতির পদের জন্য অপছন্দ করার কারণ, গনীমতের সম্পদে অধিকতর হস্তক্ষেপ করা ও উপযুক্ত-অনুপযুক্ত সকলের জন্য তা ব্যয় করা। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর দেখা গেল তিনি এ সম্পদ থেকে নিজের জন্য সামান্য কিছুও কখনোই গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করেছেন এবং সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বিপরীত পক্ষে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ছিলেন অনুপম বিজয় নায়ক, তাকওয়াবান মুমিন ও অনুগত সৈনিক বিধায় উমর রাদি আল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির কারণে তাঁকে অবজ্ঞা, হিংসা-বিদ্বেষ অথবা তাঁর নির্দেশ অমান্য করার কোন সূত্র তার ছিল না বরং এর সম্পূর্ণ উল্টা। তিনি এই পদচ্যুতির নির্দেশের কোন বিরোধিতা করেননি। বরং যথার্থ সম্মান ও বিনয়ের সাথে সেনাপতির পদমর্যাদা থেকে সাধারণ সৈনিকে চলে আসেন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে এই মহান ও বিরল অবস্থান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে। উমর রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল ও খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির বিষয়ে পত্র লিখে আবু উবায়দা রাদি আল্লাহু আনহু বরাবর প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে তা পাঠ করে শুনানোর জন্য। অতঃপর যখন উক্ত পত্র পাঠ করে শুনানো হয় তখন উচ্চস্বরে কান্নার রোল পড়ে যায়, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুও ক্রন্দন করেন। তিনি বলেন, যেহেতু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ইন্তিকাল

[১]. আল মুসান্নাফ: ৮/৩৭ অংশে বিশ্লেষকের মন্তব্য।
[২]. তারীখে দামিশক: ১৮/২০২; ইবন সায়াদ, তাবাকাত: ৭/১৯০।
[৩]. আত তাবাকাত আল কুবরা: ৭/১৯০, কায়েস পর্যন্ত হাদীসটির বর্ণনা সহীহ।

করেছেন এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন **সেহেতু উমর রাদি আল্লাহু আনহুর নির্দেশ শুনতে ও মানতে হবে।**[১]

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর এই ব্যক্তিত্বপূর্ণ অবস্থান এবং তিনি যে ঈমানী শিক্ষায় বেড়ে উঠেছেন তাঁর যে প্রকাশ ঘটেছে তার প্রতি লক্ষ্য করুন। যাতে দ্বীনের পথে তাঁর অগ্রসরতা ও ব্যক্তিগত কল্যাণের মহত্ব মূল্যায়ন করতে পারেন।

ইমাম আহমদ ও তাবরানী উযরাহ ইবন কায়েস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন সিরিয়ার ফসল উত্তোলন ও মধু আহরণের সময় হয় তখন আমিরুল মুমিনীন আমার কাছে পত্র লিখেন[২] (এক বর্ণনাকারী আফ্ফান সন্দিহান হয়েছেন যে, তিনি যখন সিরিয়ায় অনুরূপ পরিস্থিতি তৈরী হয় বলেছেন, তখন তিনি) আমাকে নির্দেশ দেন আমি যেন ভারতে অভিযান চালায়। আর তখনকার দিনে আমাদের দৃষ্টিতে বসরা ছিল ভারত। তিনি বলেন, আমি একাজটি অপছন্দ করেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আবু সোলাইমান! আল্লাহকে ভয় কর। কেননা ফিতনা প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, **খাত্তাবের পুত্র জীবিত থাকা অবস্থায়?** ফিতনা তাঁর আমলের পরে হতে পারে, যখন মানুষ অশ্লীল ও মিথ্যা কথা বেশি বলবে অথবা তিনি বললেন, অমুক অমুক স্থানে অশ্লীলতা ও মিথ্যাচার প্রকাশিত হবে, যখন মানুষ এ অবস্থা দেখবে তখন চিন্তা করবে কোথায় এমন পরিস্থিতি নেই যাতে তারা সেখানে যেতে পারে। কিন্তু তারা অন্যায় ও অশ্লীলতামুক্ত কোন স্থান পাবে না। ঐ দিনগুলো হবে সেই সব অস্থিরতার দিন যা আল্লাহর রাসূল কিয়ামতের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে ঐ দিনগুলোর থেকে আমাদের ও আপনাদের জন্য পানাহ চাই।[৩]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ভারত (বসরা) যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং যে ব্যক্তি উমরের আমলেই ফিতনা প্রকাশিত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপনের চেষ্টা করেন তাকে থামিয়ে জানিয়ে দেন যে, উমরের সময়কালে ফিতনা প্রকাশিত হবে না। তিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর কঠোরতা, তাঁর ন্যায় পরায়ণতা, তাকওয়া ও আল্লাহকে অধিক পরিমাণ ভয় করার বিষয়ে জানতেন বিধায় এ মন্তব্য করেছিরলেন।

এটিই চরিত্র ও ঐ প্রকৃত শিক্ষা যা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তায় পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতাসহ নিজ মতামত পরিত্যাগ করে।

---

[১]. আল ওয়াকীদী, ফুতুহুশ শাম: ১/৯৬।

[২]. এ বাক্য দ্বারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যখন সিরিয়া বসবাসের উপযোগী হয়। এর কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত হয় এবং মুসলমানদের জন্য অনিষ্টকর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। যেমন গমের খোসা দূর করা হয়ে যায় বা মধুর মক্ষিকা তাড়িয়ে দেয়া হয়, এমনই একটি অবস্থা। দ্রষ্টব্য- লিসানুল আরব ১৩/৪৬)।

[৩]. মুসনাদে আহমদ: ৪/৯০। তাবরানী, আল মুজামুল কাবীর: ৪/১১৬; হাফিজ ইব্ন হাজর তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে উত্তম সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: ১৩/১৭, কিতাবুল ফিতান, বাবু জুহুরুল ফিতান।

উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতার দাবি অসত্য হওয়ার আরও প্রমাণ হল খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মৃত্যুর প্রাক্কালে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে অসীআত, তাঁর তাজ্য সম্পত্তি প্রদান ও তা বাস্তবায়নের অনুরোধ করেন।

ইব্ন আসাকির তার সনদে মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আবু উবায়দা রাদি আল্লাহু আনহুর অধীনে থাকেন এমনকি আবু উবায়দা ইন্তিকাল করেন ও ইয়াদ ইব্ন আনাম আল ফাহরী তার স্থলাভিষিক্ত হন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তার সাথেই অবস্থান করেন ইয়াদ ইবন গানাম ইন্তিকাল করা পর্যন্ত। অতঃপর তিনি হেমস সীমান্তে নির্জনতা অবলম্বন করেন। সেখানেই ছিলেন এবং নিজ ঘোড়া ও অস্ত্র আবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি হেমসে চৌকিতে অবস্থানগ্রহণকারী সৈনিকের মত অবস্থান নেন। একসময় আবু দারদা তাকে দেখতে আসেন। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, আমর এই ঘোড়া যাকে আমি গুহায় বন্দী করে রেখেছি, আমার এই অস্ত্র যার উপর ভর করে আল্লাহর পথে জিহাদের সময়ে চলতাম ও যুদ্ধের শক্তি অর্জন করতাম আমার নিজ সম্পদ দিয়ে যাকে আহার করাতাম এবং মদীনায় আমার ঘর আল্লাহর পথে সাদকা স্বরুপ যা কেউ বিক্রিও করতে পারবে না। আবার কেউ এর উত্তরাধিকারীও হবে না । আমি এ বিষয়ে উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহুর জাবিয়্যাহ আগমনের রজনীতে সাক্ষী রেখেছি। আর তিনি আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। **তিনি ইসলামের জন্য কতইনা উত্তম সাহায্য। খোদার কসম! হে আবু দারদা, এখন যদি উমর ইন্তিকাল করেন তবে তুমি এমন অনেক কর্মকাণ্ড দেখতে পাবে যা তুমি অপছন্দ কর।** বর্ণনাকারী বলেন, আবু দারদা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাই দেখেতে পাচ্ছি। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, তাঁর কিছু বিষয়ে আমার অন্তরে সামান্য রেখাপাত করেছিল। কিন্তু যখন আমি রোগে পতিত হই এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা উপস্থিত হওয়ার তা উপস্থিত হয়েছে তখনই আমি বুঝেছি উমর রাদি আল্লাহু আনহু **তাই করেছেন আল্লাহ যা চেয়েছেন**। আমি আমার অন্তরে তার ব্যাপারে কষ্ট নিয়েছিলাম যেহেতু তিনি আমার উপর শাসক প্রেরণ করেন যিনি আমার গনীমাতের সম্পদ বণ্টন করতেন। এমন কি একজন কিছু গ্রহণ করেছে তিনি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আমি কিছু গ্রহণ করেছি তিনি তা ফেরত নিয়েছেন। আমি তাঁকে দেখেছি একই আচরণ আমি ছাড়াও অন্যদের সাথে করতে। এমনকি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, এমন ব্যক্তির সাথেও। তিনি কিছু কিছু বিষয়ে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করতেন। আমার উপর তাঁর কঠোরতা ছিল। আমি তাঁকে আত্মীয়তার দোহাই দিয়েছি। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি নিকটআত্মীয়ের দোহাই ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তিরস্কারের পরোয়া করেন না। এ বিষয়টিই আমার অন্তরে তাঁর ব্যাপারে যে ক্ষোভ ছিল তা দূর করে দেয়। আমার ব্যাপারে তাঁর দরবারে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলা হত। কিন্তু দেখা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। কেননা আমি যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতাম। যুদ্ধের ময়দানে আমি উপস্থিত থাকতাম আর তিনি থাকতেন অনুপস্থিত এ কারণে সার্বিক পরিস্থিতি বুঝে আমি গনীমাত প্রদান করতাম। আমার বিষয়টিতে তিনি মতভেদ করেছেন। আমি আমার অসীয়ত, ত্যাজ্য সম্পত্তি ও প্রতিজ্ঞা পূরণ উমর ইব্ন খাত্তাবের জন্য নির্ধারণ করেছি।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আবু দারদা) এই অসীয়াত উমর রাদি আল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থাপন করলে **তিনি তা গ্রহণ করেন, তাঁর উপর রহমত কামনা করেন। তাঁর ওয়াদাগুলো বাস্তবায়ন করেন এবং উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে পরবর্তীতে বিবাহ করেন।**[১]

কিভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ চলমান ছিল অথচ খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর সম্পদের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি উমর রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য নির্ধারণ করেছেন?

একইভাবে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর সময় উমর রাদি আল্লাহু আনহুর বাণী পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

এসব কিছুই উক্ত সংশয়ের মৌলিকত্ব বাতিল করে দেয়।

২- এই সংশয়কে সমর্থন প্রদানকারী কিছু বর্ণনার অসারতার বিবরণঃ-

এ সব বর্ণনা উল্লেখের পূর্বে আমরা এ ইঙ্গিত প্রদান করতে চাই যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক মালিক ইব্ন নুআইরাকে হত্যার কারণে তাঁর ব্যাপারে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর অবস্থান এবং এ সম্পর্কিত যে আলোচনা এসেছে যে, তিনি এ কারণে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর রজম দাবি করেছিলেন, তাঁকে আল্লাহর শত্রু বলে গালি দিয়েছিলেন এসব বিষয়ে ইতিপূর্বে দ্বিতীয় সংশয় নিরসনের সময় কথা হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ এমন যে, এ সব কিছু সাব্যস্ত হয় না বা সহীহ নয়। এ পরিসরে যা কিছুই বর্ণিত তা কুৎসা, রটনা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয় ফলে সে সব বর্ণনা গণ্য করা বা তা দিয়ে প্রমাণ পেশ করার যোগ্য নয়।

যে সব বর্ণনা থেকে এই শত্রুতার সামান্য কিছু বুঝা যায় তার কয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করব। শুধুমাত্র তার শুদ্ধতার অবস্থা বর্ণনার জন্য নতুবা মৌলিকভাবে তা উল্লেখ করার যোগ্য নয়। এসব বর্ণনার কয়েকটি :

১- **ইব্ন আসাকির** শাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব ও খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ বাল্যকালে কুস্তিতে রত হন। খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উমর এর মামাত ভাই ছিলেন। কুস্তিতে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু উমর রাদি আল্লাহু আনহুর পা ভেঙ্গে দেন। অতঃপর চিকিৎসার মাধ্যমে তা পুনস্থাপন করা হয়। আর এটিই ছিল তাদের মধ্যকার শত্রুতার মূল কারণ।[২]

আমরা বলব, এই ঘটনা দুটি কারণে শুদ্ধ নয়:

ক. **মুজালিদ ইব্ন সাঈদঃ** যিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তির সারসংক্ষেপ যেমনটি বলেছেন **ইব্ন হাজর**, শক্তিশালী নয়, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পরিবর্তন হয়ে যায়।[৩]

---

[১]. দ্রষ্টব্য- তারীখে দামিশক: ১৮/১৯৬-১৯৭। আমরা বলব যদি উমর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর হত্যাকারী হন যেমনটি বলেছেন নাজাহ আততাঈ তবে কী খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর স্ত্রী তার পূর্বস্বামী ও অন্তরের প্রিয় পাত্রের হত্যাকারীর সঙ্গে বিবাহে রাজী হতেন? আল্লাহর শপথ! এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাথীদের উপর এক বড় অপবাদ ও প্রচণ্ড মিথ্যাচার।

[২]. তারীখে দামিশক: ১৮/১৯৩।

[৩]. তারীখে দামিশক: ১৮/১৯৩।

খ. বর্ণনাটি শা'বীর বর্ণনা, যিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে **এটি মুরসাল**। শা'বীর জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, আলিমগণ বর্ণনা করেছেন যারা উমরের পরে বেঁচে ছিলেন যেমন আলী, আয়িশা, উসামা ইব্ন যাইদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ প্রমূখ তিনি তাদের থেকেও হাদীস শ্রবণ করেননি। অতএব তিনি কিভাবে উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে হাদীস শ্রবণ করলেন?[১]

আবু হাতিম ও আবু যুরআহ বলেন, শা'বী উমর রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করলে তা মুরসাল।[২]

এটি প্রথম কথা যা **সনদ সংশ্লিষ্ট**।

আর **মতনের দিক থেকে** আমরা বলব, এ বিষয়টি ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবীগণের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ের স্পষ্ট বিরোধী বক্তব্য। যেভাবে তারা ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলিয়্যাতের শত্রুতাকে ভ্রাতৃত্বে ও প্রীতিতে পরিবর্তন করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত সমাজে পাওয়া যায় না।

সম্মানিত বিবেকবান পাঠক! আপনি নিজেই বলুন, উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর মধ্যকার এ ঘটনা এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যকার বুআস যুদ্ধ যাতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয় এ দুটি ঘটনার কোনটি বড়?

এই বর্ণনায় যা এসেছে প্রকৃত ঘটনা যদি তাই হয় তবে এর অর্থ দাড়াবে আনসারগণের মধ্যকার পূর্ব শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষও চলমান ও স্থায়ী ছিল। কেননা এটি ছিল অনেক বড়।

মূলকথায় ফিরে এসে আমরা বলব, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে বুদ্ধিমত্ত্বা দান করেছেন। যার মাধ্যমে আমরা সত্য ও মিথ্যা এবং সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। ফলে আমাদের কেউ কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যা বর্ণিত হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করে চরিত্রহীন ব্যক্তিতে পরিণত হবে না।

২। **আব্দুর রায্যাক** মুআম্মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু খলীফা মনোনীত হয়ে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে সেনাপতিত্ব ছিনিয়ে নেন ও আবু উবাইদা রাদি আল্লাহু আনহুকে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং এ নির্দেশ দিয়ে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন ঐসময় যখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ইয়ারমুক যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি দুইমাস কাল আবু উবাইদার সাথে অবস্থান গ্রহণ করেন কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে তার থেকে খালিদের জন্য কোন প্রকার অনুশোচনা প্রকাশিত হয়নি। তখন খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, ওহে ! তোমার দায়িত্ব বের কর আমরা তোমার কথা শুনব ও আনুগত্য করব। আমার বয়সের শপথ! আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি মারা গিয়েছেন এবং **আমাদের নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে**, এসময় আবু উবায়দা ঘোড়ার উপর ছিলেন।[৩]

---

[১]. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন: তাহজীবুত তাহজীব: ৫/৫৭-৬০।

[২]. ইব্ন আবু হাতিম, আল মারাসীল: ১/১৬০।

[৩]. আল মুসান্নাফ: ৫/৪৮৩, হাদীস-৯৭৭৮।

আমরা বলব বর্ণনাটির **সনদ যুহরী পর্যন্ত শুদ্ধ, কিন্তু মুরসাল**। আর যুহরীর মুরসাল বর্ণনার মর্যাদা ও এর বিধান সকলের জানা।

ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, যুহরীর মুরসাল বর্ণনা অন্যদের মুরসাল বর্ণনার তুলনায় খারাপ। কেননা তিনি হাফেজ ছিলেন, ফলে তিনি যেভাবে ইচ্ছা সনদের ব্যক্তিবর্গের নাম বলতে পারতেন। যারা এভাবে নাম বলা পছন্দ করতেন না তারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।

আমার (যাহবী) মতে যুহরীর মুরসাল বর্ণনা মুদাল বর্ণনার মত। কেননা হিসেবে তার থেকে দুজন বর্ণনাকারী ছুটে যায়। অতএব তার ক্ষেত্রে এমনটি মনে করা ঠিক হবে না যে, তার থেকে একজন সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে মাত্র। তাঁর কাছে সাহাবী সম্পর্কে যদি কিছু থাকত তবে তিনি নিশ্চয় তা প্রকাশ করতেন। যেহেতু তিনি তাতে অক্ষম সেহেতু তিনি বলতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি যুহরীর মুরসাল বর্ণনাকে সাইদ ইব্নুল মুসাইয়িব, উরওয়াহ ইবনুল যুরাইর প্রমুখের মুরসালের অনুরুপ গণনা করে সে নিজেও জানে না যে সে কি বলছে। তবে তার মুরসাল কাতাদাহ প্রমুখের মুরসালের মত।

আবু হাতিম বলেন, আহমদ ইব্ন আবু শরীহ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আমি শাফিয়ীকে বলতে শুনেছি, যুহরীর মুরসাল বর্ণনা কোন কিছুই নয়। কেননা আমরা তাকে দেখতে পাই তিনি সোলাইমান ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

আমরা বলব, যুহরী (রহ.)-এর জন্ম ৫০ হিজরীতে কেউ কেউ বলেন, ৫১ হিজরীতে, কেউ বলেন ৫৬ হিজরীতে।[২] এসব সম্ভাব্য সনের যে কোন একটিতে তার জন্ম হোক না কেন তিনি উমর বা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুমা কাউকে পাননি। সুতরাং তার এ হাদীসটি অব্যশই অন্য কারো মাধ্যমে বর্ণিত হতে হবে। কিন্তু আমরা জানি না সেই মাধ্যমটি কে, তার অবস্থা বা কেমন?

এরই ভিত্তিতে বলা যায়, এ ঘটনাটি শুদ্ধ নয় বা সাব্যস্তও হয় না। কেননা যুহরীর এ ত্রুটি এমনও হতে পারে যে, তিনি কোন দুর্বল বা মাতরুক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব এই কারণে এ বর্ণনাটি থেকে কোন প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না।

৩- **ইব্ন আসাকির** তার ইতিহাসে বর্ণনা করেন আমর ইব্নুল আস যখন সিরিয়ায় অমুসলিম সৈন্যর আধিক্য দেখলেন তখন তিনি রোমের বিষয় ও সেখানে তারা যা একত্রিত করেছেন তা উল্লেখ করে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পত্র লেখেন এবং তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করেন। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তৎক্ষনাৎ তার নিকটে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের কাছে পত্র লিখুন, তিনি যেন তার সাথে যারা আছেন তাদের নিয়ে আমর ইব্নুল আসের নিকট চলে যান। এটাই তার জন্য সাহায্য হবে। আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন ও

---

[১]. সীরু আলামুন নুবালা: ৫/৩৩৯।

[২]. প্রাগুক্ত: ৫/৩২৬।

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বরাবর পত্র লিখলেন। অতঃপর তাঁর কাছে আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর পত্র চলে আসলে তিনি বললেন এটি উমরের কাজ! তিনি ইরাক বিজয়ের কারণে আমার উপর হিংসা করছেন। তিনি চান না যে, এটি আমার অধীনে থাকুক। ফলে তিনি আমাকে আমর ইব্নুল আস ও তার সাথীদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করতে ইচ্ছুক। তিনি চান আমি যেন তাদের একজন হই। অতঃপর আমাদের অংশিদারিত্বে যদি বিজয় আসে অথবা আমি তাদের কারো অধীনে থাকা অবস্থায় বিজয় আসে তবে তা আমাকে ছাড়া অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। (অর্থাৎ সে বিজয়ের গৌরব অন্যের নামে চলে যাবে।)[১]

আমরা বলব, এ ঘটনাটিও **সাব্যস্থ হয় না**। কেননা এর সনদে **ওয়াকেদী** অর্থাৎ মুহাম্মদ ইব্ন উমর রয়েছেন যিনি পরিত্যক্ত। অতঃপর ওয়াকেদী ঘটনাটি মুসা ইবন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস আত্ তায়মী থেকে বর্ণনা করেছেন। যার সম্পর্কে-

ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন বলেন, দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি কখনও বলেন কিছুই নয় তার হাদীস লেখা (সংরক্ষণ) যাবে না।

বুখারী বলেন তার হাদীস মুনকার।

আহমদ ইব্ন হাম্বল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাকে দুর্বল বিবেচনা করতেন। আবু দাউদ বলেন, তার হাদীস লেখা (সংরক্ষণ করা) যাবে না।

জুরজানী বলেন, হাদীসের ইমামগণ তাকে মুনকার বলেছেন।

আবু যুরআহ বলেন, হাদীসের মুনকার বর্ণনাকারী।

আবু হাতিম বলেন, দুর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।[২]

ইব্ন হাজর বলেন, মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।[৩]

৪। **ইব্ন আসাকীর** ইব্ন ইসহাক পর্যন্ত তার সনদে বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্নুল আস নিহত হওয়ার পর আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র লেখেন। তখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে পত্র প্রেরণ করেন তখন তিনি হীরায় অবস্থান করছিলেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি সেনাবাহিনীর যারা তার সাথে আছে তাদেরকে দিয়ে সিরিয়ার বাহিনীকে সাহায্য করেন। তাদের সাথে নিয়ে তিনি বের হন এবং তাদের মধ্যকার তার সাথীদের দুর্বলতা দূরীকরণে বের হন। অতঃপর খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বরাবর আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর পত্র পৌছালে তিনি বলেন, **এটা পানির ময়লার চাচাত ভাই ন্যাটার কাজ। সে চায় না আমার হাতে ইরাক বিজয় হোক**।[৪]

---

[১]. তারীখে দামিশক: ২/৪৮।
[২]. তাহজীবুল কামাল: ১০/১৯৬, জীবনী নং-৬৩৯৩।
[৩]. তাকরীবুত তাহজীব, পৃষ্ঠা- ৬১৯, জীবনী -৭০০৬।
[৪]. তারীখে দামিশক: ২/৬১।

এখানে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু পানির ময়লার চাচাত ভাই ন্যাটা দ্বারা উমর রাদি আল্লাহু আনহু কে উদ্দেশ্যে করেছেন।

আমরা বলব, এ বর্ণনাটির **সনদ বিচ্ছিন্ন**। ইব্ন ইসহাক এ ঘটনা কার থেকে নিয়েছেন তা আমাদের জানাননি। আর এ জাতীয় বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না। বিশেষত যদি ঘটনাটি কোন সাহাবীর দ্বীনদারিতা ও চরিত্রের উপর সন্দেহ সৃষ্টি করে।

উপসংহারঃ এজাতীয় যে সব বর্ণনা উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুমার মধ্যকার শত্রুতা প্রকাশ করে তা কোন ভাবেই শুদ্ধ নয়। এ গুলো সাহাবীগণের ব্যাপারে সাধারণ ধারণার বিরোধী। যেমনটি আমরা এ সংশয় নিরসনের সময় উল্লেখ করেছি। তাঁরা ছিলেন পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ সাহায্যকারী ভাই। তাদের অন্য ভাইয়ের শান্তির জন্য নিজেদেরকে কুরবান করতেন। মুসলমানদের রক্ষার জন্য নিজেদের সুখ শান্তি ও রক্ত উৎসর্গ করতেন। যাদের অবস্থা এমন তাদের সম্পর্কে এ জাতীয় খারাপ ধারণা পোষণ করা যায় না যে, জাহেলী যুগের কোন কাজের কারণে যে বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার সুযোগ রয়েছে এমন কাজের জন্য তার অপর ভাইয়ের উপর হিংসা-বিদ্বেষ বা ঘৃণা অবশিষ্ট রাখবেন, যেমন উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পদচ্যুতি ইত্যাদি।

*** ষষ্ঠ সংশয়ঃ-**

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু ও মদ

তারা খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের উপর হত্যা, যিনা, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মপ্রকাশের আগ্রহ ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ নিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা এসবের সাথে নতুন এক অপবাদ যুক্ত করেছে তা হল, মদ পান ও তা দিয়ে অঙ্গমর্দন।

সম্ভবত এই সংশয়টি অনেক সাহাবীর ক্ষেত্রে উত্থাপন করা হয়। যেমন সামুরা ইব্ন জুনদুব মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু প্রমূখ। এর পিছনে যে উদ্দেশ্যে তা হল ঐ সব দ্বীনের মুখপাত্র সাহাবীকে মাতলামীর আকৃতিতে প্রকাশ ও এ কথা প্রমাণ করা যে, জাহেলী যুগে তারা যেসব খারাপ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল ইসলাম তাদের মধ্যে অনেক বিষয় পরিবর্তন করতে পারেনি। অতএব হত্যা, যিনা, মদ্যপান ইত্যাদি খারাপ স্বভাবগুলো তারা ইসলাম গ্রহণের পরও চর্চা করত। আর এর কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক বিশ্বাসে এ দ্বীনে প্রবেশ করেনি। বরং তরবারীর ভয়ে ও নিজেদের জান মাল হেফাজত করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তা না হলে তারা তাদের জাহিলিয়্যাত, খারাপ কাজ ও পথভ্রষ্টতায় রত থাকত।

আমরা বলব, আল্লাহ তাদেরকে এই সব থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা নবীগণের পর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাঁরা মানুষের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান, সৎ হৃদয়ের অধিকারী, সবচেয়ে কম কষ্ট অনুভবকারী, গভীর জ্ঞানী, দুনিয়ার সম্মান মর্যাদার বিরাগী ও আখিরাতের প্রতি অনুরাগী।

যাদের অবস্থা এমন, যাদের কর্ম এমন তাঁদের সম্পর্কে এ সব কুধারণা ও মিথ্যা সংশয় কিভাবে কল্পনা করা যায়?

আল্লাহর কসম! এগুলো শুধুমাত্র তার থেকেই প্রকাশ পেতে পারে যার অন্তর ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তির উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভরা, যাদের অন্তরকে তাদের প্রবৃত্তি ঐ সব মহান নেতৃত্বের উত্তম কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করা থেকে অন্ধ করে রেখেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করি।

সম্মানিত পাঠক ভাই! আমি দীর্ঘায়িত না করে এই সংশয় আলোচিত হয়েছে এমন কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়ন করছি। অতঃপর তা নিরসনের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি।

হামিদ নাকবী "তাদের কতিপয় কর্তৃক মদ বেচাকেনা" শিরোনামে বলেন, এই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সামুরার পূর্বে গত হয়েছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। তিনি ছিলেন বড় মুজতাহিদ সাহাবীদের একজন। তিনি ছিলেন **মদ অনুরক্ত**, যা থেকে ফিরে আসতে পারেননি। এমনকি উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে এ বিষয়ে তিরস্কার করেন তবুও তিনি এ থেকে বিরত হননি। বিধায় তিনি তাকে নেতৃত্ব থেকে পদচ্যুত করেন। তাবারী বলেন, আমার কাছে লিখেছেন সিররী শুআইব থেকে তিনি সাইফ থেকে তিনি আবু উসমান ও আবু হারেছা থেকে তিনি বর্ণনা করেন, তারা বলল, খালিদ কানসিরিনে থাকা অবস্থায় এমনকি তিনি যুদ্ধ করতেন ও গনীমাত অর্জন করতেন। তিনি ঐ গনীমাত যুদ্ধের ময়দানেই বণ্টন করতেন এবং নিজের জন্য অংশ রাখতেন।

একইভাবে সিররী আমার কাছে শুআইব থেকে, তিনি সাইফ থেকে, তিনি আবু মাজালীদ থেকে, তারা বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহুর কাছে এ সংবাদ পৌঁছায় যে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু গোসলখানায় প্রবেশ করে মদের প্রলেপযুক্ত উস্ফুর গাছের মোটা মুকুলের পানি দিয়ে অঙ্গমর্দন করেন। তখন তিনি খালিদ বরাবর পত্র লিখেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি মদ দিয়ে অঙ্গমর্দন করে থাকো। আল্লাহ তাআলা মদের ভিতর-বাহির সবকিছুই হারাম করেছেন। যেভাবে তিনি গোনাহের ভিতর ও বাহির হারাম করেছেন। মদ স্পর্শ করা হারাম আর তুমি তা দিয়ে গোসল করছ? অথচ এটি পান করার মতই হারাম। সুতরাং তোমার শরীরে এর ছোঁয়া লাগাবে না। কেননা এটি অপবিত্র আর যদি এমনটি করে থাকো তবে এ অভ্যাস পরিত্যাগ করো।

উত্তরে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু লিখেন, আমরা মদকে হত্যা করেছি, আমি মদ ছাড়া অন্য কিছুতে অভ্যস্ত হয়েছি। তখন পুনারয় উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর কাছে লিখেন আমি ধারণা করছি যে, মুগীরার বংশধরকে নির্দয়তার পরীক্ষায় ফেলানো হয়েছে। আল্লাহ যেন এ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু না দেন।

ইবনুল আসির বলেন, বলা হয়েছে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইয়াজের সঙ্গে জাজিরা বিজয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আকস্মিক তাঁর গোসলখানায় প্রবেশ করেন। অতঃপর সেখানে এমন কিছুর সন্ধান পান যাতে মদ রয়েছে। এ কারণে উমর রাদি আল্লাহু আনহু তাঁকে পদচ্যুত করেন।

ইব্ন খালদুন বলেন, বলা হয়েছে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইয়াজের সঙ্গে জাজিরা বিজয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আকস্মিক তাঁর গোসল খানায় প্রবেশ করেন। অতঃপর সেখানে এমন কিছু দেখতে পান যাতে মদ রয়েছে।[১]

এই বর্ণনা থেকে গ্রন্থকার খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উপর এ অভিযোগ আরোপ করেছেন যে, তিনি মদে আসক্ত ছিলেন ও তা থেকে বিরত হতে পারেননি। এর স্বপক্ষে তিনি কয়েকটি ঘটনা সংগ্রহ করেছেন।

আমরা বলব, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর সাথে মদের যে সম্পৃক্ততা করা হয় তা মূলত দুটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট:

১- খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক গোসলের সময় মদকে অঙ্গমর্দনের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ।

২- ঘনীভূত (আঙ্গুরের) রস (তিলা) পান।

আমরা প্রত্যেক বিষয় স্ব স্ব পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা করব, যাতে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়।

১- মদকে মালিশ হিসেবে গ্রহণ:

মালিশ দ্বারা উদ্দেশ্যে সম্পর্কে **ইব্ন আসীর** বলেন, এ ক্ষেত্রে মালিশ বলতে গোসলের সময় অঙ্গমর্দনের উপকরণকে বুঝানো হয়েছে। যেমন : ডাল, যবক্ষার ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি।[২]

---

[১]. খুলাসা আবকাতুল আনোয়ার: ৩/২১৩।

[২]. আল নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস: ২/১৩০।

ইমাম **তাবারী**[১] তার থেকে **ইব্নুল আসীর**[২] ও **ইব্ন খালদুন**[৩] বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মদের প্রলেপযুক্ত উস্ফুর গাছের মোটা মুকুলের পানি দিয়ে অঙ্গমর্দন করেন। এর জবাবে বলা যায়।

ক- **তাবারীর** এ বর্ণনাটি সিররী শুআইব থেকে তিনি সাইফ থেকে তিনি মাজলীদ থেকে এসেছে ।

অতএব, এ বর্ণনাটি অসত্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এর সনদে **সাইফ ইব্ন উমর** রয়েছে। যার অবস্থা জ্ঞান অন্বেষীদের নিকট অজ্ঞাত নয়।

খ- ঘটনাটি যদি সাব্যস্ত হয়ও তবে এর উত্তরে বলা যায়, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এই ঘটনাতেই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মূল মদ দিয়ে শরীর অঙ্গমর্দন করেন না। বরং তিনি বলেছিলেন আমি মদকে হত্যা করেছি এবং মদ ছাড়া অন্য বস্তুকে গোসলের উপকরণ হিসেবে ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি। বর্ণনাটি একথাই স্পষ্ট করে যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু নিষিদ্ধ মদকে গোসলের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেননি বরং তার নাম ও গুণ পরিবর্তন হওয়ার পরেই তা ব্যবহার করেছেন।

এ কারণে ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, মদ যদি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে সিরকার পরিণত হয় তবে তা পবিত্র হয়ে যায়। **শাইখুল ইসলাম** বলেন, তারা সকলে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহর নির্দেশে (প্রাকৃতিকভাবে) যদি মদ সিরকায় পরিণত হয় তবে তা হালাল ও পবিত্রতায় রূপ নেয়।[৪]

ইমাম ইব্ন কাইয়ুম বলেন, অধ্যায়: কিয়াস অনুযায়ী মদকে পবিত্রতায় রূপান্তর, এই নীতিমালার আলোকে কিয়াসের ভিত্তিতে মদ রূপান্তরিত হলে তা পবিত্রতায় রূপ নেয়। কেননা এটি অপবিত্র গুণের কারণেই মৌলিকভাবে অপবিত্র। অতএব যতক্ষণ উক্ত গুণ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ উক্ত বিধানও অবশিষ্ট থাকবে। এটিই মদের উৎস ও উৎপত্তির বিষয়ে শরীআতের মূলনীতি.....। অতএব, যদি এর নাম ও গুণ পরিবর্তিত হয় তবে এর ক্ষেত্রে অপবিত্রতার বিধান অবশিষ্ট রাখা নিষিদ্ধ হবে। কেননা নাম ও গুণ অবশিষ্ট থাকা ও না থাকার ভিত্তিতে বিধান নির্ধারণ করা হয়।[৫]

হুল্লী তার তাজকিরাতুল ফুকাহা গ্রন্থে এমত প্রদান করেছেন যে, যদি মদ আপনাতেই অথবা অন্য কিছুর মিশ্রণে ভিন্নরূপ ধারণ করে তবে তা হালাল হয়ে যায়। তিনি বলেন, মদ থেকে কোন গুণ বিয়োজনের মাধ্যমে সিরকায় পরিণত করা বৈধ এবং এটি সেভাবেই বৈধ যেভাবে এটি আপনাতে পরিবর্তিত হলে বৈধ হয়ে যায়। (এ বিধান আমাদের আলেমগণের মতামত)।[৬]

ইত্যাদি অসংখ্য বর্ণনা ও আলিমগণের মতামত রয়েছে যে, মদ যখন নাম ও গুণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম ও গুণে পরিণত হয় তখন তা পান, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর মূল বিধানের অর্ন্তভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় না।

---

১. তারীখে তাবারী: ৪/৬৬।
২. আল-কামিল ফীত্ তারীখ: ২/৪৯৫।
৩. তারীখে ইব্ন খালদুন: ২/১০৯।
৪. আল-ফাতওয়া আল-কুবরা: ১/২৩৫।
৫. ইলামুল মু'কিঈন: ২/১৪।
৬. তাজকিরাতুল ফুকাহা: ১৩/১৩৯।

গ- এ বিষয়টি ইজতিহাদী বিষয় হওয়ার সম্ভাব্যতা অতিক্রম করে না। যাতে উমর ও খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি মতভেদপূর্ণ হয়েছে। মুজতাহিদ (গবেষক) যদি সত্য অন্বেষণে ব্রতী হয় ও সেক্ষেত্রে তার শ্রম ব্যয় করে তবে তার জন্য দোষের কিছু নেই। শরীআতের দলীলের ভিত্তিতে এটি নির্ণিত যে, তিনি যদি সত্যে উপনীত হন তবে দুটি সওয়াব পাবেন আর যদি ভুল করেন তবে একটি সওয়াব পাবেন। অতএব, তার বিষয়টি একটি অথবা দুটি সওয়াবের মধ্যে আবর্তিত। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল তার ভুল ওজর গ্রহণযোগ্য ও গুনাহ থেকে মুক্ত হতে হবে।

সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে ইজতেহাদী (গবেষণামূলক) বিষয়ে মতভেদের অনেক প্রমাণ রয়েছে যার মধ্যে এ ঘটনাটি একটি। তবে কেন এ বিষয়টি নিয়ে কঠোরতা আরোপ করা হয়? যেহেতু ঘটনাটি খালিদ ও উমর রাদি আল্লাহু আনহুমার মাঝে ঘটেছে এজন্য কি? যাতে তারা তাদের ব্যাপারে এমন মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করতে পারে যে তারা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিল।

একইভাবে এ প্রসঙ্গে সাহাবীগণের সকলের প্রতি সুধারণার অংশ হিসেবে বলা আবশ্যক যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর পক্ষে আল্লাহ যা হারাম করেছেন জ্ঞাত সরে তা করা সম্ভব নয়। অতএব যদি মদ দ্বারা অঙ্গমর্দন হারাম হয় তবে এ নিষেধাজ্ঞা অবগত থাকা সত্ত্বেও উক্ত কাজ করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীগণের ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণা অসম্ভব। কেননা তারা মানুষের মধ্যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী।

২- খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক তিলা পানঃ

ইব্নুল আসীর বলেন, তিলা বলতে আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি বিশেষ পানীয়। যাকে রুব্ব বলা হয়। এর মূল হল গাঢ় আলকাতরা যা দ্বারা উটের গায়ে প্রলেপ দেয়া হয়।[১]

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু মদে আসক্ত ছিলেন মর্মে অপবাদের উদ্দেশ্য যদি হয় তিলা পান করা তবে তা অভিযোগের যোগ্য নয়। কেননা **ইমাম জাফর সাদিক** থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি তিলা পান করাকে বৈধ মনে করতেন। **'আল কালীনী'** তার 'আল-কাফী' গ্রন্থে বলেন, 'তিলা বিষয়ক অধ্যায়' অতঃপর তিনি এই অধ্যায়ের অধীনে আবু আব্দুল্লাহ জাফর সাদিক থেকে অনেক বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ: আবু বাসীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিলা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, জ্বালানোর পর যদি এর দুই তৃতীয়াংশ চলে যায় এবং এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তবে তা হালাল। আর যদি এর চেয়ে কম অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে কোন কল্যাণ নেই। তার থেকে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আঙ্গুরের রস যখন পাক করা হয় তখন যদি এর দুই তৃতীয়াংশ চলে যায় ও এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তবে তা হালাল।[২]

---

[১]. আন্‌নিহায়াহ ফী গরীবিল হাদীস: ৩/১৩৭।

[২]. আল-কাফী: ৬/৪২০।

হুল্লী বলেন, রস টগবগ করে ফুটে উঠলে তা হারাম ও অপবিত্র। তাই তা আপনাতে হোক অথবা আগুনে জ্বালানো হোক। এর দুই তৃতীয়াংশ নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত অথবা তা সিরকায় পরিণত হলে হালাল হয়।

তিনি আরও বলেন, জেলী বা পানীয় থেকে মাদকীয় গন্ধ পাওয়া গেলেও তা হারাম হয় না।[১]

আর যদি মূল উদ্দেশ্যে এ হয় যে, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সকলের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ মূল মদ পান করেছিলেন তবে একথার প্রমাণ কি?

আমরা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে সে দিকে ফিরে যাব। **ইব্ন আবু শাইবা** তার মুসান্নাফে বলেন, আমাদেরকে ইব্ন নামীর হাদীস বর্ণনা করেন যে, আমাদেরকে ইসমাঈল মুগীরা থেকে তিনি শারীহ থেকে বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সিরিয়ায় তিলা পান করতেন।[২]

এ গৌণ বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু কথা:

ক- খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক উক্ত তিলা পান সাহাবীগণের মধ্যে শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে সংগঠিত হয়েছে এমনটি নয়। বরং তাদের একটি বড় অংশের ক্ষেত্রে এর বর্ণনা রয়েছে। আমরা যদি ইব্ন আবু শাইবার মুসান্নাফ অধ্যয়ন করি তবে দেখতে পাব খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর প্রসঙ্গ বর্ণনার আগে ও পরে একই বিষয়ে অনেক সাহাবীর সংশ্লিষ্টতা বর্ণিত হয়েছে।

যেসব সাহাবীর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে[৩] তাদের মধ্যে রয়েছেন, আবু উবায়দা, মুআয ইব্ন জাবাল, আবু তালহা। উমর রাদি আল্লাহু আনহু মানুষের জন্য এর বৈধতা দিয়েছিলেন। তাছাড়া আরও রয়েছেন, আবু দারদা, আনাস ইব্ন মালিক, আবু উমামা। এমনকি যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে **আলী ইবন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু**ও রয়েছেন।

ইব্ন আবু শাইবা তার সূত্রে আব্দুর রহমান ইব্ন আবু লাইলা ও আবু জুহায়ফা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী রাদি আল্লাহু আনহু আমাদেরকে তিলা দান করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম এটা কিভাবে ব্যবহার করা হত? তিনি বললেন, আমরা একে রুটির সালন হিসবে খেতাম ও পানি দিয়ে নিঃশেষ করে ফেলতাম।[৪]

---

[১]. কাওয়াইদুল আহকাম: ৩/৩৩১-৩৩২।

[২]. আল-মুসান্নাফ: ১২/২৪৬।

[৩]. আমরা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে শব্দটি ব্যবহার করলাম। কেননা খালিদ ও অন্যান্য সাহাবীর ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার শুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। কারণ উক্ত গ্রন্থ বিশ্লেষণকারী বর্ণনাসমূহের সনদ সম্পর্কে কোন কথা বলেননি।

[৪]. আল-মুসান্নাফ: ১২/২৪৪।

তাঁর সনদে আবু আব্দুর রহমান থেকে আলী রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি আমাদেরকে তিলা খাওয়াতেন আমি জিজ্ঞেস করলাম এর আকৃতি কেমন ছিল? তিনি বললেন কাল, আমরা আমাদের আঙ্গুল দিয়ে তা গ্রহণ করতাম।[১]

অতএব যদি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু এ কারণে নিন্দিত ও গুনাহগার হন তবে যে সব সাহাবীর ব্যাপারে এটি গ্রহণের বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও একই বিধান আরোপ করা হবে। আর তাদের মধ্যে আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুও রয়েছেন। তিনি যদি এক্ষেত্রে ওজরপ্রাপ্ত হন তবে অন্যরাও এ ক্ষেত্রে ওজরপ্রাপ্ত হবেন। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

খ- এ বিষয়টি আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ একটি বিষয়। ইমাম **বুখারী** টিপ্পনী লিখেছেন, উমর, আবু উবাইদা ও মুআজ রাদি আল্লাহু আনহুম তিলা এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকলে তার বৈধতার উপর মত দিয়েছেন।

হাফিজ ইব্ন হাজর বলেন, অর্থাৎ যদি তিলা জ্বালানো হয় তবে তার বৈধতার উপর মত দিয়েছেন। যখন এর দুই তৃতীয়াংশ কমে একতৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর তিনি উমর রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক তিলার দুই তৃতীয়াংশ চলে গেলে ও এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকলে তা পান করার বৈধতা প্রদান সংক্রান্ত বর্ননার সনদ সঞ্চয়ন করেছেন এবং হাফিজ বলেন, এ সনদ সহীহ।

অতঃপর তিনি বলেন, কিছু হাদীস স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, এ থেকে মদ হারাম, যদি মাদকাতা সৃষ্টি করে তা হালাল হবে না। অনন্তর তিনি বলেন, তিলা (الطلاء) তা বর্ণে তাশদীদ ও যের যোগে কালো বস্তু যা উটের প্রলেপ সাদৃশ্য অর্থাৎ আলকাতরা যার দ্বারা উটের প্রলেপ দেয়া হয়। আঙ্গুরের রস জালিয়ে তা যদি উটের আকৃতি ধারণা করে তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদকতা সৃষ্টি করে না। উমর রাদি আল্লাহু আনহু এর বৈধতার উপর সম্মতি দিয়েছেন। তাঁর সাথে একই বিধানে মতামত প্রদানকারী হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন, আবু মুসা ও আবু দারদা। ইমাম নাসায়ী তাদের থেকে এ বিধান বর্ণনা করেছেন। আরও রয়েছেন আলী, আবু উমামা, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ও অন্যান্য যা ইব্ন আবু শাইবা বর্ণনা করেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে রয়েছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, হাসান বসরী, ইকরামাহ প্রমুখ। ফকীহগণের মধ্যে সাওরী, লাইস, মালিক, আহমদ ও জমহুর ফকীহ। **তবে তাদের কাছে তিলা গ্রহণের শর্ত হল তা যেন মাদকতা সৃষ্টি না করে**। অন্য একটি দল পরহেজগারিতা স্বরূপ তা গ্রহণ না করা পছন্দ করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, সকলেই একমতে পৌঁছেছেন যে, যদি তা মাদকাতা সৃষ্টি করে তবে হারাম। অতঃপর আল আশরিবা গ্রন্থ থেকে আবু উবাইদার বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, সাহাবীগণের ব্যাপারে তিলা বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা জ্বালানোর পর যে তিলা মাদকতা সৃষ্টি করে না সে অর্থেই গ্রহণ করা আবশ্যক।[২]

---

[১]. প্রাগুক্ত: ১২/২৪৭।

[২]. ফাতহুল বারী : ১০/৭৬-৭৪।

এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় সাহাবীগণ, যাদের মধ্যে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদও রয়েছেন তাদের সম্পর্কে তিলা পান বিষয়ে যে সব বর্ণনা এসেছে ঐ তিলা যা মাদকতা সৃষ্টি করে না ।

এটি এ ধারণা সহকারে যে, সে সময় সাহাবীগণ যা মাদকতা সৃষ্টি করে তাই মদ এবং মাদক হারাম এ নীতিমালা অবগত ছিলেন। আর যারা এটি পান করা অপছন্দ করেছেন তারা হারাম হিসেবে নয় বরং পরহেজগারিতার প্রকাশ স্বরূপ করেছেন।

এরই প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই বিষয়ে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উপর কোন তিরস্কার বা পাপ নেই। কেননা বিষয়টি একটি বড় সংখ্যক সাহাবী অনুমোদন দিয়েছেন যাদের মধ্যে আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহুও রয়েছেন।

*** সপ্তম সংশয়ঃ-**

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে কোষমুক্ত আল্লাহর তরবারী নামকরণ

খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর শত্রু ও তার উপর বিদ্বেষ পোষণকারীদের জন্য এটি খুবই মারাত্মক বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে এবং যা তাদের অপছন্দকে চরম মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে তা হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে "আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী যা আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন" এ উপাধি প্রদান। এ বিষয়টি তাদেরকে আনন্দ দিতে পারেনি। বরং তাদের দৃষ্টিতে খালিদ এমন উপযুক্ত নয় যে, আল্লাহর নবী তাঁকে এ জাতীয় প্রশংসা ও স্তুতি করবেন। এ কারণে তারা দুটি পদ্ধতিতে তাঁর থেকে এ সম্মানসূচক উপাধি বাতিল করার পায়তারা করে।

১- খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে আল্লাহর তরবারী উপাধি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদান করেননি; বরং এ উপাধি দিয়েছিলেন **সিদ্দীক** রাদি আল্লাহু আনহু। আর এর পিছনে কারণ কী ছিল তা একটু পরে বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সময়ে অলোচিত হবে।

২- তারা তাদের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ সংক্রান্ত **বুখারীর** বর্ণনাকে দুর্বল বর্ণনা হিসেবে চিহ্নিত করে।

অতঃপর তারা সাব্যস্ত করে যে, এই উপাধি শুধুমাত্র একজনের জন্যই, যিনি এর উপযুক্ত। তিনি হলেন, আলী ইব্ন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু।

এ বিষয়ে কতিপয় উদ্ধৃতি আপনার খিদমাতে পেশ করা হলঃ

আল-কারাযকী বলেন, তাদের কর্মকাণ্ডের আশ্চর্য দিক হল, তারা খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে আল্লাহর তরবারী নামকরণ করেন আমীরুল মুমিনের অবাধ্যতা স্বরূপ। তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আলী আল্লাহর তরবারী ও তাঁর তীর। তিনি (আলী) মিম্বরে দাড়িয়ে বলেছেন, আমি আল্লাহর শত্রুদের উপর তাঁর তরবারী এবং তাঁর বন্ধুদের জন্য রহমত স্বরূপ।

তারা খালিদের এ নামকরণের প্রমাণ পেশ করেন কাতাদাহ বর্ণিত হাদীস থেকে। তিনি বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ যখন ইয়ামামাবাসীর সাথে যা করার করলেন, তাদের বিরুদ্ধে তরবারী চালনা ও যুদ্ধ করলেন, মালিক ইব্ন নুঅইরাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেন, যে ব্যক্তি মুমিন ছিলেন ও ঐ রাতেই তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু আবু বকরকে খালিদের উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত প্রদান করেন। তখন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, হে উমর! খালিদ আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী। এ থেকেই তারা আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহুর অনুকরণে খালিদকে আল্লাহর তরবারী হিসেবে নামকরণ করেন। অথচ তারা ভুলে যান খালিদ ইসলাম, মুসলিম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রু ও যুদ্ধকারী হিসেবে রত ছিল। দ্বীন

ও ঈমানকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং শিরক ও অপরাধকে আকড়ে ছিলেন.... । আশ্চর্যের বিষয়, এই ব্যক্তিটির উপাধি হল আল্লাহর তরবারী?[১]

তাসতারী বলেন, খালিদের আল্লাহর তারবারী নামকরণ মূলত **আবু বকরের পক্ষ থেকেই হয়েছে**। প্রথমত খিলাফাত ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করার জন্য, দ্বিতীয়ত মালিককে হত্যার জন্য, যে তার খিলাফাতে সংশয় পোষন করেছিল । এক সময় অন্ধত্বের জট খুলে যায় ও প্রকাশিত হয়, এই নাম ও উপাধি গ্রহণের মত সম্মান তার নেই ।[২]

ইব্ন আবু হাদীদ বলেন, তার বাণী "নিশ্চয় তিনি আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী" এটি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের উপাধি । কিন্তু তার এই উপাধি কে প্রদান করেন? কেউ কেউ বলেন, তাকে এ উপাধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদান করেন । **তবে সহীহ কথা হল, তাকে এ উপাধি প্রদান করেন আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু**। ধর্মচ্যুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও মুসাইলামাকে হত্যা করার কারণে ।[৩]

এগুলো এ সংক্রান্ত কতিপয় বর্ণনা যার সারসংক্ষেপ হল:

ক) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদকে এই উপাধি প্রদান করেননি ।

খ) আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুই তাকে এই উপাধি দেন ।

গ) আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু তাকে এই উপাধি প্রদানের কারণ, খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুকে আলী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে খিলাফাত ছিনিয়ে নিতে সহযোগিতা করেছিলেন এবং একত্ববাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, যাদেরকে সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগী উপাধি দিয়েছিলেন ।

ঘ) এই উপাধির প্রকৃত ধারক ও যোগ্য হলেন আলী রাদি আল্লাহু আনহু ।

এর জবাব:

প্রথমত যেসব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই খালিদকে আল্লাহর তরবারী উপাধি দিয়েছিলেন সেসব হাদীস উল্লেখ ।

১- ইমাম **বুখারী** তাঁর সহীহ বুখারীতে আনাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে যাইদ ইব্ন হারিসা, জাফর ইব্ন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহর শাহাদাতের সংবাদ প্রদান করেন.....এই হাদীসেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১]. কিতাবুত তাআজ্জুব: ১০৮-১০৯ ।
[২]. আস্‌সাওয়ারিমুল মুহরাকাহ, পৃ-১৩৯ ।
[৩]. শর্‌হ নাহজুল বালাগাহ: ১৬/৯৩ ।

সাল্লাম বলেন, **এমনকি দ্বীনের পতাকা আল্লাহর তারবারীসমূহের এক তরবারী গ্রহণ করেন ও মহান আল্লাহ তাদের উপর বিজয় দান করেন**।[১]

উপরোক্ত বর্ণনা এ বিষয়ের **অকাট্য দলিল** যে, যিনি তাকে এ নামে ভূষিত করেন, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু নন।

এই স্পষ্ট ঘোষণার পরেও তারা খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে এই উপাধি থেকে বঞ্চিত করতে চান। এ উদ্দেশ্যে তারা এই স্পর্শকাতর স্থান থেকে বের হওয়ার জন্য নতুন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেন আর তা হল **এই হাদীসটি মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ।**

প্রিয় পাঠক! এখন আমি এই হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টিকারী একজনের উদ্ধৃতি বর্ণনা করব অতঃপর তা প্রত্যাখান করব:

আল্লাহর শপথ! যদি প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটন এবং অপর পক্ষের সত্য থেকে দূরে অবস্থান ও তাদের নিজ মতামত শক্তিশালী করার জন্য উদ্ধৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে জালিয়াতির প্রমাণ প্রকাশ না করতে চাইতাম তবে আমরা ইমাম বুখারীর হাদীস সম্পর্কে আত্মরক্ষামূলক আলোচনা করে পাঠককে বিরক্ত করতাম না বা নিজেও বিরক্ত হতাম না। কেননা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি বর্ণনাটি শুদ্ধতা, গ্রহণযোগ্যতা ও সাব্যস্ততার দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের।

উক্ত হাদীস সম্পর্কে তাদেরই একজন **আলী আল-মীলানী** বলেন, কিন্তু হাদীসটি মিথ্যা। যদিও তা সহীহ বুখারীতে রয়েছে। সনদের দিক থেকে- হাদীসটি আহমদ ইব্ন মালিক ইব্ন ওয়াকিদ থেকে তিনি হাম্মদা ইব্ন যাইদ থেকে, তিনি আইয়ুর সাখতিয়ানী থেকে, তিনি হুমাইদ ইব্ন হিলাল থেকে তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ব্যাপারেই কথা রয়েছে। **আহমদ ইব্ন ওয়াকিদ** তার সম্পর্কে মুগলতাঈ বর্ণনা করেন। কালাবাজী ও বাজী বলেন, সে পরিত্যাক্ত। ইব্ন নামীর বলেন, তার এলাকার লোক তার ব্যাপারে খারাপ মতামত প্রদান করত। এ কারণে আমি তার হাদীস পরিত্যাগ করেছি। এ জন্যই ইব্ন হাজর তাকে বুখারী যে সব বিতর্কিত ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করার প্রয়াস নিয়েছেন।

এরপর **হুমাইদ ইব্ন হিলাল**, তাকে আল-আকিলী তার 'কিতাবুদ দুআফা' (দুর্বল বর্ণনাকারীগণ) শীর্ষক গ্রন্থে, ইব্ন আদী তার আল-কামিল ফীদ দুআফা গ্রন্থে, ইব্নুল জাওযী তার দুআফা গ্রন্থে, জাহাবী তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আলী ইব্ন মাদাঈনী ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান থেকে বর্ণনা করেছেন, ইব্ন সীরীন হুমাইদ ইব্ন হিলালের বর্ণনায় সন্তুষ্ট হতেন না।

আর অর্থগত দিক থেকে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর তরবারী শব্দটিও অসত্য আবার আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী এ বাক্যটিও অসত্য। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইদ, জাফর ও ইব্ন রাওয়াহার মৃত্যু সংবাদ মানুষকে অবগত করিয়েছেন

[১]. সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদাঈলুস সাহাবা, বাবু মানাকবি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, ৩৫৪৭; কিতাবুল মাগাযী, বাবু গুযওয়াতে মুতআ, ৪০৪১।

কিন্তু তাঁদেরকে বিশেষ কোন বিশেষণে বিশেষিত করেননি। অথচ তিনি তাঁকে বিশেষভাবে উক্ত বাক্যের মাধ্যমে বিশেষিত করলেন? যেহেতু হাদীসের প্রথম অংশ শুধু নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সেহেতু শেষ অংশও সেভাবে সীমিত হওয়ার দাবি রাখে। অতএব এ অংশটি বাতিল। ইব্ন তাইমিয়াও বিষয়টি এভাবে দেখেছেন।[১]

আমরা বলব তার এ উক্তিটিতে উদ্দেশ্যপ্রণদিত ও ইচ্ছাকৃত অনেক ত্রুটি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে, যাতে এ হাদীসটি প্রমাণ গ্রহণের পরিধি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু এটি অসম্ভব।

পূর্বের কথা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, হাদীসটির ব্যাপারে উত্থাপিত সংশয়, **সনদ ও মতন** দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমরা তার কথা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করব যাতে পাঠকের নিকট উক্ত লেখকের জ্ঞানগত আমানতদারিতা এবং সর্বোচ্চ সহীহ হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে মহান সাহাবী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের উপর কিভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন তা দেখতে পারেন।

প্রথমত হাদীসের সনদের ব্যাপারে সৃষ্ট সংশয়ের নিরসন।

উক্ত গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি হাদীসের সনদের দুইজন ব্যক্তিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, তারা হলেন **আহমদ ইব্ন আব্দুল মালেক ইব্ন ওয়াকিদ** এবং **হুমাইদ ইব্ন হেলাল।**

১- আহমদ ইব্ন আব্দুল মালেক ইব্ন ওয়াকিদঃ-

যার ব্যাপারে লেখক বাজি, কালাবাজি ও ইব্ন নামীরা শুধুমাত্র এই তিনজনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এতদভিন্ন অন্য কারও কথা উল্লেখ করেননি। এই বর্ণনাকারী যিনি ইমাম বুখারীর একজন শিক্ষক তার জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই বাজি তার ব্যাপারে বলেন, **তিনি হাদীসের মাতরুক বর্ণনাকারী** এবং **ইব্ন নামীর** তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন, তার ব্যাপারে তার এলাকার লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।[২]

কিন্তু এই বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বিস্তারিত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই তার উপর তার এলাকাবাসীর আরোপিত অভিযোগ এবং যে কারণে ইব্ন নামীর তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন একইভাবে বাজী ও তার অনুসারীরাও এবং তাদের মধ্যে রয়েছেন উক্ত গ্রন্থের লেখকও। আমরা বলব, এই অভিযোগ উক্ত বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও হাদীসের ক্ষেত্রে সত্যতা কেন্দ্রিক নয়। বরং তা অন্য একটি বিষয় যা হাদীসের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রভাব ফেলে না।

আবুল হাসান মাইমুনী বলেন, আমি আহমদ ইব্ন হাম্বলকে তার (অর্থাৎ আহমদ ইব্ন ওয়াকিদ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি আমাদের কাছে ছিলেন। আমি তাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হিসেবে দেখেছি। তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিনি, তিনি তার হাদীসের **যথার্থ সংরক্ষক,** তার মধ্যে কল্যাণ জিনিস ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি। তিনি **সুন্নাতের পাবন্দী** ছিলেন। আমি বললাম, হিরানের

[১]. শরহ মিনহাজুল কারামাহ, পৃষ্ঠা- ৫১৪।
[২]. আত-তাদীল ওয়াত তাজরীহ: ১/৩১০, জীবনী নং-২২।

অধিবাসীরা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে থাকেন। তিনি বললেন, হিরানের অধিবাসীরা মানুষ থেকে যে জিনিসটি কম আশা করে তা হল **নিজরে ক্ষতির কারণে শাসকের নিকট যাতায়াত**। মায়মুনী বলেন, আবু আব্দুল্লাহর নিকট তার ব্যাপারে ভালো কিছু পেয়েছি। তিনি সবসময় ভালো কথাই বলতেন।[১]

অতএব, ইমাম আহমদের বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যক্তি বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণতার দিক থেকে তার উপর কোন অভিযোগ করা যায় না। তার এলাকাবাসী যে অভিযোগ করেছিল তা শাসকের কাছে যাতায়াতের কারণে। কেননা ইমামগণের নিকট এটি মাকরুহ যে, আলিম ব্যক্তি শাসকের দরবারে ধরণা দিবে।

জাফর ইবন মুহাম্মদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, ফকীহগণ নবীগণের প্রতিনিধি। যদি তাদেরকে দেখ যে, তারা শাসকদের কাছে ধরণা দিচ্ছে তবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর।[২]

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ বলেন, শাসকের দুয়ারে যাওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা তাদের দুয়ার উঠাবসার স্থানের মত ফিতনাযুক্ত। তোমরা তাদের দুনিয়ার সামগ্রী থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু তারা তাদের মত করে তোমাদের দ্বীনকে ছিনিয়ে নিবে।[৩]

সুফিয়ান সাওরী বলেন, আমাকে যদি স্বাধীনতা দেয়া হয় যে, আমার চক্ষু নিয়ে নেয়া হবে অথবা শাসকদের পক্ষ থেকে আমাকে চোখ জুড়ানো সম্পদ প্রদান করা হবে তবে আমি অবশ্যই চক্ষু নিয়ে নেয়া হবে এটিই গ্রহণ করতাম।[৪]

ইত্যাদি এ বিষয়ে ইমাম ও আলিমগণের অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। তবে এ দ্বারা বর্ণনাকারীর হাদীস সংরক্ষণ, বিশস্ততা ও যথার্থতার ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব নেই যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

এ কারণেই জারহ ও তাদীলের বিশেষজ্ঞগণ আহমদ ইব্ন মালিক ইব্ন ওয়াকিদের সততা ও আমানতদারিতার প্রশংসা করেছেন।

ইয়াকুব ইব্ন শাইবা বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।

আবু হাতিম বলেন, তিনি সততা ও বলিষ্টতার দিকে থেকে নুফাইলীর দৃষ্টান্তবহ ছিলেন।[৫]

ইব্ন হাব্বান তাকে 'আস্‌সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬]

---

১. তাহজীবুল কামাল: ১/১৩৪।
২. হুলিয়াতুল আউলিয়া: ৩/১৯৪।
৩. হুলিয়াতুল আউলিয়া: ৪/৩০।
৪. হুলিয়াতুল আউলিয়া: ৬/৩৮৭।
৫. তাহজীবুল কামাল: ১/১৩৩।
৬. ইব্ন হাব্বান, আস্‌সিকাত: ৮/৭, জীবনী ১২০৩৬।

ইব্ন হাজর বলেন, তিনি বিশস্ত বর্ণনাকারী। তার ব্যাপারে **বিনা প্রমাণে** বিভিন্ন কথা বলা হয়।[১] ফাতহুল বারী গ্রন্থের ভূমিকায় **ইব্ন হাজর** তাকে বুখারীর সনদের যে সব ব্যক্তির ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে তাদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করেছেন এবং তার সম্পর্কে ইমাম আহমদের উপরিউক্ত বাণী উদ্ধৃত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, **ইমাম আহমদ যে কারণে হিরানের অধিবাসীরা তার ব্যাপারে অভিযোগ প্রদান করত তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যা হাদীসের ক্ষেত্রে কোন কাদার্য সৃষ্টি করে না।**[২]

অর্থাৎ এই বর্ণনাকারীর ব্যাপারে এমন বিষয়ে অভিযোগ পেশ করা হয়েছে যা তার হাদীস সংরক্ষণ, সততা ও বিশ্বস্ততায় কোন প্রভাব ফেলে না, আর তা ছিল শাসকদের কাছে আসা-যাওয়া।

প্রিয় নিরপেক্ষ পাঠক! এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কী? এই বর্ণনাকারীরা আমানতদারিতা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট আছে কি? অতঃপর এই বর্ণনাকারীর ব্যাপারে আলী মিলানীর অভিযোগ সম্পর্কে আপনার মত কী? মিলানী কর্তৃক তার গ্রন্থে এই বাস্তবতা অবজ্ঞাকরণ এবং সে বাস্তবতা থেকে যতটুকু তার মতামত সাহায্য করে শুধু ততটুকুই বর্ণনা করা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী? নাকি তিনি এই বর্ণনাকারী সম্পর্কে এমনটি করেছেন কারণ তিনি ছিলেন **সুন্নাতের পাবন্দী** যেমনটি বলেছেন ইমাম আহমদ?

২- হুমাইদ ইব্ন হিলাল:-

গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, **আকীলী** তাকে তার 'দুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, **ইব্ন আদী** তাকে উল্লেখ করেছেন তার 'আল-কামিল ফীদ দুআফা' গ্রন্থে, একইভাবে **ইব্ন জাওযী** তার 'আদ দুআফা' গ্রন্থে ও **যাহাবী** তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে এবং তার সম্পর্কে ইব্ন সীরীন থেকে **কাত্তানের** বাণী উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থকার আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছেন যে, ঐ সব ইমাম উক্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল, তার ব্যাপারে অভিযোগ ও তার বর্ণিত হাদীসের অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেই বলেছেন।

কিন্তু ঐ সব তথ্যসূত্রের দিকে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাই প্রকৃত বিষয়টি যা বর্ণিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমেই আমরা এই বর্ণনাকারীর ব্যাপারে আলিমগণের মতামত উল্লেখ করব অতঃপর লেখক যেসব তথ্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে প্রকৃতই কী রয়েছে তা দেখব।

ইব্ন মুঈন ও নাসাঈ বলেন, বিশ্বস্ত।

আবু হিলাল বাসরী বলেন, বসরায় তার চেয়ে জ্ঞানী কেউ ছিলেন না।

ইব্ন সায়াদ বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।

ইব্ন হাব্বান তাকে 'আস্‌সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

[১]. আত্‌তাকরীব: পৃ-৫২, জীবনী-৬৯।
[২]. হুদা আসসারী, পৃ-৪৫৭।
[৩]. আস্‌সিকাত: ৪/১৪৮; তাহজীবুত্‌তাহজীব: ৩/৪৫, জীবনী -৮৭।

ইব্ন হাজর বলেন, বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী ।[১]

ইব্ন সীরীন তার হাদীস গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন ও তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না কেন আলিমগণ তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন । **কাত্তান** বলেন, ইব্ন সীরীন তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না । **ইব্ন আবু হাতিম বলেন,** আমি আমার পিতাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, **শাসকের কিছু কাজের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়েন, এ কারণে তারা তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, তবে তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ।**[২] **ইব্ন হাজর** বলেন, ইব্ন শীরীন তার হাদীস গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন **শাসকের কিছু কাজে প্রবেশের কারণে ।**[৩]

আমাদের মতামত, এই কারণটি ব্যক্তির দ্বীনদারিতা, তার সততা, আমানতদারিতা, হাদীসের ক্ষেত্রে বলিষ্টতা ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রভাব ফেলে না যে তার হাদীস প্রত্যাখান করতে হবে । এটিই আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন ওয়াকিদকে কতিপয় আলিম কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের অন্যতম কারণ । **এ কারণটি অকাদর্য ।**

এখন আমি অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব, গ্রন্থকার বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু আলিমের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা তাকে দুর্বল গণ্য করতেন ।

ক- আকীলী: তিনি ইব্ন সীরীন সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইব্ন কাত্তানের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না । এরপর আকীলী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি ।[৪]

আমরা বলব, এ কারণেই সম্ভবত এ বর্ণনাকারীকে আকীলীর আদ্‌দুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । তবে এটি সহীহ নয়, বা কাউকে দুর্বল গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয় । আলিমগণের যারা তার বিশ্বস্ততা বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা অনেক অনেক । অতএব আকীলীর কথার শুদ্ধতা অবশিষ্ট থাকে না বিশেষত আলিমগণ যেহেতু ইব্ন সীরীন কর্তৃক তার উপর সন্তুষ্ট না থাকার কারণ বর্ণনা করেছেন ।

আর যদি অন্য কোন কারণে হয়ে থাকে তবে আকীলী তা কেন বর্ণনা করেননি । অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য কোন জারহ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং অবশ্যই তা বিস্তৃত ও স্পষ্ট হতে হবে বিশেষত যদি ঐ বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে আলিমগণের একদলের স্তুতি থাকে ।

খ- ইব্ন জাওযী: তিনি তার আদ্‌দুআফা গ্রন্থে বলেন, হুমাইদ ইব্ন হিলাল ইয়াযীদ ইব্ন হারুন থেকে, আবু বকর আল খাতীব বলেন সে, অজ্ঞাত বর্ণনাকারী ।[৫]

আমরা বলব, কিভাবে এই বর্ণনাকারী অজ্ঞাত হয় অথচ তার খ্যাতি যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি । তিনি বুখারীর বর্ণনাসূত্রের একজন বর্ণনাকারী? অতএব এ কথা কি যুক্তিগ্রাহ্য যে, খতীব বাগদাদী তাকে অজ্ঞাত বলবেন?

---

[১]. আত্‌তাকরীব, পৃ-১৬৮, জীবনী- ১৫৬৩ ।
[২]. আল-জারহ ওয়াত্ তাদীল: ৩/২৩০ ।
[৩]. আত্ তাকরীব, পৃ– ১৬৮ ।
[৪]. আকীলী, দুআফা: ১/২৬৬, জীবনী-৩২৭ ।
[৫]. ইব্ন জাওযী: দুআফা: ১/২৪০, জীবনী-১০৩৫ ।

যখন আমি জাহাবীর মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থের প্রতি মনোনিবেশ করেছি তখন আমি বিস্মৃত হয়ে গেছি, এ বিষয়ে পাঠকগণও হয়ত বিস্মিত হয়ে যাবেন। কেননা আমার কাছে দুটি মারাত্মক বিষয় প্রকাশিত হয়েছে যা উদ্ধৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে মীলানীর আমানতের খিয়ানত ও ইচ্ছাপূর্বক পাঠকদের থেকে প্রকৃত ঘটনা লুকানোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

গ- মীযানুল ইতিদাল: এ গ্রন্থটি অধ্যয়নের সময় যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তা হল:-

প্রথম বিষয়: ইমাম **যাহাবী** তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে **হুমাইদ ইব্ন হিলাল** নামে দুজন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রথমজন ঐ ব্যক্তি যাকে **ইব্ন জাওযী** তার আদ দুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার ব্যাপারে জাহাবী তাই বর্ণনা করেছেন যা যা ইবনুল জাওযী বলেছেন। তিনি বলেন, হুমাইদ ইব্ন হিলাল ইযায়ীদ ইব্ন হারুন থেকে, খাতীব বলেন তিনি অজ্ঞাত।

এই বর্ণনাকারীর আলোচনা উপস্থাপনের পরপরই সরাসরি ইমাম **যাহাবী** আমাদের এই গবেষণার অভিষ্ট বর্ণনাকারী হুমাইদ ইব্ন হিলালের আলোচনা শুরু করেছেন।[১]

অতএব আমাদের সকলের নিকট এ কথা স্পষ্ট হল, **ইব্নুল জাওযী** হুমাইদ ইব্ন হিলাল দ্বারা ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারী হুমাইদকে বুঝাননি। বরং তিনি অন্য একজনকে বুঝিয়েছেন যার নাম একই। এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে মীলানীর দাবি ইবনুল জাওযী বুখারীর উক্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল গণ্য করেছেন সে দাবি পতিত হয়ে যায়।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় উক্ত গ্রন্থকার পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃত এ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যে, ইব্নুল জাওযী বুখারীর সনদের উক্ত বর্ণনাকারীর উপর অভিযোগ প্রদান করেছেন। এর প্রমাণ যাহাবী পরস্পর দুটি জীবনী একসাথেই উল্লেখ করেছেন। অতএব এমনটি সম্ভব নয় যে, মিলানী প্রথম জীবনীটি দেখেছেন অথচ দ্বিতীয়টি দেখেননি। বরং এটি জ্ঞান বর্ণনার ক্ষেত্রে খিয়ানত।

দ্বিতীয় বিষয়: প্রমাণিত হয় যে, উদ্ধৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার আমানতদারিতার অভাব এবং তিনি ইচ্ছাকৃত বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়েছেন তা হল, যাহাবী তার মীযানুল ইতিদালে হুমাইদ ইব্ন হিলাল যিনি বুখারীর সনদের একজন ব্যক্তি তার সম্পর্কে যা বলেছেন তা এড়িয়ে গিয়ে অন্য জনকে উল্লেখ করেছেন এবং যাহাবী তাকে তার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। যাতে পাঠক বিভ্রান্ত হয় যে, যাহাবী উক্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলেছেন।

প্রিয় পাঠক! এখন আমি যাহাবীর মূল উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করব, যাতে আপনি নিজেই গ্রন্থকারের সত্য বিমূখতা ও প্রকৃত তত্ত থেকে দূরে থাকার প্রমাণ পান।

ইমাম যাহাবী বলেন, হুমাইদ ইব্ন হিলাল তিনি বসরার একজন শ্রেষ্ঠ তাবীঈ ও বিশ্বস্ত ছিলেন, তিনি ..... থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মুঈন তাকে বিশ্বস্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। ইয়াহইয়া আল কাত্তান বলেন, ইবন সীরীন তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। এর কারণ তিনি শাসকদের কিছু কাজে

[১]. মীযানুল ইতিদাল: ১/১১৬, জীবনী নং- ২৩৪৪ ও ২৩৪৫।

জড়িত হন। আবু হিলাল বলেন, বসরায় হুমাইদ ইব্ন হিলালের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ ছিলেন না। হাসান বসরী ও ইব্ন সীরীন তার স্তুতি বর্ণনা করেননি। কারণ কৃষি ও চাষাবাদ তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।

ইব্ন মাদাইনী বলেন, আবু রিফাআহ আদরী তাকে আমার কাছে উপস্থাপন করেননি।

আমি (যাহাবী) বলব, তার থেকে মুসলিমের বর্ণনাও রয়েছে। **তিনি উক্ত ইব্ন আদীর 'আল কামিল ফীদ্ দুআফা' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছেন বিধায় আমি তাকে উল্লেখ করেছি। নতুবা তিনি বিশ্বস্ত।**[১]

যাহাবীর কথার অর্থ- যদি ইব্ন আদী তার আল-কামিল ফীদ দুআফা গ্রন্থে এই বর্ণনাকারীকে (হুমাইদ ইব্ন হিলাল) দুর্বলদের অর্ন্তভুক্ত না করতেন তবে আমি আমার মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে তার নাম নিয়ে আসতাম না, কেননা ঐ ব্যক্তি প্রমাণ (বিশ্বস্ত)।

উক্ত বর্ণনাকারীকে **ইব্ন আদী** কর্তৃক তার আল-কামিল গ্রন্থে কেন উল্লেখ করেছে বিষয়টি একটু পরেই দেখতে পাবেন।

আমরা ধারণা উপরের আলোচনার উদ্ধৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের আমানতদারিতা খিয়ানত করা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

খ- **ইব্ন আদী** তার আল কামিল ফীদ দুআফা গ্রন্থে:

প্রথমত ইব্ন আদী তার আল কামিল ফীদ দুআফা গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার এই গ্রন্থে তাদেরকেই উল্লেখ করেছি। যাদের বিরুদ্ধে দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে এবং যাদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ কেউ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এবং কেউ কেউ ন্যায়পরায়ণ বলেছেন। কারো বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে তা তার জ্ঞান অনুযায়ীই করে। সম্ভবত যে ব্যক্তি তার বিষয়কে দোষারোপ করেছেন অথবা যে ব্যক্তি তাকে উত্তম গণ্য করেছেন সম্ভবত তার উপর আক্রমণ করেছেন অথবা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।[২]

ইব্ন আদীর কথা থেকে প্রমাণিত হয় তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলেননি। অতএব যে ব্যক্তি বিষয়টি তার প্রতি সম্পৃক্ত করল সে তার উপর অপবাদ প্রদান করল।

দ্বিতীয়ত ইব্ন আদী হুমাইদ ইব্ন হিলালের কিছু হাদীস বর্ণনা করে বলেন, হুমাইদ ইব্ন হিলালের বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। তার থেকে অনেক মানুষ ও ইমাম বর্ণনা করেছেন। **তার হাদীসসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত,** ইয়াহইয়া কাত্তান বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু আমি জানি না এর কারণ কী?

সম্ভবত তিনি হাদীস সম্পৃক্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোন কারণে তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। হাদীসের ক্ষেত্রে তার ও **তার বর্ণনা গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।**[৩]

---

[১]. মীযানুল ইতিদাল: ১/৬১৬, জীবনী -২৩৪৫।
[২]. আল-কামিল ফীদ দুআফা: ২/২৭৬, জীবনী -৭১/৪৪০।
[৩]. আল-কামিল ফীদ দুআফা: ২/২৭৬।

প্রিয় ভাই! ইব্ন আদী কর্তৃক হুমাইদ ইব্ন হিলালের ও তার বর্ণনার ব্যাপারে উচ্ছাসিত প্রশংসার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন যদি তার সম্পর্কে ইব্ন সীরীনের উক্ত বাণী না থাকলে সম্ভবত: তিনি তার আল কামিল গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করতেন না। এ কারণে তিনি তার নাম উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র তার বিষয়ের অভিযোগ প্রতিহত করার জন্য, তার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টির জন্য নয়। এ বিষয়টি পূর্ণভাবে স্পষ্ট। কিন্তু গ্রন্থকার ইচ্ছাকৃত এ বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

উপসংহার: পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল-মিলানী কর্তৃক বুখারী বর্ণিত এই সনদের হাদীসের উপর আরোপিত অভিযোগ মূলত অশুদ্ধ এবং বাস্তবতা বিরোধী।

দ্বিতীয়ত: হাদীসের মতনের ব্যাপারে সংশয় নিরসন

হাদীসের মতনের ব্যাপারে উত্থাপিত তার অভিযোগ রীতিমত আশ্চর্যের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উপাধি খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য সীমিত করেননি। বরং হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে তিনি আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী। এরপর গ্রন্থকারের উক্তি কিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইদ, জাফর ও ইব্ন রাওয়াহা রাদি আল্লাহু আনহুমের মৃত্যুর সংবাদ মানুষকে জানালেন অথচ তাদের কোন প্রশংসা করলেন না। অথচ খালিদের প্রশংসা করলেন?

আমরা বলব,এখানে অসুবিধা কী? গ্রন্থকার কি হাদীসের মূল বর্ণনা পড়েননি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করেন তখন তার দুই চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য কেঁদেছেন এর চেয়ে বড় সম্মান উক্ত সাহাবীদের আর কী হতে পারে ?

বিষয়টি দীর্ঘায়িত করার কারণে আমি পাঠকের কাছে ক্ষমা চাই, যদি গ্রন্থকারের জ্ঞানগত আমানতদারিতা না থাকা ও বাস্তবতা বিবর্জিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ না করতে চাইতাম তবে আমার ও পাঠকদের সময় নষ্ট করে ও কষ্ট প্রদান করে এ সন্দেহ প্রত্যাখ্যান ও বুখারীর হাদীসের উপর আরোপিত অভিযোগ প্রতিহত করতে যেতাম না।

এতক্ষণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে আল্লাহর তরবারী উপাধি দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণকারী প্রথম হাদীস নিয়ে আলোচনা চলছিল। বিষয়টির পূর্ণতার জন্য আমরা নিম্নে বাকি হাদীসগুলো বর্ণনা করব।

২- **ইমাম আহমাদ** তার মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর থেকে মুতার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী রয়েছে যে, ... অতঃপর **আল্লাহর তরবারীসমূহের এক তরবারি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ** পতাকা গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ তাতেই বিজয় দান করেন।[১]

[১]. মুসনাদ: ১/২০৪। শায়েখ শুআইব হাদীসের টীকায় বলেন ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ। একইভাবে শায়েখ আলবানী আহকামুল জানায়েয গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

৩- **মুসনাদে** আব্দুল্লাহ ইব্ন উমাইর থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, উমর রাদি আল্লাহু আনহু আবু উবায়দাকে সিরিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে অপসরণ করেন। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের উপর এই উম্মতের প্রতিনিধি (আমিনুল উম্মাহ)কে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আবু উবায়দা ইব্ন জাররাহ এই উম্মতের প্রতিনিধি। তখন আবু উবায়দা রাদি আল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, **খালিদ আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী,** কতই না উত্তম পরিজন এ যুবকটি।[১]

৪- **মুসনাদে** ওয়াহশী ইব্ন হারব থেকে বর্ণিত আছে, আবু বকর রাদি আল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কতই না উত্তম আল্লাহর বান্দা, পরিবার পরিজনের ভাই খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এবং **আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী** যা তিনি কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন।[২]

৫- **মুসনাদে** আবু কাতাদাহ রাদি আল্লাহু আনহু থেকে মুতার যুদ্ধের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর পতাকা গ্রহণ করলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু তিনি নিযুক্ত সেনাপতি ছিলেন না, বরং তিনি নিজেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তাঁর আঙ্গুল উত্তোলন করে বললেন, **হে আল্লাহ! সে তোমার তরবারীসমূহের একটি তরবারী। অতএব তুমি তাকে সাহায্য কর। ঐ দিন থেকেই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে আল্লাহর তরবারী উপাধি প্রদান করা হয়।**[৩]

৬- **তিরমিজীতে** আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন আমরা একস্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান গ্রহণ করলাম। কাফেলার পাশ দিয়ে বিভিন্ন লোক যাতায়াত করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা এই ব্যক্তিকে? আমি বললাম, অমুক। তিনি বললেন, কতইনা উত্তম আল্লাহর বান্দা সে। অতঃপর তিনি বললেন, এই ব্যক্তি কে? আমি বললাম অমুক। তিনি বললেন আল্লাহর কতই না নিকৃষ্ট বান্দা সে। ইতিমধ্যে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু পাশ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তি কে? আমি বললাম, খালিদ ইব্ন

---

১. মুসনাদ: ৪/৯০; ইব্ন আবু শাইবা, মুসান্নাফ: ১৭/২০৮, হাইসামী তার মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার হাদীসের সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ তবে আব্দুল মালিক ইব্ন উমাইর আবু উবায়দার সময়কাল পাননি। দ্রষ্টব্য ৯/৩৪৮; শাইখ শুআইব এই হাদীসের উপর টীকা লিখে বলেন, এটি অন্যের কারণে সহীহ তবে এর সনদ বিচ্ছিন্নতার কারণে দুর্বল। কেননা আব্দুল মালিক ইব্ন উমাইর লাখমী আবু উবায়দা খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ বা উমর কাউকে পাননি।

২. মুসানাদে আহমদ: ১/৮; তাবরানী, আল মুজামুল কাবীর: ৪/১০৩। হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেন আহমদ ও তিবরানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের সনদের ব্যক্তিরা বিশ্বস্ত: ৯/৩৪৮।

৩. মুসনাদে আহমদ: ৫/৩০০; নাসাঈ, ফাদাঈলুস্ সাহাবা, ১১৮, বাবু খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। হায়সামী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ, খালিদ ইব্ন শামীর ব্যতীত তিনি বিশ্বস্ত। শাইখ শুয়াইব বলেন, অন্যের কারণে সহী,হ আর এ সনদটি উত্তম। শাইখ আলবানী বলেন, এর সনদ উত্তম, আহকামুল জানায়েয, পৃ–৩৩।

ওয়ালিদ। তিনি বললেন, আল্লাহর কতইনা উত্তম বান্দা **খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সে আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি**।[১]

এজাতীয় অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী উপাধি দিয়েছিলেন। আর তা ছিল মুতার যুদ্ধে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু কাতাদাহ আল-আনসারী রাদি আল্লাহু আনহুর হাদীসে। অতএব যে ব্যক্তি এ সংক্রান্ত প্রমাণের প্রতি উৎসাহী তার কাছে কি আর কোন সন্দেহের অবকাশ রয়েছে?

দ্বিতীয়তঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনকারীদের গ্রন্থাবলিতে এমন আলোচনাও রয়েছে যাতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে প্রশংসা করেন। যদিও গ্রন্থকার এই প্রশংসা স্পষ্ট করেননি বা উন্মুক্ত করেন নি। তবে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন।

আমিলী বলেন: ..... কেননা জিহাদের আমীর হওয়ার জন্য অধিক তাকওয়া সম্পন্ন হওয়া শর্ত নয়। বরং তাকে সমরবিদ্যায় সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় যুদ্ধাভিযানের নেতারা সৈনিকদের মধ্যকার সর্বাধিক তাকওয়াবান ছিলেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদকে মুতার যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার স্বীকৃতি প্রদান করেন ও **তার প্রশংসা করেন**।[২]

আমরা আমিলীকে বলব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদকে মুতার যুদ্ধে 'অতঃপর পতাকা গ্রহণ করলেন **আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী** এবং আল্লাহ তাদের উপর বিজয় দান করলেন' এছাড়া অন্য কি প্রশংসা করেছিলেন ?

আমিলীর যদি অন্য কোন প্রশংসা জানা থাকে তবে আমাদেরকে অবগত করালে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হব।

তৃতীয়ত সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু কর্তৃক খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুকে আল্লাহর তরবারী উপাধি প্রদান। এটি সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহুর সময় থেকে শুরু বা তাঁর থেকে সৃষ্ট নয়। এ উপাধি দ্বারা তিনি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে । একটু আগেই বিভিন্ন হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই খালিদকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু বরং এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা না করে (আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করেছেন) উক্ত উপাধিটি দৃঢ় ও সাব্যস্ত করেছেন এবং অন্যদের জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

---

[১]. সুনানে তিরমিজী: ৫/৬৮৮, হাদীস নং-৩৮৪৬, বাবু মানাকিবে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। ইমাম তিরমিজী হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব। ইয়াযীদ ইব্ন আসলাম কর্তৃক আবু হুরায়রা থেকে শ্রবণ করা সাব্যস্ত হয় না। এ জন্য এটি আমার কাছে মুরসাল হাদীস। শাইখ আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ। ইব্ন হাজর আল ইসাবাহ গ্রন্থে বলেন সনদের ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত।

[২]. আল ইনতিসার: ১/২১৯।

আর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু আনহু তাকে এই উপাধি দিয়েছিলেন যেহেতু তিনি আলী রাদি আল্লাহু আনহু হতে খিলাফাত ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করেছেন এবং মালিক ইব্ন নুআইরা ও অন্যান্য একত্ববাদীদের হত্যা করেছিলেন এই বক্তব্য বাতিল ও ভিত্তিহীন হওয়ার জন্য এর বিবরণই যথেষ্ট। কেননা এটি বাতিল, অসত্য, অপবাদ ও অকাট্য মিথ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর যা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তার বিধানও ঠিক অনুরূপ মিথ্যা এবং তার কোন সম্মান নেই।

অতঃপর গ্রন্থকার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা হল, আলী রাদি আল্লাহু আনহু আল্লাহর তরবারী ও তাঁর তীর এবং এ উপাধিটি তারই খালিদের নয়। এর উত্তরে আমরা বলব, যদি বর্ণনাটি শুদ্ধ হয় (যদিও বর্ণনাটি শুদ্ধ নয়)[১] তবে তাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যে, আলী রাদি আল্লাহু আনহু আল্লাহর তরবারী হবেন এবং খালিদ রাদি আল্লাহু আনহু আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী হবেন। অতএব বিষয়টি কোন ব্যক্তির সাথে নির্ধারিত নয়। এ কারণে আমরা পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ উপস্থাপনের সময় দেখি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উপাধি এককভাবে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর জন্য নির্দিষ্ট করেননি, বরং প্রতিটি স্থানেই তিনি বলেছেন আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী। আরবীতে ব্যবহৃত মিন (من) শব্দটি ভাষা বিজ্ঞানী ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণের নিকট বিভক্তকরণ বা খণ্ডিতকরণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।

অতএব এ পরিসরে খালিদ রাদি আল্লাহু আনহুর উপাধির ব্যাপারে কোনভাবেই প্রমাণ করার দাবি করা যায় না যে, এটি এককভাবে আলী রাদি আল্লাহু আনহুর উপাধি।[২]

এই অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ :

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে আল্লাহর তরবারী উপাধি দিয়েছিলেন আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর সাহসিকতা, স্থিরচিত্ততা ও শক্তিমত্তার কারণে। আর এটি অন্য কোন সাহাবী ব্যতীত শুধুমাত্র খালিদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়।

মূল্যবান সংযোজনী:

আল্লামা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতাবী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর তরবারী কখনই ভাঙ্গে না (পরাজিত হয় না) ও নিহত হয় না। এ কারণে তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত নসিব হয়নি। মহান আল্লাহর তার উপর সন্তুষ্ট হোন।

---

[১]. শাইখুল ইসলাম বলেন, এ হাদীসটি হাদীসের কোন মৌলিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এর কোন পরিচিতি সনদ নেই। অর্থাৎ এটা অসত্য। শুধুমাত্র আলী রাদি আল্লাহু আনহুই আল্লাহর তরবারী ও তার তীর নয়। এই বাক্যটি প্রকাশ্যভাবে সীমাবদ্ধতার দাবি রাখে। মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৪৮৩।

[২]. এ বিষয়ে শাইখুল ইসলামের আলোচনা দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ: ৪/৪৭৬-৪৮৪।

উপসংহার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার অনুগ্রহে উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদিত হয়।

এখনই আমাদের কলম উঠিয়ে নিচ্ছি, ইতিমধ্যে কাগজের অসংখ্য পাতা একত্রিত হয়েছে, এজাতীয় সংশয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে দিতে দৃষ্টির ক্লেশ থেকে মস্তিস্ক মুক্ত হয়ে প্রফুল্ল হয়েছে। যে সব সংশয় উত্থাপন করা হয়েছে আল্লাহর নবীগণের পর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা এখন ঐ চরম বাস্তবতার উপর অবস্থান নিব যা গোপন করা যায় না বা মুছে ফেলা যায় না। আর তা হল, সম্মানিত সাহাবীগণের উপর মিথ্যারোপ।

হ্যাঁ, নিশ্চয় তা এমন মিথ্যা যা বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ করা যায়, যা উল্লেখ করার ধারে কাছেও আমরা যাইনি তবে তা ঐসব সংশয় উপস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

এ এমন এক মিথ্যা যা তার বক্তাকে গোনাহের জলাভূমির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

এ এমন এক মিথ্যা যা নৈতিকতা, শিষ্টাচার, ছোট, বড়, সাহাবী কোন কিছুই চেনে না।

এ এমন এক মিথ্যা যা যে ব্যক্তি এ দ্বারা তার ভূষা গ্রহণ করে সে তার বিবেককে জলাঞ্জলী দেয়ার জন্য ও মূলনীতিকে বিসর্জন দেয়ার আহবান করে।

এ এমন মিথ্যা..... মিথ্যা..... ।

অতঃপর আপনার কাছে কৈফিয়ত হে আবু সোলাইমান! হে আল্লাহর তরবারী! আপনার প্রতি যে সব অপবাদ ও জ্বলন্ত মিথ্যা যুক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে আপনি পবিত্র, আপনি সত্যনিষ্ট, মুজাহিদ, সেনাপতি, নেতা, সাধক। ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া কোন রব নেই তারা আপনার ও যারা আপনাকে সম্মান দিয়েছে তাদের মর্যাদা জানাল না।

আল্লাহই তাদের প্রত্যাবর্তনের স্থল এবং তিনিই তাদের হিসাব গ্রহণকারী।

তথ্যসূত্র

১. আবু বকর সিদ্দীক, আলী সালাবী, দারু ইব্ন কাসীর, দামিশক-বৈরুত, ১৪২৪ হি/ ২০০৪ ইং।

২. আবু বকর ইব্ন, আলী খলীলী, মাকতাবা আহলে বাইত, সনবিহীন।

৩. ইত্হাফুল খাইরাতুল মহর, ইমাম আল বুসাইরী, দারুল অতান, রিয়াদ, ১৪২০ হি/ ১৯৯২ ইং।

৪. আল- আহাদ ওয়াল মাসানী, ইমাম আবু বকর শায়বানী, দারুর রাইয়া, রিয়াদ, বিশ্লেষণ- ড. বাসেম ফয়সাল, ১ম প্রকাশ- ১৪১১ হি/ ১৯৯১ ইং।

৫. আহাদীসে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা, মুর্তাজা আল- আসকারী, দারুত তাওহীদ, ৫ম প্রকাশ- ১৪১৪ হি/ ১৯৯১ ইং।

৬. আল- ইহতিজাজ, আত্তাবরাসী, দারুল উসওয়াহ, ইরান- ১৪২৪ হি।

৭. ইহকাকুল হাক্ক, নুরুদ্দীন তাসতারী, সনবিহীন।

৮. আহকামুল জানায়িয, শেখ আলবানী, আল- মাকতাব আল- ইসলামী, বৈরুত।

৯. আল- ইরশাদ, আল মুফিদ, মুআস্সাসা আহলে বাইত, ১ম প্রকাশ- ১৪১৬ হি/ ১৯৯৫ ইং।

১০. ইরওয়াউল গালীল, মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসির আলবানী, আল মাকতাব আল- ইসলামী, বৈরুত, ১৪০৫ হি/ ১৯৮৫ ইং।

১১. আযওয়াজুন নাবী ওয়া বানাতুহু, নাজাহ আত্তাঈ, দারুল হুদা, বৈরুত ১ম প্রকাশ- ১৪২২ হি।

১২. আল ইসতিগাসা, আবুল কাসিম কুফী, সনবিহীন।

১৩. আল- ইসতিনফার লিজ্জাব আনিস্ সাহাবা, শাইখ সোলাইমান আল- আলওয়ান, সনবিহীন।

১৪. আল- ইস্তিআব ফী মারিফাতিল আসহাব, ইব্ন আব্দুল বার, সনবিহীন।

১৫. উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস্ সাহাবা, ইযযুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আলজাযরী, যিনি ইব্নুল আসির নামে পরিচিত, দারুস শায়াব।

১৬. আসমাউস্ সাহাবা ওআর রুয়াত ওয়ামা লিকুল্লি ওয়াহিদী মিনাল আদাদ, ইব্ন হাযম, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, বিশ্লেষণ- সাইয়্যেদ কুসরায়ী, ১ম প্রকাশ- ১৪১২ হি/ ১৯৯২ ইং।

১৭. আল-ইসাবাহ ফী তামইযিস সাহাবা, হাফিজ ইব্ন হাজর আসকালানী, দারুল জিল, বৈরুত, বিশ্লেষণ- আল-বাজাবী, প্রথম প্রকাশ-১৪১২ হি।

১৮. আল-ইসাবাহ ফী তামইযিস সাহাবা, হাফিজ ইব্ন হাজর আসকালানী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, বিশ্লেষণ- আদেল আব্দুল মাজীদ ও আলী মুআওয়াদ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৫ হি।

১৯. উসূলে সারখসী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আসসারখসী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৪ হি/১৯৯৩ ইং।

২০. আদওয়া আলাস সহীহাইন, মুহাম্মদ সাদিক আন্ নাজমী, মুআসসাসাতুল মআরিফিল ইসলামিয়্যাহ, কুম, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯ ইং।

২১. আদওয়া আলা আকাঈদিশ শীয়া আল-ইমামিয়্যাহ, জাফর সুবহানী, মুআস্সাসাতুল ইমাম সাদিক, ১ম প্রকাশ-১৪১২ হি।

২২. ইলামুল মুকিঈন আন রাব্বিল আলামীন, ইমাম ইব্ন কাইয়্যুম জাওযীয়্যাহ, মাকতাবাতে আল-কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়্যাহ, মিসর, বিশ্লেষণ: ত্বহা আব্দুর রউফ সায়াদ, ১৩৮৮হি/ ১৯৬৮ ইং।

২৩. আল-আলাম মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবেন, হুসাইন শাকেরী, মাতবাআতে সিতারাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি।

২৪. আয়ানুশ শীআ, মুহসিন আমীন, দারুল তাআরিফ, বৈরুত, লেবানন, বিশ্লেষণ: হাসান আল আমীন, তারিখবিহীন।

২৫. ইগতিয়াল আবি বকর, নাজাহ আত্তাঈ, দারুল হুদা লিইয়াহইয়াউত তুরাস, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি।

২৬. ইফহামুল আদা ওয়াল খুসুম, নাসের হুসাইন হিন্দী, মাকতাবাহ নাইনুআ আল-হাদীসাহ, তেহরান, তারিখবিহীন।

২৭. ইমতাউল আসমা', আল-মাকরীযী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ আননামিসী, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি/ ১৯৯৯ ইং।

২৮. আল-ইনতিসার লিস সাহাব ওয়াল আল মিন ইফতিরাতিস সামাবি আদ্দাল, ইবরাহীম রাহীলী, মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আসরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৭ ইং।

২৯. আল-ইনতিসার, আল-আমিলী, দারুস সীরাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি/ ২০০০ ইং।

৩০. আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরী, দারুল ফিকর, বৈরুত, বিশ্লেষণ: সুহাইল যুকার ও যারকালী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি/ ১৯৯৬ ইং।

৩১. আল-আনসাব, আস্সামআনী, মাতবাআহ মাজলিস দাইরাতিল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, ভারত, ১৩৮২ হি/ ১৯৬২ ইং।

৩২. বাহ্হারুল আনওয়ার, আল-মাজলিসী, মুআসসিসাতুল ওয়াফা, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি/ ১৯৮৩ ইং।

৩৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, হাফিজ ইব্ন কাসীর দামেশকী, মাকতাবাহ আল-মাআরিফ, বৈরুত, ১৪২০ হি/ ১৯৯৯ ইং।

৩৪. বাইতুল আহযান, আব্বাস আল-কুম্মী, দারুল হিকমাহ, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি।

৩৫. তারীখে ইব্ন খালদুন, আল্লামা ইব্ন খালদুন, আল-হাইয়াতুল আম্মাহ লিকুসুরিস সাকাফাহ, কায়রো, ২০০৭ ইং।

৩৬. তারীখুল ইসলাম, হাফিজ যাহাবী, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বিশ্লেষণ: আব্দুস সালাম তাদমিরী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি/ ২০০১ ইং।

৩৭. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী, রাওয়াইউত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আবুল ফদল ইবরাহীম, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৭ হি/ ১৯৬৭ ইং।

৩৮. তারীখুল খুলাফা, ইমাম সূয়তী, মাতবাআতুস সায়াদা, মিসর, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আব্দুল হামীদ, ১ম প্রকাশ, ১৩৭১ হি/ ১৯৫২ ইং।

৩৯. আত্তারীখ আস্সাগীর, ইমাম বুখারী, দারুল ওয়াঈ (মাকতাবাহ দারুত তুরাস), হালব, কায়রো, বিশ্লেষণ: মাহমুদ ইবরাহীম যায়েদ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি/ ১৯৭৭ ইং।

৪০. আত্তারীখ আল-কাবীর, ইমাম বুখারী, দারুল ফিকর, বিশ্লেষণ: সাইয়্যেদ হাশিম নদভী, তারিখবিহীন, আল-মাওসুআহ আশ্শামিলাহ।

৪১. তারীখ আল-ইয়াকুবী, আল-ইয়াকুবী, দারুস সাদির, বৈরুত, তারিখবিহীন।

৪২. তারীখ মদীনাতু দামিশক, ইমাম আবুল কাসেম আলী ইব্ন হাসান আশ্শাফিয়ী, যিনি ইব্ন আসাকির নামে খ্যাত, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বিশ্লেষণ: আলী শীরী, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি/ ২০০১ ইং।

৪৩. তুহফাতুল আহওয়াজী শর্হ সুনানে তিরমিজী, মুবারকপুরী, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, তারিখবিহীন।

৪৪. তাখরীজিল হাদীস ওয়াল আসার, হাফিজ যাইলায়ী, দারু ইব্ন খাযীমাহ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি, বিশ্লেষণ: আব্দুল্লাহ আস্সায়াদ।

৪৫. তাজকীরাতুল ফুকাহা, আল-হুল্লী, মাতবাআহ মহর, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি।

৪৬. আত্তাসরীহ বিমা তাওয়াতিরি ফী নুযুলিল মাসীহ, মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশমীরী, মাকতাবুল মাতবাআত আল-ইসলামিয়্যাহ, হালব, বিশ্লেষণ: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ, ১৪০২ হি/ ১৯৮২ ইং।

৪৭. আত্তা'দীল ওয়াত তাজরীহ, ইমাম আল-বাজী, দারুল লিওয়া, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি/ ১৯৮৬ ইং, বিশ্লেষণ: আবু লুবাবাহ হুসাইন।

৪৮. তাজীমু কাদরিস সালাহ, ইমাম মারওয়াযী, মাকতাবাতুদ দার, মদীনাহ মুনাওয়ারা, বিশ্লেষণ: ড. আব্দুর রহমান আল-ফারওয়াবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি।

৪৯. তা'লিকাহ আলা মানহাজুল মাকাল, অহীদ বারবাহারী, তারিখবিহীন, মাকতাবাহ আহলে বাইত।

৫০. তাকরীবুত তাহজীব, হাফিজ ইব্ন হাজর আসকালানী, দারুর রশাদ, হালব, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আওয়ামাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি।

৫১. তাহজীবুত তাহজীব, হাফিজ ইব্ন হাজর আসকালানী, মাতবাআহ দাঈরাতুল মাআরিফ আন্নিজামিয়্যাহ, ভারত, ১ম প্রকাশ, ১৩২৬ হি।

৫২. তাহজীবুল কামাল, হাফিজ আবুল হুজাজ আল-মাযী, মাতবাআহ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি/ ২০০৪ ইং, বিশ্লেষণ: আমর শওকাত।

৫৩. আস্সিকাত, ইমাম আবু হাতিম ইব্ন হাব্বান, দারুল ফিকর, বিশ্লেষণ: সাইয়্যেদ শরফুদ্দীন আহমদ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৫ হি/ ১৯৭৫ ইং।

৫৪. জামিউল আহাদীস, ইমাম সূয়তী, ঠিকানাবিহীন।

৫৫. আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, ইমাম ইব্ন আবু হাতিম আররাযী, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৩৭১ হি/ ১৯৫২ ইং।

৫৬. জাওয়াহিরুল কালাম, আন্নাজফী, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত,৭ম প্রকাশ, ১৯৮১ ইং।

৫৭. হুলিয়্যাতুল আওলিয়া, ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫ হি।

৫৮. আল-খারাইজ ওয়াল জারাইহ, কুতুবুদ্দীন রাওয়ান্দী, আল-মাতবাআহ আল-ইলমিয়্যাহ, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি।

৫৯. খাসাইসুল ইমাম আলী, ইমাম নাসায়ী, মাকতাবাহ আল-মুআল্লা, কুয়েত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি, বিশ্লেষণ: আহমদ বালুশী।

৬০. খুলাসাতু আবকাতুল আনওয়ার, হামিদ আন্‌নাকয়ী, মুআস্‌সাসাতুল বা'সাহ, ইরান, ১৪০৫ হি।

৬১. আদ্‌দারাজাত আর রাফীআহ, আলী খান মাদানী, মাকতাবাহ বাসীরাতী, কুম্ম, ১৩৯৭ হি।

৬২. আদ্‌দারার আস্‌সুন্নিয়্যাহ ফীল আজওয়াবাহ আন্‌নাজদিয়্যাহ, বিশ্লেষণ: আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪১৭ হি/ ১৯৯৬ ইং।

৬৩. দাআঈমুল ইসলাম, কাজী নুমান মাগরিবী, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৩৮৩ হি/ ১৯৬৩ ইং।

৬৪. দালাঈলুন নবুওয়্যাহ, ইমাম আসবাহানী, দারু তাইয়্যিবাহ, রিয়াদ, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ হাদ্দাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি।

৬৫. দালাঈলুন নবুওয়্যাহ, ইমাম বায়হাকী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, বিশ্লেষণ: ড. আব্দুল মুতিঈ কালআজী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি/ ১৯৮৮ ইং।

৬৬. রিজালুন হাওলার রাসূল, খালিদ মুহাম্মদ খালিদ, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত, ৫ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি/ ১৯৮৭ ইং।

৬৭. রাসাঈলুল কারকী, আল-কারকী, মাতবাআতুল খাইয়াম, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আল-হাসওয়ান।

৬৮. রওদাতুল ওয়ায়েজীন, ফাত্তাল নীসাপুরী, মানসুরাতে শরীফ রেযা, কুম্ম, তারিখবিহীন, মাকতাবাহ আহলে বাইত।

৬৯. সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, সালিহী শামী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি/ ১৯৯৩ ইং, বিশ্লেষণ: আদেল আব্দুল মাওজুদ ও আলী মুআওয়াদ।

৭০. সাফীনাতুন নাজাত, সারাবী, মাতবাআহ আমীর, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি।

৭১. আস্‌সাকীফাহ, মুহাম্মদ রেযা মুজাফ্‌ফার, মাতবাআহ বাহমান, কুম্ম, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি।

৭২. আস্‌সিলসিলাহ আস্‌সাহীহাহ, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাহ আল-মাআরিফ, রিয়াদ, ১৪১৫ হি/ ১৯৯৫ ইং।

৭৩. সুনান ইব্‌ন মাজাহ, ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, দারুল ফিকর, বৈরুত, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ ফুআদ আব্দুল বাকী, তারিখবিহীন।

৭৪. সুনান আবু দাউদ, ইমাম আবু দাউদ সোলাইমান ইব্‌ন আশআস আস্‌সিজিস্তানী, দারুল ফিকর, বৈরুত, তারিখবিহীন।

৭৫. সুনান আত্‌তিরমিজী, ইমাম আবু ঈসা আত্‌তিরমিজী, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, বিশ্লেষণ: শাইখ আহমদ শাকের, তারিখবিহীন।

৭৬. আস্‌সুনান আল-কুবরা, ইমাম আবু বকর বায়হাকী, মাকতাবাহ দারুল বায, মাক্কাহ আল-মুকাররামাহ, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আব্দুল কাদের আতা, ১৪১৪ হি/ ১৯৯৪ ইং।

৭৭. আস্‌সুনান আল-কুবরা, ইমাম নাসায়ী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি/ ১৯৯১ ইং।

৭৮. সুনান আন্‌নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইব্‌ন শুআইব আন্‌নাসায়ী, মাকতাব আল-মাতবুআত আল-ইসলায়্যিাহ, হালব, বিশ্লেষণ: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি/ ১৯৮৬ ইং।

৭৯. সীরু আলামুন নুবালা, ইমাম জাহাবী, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বিশ্লেষণ: শুআইব আরনট ও অন্যান্য, ১১তম প্রকাশ, ১৪২২ হি/ ২০০১ ইং।

৮০. আস্‌সিরাহ আল-হালবিয়্যাহ, ইমাম আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন আল-হালবী, দারুল মাআরিফাহ, বৈরুত, ১৪০০ হি।

৮১. আস্‌সিরাহ আন্‌নবুবিয়্যাহ, ইবন হিশাম হুমাইরী, দার আল-মাদানী, কায়রো, ১৩৮৩ হি/ ১৯৬৩ ইং।

৮২. আশ্‌শাফী ফীল ইমামাত, শরীফ মুরতাজা, মুআস্‌সাতু ইসমাইলিয়ান, কুম্ম, ২য় প্রকাশ, ১৪১০ হি।

৮৩. শাজারাতুয যাহাব, ইব্‌নুল উমাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তারিখবিহীন।

৮৪. শরহ ইহকাকুল হক্ক, আল-মারআশী, মানশুরাত মাকতাবে আয়াতুল্লাহ আল-আজমী আল-মারআশী, কুম্ম, তারিখবিহীন।

৮৫. শরহুল আখবার, কাজী নুমান, মুআস্‌সাসাতুন নাশরিল ইসলামী, কুম্ম, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি।

৮৬. শরহ আল-কাসীদা আররাঈয়া, জাওয়াদ জাফার, আল-ইরশাদ লিত তিবাআহ ওয়ান নাশর, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি/ ২০০১ ইং।

৮৭. শরহ মিনহাজুল কারামাহ, আলী মিলানী, মুআস্‌সাসাতু দারুল হিজরাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৭ ইং।

৮৮. শরহ নাহজুল বালাগাহ, ইব্‌ন আবু হাদীদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৮ ইং।

৮৯. সহীহ বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, ৩য় প্রকাশ, দারু ইব্‌ন কাসীর, বৈরুত, ১৪০৭ হি/ ১৯৮৭ ইং।

৯০. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হিজাজ আল-কুশাইরী, দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, তারিখবিহীন।

৯১. সহীহ ওয়া দঈফ তারীখ তাবারী, মুহাম্মদ তাহির আল-বারযানজী, দারু ইব্‌ন কাসীর, দামিশক, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ ইং।

৯২. সহীহ ওয়া দঈফ সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাহ আল-মাআরিফ, আল-মাওসুআহ আশ্‌শামিলাহ।

৯৩. সহীহ ওয়া দঈফ সুনানে আবী দাউদ, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাহ আল-মাআরিফ, আল-মাওসুআহ আশ্‌শামিলাহ।

৯৪. সহীহ ওয়া দঈফ সুনানে তিরমিজী, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাহ আল-মাআরিফ, আল-মাওসুআহ আশ্‌শামিলাহ।

৯৫. সহীহ ওয়া দঈফ সুনানে নাসায়ী, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাহ আল-মাআরিফ, আল-মাওসুআহ আশ্‌শামিলাহ।

৯৬. সাওয়ারিমুল মুহরাকাহ, নূরুল্লাহ তাসতারী, বিশ্লেষণ: জালালুদ্দীন আল-মুহাদ্দিস, নাহজাত প্রকাশ, ১৩৬৭ হি।

৯৭. আস্‌সাওয়াঈকুল মুরসালাহ, ইমাম ইব্‌নুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়্যাহ, দারুল আসিমাহ, রিয়াদ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৮ ইং।

৯৮. সুরুম মিন সীরুস সাহাবা, সুহায়বানী, দারু ইব্‌ন খাযীমাহ, রিয়াদ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৮ ইং।

৯৯. আদ্‌দুআফাউল কাবীর, ইমাম আবু জাফর আল-আকীলী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, বিশ্লেষণ: আব্দুল মুতিঈ কালআজী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি/ ১৯৮৪ ইং।

১০০. আদ্‌দুআফা ওয়াল মাতরুকীন, আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বিশ্লেষণ: আব্দুল্লাহ আল-কাযী।

১০১. আত্‌তাবাকাত আল-কুবরা, মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ, দারু সাদের, বৈরুত, বিশ্লেষণ- ইহসান আব্বাস, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৮।

১০২. তাবাকাত, খলীফা ইবন খাইয়াত, দারুল ফিকর, বিশ্লেষণ- সুহাইল যুকার, সনবিহীন।

১০৩. তারাঈফ ফী মাআরিফাতি মাজাহিবে তাওয়াইফ, ইবন তাউস, আল-খাইয়াম প্রকাশ, কুম্ম, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯ হি।

১০৪. আল-উসমানিয়া, আল-জাহেজ, দারুল কুতুবুল আরাবী, মিসর, ১৩৭৪ হি/১৯৫৫, বিশ্লেষণ- আব্দুস সালাম হারুন।

১০৫. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বিশ্লেষণ- অসী উল্লাহ আব্বাস, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৮ হি/ ১৯৮৮ ইং।

১০৬. উমদাতুল কারী শরহ্ সহীহ আল-বুখারী, ইমাম বদর উদ্দীন আইনী, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ ইং।

১০৭. উমর ইবন খাত্তাব, মাকতাবাতে আল-ফাজর, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৪ হি/২০০৩ ইং।

১০৮. আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, ইমাম আবু বকর ইবন আরাবী আল-মালিকী, মাকতাবাতে সালফিয়্যাহ, কায়রো, ৮ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি/ ২০০৩ ইং।

১০৯. আল-আওয়ালিম, বাহরাইনী, মাতবাআতে আমীর, কুম্ম, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭ হি।

১১০. আউনুল মাবুদ শরহ সুনানে আবু দাউদ, শামসুল হক আজীম আবাদী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি।

১১১. আইনুল ইবরাহ লিগাবনিল উতরাহ লিল আল, তাউস, দারুশ শিহাব, কুম্ম, সনবিহীন।

১১২. আল-গারাত, আস্‌সাকাফী, ইরানী প্রকাশ, সনবিহীন।

১১৩. আল-গাদীর, আল-আমীনী, দারুল কিতাব আল-আরবী, রৈুত, ৪র্থ প্রকাশ, ১৩৯৭ হি/ ১৯৭৭ ইং।

১১৪. আল-ফাতওয়া আল-কুবরা, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, দারুল মাআরিফা, বৈরুত, বিশ্লেষণ- হুসাইন মুহাম্মদ মাখলুফ।

১১৫. ফাতহুল বারী শরহ্ সহীহ বুখারী, হাফিজ ইবন হাজর আসকালানী, দারুল ফিকর, রৈুত, প্রথম প্রকাশ ১৪২৪ হি/ ২০০০ ইং।

১১৬. ফুতুহুশ শাম, আবু আব্দুল্লাহ ওয়াকেদী, দারুল জীল, বৈরুত, সনবিহীন।

১১৭. ফুরসানুন নাহার, সাইয়্যেদ হুসাইন আফ্ফানী, দারু মাজেদ ঈদী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি/ ২০০৪ ইং।

১১৮. ফুরসান মিন আসরিন নবুওয়াত, আহমদ খলীল জুমআ, দারুল ইয়ামামা, দামিশক, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি/ ১৯৯৯ ইং।

১১৯. আল-ফুসুল আল-মুহিম্মাহ ফী তালীফিল উম্মাহ, আব্দুল হুসাইন শরফুদ্দীন, আর্ন্তজাতিক তথ্য বিভাগ, মুআস্সাসাতুল বা'সাহ, তারিখবিহীন।

১২০. আল-ফুসুল আল-মুহিম্মাহ ফী মাআরিফাতিল আইম্মা, ইব্নুস্ সাব্বাগ, দারুল হাদীস, বিশ্লেষণ: শামী আল-গারীরী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি।

১২১. ফাদাঈলুস্ সাহাবা, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বাল, দারু ইব্নুল জাওযী, বিশ্লেষণ: ওয়াসী উল্লাহ আব্বাস, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি/ ১৯৯৯ ইং।

১২২. ফুআতুল ওয়াফিয়াত, মুহাম্মদ শাকের আল-কিতবী, দারু সাদের, বৈরুত, বিশ্লেষণ: ইহসান আব্বাস, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৩ ইং।

১২৩. কামুসুর রিজাল, তাসতারী, মুআস্সিসাতু আন্নাশরিল ইসলামী, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি।

১২৪. আল-কামুস আল-মুহিত, ফিরোযাবাদী, ঠিকানাবিহীন।

১২৫. কাওয়ায়েদুল আহকাম, হুল্লী, মুআস্সিসাতু আন্নাশরিল ইসলামী, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি।

১২৬. আল-কাফী, কালীনী, মাতবাআহ হায়দারী, তেহরান, ৫ম প্রকাশ, ১৩৬৩ হি, শুদ্ধকরণ: আলী আকবার আল-গিফারী।

১২৭. আল-কামিল ফীত তারীখ, ইব্নুল আসীর, দারুল মাআরিফাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি/ ২০০২ ইং, বিশ্লেষণ: খলীল শায়হা।

১২৮. আল-কামিল ফীদ দুআফা, ইমাম ইব্ন আদী আল-জুরজানী, দারুল ফিকর, বৈরুত, বিশ্লেষণ: ইয়াহইয়া গাযাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি/ ১৯৮৮ ইং।

১২৯. কিতাবুল আরবাঈন, মুহাম্মদ তাহির আল-কুম্মী, মাতবাআহ আমীর, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি, বিশ্লেষণ: সাইয়্যেদ মাহদী রিজাঈ।

১৩০. কিতাবুল আমওয়াল, ইমাম ইব্ন যানজুয়াহ, মারকাযুদ দিরাসাতিল ইকতিসাদিয়্যাহ ওয়াল ফিকহিয়্যাহ, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি/ ২০০৭ ইং।

১৩১. কিতাবুল আমওয়াল, ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইব্ন সালাম, তারিখবিহীন।

১৩২. কিতাবুত তাআজ্জুব, আল-কারাজকী, শুদ্ধকরণ ও হাদীস নির্গমণ: ফারিস হাসুন, দারুল গাদীর, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি।

১৩৩. কিতাবুল জিহাদ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্নুল মুবারাক, দারুল ইলম, বিশ্লেষণ: ড. নাযিয়্যাহ হাম্মাদ, তারিখবিহীন।

১৩৪. কিতাবুর রিদ্দাহ, আল-ওয়াকিদী, দারুল গারব আল-ইসলামী, লেবানন, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি/ ১৯৯০ ইং।

১৩৫. কিতাবুল ফুতুহ, ইব্ন আসাম, দারুল আদওয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি, বিশ্লেষণ: আলী শীরী।

১৩৬. কিতাবুল ফাদাঈল, শাজান ইব্ন জিবরাইল, মানশুরাত মুআস্সাসাতুল আলা, লেবানন, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি/ ১৯৮৮ ইং।

১৩৭. কিতাবুল মীযান, শাআরানী, তারিখবিহীন।

১৩৮. কাশফুল গুম্মাহ, আরবালী, দারুল আদওয়া, লেবানন, ১ম প্রকাশ, ২০০০ ইং।

১৩৯. কাশফুল মুহাজ্জাহ লিসামরাতিল মুহজাহ, ইব্ন তাউস, আল-মাতবাআহ আল-হায়দারিয়্যাহ, নজফ, ১৩৭০ হি/ ১৯৫০ ইং।

১৪০. কানযুল আম্মাল, মুত্তাকী আল-হিন্দী, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৮৯ ইং।

১৪১. আল-কুন্নী ওয়াল আলকাব, আব্বাস আল-কুম্মী, মানশুরাত মাকতাবাতুস সদর, ৫ম প্রকাশ, ১৩৫৯ হি।

১৪২. লিসানুল আরব, ইব্ন মানজুর, দারু সাদির, বৈরুত, ১ম প্রকাশ।

১৪৩. লিসানুল মীযান, হাফিজ ইব্ন হাজর আসকালানী, মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, বিশ্লেষণ: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি/ ২০০২ ইং।

১৪৪. আল-হুতুফ ফী কাতলা আত্তুফুফ, ইব্ন তাউস, আনওয়ারুল হুদা, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি।

১৪৫. আল-মাজরুহীন, ইমাম ইব্ন হাব্বান, দারুল ওয়ায়ী, হালব, বিশ্লেষণ: মাহমুদ ইবরাহীম যায়েদ, তারিখবিহীন।

১৪৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, হাফিজ হায়সামী, মুআস্সাসাতুল মাআরিফ, বৈরুত, ১৪০৬ হি/ ১৯৮৬ ইং।

১৪৭. মাহাকামাতুল খুলাফা ওয়া আতবাউহুম, ড. জাওয়াদ জাফর, আল-ইরশাদ লিত্তিবাআতে ওয়ান্নাশর, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি/ ২০০১ ইং।

১৪৮. আল-মুহাল্লা, ইমাম আবু মুহাম্মদ ইব্ন হাযম আন্দালুসী, দারুল ফিকর, তারিখবিহীন।

১৪৯. আল-মারাসিল, ইমাম ইব্ন আবু হাতিম, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৮ ইং।

১৫০. মারউযুজ জাহাব, আল-মাসউদী, দারুল ক্বলাম, লেবানন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯ ইং।

১৫১. মারওয়াতু গাযওয়াতু হুনাউন ওয়া হিসারুত তায়েফ, ইবরাহীম কারীবী, ইমাদাতুল বাহসিল ইলমী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি।

১৫২. আল-মুসতাজাদ মিনাল ইরশাদ, আল-হুল্লী, মাতবাআতুস সাদও, কুম্ম, ১৪০৬ হি।

১৫৩. আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নীসাপুরী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি/ ১৯৯০ ইং, মুস্তাফা আব্দুল কাদেও আতা।

১৫৪. আল-মুতারশিদ, ইব্ন জারীর তাবারী, মুআস্সিসাতুস সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি।

১৫৫. মুসনাদে আবু ইয়ালা, ইমাম আবু ইয়ালা আল-মুসালী, দারুল মামুন লিত্তুরাস, দামিশক, বিশ্লেষণ: হুসাইন সালীম আসাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি/ ১৯৮৪ ইং।

১৫৬. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুআস্সিসাতু কুরতুবা, কায়রো, তারিখবিহীন।

১৫৭. মুসনাদে আল-বাযযার, ইমাম আবু বকর আল-বাযযার, মুআস্সাসাতু উলুমিল কুরআন, বিশ্লেষণ: ড. মাহফুজুর রহমান যয়নুল্লাহ, ১৪০৯ হি।

১৫৮. মুসনাদে আল-হুমাইদী, আবু বকর আল-হুমাইদী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, বিশ্লেষণ: হাবীবুর রহমান আল-আজমী।

১৫৯. মুসনাদে আশ্‌শামীয়্যিন, ইমাম তাবরানী, মুআস্‌সিসাতুর রিসালাহ, বিশ্লেষণ: হামদী আস্‌সালফী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি/ ১৯৮৪ ইং।

১৬০. আল-মুসনাদ, ইমাম আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা, দারুল অতান, বিশ্লেষণ: আদিল আল-ইযাযী ও আহমদ আল-মাযীদী, ১৯৯৭ ইং।

১৬১. মাশাহীরে উলামাউল আমসার, ইমাম ইব্‌ন হাব্বান আল-বাসতী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৫৯ ইং।

১৬২. মুশকিলুল আসার, ইমাম তাহাভী, মুআস্‌সিসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, বিশ্লেষণ: শুআইব আরনট, ২য় প্রকাশ, ১৪২৭ হি/ ২০০৬ ইং।

১৬৩. আল-মিসবাহুল মুনীর, আহমদ মুহাম্মদ আল-ফায়ূমী, আল-মাকতাবাহ আল-আসরীয়্যাহ, বিশ্লেষণ: ইউসূফ শাইখ মুহাম্মদ, তারিখবিহীন।

১৬৪. আল-মুসান্নাফ, ইমাম ইব্‌ন আবু শায়বা, দারুল কিবলাহ, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আওয়ামাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি/ ২০০৬ ইং।

১৬৫. আল-মুসান্নাফ, ইমাম আব্দুর রায্‌যাক আস্‌সিনআনী, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি।

১৬৬. মাআলিমুল ফিতান, সাঈদ আয়ূব, মাজমা ইয়াহইয়াউস সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি।

১৬৭. মাআলিমুল মাদরাসাতাইন, মুরতাজা আসকারী, মুআস্‌সাসাতুন নুমান, বৈরুত, ১৪১০ হি/ ১৯৯১ ইং।

১৬৮. আল-মুজাম আল-আওসাত, ইমাম তাবরানী, দারুল হারামাইন, কায়রো, বিশ্লেষণ: ড. তারেক আওদুল্লাহ ও আব্দুল মুহসিন আল-হুসাইনী, ১৪১৫ হি।

১৬৯. মুজামুল বুলদান, ইয়াকুত আল-হামুভী, দারু সাদের, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং, ২য় প্রকাশ- ১৯৯৫ ইং।

১৭০. মুজামুস সাহাবাহ, ইমাম বাগভী, মাকতাবাহ দারুল বায়ান, কুয়েত, ২য় প্রকাশ, ১৪২৮ হি/ ২০০৮ ইং।

১৭১. আল-মুজাম আল-কাবীর, হাফিজ সোলাইমান ইব্‌ন আহমদ আত্‌তাবরানী, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম আল-মুআস্‌সাল, বিশ্লেষণ: হামদী সালফী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি/ ১৯৮৩ ইং।

১৭২. মুজাম মাকাঈসুল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ইব্‌ন ফারিস, দারুল ফিকর, বিশ্লেষণ: আব্দুস সালাম হারুন, ১৩৯৯ হি/ ১৯৭৯ ইং।

১৭৩. মারিফাতুস্ সাহাবাহ, ইমাম আবু নাঈম আসবাহানী, দারুল অতান, রিয়াদ, বিশ্লেষণ: আদিল আল-ইযাযী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি/ ১৯৯৮ ইং।

১৭৪. আল-মাগাযী, আল-ওয়াকিদী, ঠিকানাবিহীন, আল-মাকতাবাহ আশ্‌শামিলাহ।

১৭৫. মাকতাল হুসাইন, আবু মিখনাফ লুত ইব্‌ন ইয়াহইয়া, মাতবাআহ আল-ইলমিয়্যাহ, কুম্ম, বিশ্লেষণ: হুসাইন আল-গিফারী, তারিখবিহীন।

১৭৬. মাকাতীবুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আহমাদী মায়ানজী, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮ ইং।

১৭৭. মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ, ইব্ন বাবুইয়া আল-কুম্মী, দারুত্ তাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি/ ১৯৯২ ইং।

১৭৮. মানাকিবে আলে আবী তালিব, ইব্ন শাহর আশয়ূব, মাতবাআতুল হায়দারিয়্যাহ, নজফ, ১৩৭৬ হি/ ১৯৫৬ ইং।

১৭৯. আল-মানাকিব, আল-খাওয়ারিজমী, মুআস্সাসাতুন নাশরিল ইসলামী,বিশ্লেষণ: মালিক আল-মাহমুদী, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি।

১৮০. মুনতাহাল মাতলাব, হুল্লী, মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, মাশহাদ, ইরান, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ ইং।

১৮১. মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন্নবুবিয়্যাহ, শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ, মুআস্সিসাতু কুরতুবা, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ রিশাদ সালেম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি।

১৮২. আল-মাওয়াকেফ, আদাদুদ্দীন আল-ইজী, দারুল জীল, বৈরুত, বিশ্লেষণ: ড. আব্দুর রহমান আমীরাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি/ ১৯৯৭ ইং।

১৮৩. মাওসুআতুল ইমাম আলী ইব্ন আবী তালিব, রীশাহরী, দারুল হাদীস, কুম্ম, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি।

১৮৪. মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল, হাফিজ যাহাবী, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি/ ১৯৯৯ ইং।

১৮৫. নুযহাতুল আবসার ফী ফাদাঈলুল আনসার, ইমাম ইব্নুল ফাররা, আদউয়াউস সালফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি/ ২০০৪ ইং।

১৮৬. আন্নস আলা আমীরিল মুমিনীন, আলী আশুরা, তারিখবিহীন, মাকতাবাহ আহলিল বাইত।

১৮৭. আন্নস ওয়াল ইজতিহাদ, আব্দুল হুসাইন শরফুদ্দীন, সাইয়্যেদুশ শুহাদা প্রকাশ, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি।

১৮৮. আন্ নাসাঈহ আল-কাফিয়াহ, ইব্ন আকীল, দারুস্ সাকাফাহ, ইরান, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি।

১৮৯. নাকদুর রিজাল, আত্তাফরাশী, মুআস্সাসাতু আলে বাইত, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি।

১৯০. আন্নিহায়াহ ফী গারীবিল আসার, আবু সায়াদাত আল-জাযরী, আল-মাকতাবাহ আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, বিশ্লেষণ: মাহমুদ আত্তানাহী ও তাহির আয্যাভী, ১৩৯৯ হি/ ১৯৭৯ ইং।

১৯১. নূরুল আফহাম ফী ইলমিল কালাম, হাসান লাওয়াসানী, মুআস্সাসাতুন নাশরিল ইসলামী, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি।

১৯২. অসাঈলুশ শীআ, আল-হুর আল-আমিলী, আলিল বাইত লিইয়াহইয়াউত্ তুরাস, কুম্ম, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি।

১৯৩. উযুউন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলী শাহরাস্তানী, মাতবাআহ সিতারাহ, কুম্ম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি।

১৯৪. ওয়াফিতুল আইয়ান, আল্লামা ইব্ন খালকান, দারু সাদের, বিশ্লেষণ: ইহসান আব্বাস।

১৯৫. ওয়াকিয়াতু সিফ্ফীন, নসর ইব্ন মাযাহিম, আল-মুআস্সাসাহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদীসাহ, বিশ্লেষণ: আব্দুস সালাম হারুন, ৩য় প্রকাশ, ১৪০১ হি/ ১৯৮১ ইং।

من إصداراتنا
More Others

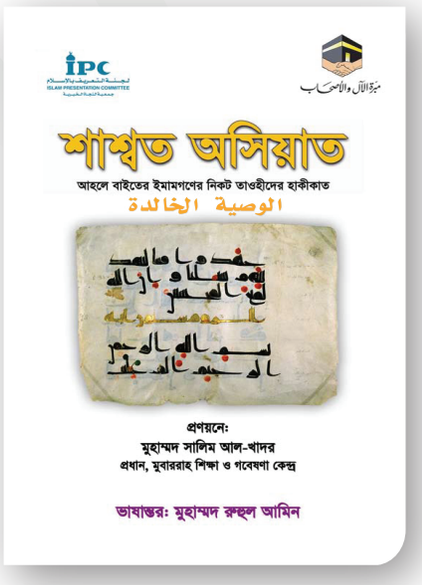

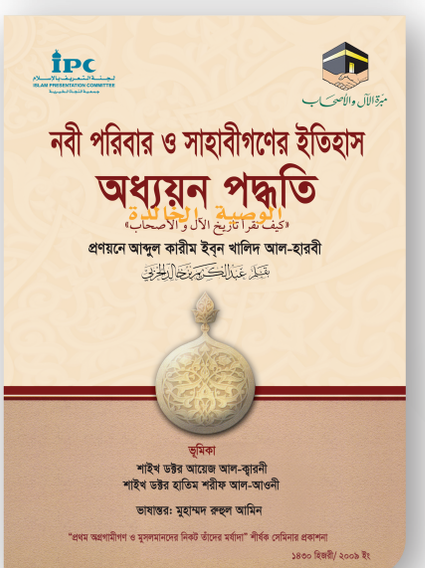

دار التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION
مكتبة IPB BOOKSHOP
ipb@gmail.com - www.ipbshop.com

للمساهمة معنا في مشروع طباعة الكتب: 24713897 - 22444117

الإدارة: الفروانية - ق6 - ش3 - بناية رقم 137 - فاكس: 24713873 - ص.ب 1613 الصفاة 13017 - الكويت
المعرض: الكويت - شارع فهد السالم - خلف مسجد الملا صالح - تليفاكس: 22427383